কোচবিহার-সাহিত্য-সভা-গ্রন্থাবলী

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী

পঞ্চম খণ্ড

সুন্দরকাণ্ড রামায়ণ

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম., এ, বি, এল,
সরস্বতী, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ, ভারতী
সম্পাদিত।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী

সুন্দরকাণ্ড রামায়ণ

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম্, এ, বি, এল্,
সরস্বতী, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ, ভারতী
সম্পাদিত

কোচবিহার সাহিত্যসভা
হইতে
খাঃ চৌধুরী আমানতুল্লা আহমদ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রিণ্টার—শ্রীঅম্বিকাচরণ বাগ
মানসী প্রেস
৭৭ নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩৩৯

সম্পাদকের কথা

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইহার পূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁহার
।লী" "ক্রিয়াযোগসার" ও দুইটি "উপকথা" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে বাল্মীকি
রামায়ণের অংশবিশেষের এই অনুবাদ পাঠে অবশ্যই আগ্রহান্বিত হইবেন। অধুনা প্রচলিত সংস্কৃত
ণর পাঠ অনুযায়ী ধরিতে গেলে সুন্দরকাণ্ডের একচত্বারিংশ সর্গ হইতে লঙ্কাকাণ্ডের দ্বাবিংশ সর্গ
অনুবাদ এই গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত সংস্করণ ও বাঙ্গালা
সংস্করণ প্রভৃতিতে মূলের অংশ ঐরূপ দেখা যায়। কিন্তু মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের পুঁথিতে এ
র সমস্তটিই সুন্দরকাণ্ডের অংশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম সর্গটির শেষে ভনিতা—

"ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে প্রাসাদধ্বংসন।
একচল্লিশ সর্গ পদ বিরাম এখন॥" (১১ পৃষ্ঠা)

ম্পূর্ণ সর্গটির ভনিতা :—

"ইতি শ্রীসুন্দরকাণ্ডে শরদাহ নাম।
নবতি নবম সর্গ হইল বিরাম॥" (১৭২ পৃষ্ঠা)

হারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কোন্ মূলগ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই।
বিভাগ অন্যপ্রকার ছিল, কি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ইচ্ছাপূর্ব্বক মূলগ্রন্থের কাণ্ডবিভাগ পরিত্যাগ
লেন তাহা নির্ণয় করার উপায় নাই। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ যে ইহা সবটাই সুন্দরকাণ্ড
ান তাহা গ্রন্থারম্ভের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে প্রকাশ :—

"শ্রীসুন্দরকাণ্ড নাম রামগুণ অনুপাম জাত গাঁথা কথা রসায়ন।
রচিব প্রবন্ধ করি হরিপদ শিরে ধরি নিবেদি শ্রীহরেন্দ্র রাজন॥" (১ পৃষ্ঠা)

রামায়ণে কিন্তু হরেন্দ্রনারায়ণের মত কাণ্ডবিভাগ আছে। খুব সম্ভব হরেন্দ্রনারায়ণ
অনুসরণ করিয়াছেন।

পুঁথি হইতে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল, তাহা অসম্পূর্ণ। কোচবিহার ষ্টেট্ লাইব্রেরীতে এই পুঁথি
। এই গ্রন্থের আর দ্বিতীয় পুঁথির সন্ধান না পাওয়ায় অসম্পূর্ণ অংশ পূরণের কোনও চেষ্টা
র হয় নাই।

গ্রন্থ আরম্ভের মাস, বার পক্ষ ও তিথি গ্রন্থমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। সনের কোনও উল্লেখ নাই।

"এ যে অগ্রহায়ণ মাসে বৃশ্চিকে তপন বাসে
কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয় দিনত।
শুভারম্ভ রামায়ণ পদবন্ধে বিরচন
শুভক্ষণে সোমবাসরত ॥"

অর্থাৎ সূর্য্য যখন বৃশ্চিকরাশিস্থ হন, সেই অগ্রহায়ণ মাসে, কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়া তিথিতে সোমবারে এ অনুবাদ আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ গ্রন্থশেষে রচনার কাল প্রদত্ত হয়। পুঁথির শেষাংশ পাওয়া গেলে বো হল সমাপ্তির সন তারিখ পাওয়া যাইত।

পুঁথির মধ্যে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ নিজকে কামতাপুরের অধীশ্বর বিশ্বসিংহের বংশজাত বলি উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান মহাদেবের ঔরসে হীরাদেবীর গর্ভে বিশ্বসিংহের জন্ম হইয়াছিল এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন :—

কমতা-বনিতা-পতি বিশ্বসিংহ ক্ষিতিপতি
শিবসুত হীরাগর্ভে জাত।
অরি-করি-বিদারণ ঘোর রণপঞ্চানন
যশ যার জগৎ-বিখ্যাত ॥
সে অংশে মম জাত শ্রীহরেন্দ্র নামে খ্যাত
দুরিত পূরিত যার মতি।
রচে রামগুণগান নিজ নিস্তারকারণ
শমনত ভয় পায়া অতি ॥" (২ পৃষ্ঠা)

কোচবিহারের রাজবংশ এই কিংবদন্তী হইতে শিববংশ বলিয়া সুবিদিত। কোচবিহার মহারাজগণে প্রাচীন মুদ্রা নারায়ণী মুদ্রা নামে সুবিদিত। তাহাতে একদিকে মহারাজগণের নাম ও অপরদি "শ্রীশ্রীশিবচরণকমলমধুপস্য" লিখিত হইত। কোচবিহারের মহারাজগণ বহু বিখ্যাত শিবালয় প্রতি করিয়াছিলেন। জল্পেশ্বরের সুবিখ্যাত শিবমন্দির মহারাজ প্রাণনারায়ণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহ রাজত্বকাল ১৬২৫ হইতে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ। এই মহারাজ বাণেশ্বর ও ষণ্ডেশ্বর নামক শিবের মন্দিরদ্ব নির্ম্মাণ করান। বাণেশ্বরের মন্দির অধুনা ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের বাণেশ্বর নামক ষ্টেশনের নিক অবস্থিত। শিবরাত্রির দিন এখানে বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। সুন্দরকাণ্ড রামায়ণের সর্গশেষে ভণিত দুইস্থানে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ এই বাণেশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন :

(১) "ধন্য ধন্য বিহার নগরি পুণ্যধাম।
জাত বাশ বাণেশ্বর হয় অবিশ্রাম ॥
তার দেশবাসী শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ।
রচিল প্রবন্ধ ছন্দ এ যে রামায়ণ ॥" (১২৬ পৃষ্ঠা)

(২) "জয়তি বিহারপতি সতীপতি হর।
বাণেশ্বর জটাধর কমতা-ঈশ্বর॥
তার দাস মতি মন্দ শ্রীহরেন্দ্র নাম।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষযুক্ত নাম রাম॥
রচিল প্রবন্ধ ভাষাবন্ধ পদচয়।
শমনত হনে মনে পায়্যা অতি ভয়॥" (১৩৮ ও ১৩৯ পৃষ্ঠা)

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ মূল অনুসরণ করিয়া অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু অনেক স্থলে. কৃত অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে না পারায় অনুবাদ অন্যপ্রকার হইয়া গিয়াছে। টীকায় এইরূপ দুই একটি শিত হইয়াছ। সম্পূর্ণ স্থলগুলি দেখান নিষ্প্রয়োজন। মূল রামায়ণ ও তাহার বঙ্গানুবাদ ৮। কৌতুহলী পাঠক দেখিয়া লইতে পারিবেন।

কানও কোনও স্থলে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ মূলের অতিরিক্ত বিষয় অবতারণা করিয়াছেন। রামের আশ্রয় লাভার্থ গেলেন মূলের এই ঘটনার পর মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ়েন, বিভীষণ রাবণের নিকট হইতে প্রথমে কুবেরর নিকট গেলেন। কুবের ও মহাদেব । করিতেছিলেন। মহাদেব কুবেরকে বলিলেন, বিভীষণকে রামের শরণ লইতে বল। কুবের । বিভীষণকে এই উপদেশ দিলেন। মহাদেব স্বয়ংও বিভীষণকে তাহাই করিতে বলিলেন। বিভীষণ রামের নিকট গেলেন।

ল্মীকির রামায়ণে এ ঘটনা নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এ উপাখ্যান অবতীর্ণ করা হইয়াছে। স্বজনপরিত্যাগী শত্রুর আশ্রয়গ্রহণকারী বিভীষণের চরিত্রে দোষপরিহারার্থে ইহা বিশদ বর্ণনা ন। বিভীষণ প্রথমে চিন্তা করিলেন, যে তিনি তৎক্ষণাৎ রামের নিকট যাইবেন না। যুদ্ধশেষে র পর রামের নিকট যাইবেন। যুদ্ধ যতদিন চলে ততদিন বনে বাস করিবেন। এইরূপ ভাবিয়া সহিত বিভীষণ পরামর্শ করিতে গেলেন। শিব ও পার্ব্বতী বিভীষণের অভিপ্রায় বুঝিয়া তৎপূর্ব্বেই নিকট উপস্থিত হইলেন। শিব কুবেরকে বলিলেন, বিভীষণ আসিলে যেন তাহাকে রামের ইতে বলা হয়। বিভীষণ আসিলে, কুবের ও স্বয়ং শিব তাহাকে রামের আশ্রয় লইতে বলিলেন। ভীষণ বলিলেন:

"আমি যদি রামকাছে যাই এইক্ষণ।
করিবেক সব লোক আমার নিন্দন॥
কহিবেক রাবণের বিপদ দেখিয়া।
বিভীষণ তারে ছাড়ি গেল দুষ্ট হৈয়া॥
তাহে পুন যদি মোরে রাজ্য দেন রাম।
তবে দোষ ঘুশিবেক সংসারে অনুপাম॥

বলিবে সকলে বিভীষণ রাজ্যলোভে।
বধিলেক সবান্ধবে অগ্রজে অক্ষোভে ॥
অতএব এক্ষণে যাইতে নহে মন।
পরেতে করিব যে করিবে আজ্ঞাপন ॥"

[কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড ; শিবের উপদেশ। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত সংস্করণ।]

এইখানে বিভীষণের চরিত্রমাহাত্ম্য সুপ্রকটিত হইয়াছে। শেষে শিব নানা যুক্তি দেখাই বিভীষণকে রামের আশ্রয় লইতে স্বীকৃত করিলেন।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কৃত্তিবাসের এই ঘটনা মূলে না থাকিলেও গ্রহণ করিয়াছেন। কি বিভীষণের প্রথম সংকল্প ও আপত্তি কৃত্তিবাসের ন্যায় বর্ণনা করেন নাই। তাহাতে এই উপাখ্যানের মূ উদ্দেশ্য বিভীষণের চরিত্র মাহাত্ম্য প্রদর্শন আদৌ প্রকটিত হয় নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণে দ্যূতক্রীড়া নাই

আর একটি ঘটনাও মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ মূলে না থাকিলেও বর্ণনা করিয়াছেন। সেতুবন্ধনে সময় নল বামহস্তে শিলা লইয়া পরে যথাস্থানে সংযোজন করিতেছিলেন। হনুমান্ নলের শক্তি পরীক্ষা জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা আনিয়া উপস্থিত করিলে নল প্রমাদ গণিয়া রামের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন তখন রাম নলকে আশ্বাস দিয়া হনুমানের শক্তি হরণ করিলেন ও হনুমান ভূতলে নিপতিত হইলেন তখন সুগ্রীব তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

এ ঘটনা কৃত্তিবাসের রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে রাম কর্তৃক হনুমানের শক্তিহরণ হনুমানের ভূমিতে পতন বর্ণিত হয় নাই। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, নলের কাতর বাণী শুনিয়া রাম নি গিয়া পথ মাঝে দণ্ডায়মান হইলেন। হনুমান রামকে লঙ্ঘন করিতে হয় দেখিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন তখন মিষ্টবাক্যে রাম নল ও হনুমানের বিরোধ দূর করিলেন।

"নলের ক্রন্দন শুনি দুঃখী হইল রঘুমণি
পথমাঝে দাণ্ডাইল গিয়া।
রামের উপর দিয়া, যাইবারে না পারিয়া
চলে বীর ভূমিতে নামিয়া ॥
কহিছেন প্রভু রাম, শুন বীর হনুমান্
নলে ক্রোধ কর কি কারণ।
হনুমান কহে বাণী যোড় করি দুই পাণি,
শুন রাম কমললোচন ॥
করি আমি প্রাণপণ, আনিতে পর্ব্বতগণ,
বামহাতে নল তাহা ধরে।
এই হেতু ক্রোধ করি, আনিনু অনেক গিরি,
চাপা দিতে এ নল বানরে ॥

এত শুনি কহে রাম, ত্যজ বাপু অভিমান,
কপীর স্বভাব এই কাজ।
বামহাত আগে চলে, ক্রোধ না করিহ নলে
তোমার নাহিক ইথে লাজ॥
শুন বাছা হনুমান মোর কার্য্যে দেহ মন
নল বীরে কর প্রীতি মনে।
নলের ধরিয়া হাত, কহিছেন রঘুনাথ,
সমর্পিয়া দিল হনুমানে॥"

[কৃত্তিবাস—সুন্দরাকাণ্ড। নলের প্রতি হনুমানের ক্রোধ ও শ্রীরাম কর্ত্তৃক সান্ত্বনা
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত সংস্করণ।]

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ আরও অনেক স্থলে মূল অনুসরণ না করিয়া কৃত্তিবাসের অনুসরণ াছেন। একাশীতি সর্গে বর্ণিত বিভীষণের সহিত নিকষার কথোপকথন মূলে নাই; কৃত্তিবাসের ণে আছে। বিভীষণকে রাবণের পদাঘাত মূলে নাই, কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অনুবাদের বিশেষত্ব এই যে ইহা যতদূর সম্ভব সর্গে সর্গে মূল অনুসরণের পাইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত আকারের সহিত এই অনুবাদের বৃহৎ র তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। অতি অল্পস্থলে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কিছু কিছু জন করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিলেও প্রধানতঃ তিনি মূলের সমস্ত অংশ অনুবাদে হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের ন্যায় মূল উপাখ্যানটি মাত্র অবলম্বন করেন নাই। সমস্ত শ্লোকগুলির দ অবশ্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই কিন্তু অধিক শ্লোক পরিত্যাগও করেন নাই। প্রাচীন লেখকরা এ প্রকার অনুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। মূলের অল্পমাত্র রাখিয়া নিজ নিজ কবিত্ব প্রকাশে ই সচেষ্ট হইতেন। সুতরাং মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের এই সংযম প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে এক বিরল ।

সুধীবর্গ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের এই অনুবাদের যথোচিত সমাদর করিলে আমরা সুখী হইব।

কাচবিহার
ংক্রান্তি ১৩৩৮।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

সুন্দরকাণ্ড রামায়ণ॥

[চত্বারিংশ সর্গ]

জয়তি জগতি-পতি, অগতি সবার গতি
সিতা-১ পতি ব্রহ্ম সনাতন।
রঘুকুল-তিমিরারি নমো ধনুর্ব্বানধারি
রক্ষকুল নির্ম্মুল কারন॥
পরং ব্রহ্ম চারি অংশে, অবতংশে রঘুবংশে
দশরথ-হৃদয়-নন্দন।
খণ্ডিতে ভুমিভার রামরূপে অবতার
পরাৎপর বিষ্ণু নারায়ণ॥
বল্কলবশনধর বাম করে শোভাকর
দিব্য চাপ শক্রতাপকারি।
দক্ষিণে প্রখর শর অরি-কায়-শিরহর ২
জটাধর সদা শুদ্ধাচারি॥
তনু দুর্ব্বাদলশ্যাম তারক ব্রহ্ম রাম নাম
গুনধাম অনুপাম ৩ বেশ।
অমল কমল দল, চারুনেত্র সুনির্ম্মল
তাত ৪ শোভা আরক্তিমালেশ ৫॥
সুমিত্রার সুতনুজ ৬ সুনিরুজ ৭ মহাভুজ
শ্রীলক্ষন লক্ষনে লক্ষিত ৮।
তপত কাঞ্চন তনু করে শোভা করে ধনু
জার ৯ গুন জগতে বিক্ষিত ১০॥
তাহার কনিষ্ট শিষ্ট সত্রুঘ্ন সুবিশিষ্ট
রাম-অনুগত অবিরত।

কৈকই ১১ গর্ভেত জাত ত্রিভুবনে সুবিক্ষাত
শ্রীভরথ ভারথবর্ষত ১২॥
এহি চারি গুণধারি ভুমিভারক্ষয়কারি
জার গুন গায় সামরাজ্যে ১৩।
এক বিষ্ণু চারি অংশে হৈল জাত সুর্য্যবংশে
অতি শ্রেষ্ট খেত্রিয় ১৪ মাঝে॥
ধন্য রাম গুনধাম কৈকইর ১৫ মনকাম ১৬
পুরিতে তরিতে নারায়ন।
পিতার শে পনপাশে গেল রাম বনবাসে
সঙ্গে শিতা অনুজ লক্ষণ॥
ত্রিভুবনজনবন্ধু সে জে রাম গুনসিন্দু
পিতার পালিল সত্য ধর্ম্ম।
ত্রিভুবনের জশরাশি নিজগুনে সুপ্রকাশি
সম্বরিল নিলা ১৭ পরংব্রহ্ম॥
শ্রীসুন্দরাকাণ্ড নাম রামগুন অনুপাম
জাত ১৮ গাঁথা কথা রশায়ন।
রচিব প্রবন্ধ করি হরিপদ শীরে ধরি
নিবেদি শ্রীহরেন্দ্র রাজন॥
হরির চরিত্র চিত্র পবিত্রের সুপবিত্র
অস্তিমের মিত্র কথাচয়।
জে রাম নাম স্মরণে ভয় ক্ষয় জম হনে ১৯
কৈবল্য ২০ আধার সুনিশ্চয়॥

---

১ সীতা ২ শত্রুর শিরচ্ছেদকারী ৩ অতুলনীয় ৪ তাহাতে ৫ ঈষৎ রক্তবর্ণ ৬ সুপুত্র ৭ সুন্দর ও নীরোগ ৮ লক্ষণে মণ্ডিত ৯ যার ১০ বিখ্যাত ১১ কৈকেয়ী ১২ ভারতবর্ষে ১৩ সাম্রাজ্যে ১৪ ক্ষত্রিয় ১৫ কৈকেয়ীর ১৬ মনকাম ১৭ লীলা ১৮ যাহাতে ১৯ যম হইতে ২০ মুক্তি

এ জে অগ্রহায়ন মাশে বিশ্চিকে তপন বাশে
কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতিয় দিনত ২১।
শুভারম্ভ রামায়ন পদবন্দে ২২ বিরচণ
শুভক্ষনে শোমবাশরত ২৩॥
কমতা বনিতা পতি ২৪ বিশ্বশিংহ খিতি-
পতি ২৪
শিবশুত হিরাগর্ভে জাত ২৬।
অরি-করি-বিদারন ঘোর রন-পঞ্চানন
জশ জার জগত বিক্ষাত॥
সে অংশে মম জাত ২৭ শ্রীহরেন্দ্র নামে
ক্ষাত ২৮
দুরিত পুরিত জার মতি।
রচে রাম গুনগান নিজ নিস্তার-কারন
সমনত ভয় পায়া অতি॥

গুনজিতা সিতা সঙ্গে রঙ্গেতে তখন।
পবননন্দন বির করি সম্ভাশন॥
ভক্তি অতি করি শে শুমতি হরিবর।
করি প্রনিপাত অশঙ্খাত ২৯ তাপর ৩০।
নিজ চিত্তে চিন্তে তথা রহিয়া তখন।
কি করি অখন ৩১ তবে কোন কর্ম্মগন॥
তেজি শঙ্খা ৩২ লঙ্কা জে কারণ আগমন।
সে কার্য্য হইল রামকৃপায় সাধন॥
ধরনিদুহিতা গুণজিতা শিতাশনে।
হৈল সম্ভাশন-গন অশোক [কাননে]॥
অখন কি করি অতি কর্ম্ম শুভিশন।
ক্ষল ৩৩ কার্য্য হইল আমার অখন॥
সকল সফল অবিকল হয় তবে।
জদি বধি অরি করি পরম তাণ্ডবে॥
তবে শবে হবে মম সকল সফল।
পারাবার পার আর নিজ ভুজবল॥
বিঘ্ন আচরিব দিব রক্ষে পরাভব।
প্রথমে বিভব শব করিব লাঘব॥
মম শুভিশন পরাক্রম অতিক্রম।
বিক্রমেতে আক্রমিতে না পারয় ১ যম॥
অবশেষ কর্ম্মলেশ এহি যে আমার।
অশেশ বিশেশরূপে সংগ্রাম শুসার॥
এহিমত সেকালত করি স্থিরতর।
মানশ করিল তবে যাইতে উত্তর॥
হনুমান জ্ঞানবান তবে সে সময়।
অবনিত অবনত হয়া সদাশয়॥
সিতা-পায়ে ভক্তিভাবে করিয়া বন্দন।
তথা হনে ২ রঙ্গমনে পবননন্দন॥
তেজিয়া সে স্থান অন্য স্থানত প্রয়ান।
করিল তখন জ্ঞানবান হনুমান॥
শুন কথা গিয়া তথা তবে শে শময়
আপন অন্তরে পরে করে চিন্তাময়॥
শুবিশেষ অল্প অবশেশ কর্ম্ম মম।
বক্রি ৩ আছে করিতে হইয়া জমশম॥

---

২১ রচনাকাল প্রদত্ত হইয়াছে। সূর্য্য যখন বৃশ্চিকরাশিস্থ হন সেই অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়া তিথি সোমবারে এই অনুবাদ আরম্ভ হয়।

২২ বন্ধে ২৩ সোমবারে ২৪ কামতাপুরের অধিপতি। প্রাচীন কোচবিহার রাজ্যের নাম। ২৫ ক্ষিতিপতি বিশ্বসিংহ (কোচবিহার রাজবংশের আদি পুরুষ) ২৬ মহাদেবের ঔরসে হীরাদেবীর গর্ভে বিশ্বসিংহের জন্ম হয় এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ২৭ সেই বংশে আমার জন্ম ২৮ খ্যাত ২৯ অসংখ্য ৩০ তাহার পর ৩১ এখন ৩২ শঙ্কা ৩৩ খল ১ পারে না। ২ হইতে ৩ বাকী

উপায় চতুর্ব্বিধ ৪ সাস্ত্রে হেন কয়।
বলবিত শুমতিক দিবে দানচয় ৫ ॥
পতিতে শে দিতে দান অজুক্ত নিশ্চয় ৬।
এহিমত ৭ নিতি জত সাস্ত্রচয় কয় ॥
একান্ত শুশান্ত দান্তজনে কদাচন।
জুক্ত নয় শুনিশ্চয় চণ্ড দণ্ডগণ ৮ ॥
এ জে মন্দ মদান্ধ পাপিষ্ঠ দুরাশয়।
ইহাক ৯ সে চণ্ড দণ্ড উপজুক্ত নয় ॥
দণ্ডিব দুদ্দণ্ডে ১০ চণ্ড প্রতাপ করিয়া।
রাবণ আমাত্যগণ সমরে মারিয়া ॥
এহি মম শুউত্তম পরাক্রম কাল।
করিব বিক্রম জমশম এহি ভাল ১১ ॥
পরাক্রম পরিশ্রম বিনেতে কখন।
কার্য্য ধার্য্য শুশিদ্ধি না হয় কদাচন ॥
পরাক্রমে আক্রমিয়া দিয়া ঘোর রণ।
শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রাক্ষশক করিব নিধন ॥
শ্রেষ্ঠ রক্ষ রনদক্ষ হইলে বিনাশ।
অতি মন্দমতি শে রাবণ পাবে নাশ ॥
মোরে এক কাজে কপিরাজে প্রেশীয়াছে।
বায়ুশুত আমি দুত জানকির কাছে ॥
গুনজুত জে দুত শুদুতত আপন।
অবিরোধে জে শুবোধে সাধে কার্য্যগণ ॥
আর অন্য কর্ম্ম ধন্য সাধিয়া আইশয়।
সেহি গুনজুত দুত পুজ্য অতিশয় ১২ ॥
পুর্ব্ব কার্য্য হৈল ধার্য্য আমার অখন।
অপর কামনা এহি মম প্রয়োজন ॥
এক কার্য্য সাধক জে দুত জেবা জন।
অন্য ধন্য কার্য্য আর করয় সাধন ॥
সেহি ধন্য অগ্রগণ্য দুত গুনজুত।
অপর জে বহুকার্য্য সাধয় প্রস্তুত ॥
সেজন শুজন গুণজুত দুত হনে।
প্রভুর প্রচুর অর্থ সিদ্ধ অনুক্ষনে ॥
জদি আমি খলকার্য্য করিয়া শাধন।

---

৪ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চার প্রকার উপায়। মূলে আছে :—

"ত্রীনুপায়ানতিক্রম্য চতুর্থ ইহ দৃশ্যতে ॥
ন সাম রক্ষঃসু গুণায় কল্পতে
ন দানমর্থোপচিতেষু যুজ্যতে।
ন ভেদসাধ্যা বলদর্পিতা জনাঃ
পরাক্রমস্ত্বেব মমেহ রোচতে ॥"

৫ বলবান্ শত্রুকে দান দিবে ৬ দুর্ব্বলকে দান দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে ৭ এই প্রকার ৮ চণ্ড অর্থাৎ দণ্ডনীতি শান্তজনে প্রযোজ্য নহে। এখানে অনুবাদে মূলের অর্থ স্পষ্ট হয় নাই। মূলের অর্থ : সাম রাক্ষসগণের প্রতি প্রযোজ্য নহে, সরল ব্যক্তির প্রতিই প্রযোজ্য। অর্থশালী যাহারা তাহাদের প্রতি দান প্রযোজ্য নহে, ; রাক্ষসেরা ধনবান্ অতএব দানও তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য নহে। রাক্ষসগণ বলগর্ব্বিত সুতরাং ভেদনীতিও তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য নহে। অতএব দণ্ড নীতিই ইহাদের প্রতি প্রযোজ্য। ইহার পরে অনুবাদে যে লিখিত হইয়াছে যে "চণ্ড দণ্ড উপযুক্ত নয়" তাহা সুষ্ঠ, হয় নাই। ৯ ইহাকে ১০ দুর্দ্দান্তকে দণ্ড দিব ১১ উত্তম ১২ এক কার্য্য করিতে আসিয়া সেই কার্য্যের অবিরুদ্ধ অন্য বহু কার্য্য যে সিদ্ধ করে সেই উপযুক্ত। মূলে আছে :—

"কার্য্যে কর্ম্মণি নির্দ্দিষ্টে যো বহূন্যপি সাধয়েৎ। পূর্ব্বকার্য্যাবিরোধেন স কার্য্যং কর্ত্তুমর্হতি।" অর্থাৎ সীতা অন্বেষণ কার্য্যের জন্য আসিলেও সেই কার্য্যের অবিরুদ্ধ অন্যান্য কার্য্য করিতে পারিলে আমি উত্তম দূত। পরেও এই কথা বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

আর অন্য কার্য্য ধন্য সাধিয়া অখন ॥
সুগ্রীবরাজার আলয়ত করি গতি।
তবে হবে হর্ষ আমা প্রতি কপিপতি ॥
অতঃপর কার্য্যান্তর গুরুতর অতি।
রক্ষসঙ্গে সমর কম্পায়া বসুমতি ১৩ ॥
রক্ষসঙ্গে রনরঙ্গে বিক্রম করিব।
নিজভুজবলে রক্ষদলে নির্দ্দলিব ॥
জেবনে সে দশাননে প্রভাব আমার।
হবে বিজ্ঞাপন দশবদন দুর্ব্বার ॥
অতঃপর কার্য্যান্তর এহি হৈল স্থির।
পাপিষ্ঠ রাবণকৃত এহি সুরুচির ॥
নন্দনকানন সম নিরপম অতি।
কুসুমকানন সুশোভন বিরাজতি ১৪ ॥
সে কানন বিদ্ধংশন করিব সুখেতে।
সুখান ইন্ধনগণ ১৫ জেন দহনেতে ॥
দাহ করে নিরন্তরে আপন ইচ্ছায়।
সেহি প্রায় সমুদায় মদ্দিব হিলায় ১৬ ॥
এহি পুষ্পবন আমি কৈল বিদ্ধংসন।
মোক ১৭ প্রতি কোপমতি হবে দশানন ॥
তবে কোপ করি সুর-অরি ১৮ দুরাচার।
আজ্ঞা দিবে দশগ্রিবে তবে সুদুর্ব্বার ॥
কোপমনে দশাননে বনের কারন।
প্রেশিবে আমাক প্রতি তুরগ বারণ ॥
রথ রথি সাদি রথি পদাতি পটল ১৯।
মম প্রতি কোপে অতি প্রেশীবে সকল ॥
আমি তার সঙ্গে রঙ্গে করিব সমর।
পরাক্রমে ক্রমে আক্রমিব নীশাচর ॥

মম ভিম বিক্রম সমন হয় তার।
রনে রক্ষগনে আরম্ভিব মহামার ॥
ভিম-পরাক্রমি জিতশ্রমি রক্ষকুল।
সমুলে আহবে সবে করিব নির্ম্মুল ॥
নিহত করিব কত সতে সত ২০ রনে।
প্রেশিব রক্ষক ২১ আজি সমনশদনে ॥
নিশাচর জমঘর করিয়া প্রেশন ২২।
কৌতুকে চলিব সুগ্রিবের নিকেতন ॥
এহিমত সেকালত চিন্তিয়া চিত্তত।
চলিল অনিলসুত কুসুমবোনত ২৩ ॥
নানা প্রানিনিশেবিত শিত স্থানখান।
নানা পক্ষি বাশে তাত ২৪ বিচিত্র
উদ্দ্যান ২৫ ॥
সুমঙ্গল ধাম সদা প্রমদা নামত ২৬।
পবননন্দন পশীলেন সেকালত ॥
বিচিত্র অশোকবন শোকনিবারক।
কোমল পল্লভে ২৭ তাত কি শোভাদায়ক ॥
মনোন্নিত ২৮ কুসুমিত প্রফুল্য সুন্দর।
গুঞ্জে অলিপুঞ্জে তাত শোভা মনহর ॥
মনিমুক্তামানিকামণ্ডিত বেদিচয়।
জত বৃক্ষমুল অতি অতুল শোভয় ॥
করি দরশন তুষ্টমন হয়া অতি।
রাবনক ধন্য ধন্য মানিল মারুতি ॥
হয়া সুখে মগ্ন ভগ্ন করিতে লাগিল।
কত সত চারু তরু বলে উৎপাটিল ॥
ডাল মুল বিপুল নির্ম্মুল করে ধরি।
বল দিয়া উফারিয়া ২৯ ফেলে দিধা ৩০ করি ॥

---

১৩ পৃথিবী কাঁপাইয়া ১৪ শোভা পাইতেছে ১৫ শুষ্ক কাষ্ঠ ১৬ অবহেলায় ১৭ আমার ১৮ দেবতাদিগের শত্রু ১৯ পদাতি, অশ্বারোহী ও রথারূঢ় সৈন্য পাঠাইবে ২০ শত শত ২১ রাক্ষসকে ২২ প্রেরণ ২৩ বনে ২৪ তাহাতে ২৫ উদ্যান ২৬ মূলে আছে "বভঞ্জ প্রমদাবনম্" প্রমদাবন ভঙ্গ করিয়া ২৭ পল্লবে ২৮ মনোহর ২৯ উৎপাটন করিয়া ৩০ দুই খণ্ড

আর তথা শুশোভিতা লতাগ্রিহচয় ১।
লতার মন্দির প্রায় জেন বিরাজয়॥
তার মধ্যে বিশ্রাম শুধাম অনুপাম।
কাঞ্চনলাঞ্চন কত আশনভিরাম ২॥
অঞ্জনানন্দন তাক ভঞ্জন করয়।
ছিণ্ডি ছিণ্ডি ৩ মহি মণ্ডি তথা নিপাতয়॥
হরি ৪ করি দন্ত স্তম্ভ করি উৎপাটন।
ভঞ্জন করয় ৫ বহু চিত্র গ্রিহগন॥
বহু জলাশয়চয় তবে সে সময়।
ছিন্নদ্রুমে ছন্ন ৬ করে পবনতনয়॥
কাঞ্চন রজত বিরচিত তির ৭ তার।
চরনপ্রহারে তারে করয় বিদার॥
অদৃশ্য হইল জল কমলসকল।
ত্রেন ৮ ময় জলাশয় হৈল অমঙ্গল॥
বহু বন বিভঞ্জন ৯ করি হরি শুখে।
বলসালি ১০ পাড়ে গালী ১১রাবণে কৌত্তকে॥
একে অনেকের সঙ্গে জুদ্ধের ইচ্ছায়।
মনিময় তোড়নত চড়িল লিলায় ১২॥
চড়ি হরি তদুপরি করি তুষ্টমন।
তাত বশী মহাজশী রহিল তখন॥
ইতি শ্রী সুন্দরাকাণ্ড বাল্মিকি-প্রণিত।
অশোকবনিকাভঙ্গ কথা রশান্বিত॥
চল্লিশ শর্গের পদ হইলো বিরাম।
তেজ আন কাম মন জপ রাম নাম ১৩॥

[একচত্বারিংশ সর্গ]

করি ঘোর বাহুশব্দ লঙ্কাক ১৪ করিল স্তব্ধ
আস্ফোটে ১৫ কম্পায় ১৬ মহীতল।
ভঞ্জন করয় বন আর তার শব্দগন
লঙ্কা ভুমি করে টলবল ১৭॥
সহশ্র মেঘ সংবাদ ১৮ করে ঘোর সিংহনাদ
ভাঙ্গে তরু অতি অনায়াশে।
কখন তোড়নে বশী সব্দ করে আমরশী ১৯
সরিরবেগত কত নাশে॥
দর্প করি হরিবর বারম্বার শুদুস্কর
করেন আস্ফোট নিরন্তরে।
শুনি স্বন শুভিশন সে সময় ঘন ঘন
ত্রাশিত হইল লঙ্কা ডরে॥
লঙ্কাবাশী জনগন ভয়ত্রস্ত হয়া মন
আতঙ্ক হইল শঙ্কা পায়া।
কত মৃগপক্ষিগন করিলেন পলায়ন
সে স্থে পুষ্পকানন তেজিয়া॥
রাক্ষশবিনাশহেতু গগনত ধুমকেতু
উঠিল কুটীল ভয়ঙ্কর ২০।
বহে চণ্ডবাত তাত অকস্মাত উল্কাপাত
হৈলো বহু লঙ্কার উপর॥
বায়শ ২১ সব তখন করয় ভিশন স্বন
রজগন উড়িল আপাতে।
গির্দ্ধ ২২ কঙ্ক গোমায়ুর মণ্ডলি হৈল প্রচুর
নির্ঘাত নিপাত অশঙ্খাতে ২৩॥

১ লতাগৃহ ২ স্বর্ণবর্ণ কত সুন্দর আসন ৩ ছেদন করিয়া ৪ বানর ৫ ভাঙ্গে ৬ আচ্ছন্ন ৭ তীর ৮ তৃণ ৯ ভগ্ন ১০ বলবান্ ১১ গালি দেয় ১২ লীলায় ১৩ অন্য কাজ ত্যাগ কর। মূলে কিন্তু ইহা একচত্বারিংশ সর্গ। হরেন্দ্রনারায়ণ কোন্ পুঁথি অবলম্বনে অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই। বোম্বাই সংস্করণ ও বঙ্গবাসী সংস্করণ রামায়ণে এই সর্গের ঘটনা সুন্দরকাণ্ডের ৪১ সর্গের অন্তর্গত। ১৪ লঙ্কাকে ১৫ আস্ফালনে ১৬ কাঁপায় ১৭ টলমল ১৮ হাজার মেঘের গর্জন ১৯ ক্রুদ্ধ হইয়া ২০ মূলে আছে "রক্ষসাং নিমিত্তানি ক্রূরাণি প্রতিপেদিরে" রাক্ষসগণের অমঙ্গলসূচক বহু লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। কি কি অমঙ্গল তাহা মূলে নাই। অনুবাদে ধূমকেতু, উল্কাপাত প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা মূলে নাই। ২১ কাক ২২ গৃধ্র ২৩ অসংখ্য

এহিমত মহোৎপাত জাত হৈল অশক্ষাত
রক্ষমির্ত্তু শুচক ২৪ সকল।
হৈল লঙ্কানগরত এ জে উৎপাত যত
আর বহু হৈল অমঙ্গল ॥
নিদ্রা তেজি শে শময় তথাত রাক্ষসীচয়
জাগিল লাগিল হঙ্ক ২৫ অতি।
বিক্কত বদন তার দশন ভিশন আর
কোটরাক্ষি ২৬ লোলজিভ্যা ২৭ তথি ২৮ ॥
স্থুলনাশা লম্বোদর বিকট পিঙ্গলতর ২৯
কেশপাশ প্রকাশ করয়।
বিবর সমান বক্ত ৩০ লোচন ভিশন রক্ত ৩১
পানসক্ত ৩২ সে রাক্ষশীচয় ॥
হেন রক্ষনারিচয় নিদ্রা তেজি শে শময়
মহাভয় কম্পে ১ অতি শবে।
[বিভ]ঞ্জন ২ বনগন মহাকপি দরশন
করিলেন সে কালত তবে ॥
মহামহিধরপ্রায় অতুল বিপুলকায়
সাল তাল বাহুদণ্ডদ্বয়।
কেশরিলাঙ্গুলপ্রায় লাঙ্গুল বিরাজে তার
আরোক্ত ৩ লোচন তেজোময় ॥
সর্ব্বভুতভয়ঙ্কর তনু অতি লোমধর
কলেবর জলে ৪ বহ্নিপ্রায়।
সমিরনশুত বির গম্ভির শুস্থির ধির
মহাবলবন্ত মহাকায় ॥
মহাঘনবর্ণ ৫ তনু এক পার্শ্বে ভগ্ন হনু
তনু বজ্রশম শুকঠিন।
সমিরনশমো গতি ৬ অতিচিত্র গতি তিথি
চারু উরুদ্বন্দ অতি পিন ॥

দেখি রূপ হেনমত ভয় পায়া সে কালত
সে জে রক্ষ বরাঙ্গনাগন।
শিতাক সম্বোধি তবে জিজ্ঞাশে রাক্ষশী শবে
শুন রাজকন্যা হে বচন ॥
এহি জন কোনজন কার ভৃত্য এ ভিশন
কোথা হনে এথা আগমন।
কি কারণ এস্থানত আগমন এ বনত
জান জদি কহিয়ো অখন ॥
তব শহ শম্ভাষন করিয়া বা কি কারণ
এ জে জেন শমনসমান।
তোমার না হয় ভয় কহ শিতা শুনিশ্চয়
কেন এথা ইহার প্রয়ান ॥

ইহার সহিতে শীতে রাজার নন্দিনী।
কি কথনগন তুমি কহিলা অখনী ৭ ॥
হেন জদি জিজ্ঞাসিল সে রাক্ষশীগণ।
জানকি চাতুরী করি বলিল তখন ॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি সিতা জনকদুহিতা।
সর্ব্বগুনজিতা শিতা রামের বনিতা ॥
মৃদু শুমাধুরি করি মধুর বচনে।
সম্বোধি বলিল বানি রাক্ষশিনি ৮ গনে ॥
রাক্ষশী সকল কামরূপী স[ল]ক্ষন।
কিরূপে এরূপ মায়া বুঝিব অখন ৯ ॥
আমিত না জানি ইনি বটে কোনজন।
কোন প্রয়োজনে বা আশিছে এভুবন ॥
ইনি জে কারণ আগমন এস্থানত।
আর শুদুর্ব্বার করিবেক কর্ম্ম জত ॥

---

২৪ মৃত্যুসূচক ২৫ আতঙ্ক ২৬ চক্ষু কোটরগত ২৭ লোল জিহ্বা বিশিষ্ট ২৮ তথায় ২৯ পিঙ্গলবর্ণ ৩০ বক্ত্র ৩১ লাল ৩২ মদ্যপানাসক্ত ১ কাঁপে ২ পুঁথিতে "বিভ" অক্ষর গুলি নাই ৩ লাল ৪ দীপ্ত হইতেছে ৫ মেঘের মত বর্ণ ৬ পবনের গতি ৭ এখনি ৮ রাক্ষসী ৯ এখন

তাক সবে তোরা তবে দেখিবা অখন।
আমি কিছু না জানি ইহার বিবরন॥
মোর হয় ঘোর ভয় ইহাত হইতে।১০
মনে করি ডরে মরি ইহাক দেখিতে॥
এথা হনে এই ক্ষনে জাউক এ দুর্য্যন।
বড় ভয় হয় মিথ্যা নহে কদাচন॥
সিতার এমত বানি শুনিঞা তখন।
বিস্মিত হইল জত রাক্ষশিনিগন॥
কতজনা রক্ষবরাঙ্গনা শে শময়।
সিতাক আবরি থাকিলেন শুনির্দ্দয়॥
কতজন ত্রস্ত ১০ মন তখন হইয়া।
রাবনভবন গেল সে বার্ত্তা লইয়া॥
জথা সে রাবন লোকরাবন ১১ সুরারি।
গেল তথা শিঘ্রবেগে সে সকল নারি॥
অবনিত অবনত হয়া সে কালত।
পুটপানি ১২ হয়া বানি বোলে নারি জত॥
হৈছে শ্রান্ত সংভ্রান্ত লোচন চকিত।
কম্পে তনু পুনু পুনু অধর কম্পিত॥
পায়া ত্রাশ থরশ্বাস কম্পিত অন্তর।
নিশ্বলিত ১৩ বাক্য জত করয় গোচর॥
শুন শুন রাজরাজেশ্বর লঙ্কেশ্বর।
নিবেদনে অবধান করহ সত্তর॥
মনোরম অনুপাম অশোক উদ্যান।
তাত ১৪ আশী পশী এক কপি বলবান॥
ছন্ন ভগ্ন করে তব অশোক উদ্যান।
ভিশন নিশ্বন তার ভিশন বয়ান ১৫॥
অতুল বিপুল তনু ভানুকান্তিধর ১৬।
মহাধরাধরসম ১৭ তার কলেবর।

অতি ভয়ানক কালান্তক জম প্রায়।
প্রকাণ্ড তাণ্ডব তার কিছু না ডরায়॥
মহাপরাক্রমি জিতশ্রমি জমসম।
অতি দির্ঘ লোমাবলি অতি নিরোপম ১৮॥
সিতা শঙ্গে রঙ্গে করি শম্ভাশনগন।
অখন সেখানে আছে সে কপি দুর্য্যন ১৯॥
জনকনন্দিনি শীতা রামের বনিতা।
তার শঙ্গে প্রশঙ্গ না করে শুচরিতা॥
তথাপি প্রতাপী কপি শিতা সম্বোধিয়া।
বলে কুতুহলে বাক্ষ ২০ ভয় না করিয়া॥
শুন মহারাজা মহাতেজা রক্ষেশ্বর।
অনুমানে লয় মনে এ জে কপিবর॥
ইন্দ্রের দুত বা কিম্বা দুত ধনেশের ২১।
মায়াকায়া ধরি করি রূপ বানরের॥
আশী তব ভবন পশীয়া নিশ্বংশয়।
অশোককাননগন ভঞ্জন করয়॥
অথবা হবে বা সে রামের দুত চর।
জানকির কাছে আশীয়াছে এ নগর॥
রামের প্রেশিত দুত অদ্ভুতবিক্রমি।
আসিয়াছে তব ভবনত স্থান ভ্রমি॥
তব শব অশম্ভব অশোককানন।
ভঞ্জন করিল সর্ব্ব বন হে রাজন॥
শুন মহারাজা মহাতেজা রক্ষেশ্বর।
রামদুত শুনিশ্চয় হয় এ বানর॥
রামদুত বিনে আনে ২২ কোনে কোন প্রানে।
শিতা শহ শম্ভাশন করিবে উদ্যানে॥
আর কার শক্তি আছে আইশে এস্থানত।
আর শম্ভাশন করে সিতার লগত ২৩॥

---

১০ ত্রস্ত ১১ লোকসমূহের ত্রাসকারী ১২ যোড়কর ১৩ ভয়ে বাক্য স্খলিত হইতে লাগিল ১৪ তাহাতে ১৫ মুখ ১৬ সূর্য্যের মত বর্ণ ১৭ বিশাল পর্ব্বতের ন্যায় ১৮ অতুলন ১৯ দুর্জ্জন ২০ বাক্য ২১ কুবেরের ২২ অন্য ২৩ নিকটে

রাক্ষশী সবার হেন বচন শুনিয়া।
জজ্ঞের জলন জেন উঠিল জলিয়া ২৪ ॥
ভিশন লোচনগণ আরক্ত করিয়া।
বলিতে লাগিল বলি বিপুল গর্জ্জিয়া ২৫ ॥
শুন ওরে কিঙ্করনিকর নিশাচর।
অশীতিসহস্র রক্ষ সাজরে সত্তর ॥
চল রক্ষদল বলবন্ত সবে তবে।
ধরগা ২৬ সত্তরে দুষ্ট বানর তাণ্ডবে ॥
রাবণ-আজ্ঞায় সমুদায় রক্ষগণ।
বানর ধারন তরে করেন গমন ॥
নানা অস্ত্রসস্ত্র লয়া হয়া হৃষ্টমন।
চলিল অনিলবেগে সে জে রক্ষগণ ॥
শুল শেল মুদ্গর পরিঘ ভিন্দিপাল।
তোমর পরশু পাশ নানা অস্ত্রজাল ॥
পট্টীশ ভুজঙ্গ পাশ যেটক মুশল।
খড়্গ চর্ম্ম অশীকায় আদি এসকল ॥
রনঃদক্ষ রক্ষগণ অশক্ষ ২৭ শবার।
সমরে অমরে ডরে পরম দুর্ব্বার ॥
অতি সিঘ্র গতি তথি করি শে শময়।
বিগ্রহ আগ্রহ ২৮ করি চলে বলচয় ॥
হনুমান প্রতি কোপমতি হয়া ২৯ অতি।
ধুলায় আছন্ন ৩০ করি ধাইল দ্রুতগতি ॥
ধরনি কম্পায়া ৩১ মহাকায়াগন ৩২ ধায়া।
আবরিল শিষ্টে শীল ৩৩ হনুমানে জায়া ॥

মার মার সব্দে স্তব্দ করি অতিশয়।
আটোপে পরম কোপে ধাইল রক্ষচয় ॥
ধিমন্ত ৩৪ সে হনুমন্ত সন্তক ৩৫ সংপ্রেতি।
উপদ্রব রক্ষ শব আরম্ভিল অতি ॥
হনুমান বুঁদ্ধিমান জ্ঞানবান তবে।
মায়াকায়া জুদ্ধ পায়া ধরিল ৩৬ উৎশবে ॥
সহশ্র চরন হৈল দেখিতে দেখিতে।
সে মহাপুরুশ নিজ পৌরশগুনেতে ॥
আপন পৌরশ ৩৭ জশ ৩৮ আশ্রয় করিয়া।
মহাধরাধর ৩৯ শম সরির ৪০ ধরিয়া ॥
পবননন্দন উভে রন করি তবে।
মুক্ষ ৪১ এক প্রাশাদত ৪২ উঠিল লাঘবে ॥
আরোহনকালে হৈল সব্দ ভয়ানক।
সকল প্রাণির সে জে বিকলকারক ॥
সরিরের বেগে তার প্রাশাদ ভাঙ্গিল।
বাতে ৪৩ জেন পরম ৪৪ পাদপ বিনাশীল ॥
প্রাশাদ সমস্ত হৈল ভুমিস্ত ৪৫ তখন।
তেজি অন্য প্রাশাদত ৪২ কৈল আরোহন ॥
সেহ ৪৬ বিভঞ্জন ৪৭ হয়া পতন হইল।
পুন্ন ৪৮ হনুমান আন ৪৯ প্রাশাদারোহিল ৫০।
সেহ ১ নিপাতন ২ হৈল তখন ভুমিত ৩।
পবননন্দন মন হবে পুলকিত ॥
অঞ্জনানন্দন মন সানন্দে তখন।
বিভঞ্জন ৪ করিল বিস্তর গ্রিহগন ৫ ॥

---

২৪ যজ্ঞের অগ্নি যেন জ্বলিয়া উঠিল। মূলে আছে "চিতাগ্নিরিব জজ্জ্বাল" চিতার অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। ২৫ গর্জ্জন করিয়া ২৬ ধর গিয়া ২৭ অশক্য ২৮ যুদ্ধের প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া ২৯ হইয়া ৩০ আচ্ছন্ন ৩১ কাঁপাইয়া ৩২ বিরাটদেহধারী ৩৩ শান্ত চরিত্র ৩৪ বুদ্ধিযুক্ত ৩৫ সাধুকে ৩৬ যুদ্ধ পাইয়া মায়াদেহ ধারণ করিয়া ৩৭ পৌরুষ ৩৮ যশ ৩৯ বিশাল পর্ব্বত ৪০ শরীর ৪১ মুখ্য=প্রধান ৪২ প্রাসাদতে ৪৩ বায়ুতে ৪৪ শ্রেষ্ঠ ৪৫ ভূমিসাৎ ৪৬ সেও ৪৭ ভগ্ন ৪৮ পুনঃ ৪৯ অন্য ৫০ প্রাসাদে আরোহণ করিল। ১ সেও ২ পতিত ৩ মাটিতে ৪ ভগ্ন ৫ গৃহ-সকল

মহাশব্দ করি স্তব্দ ৬ করিয়া লঙ্কাক ৭ ।
রক্ষ অন্তরত প্রবেশাইল সঙ্কাক ৮ ॥
ঘন ঘন শুভিশন স্বনগন ৯ করে ।
অতুল বিপুল বলবান কপিবরে ॥
প্রাশাদপতনসব্দ কপির নিস্বনে ।
লঙ্কাস্থল টলবল ১০ করিল তখনে ॥
সেহি স্বন ১১ হনে মনে ভয় পায়া ১২ তবে ।
পক্ষিগন ত্রস্তমন হইলেন শবে ॥
পরস্পরে করে ভয় তবে চিন্তাগন ১৩ ।
এস্থান তেজিয়া করি প্রস্থান অথন ১৪ ॥
এহি বলে ভয়াকুলে পক্ষিকুল তবে ।
ভয়চিত ১৫ সচকিত লঙ্কাবাশী শবে ১৬ ॥
তথন ভিশন স্বন করি হরিবর ।
বিভঞ্জন করে রম্য হমা ১৭ নিরন্তর ॥
মুক্ষ মুক্ষ ১৮ প্রাশাদ করিয়া শাদ অতি ।
ভঞ্জন করয় শুখে তখন মারুতি ॥
জয় জয় রাম গুনধাম রাম জয় ।
জয় শুভলক্ষন লক্ষন গুনালয় ॥
জয় জয় শুগ্রীব রাজার হৌক জয় ।
রাঘবপালিত আমি শুন রক্ষচয় ॥
এহি বলি মহাবলি দলি গ্রিহচয় ১৯ ।
সঘনে বদনে বলে রাম জয় জয় ॥
মারুতিভারতি শুন দুষ্ট নীশাচর ২০ ।
আমি রামদুত বায়ুশুত শুদুস্কর ॥

মম নাম হনুমান অজ্ঞান শুনরে ।
আমি সমিরন-শুনন্দন ২১ শুন ওরে ॥
শক্রু অগ্রগন্য সন্য দন্ডদাতা আমি ২২ ।
শুনুক একথা মোর তোর রক্ষস্বামি ॥
সক্রুর নিহন্তা আমি সন্তান বায়ুর ।
করি কোপ করি লোপ তোমার আয়ুরে ॥
সিখরি-সিখর ২৩ গুরুতর তরুবর ।
প্রহারে জমের দ্বারে প্রেশী ২৪ নিশাচর ॥
প্রলয়ত লয় জত করিয়া লঙ্কারে ২৫ ।
প্রনাম করিয়া আমি জানকি মায়েরে ॥
রাম রামলোচনার শোচন মোচন ২৬ ।
করি সস্থানত ২৭ করি প্রস্তান ২৮ অথন ২৯ ॥
দেখ দেখ ওরে রক্ষ উপেখ কি লাগি ৩০ ।
লাইশ অনুরাগী জুদ্ধে যাইছ কেন ভাগী ৩১ ॥
এহি বলি মহাবলি তবে শে শময় ।
প্রাশাদ-অগ্রত স্থিত হয়া ৩২ মহাশয় ॥
ভিমশব্দে সিংহনাদ করিল তখন ।
সেই সব্দে লঙ্কা হৈল সঘন কম্পন ॥
চলিত হইল জত ললিত কানন ।
ভাঙ্গিয়া পড়িল কত প্রাশাদ তখন ॥
জেন অশনির পাতে নিপাত সত্তর ৩৩ ।
উন্নত অত্যন্ত জত শিখরিনিকর ৩৪ ॥
সেহিপ্রায় ৩৫ সমুদায় প্রাশাদমণ্ডল ।
খণ্ড খণ্ড হয়া পৈল ৩৬ ডাকি ৩৭ মহিতল ॥

---

৬ শুব্ধ ৭ লঙ্কাকে ৮ রাক্ষসের অন্তরে শঙ্কা প্রবেশ করাইল ৯ শব্দ সকল ১০ টল মল ১১ শব্দ ১২ পাইয়া ১৩ ভয় পাইয়া পরস্পর চিন্তা করিল ১৪ এখন ১৫ সভয় অন্তর ১৬ সবে ১৭ হর্ম্ম্য ১৮ ১৮ প্রধান প্রধান ১৯ গৃহ ২০ নিশাচর ২১ বায়ুর সুপুত্র ২২ মূলে আছে "শত্রুসৈন্যানাং নিহন্তা," শত্রু সৈন্যগণের বধকারী। ২৩ পর্ব্বত শৃঙ্গ ২৪ প্রেরণ করি ২৫ লঙ্কাকে প্রলয়ে লয় করিয়া ২৬ সীতার দুঃখ মোচন ২৭ নিজস্থানে ২৮ প্রস্থান ২৯ এখন ৩০ কি হেতু উপেক্ষা কর ৩১ কেন ভাগিয়া (পলাইয়া) যাইতেছ ৩২ প্রাসাদের উপরে অবস্থিত হইয়া ৩৩ যেন বজ্রাঘাতে সত্বর ভাঙ্গিয়া পড়ে ৩৪ অতীব উচ্চ যত পর্ব্বত সমূহ ৩৫ সেই প্রকার ৩৬ পড়িল ৩৭ শব্দ করিয়া

প্রাশাদে রহিয়া তবে পবনতনয়।
রাক্ষশ সবাক ৩৮ করে প্রহারে প্রলয় ৩৯ ॥
জেনমত ৪০ অনলত ৪১ পতঙ্গ সকল।
অনায়াশে তনু নাশে কেবল বিফল ॥
সেহিপ্রায় রক্ষকায় নিলায় ৪২ মর্দ্দয়।
প্রাশাদে থাকিয়া শাদে পবনতনয় ॥
আবরন করি হরিবরে নিরন্তরে।
ভিমপরাক্রমী জিতশ্রমি ১ নিশাচরে ॥
করে অস্ত্রপ্রহার দুর্ব্বার রক্ষগণ।
নিস্বঙ্খ ২ হৃদয়ময় পবননন্দন ॥
দেখে কাছে আছে নিশাচরপরিবার।
কোপমনে পবননন্দনে শুদুর্ব্বার ॥
সিংহলাঙ্গুলের প্রায় লাঙ্গুল তখন।
সিরোপরে বারে বারে করিল ভ্রমন ॥
বজ্রের সব্দের প্রায় নিনাদ করিয়া।
করি শিংহনাদ দিশবিদিশ ৩ পুরিয়া ॥
রক্ষসমস্তক ত্রস্ত করিল তখন।
বিমোহিত হৈল চিত সভিত ৪ সঘন ॥
আতঙ্ক হইয়া শঙ্খা পাইয়া সকলে।
দেখে সেকালত হনুমান মহাবলে ॥
মহাজলধর জেন ধরাধরপরে ৫।
সেহিপ্রায় সমুদায় দেখে নিশাচরে ॥
প্রভুর প্রচুর আজ্ঞা শীরেত ৬ ধরিয়া।
তাণ্ডব করিল অস্ত্র ধরিয়া গর্জ্জিয়া ৭ ॥
দেখিয়া আতঙ্ক হয়া নিস্বঙ্ক ৮ হৃদয়।
হনুমান পরে করে অস্ত্রবৃষ্টিচয় ॥

হয়া কুপি ৯ পরমপ্রতাপী কপিবর।
আবরিত মদান্বিত জত নিশাচর ১০ ॥
তাক ১১ থাক থাক বাক ১২ বলী শে শময়।
হনুমান বলবান কোপে অতিশয় ॥
করি শাদ প্রমাদ প্রাশাদ বিভঞ্জিয়া।
করি দস্ত ঘোরস্তম্ভ বলে উৎপাটিয়া ॥
কাঞ্চনলাঞ্চন মনিমণ্ডিত শুন্দর।
সে জে স্তম্ভ লয়া দম্ভ করি হরিবর ॥
মস্তক উপরে করি ভ্রমন তখন।
আপনার নাম আর করি উশ্চারণ ১৩ ॥
কিঙ্করনিকর রক্ষ রণঃদক্ষ শবে।
প্রহারিল সেহি স্তম্ভ পরম লাঘবে ॥
তাহার প্রহারে জমদ্বারে গেল চলি।
একশত মহদ্দত ১৪ রক্ষ মহাবলি ॥
অতুলবিক্রমি জিতশ্রমি রক্ষগণ।
তথাচ না হৈল রণে হনে ১৫ নিবর্ত্তন ॥
উৎস্বাহ সবার আর কার না ঘুচিল।
জুদ্ধত উদ্ধত আরবার জে হইল ১৬ ॥
তবে সে সময় বায়ুতনয় দুর্জ্জয়।
পাইল পরিঘ এক তবে সে সময় ॥
সে পরিঘ লয়া হয়া রুষ্ট অতিশ[illegible]।
রাক্ষশদলক নির্দ্দলিল শে [illegible] ॥
নিহত করিয়া কত সত নিশাচর।
সমরে মরিয়া গেল অমরনগর ॥
রাম জয় রাম জয় বলে কপিবর।
ঘোর সিংহনাদে করে প্রমাদ শত্তর ১৭ ॥

---

৩৮ সকলকে ৩৯ ধ্বংস ৪০ যে প্রকারে ৪১ অগ্নিতে ৪২ লীলায় (অবহেলায়) ১ যাহারা কিছুতে পরিশ্রান্ত হয় না ২ নিঃশঙ্ক ৩ দিগ্বিদিক ৪ শঙ্কাপূর্ণ ৫ পর্ব্বত উপরে যেন মেঘ ৬ মস্তকে ৭ গর্জ্জন করিয়া ৮ নিঃশঙ্ক ৯ ক্রুদ্ধ হইয়া ১০ যত মদগর্ব্বিত রাক্ষসে বেষ্টিত হইয়া ১১ তাহাকে ১২ বাক্য ১৩ উচ্চারণ ১৪ মহোদ্ধত ১৫ যুদ্ধ হইতে ১৬ আবার যুদ্ধে উদ্যত হইল ১৭ সত্বর

আর বলে মহাবলে কতুহলে ১৮ অতি।
শুন শুন ওরে জত রাক্ষশ দুর্ম্মতি॥
তোমার সবার কায় মহাকায় জত।
আছে রক্ষ রনঃদক্ষ লঙ্কাভুবনত॥
আর জত অস্ত্রশস্ত্র আছয় তোমার।
মহা মহা অস্ত্র আদি জত শুদুর্ব্বার॥
তাক ১৯ ভয় শুনিশ্চয় না করে বানরে।
কি করিতে পারে শে শে অস্ত্রের নিকরে॥
সহশ্র শক্রের শম জমশমশর ২০।
মহাবজ্রবস্তু অন্তকের অন্তকর॥
অজুতে নিজুতে ১ কোটী সহশ্র বানর।
আশীবে লঙ্কাত ২ অশঙ্খাত ৩ নিরন্তর॥
শুগ্রিব রাজার সঙ্গে রঙ্গে এসকল।
আশীতেছে নাশীতে তোমার লঙ্কাস্থল॥
শুগ্রিব কপির নাথ আবৃত হইয়া।
আশীবে লঙ্কাত ২ অশঙ্খাত ৩ কপি লয়া॥
তোমাক সবাক করিবাক মহামার ৪।
আশীবে বিপুল কপিকুল শুদুর্ব্বার॥
শুগ্রিব রাজার শঙ্গে বৈর আচরণ।
করে হেন প্রানি নাহি দেখি একজন॥
তোমার লঙ্কাত নাহি বির এবম্বান ৫।
শুগ্রিবের বৈর আচরিয়া পাবে ত্রান॥
এহি বলি মহাবলি গর্য্যে ৬ বারম্বার।
প্রাশাদ উপরে শাদে করয় বিহার॥
বাহুস্ফোট সিংহনাদ তর্য্যন গর্য্যন ৭।
ভিশননিস্বনগন করয় সঘন॥
স্তম্ভ উৎপাটন আর রক্ষের কদন।
আর তার শুদুর্ব্বার অহংকারগন॥

দেখি শুনি বিস্বয় ৮ হইল রক্ষগণ।
শ্রুতিহত হৈল জত বাক্য শে তখন॥
বহুতর নিশাচর গেল জমঘর।
পরাংমুখ হৈল শবে তেজিয়া সমর॥
অবশীষ্ট নিশাচর জে বাঁচিল রণে।
পলায়া চলিল ভয় রাবণভবনে॥
গিয়া তথা মন্দ কথা বার্ত্তা দিল তবে।
চমকিতচিত শুস্কান্বিত মুখ ৯ শবে॥
শুন মহারাজা মহাতেজা রক্ষেশ্বর।
সমরে মারিল জত কিঙ্করনিকর॥
সমুল কিঙ্করকুল নির্ম্মূল হইল ১০।
রণঃদক্ষ জত রক্ষ সমরে মরিল॥
অপ্রিয় এমত বানি শুনিয়া তখন।
কোপমন তখন হইল দশানন॥
কোপে তনু পুনু পুনু ১১ কম্পে অতিশয়।
অরুন লোচনগন অধর কম্পায় ১২॥
করে কর মর্দ্দন করিয়া সে কালত।
গর্জ্জে ঘন ঘন ঘন গর্য্যন যেমত ১৩॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে প্রাশাদ ধংশন,
একচত্বিশ স্বর্গ পদ বিরাম অখন॥ বা: রা: ৪২ সর্গ
বাল্মিকি-প্রনিত গীতকথা রশায়ন।
পদ বিরচিল শ্রীহরেন্দ্রনারায়ন॥
তজ মদ রামপদ ভজ মোর মন।
জান না কেশেত ধরি রাছয় সমন ১৪॥
দিয়া কাশী হাশী হাশী লইবে জখন ১৫।
তখন কি এ রাম নাম হইবে স্বরন ১৬॥
অনিত্য জিবন ধন দারাশুতচয়।
সপন ১৭ সমান একক্ষনে নষ্ট হয়॥

---

১৮ কুতুহলে ১৯ তাহাকে ২০ সমতুল্য ১ অযুত নিযুত ২ লঙ্কাতে ৩ অসংখ্য ৪ তোমাদের সকলকে মহামার (ধ্বংস) করিবে ৫ এরূপ বীর ৬ গর্জ্জন করে ৭ তর্জ্জন গর্জ্জন ৮ বিষণ্ন ৯ মুখ শুষ্ক ১০ কিঙ্করসমূহ নির্ম্মূল হইল। ১১ পুনঃ পুনঃ ১২ কাঁপে ১৩ যেমন মেঘ গর্জ্জন হয় সেইরূপ ঘন ঘন গর্জ্জন করে। ১৪ যম কেশে ধরিয়া রহিয়াছে ১৫ ফাসি দিয়া (পাশে বাঁধিয়া) হাসিতে হাসিতে যখন লইয়া যাইবে ১৬ স্মরণ ১৭ স্বপ্ন

তুমি তাত ১৮ অভিরত ১৯ রত অনুক্ষন।
দিনে ক্ষিন হয় দিন ২০ না বুঝ কারন॥
বিসয়েত থাকিয়া কি না হয় নেস্তার ২১।
জদি রাম কৃষ্ণ নাম লয় একবার॥
তবে হয় শুনিশ্চয় নিস্তার তাহার।
অন্তরত ২২ রামরূপ বিরাজয় জার॥

[দ্বিচত্বারিংশ সর্গ]

কিঙ্করনিকর প্রেশী ২৩ জমবর
মহাকপিবর আনন্দে অতি।
উত্তম উদ্যান পশী ২৪ হনুমান
নষ্ট করে স্থান বলে মারুতি॥
কনক চম্পক চম্পক অশোক
লবঙ্গ কিংশোক ২৫ তাল তমাল।
খর্জ্জুর বদরি ভাঙ্গে বল করি
কোপে মহাহরি শিংশপা শাল॥
চারু নারিকেলে শ্রীফল জে বেলে
ভাঙ্গি ভাঙ্গি ফেলে দাড়িম্ব-বন।
করঞ্জা পিয়াল রশাল কশাল
বাছি বাছি ভাল ২৬ বায়ুনন্দন॥
জবা করবির মালতি রুচির
বৃক্ষ অতশীর করে ভঞ্জন।
বেলী নাগেশ্বর বন্ধুর টগর
কাঞ্চন শুন্দর ভাঙ্গে তখন॥
সরলের তরু রম্ভা চারু চারু
আর দেবদারু আম্রের বন।
করে বিভঞ্জন পবননন্দন
প্রচণ্ড ভিশন রূপে তখন॥
এহি মতে কত সহস্রেক শত
মর্দ্দে ১ শেকালত ২ বায়ুতনয়।
আর অন্য অন্য বৃক্ষ শুলাবন্য ৩
কপি অগ্রগন্য তদা মর্দ্দয় ১॥
বনপাল ৪ তাত ৫ রক্ষ অশঙ্খাত ৬
আছিল তথাত ৭ তারা তখন।
দেখি হেনমত ভয়ে শে কালত
ত্রস্তমনে জত রাক্ষশগন॥
তেজিয়া কানন করি পলায়ন
তবে রক্ষগন ভয় পাইয়া।
রাবনভবন করিল গমন
অতি ভয়মন কাতর হইয়া॥
করি পুটপানি সবে বলে বানি
শুন মহামানি রক্ষ-ইশ্বর।
করি নিবেদন প্রভু দশানন
করহ শ্রবণ করি গোচর॥
কপি শুদুর্জ্জয় অট্টালিকাচয়
করিল প্রলয় করি ভঞ্জন।
রনদক্ষ রক্ষ দেবের অশক্ষ ৮
তাক লক্ষে লক্ষ কৈল মর্দ্দন ৯॥
কি হবে অখন প্রভু দশানন
চিন্তহ আপন হিত অখন ১০।
আমার শবার রক্ষা করিবার
তোমার এ ভার ওহে রাজন॥
যেরূপে অখন এ জে শুদুর্জ্জন
হয় নিধন ঘোর সমরে।

---

১৮ তাহাতে ১৯ অনবরত ২০ প্রত্যহ আয়ুঃক্ষয় হইতেছে ২১ বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া কি নিস্তার হয় না? ২২ অন্তরে। ২৩ প্রেরণ করিয়া ২৪ প্রবেশ করিয়া ২৫ কিংশুক ২৬ উত্তম ১ ভাঙ্গে ২ সেই সময় ৩ সুন্দর ৪ উদ্যান রক্ষক ৫ তাহাতে ৬ অসংখ্য ৭ সেখানে ৮ দেবতাও যাহাদের পরাজয় করিতে পারে না ৯ ধ্বংস করিল ১০ এখন

তার হেতুগন চিন্তহ অখন
প্রভু দশানন নিজ অন্তরে ॥
এমত বচন জদি রক্ষগণ
কৈল নিবেদন ভয়কাতরে ।
শুনিয়া তখন কুপিল রাবন
জজ্ঞের জলন ১১ সম প্রখরে ॥
জলি মর্ম্ম তার লৈল গর্জ্জিবার ১২
সে জে দুরাচার ত্রেদশ-অরি ১৩ ।
বিংশতিলোচন অরুনবরন
করিল তখন তর্য্যন ১৪ করি ॥
জলদসংবাদ ১৫ করি শিংহনাদ
আদেশ প্রমাদ করে তখন ।
শুন শুন ওরে কাছে কে আছেরে
মাররে বানরে করিয়া রন ॥
রাবণ আজ্ঞায় তবে মহাকায়
রক্ষ সমুদায় দুদ্দণ্ড ১৬ তবে ।
বলদর্প্পে অতি সে সব দুর্ম্মতি
করে বায়ুগতি তাণ্ডবে শবে ॥
জিমুতসংবাদ ১৫ মহা শিংহনাদ
করে করি শাদ ঘোর সমর ।
বিগ্রহ আগ্রহ করি শুদুরহ ১৭
নানা অস্ত্র সহ ধায় সত্তর ॥
খেটক মুদ্গর পরিঘ তোমর
কত ধমুধর কতো পট্টীশী ১৮ ।
শেল সুল ১৯ প্রাশ ভিন্দিপাল পাশ
বিপুল সাহস লইছে অশী ১৯ ॥

এবমাদি ২০ কত অস্ত্র সতেশত ২১
লয়া ২২ সেকালত শে রক্ষগণ ।
করিল গমন, সে জে রক্ষগন
হয়া হৃষ্টমন জুদ্ধকারন ॥
সবে ধায়া ২৩ জায়া ২৪ মারুতিক পায়া ২৫
সে জে ভিমকায়া বায়ুতনয় ।
স্নাষ্টে রক্ষগন করি আবরন ২৬
প্রহারে তখন সে অস্ত্রচয় ॥
বহুতর রক্ষ সবে রনদক্ষ
করিলেন লক্ষ ২৭ বায়ুতনয় ।
জলদনিনাদ করি সিংহনাদ
করিল প্রমাদ সে জে সময় ॥
থাক থাক বাক ২৮ বলিয়া তাহাক ২৯
চলে দলিবাক ৩০ বির ৩১ মারুতি ।
ক্রোধেতে তখন পবননন্দন
কৈল উৎপাটন পাদপ অতি ॥
লয়া ৩২ সেহি তরু সমরে অভিরু ৩৩
গতি করি চারু অতি তাণ্ডবে ।
পশী রক্ষস্থলে সে জে মহাবলে
অতি কুতুহলে গতি লাঘবে ৩৪ ॥
করিল প্রহার সে তরু দুর্ব্বার
কৈল মহামার সে রক্ষগনে ।
রক্ষ পরাক্রমি সবে জিতশ্রমি
বলেতে আক্রমি বায়ুনন্দনে ॥
করয় প্রহার অস্ত্র শুদুর্ব্বার
বলে মার মার হে নিশাচর ।

১১ যজ্ঞের অগ্নি ১২ তার মর্ম্ম (অন্তর) জ্বলিয়া গর্জ্জিতে লাগিল ১৩ ত্রিদশ অরি (দেবের শত্রু) ১৪ তর্জ্জন ১৫ মেঘ গর্জ্জন তুল্য ১৬ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ১৭ অত্যন্ত দুরূহ যুদ্ধে আগ্রহ করিয়া ১৮ পট্টিশ ১৯ শূল ১৯ অসি ২০ এই প্রকার ২১ শত শত ২২ লইয়া ২৩ ধাইয়া ২৪ যাইয়া ২৫ হনুমানকে পাইয়া ২৬ ঘিরিয়া ২৭ লক্ষ্য করিলেন ২৮ বাক্য ২৯ তাহাকে ৩০ দলিবার জন্য ৩১ বীর ৩২ লইয়া ৩৩ সাহসী ৩৪ লঘু (শীঘ্র) গতিতে

জলদসংবাদ করে সিংহনাদ
পরম নিনাদ রক্ষনিকর ॥
তবে হনুমান সমন সমান
হয়া কোপবান রক্ষনিকরে।
সে তরু দুর্ব্বার করিয়া প্রহার
প্রেসে জমদ্বার ঘোর শমরে ॥
তবে রক্ষগণ হইল নিধন
করি ঘোর রণ মারুতি সনে।
কার তুণ্ড মুণ্ড হৈল খণ্ড খণ্ড
প্রহার প্রচণ্ড পায়া তখনে ॥
ভগ্ন কক্ষ বক্ষ হয়া কত রক্ষ
মরিল অশংক্ষ তরুপ্রহারে।
কিঙ্করনিকর গেল জমঘর
করিয়া সমর অমরপুরে ॥
দহনে জেমন হইয়া দাহন
সলভের গণ হয় নিধন ১।
হয়া সেহিপ্রায় ২ রক্ষ মহাকায়
মৈল ৩ সমুদায় সে রক্ষগণ ॥
শুন্দরকাণ্ডত ৪ মহাপুণ্যজুত
কথা অদভুত শ্রীরামায়ণ।
সল্যবধ নাম স্বর্গ অনুপাম
হইল বিরাম পদরচন ॥
বেয়াল্লিশ সর্গ স্বর্গবর্গদাতা কথা ৫।
হইল বিরাম রাম রামগুণগাথা ॥
শুন সাধুজন মন করি হরিকথা।
জাহার শ্রবণে পাপ বিনাশে সর্ব্বথা ॥

[ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।]

অবশিষ্ট নীশাচর পলায়া তেজি শমর
পায়া ডর ৬ তবে সে শময়।
রাবণভবন প্রতি দ্রুত অতি করি গতি ৭
মহামার করিল কিঙ্করে ॥
হেনমত রক্ষবাণী শুনি সে জে মহামানী
রাবণ দুরাত্মা সে শময়।
কোপে কম্পমান তনু গর্জ্জিলেন পুনু পুনু
মনে মানি কিঞ্চিত বিস্ময় ৮ ॥
প্রহস্ততনয় বির মহাবল শুরুচির
পিতার সমান পরাক্রমি।
অমিতবিক্রম তার মহাবলী শুদুর্ব্বার
রণশ্লাগী ৯ অতি জিতশ্রমি ॥
তাক সম্বোধিয়া তবে বলিলেন শুগৌরবে
শুন সেনাপতির সন্তুতি।
চল কুতুহল করি হে হে সমরকেশরি
ঘোর রণে অখন ১০ সংপ্রতি ॥
শুন হে রাক্ষশবর তুমি বির শ্রেষ্ঠতর
বলসালি গরিষ্ঠ দুর্জ্জয়।
বানরক ১১ ঘোর রণে প্রেশি সমনসদনে
নিবর্ত্তিয়া আইশহ আলয় ১২ ॥
অতি শুর১৩ক্রূড়১৪কর্ম্মি মহাজোধ জীতশ্রমি
জোগ্য তুমি বানরনিগ্রহে।
চল সিঘ্রতরে অতি ঘোর রথে করি গতি
মার কপি বিশম বিগ্রহে ১৫ ॥

---

১ পতঙ্গ সমূহ যেরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃত হয় ২ সেইরূপ হইয়া ৩ মরিল ৪ সুন্দরকাণ্ডেতে ৫ স্বর্গ ও চতুর্ব্বর্গ দানকারক ৬ ভয় পাইয়া ৭ পুঁথি এইখানে অসম্পূর্ণ ৮ বিস্ময় ৯ যুদ্ধে শ্লাঘাকারী ১০ এখন ১১ বানরকে ১২ ফিরিয়া ভবনে এস ১৩ শূর ১৪ ক্রূর ১৫ যুদ্ধে

এহিমত ১ আজ্ঞা পায়া   সে মহাবিপুলকায়া
ভিশন দশন প্রকাশীয়া।
জম্বুমালি সে সময়   দ্রুতে উঠি দুরাশয়
বলদর্প্রে ইশদ হাশীয়া॥
রাবণচরণ ধরি   নমি অতি ভক্তি করি
জাত্রা কৈল প্রস্তান ২ কারণ।
কবচে আবরি তনু   করেত ৩ ধরিল ধনু
সিরে কৈল কিরীট ধারণ॥
রক্তমাল্য রক্তাম্বরে   আবরিল কলেবরে
রকত চন্দনক পিন্দিল ৪।
বৰ্দ্ধ ৫ গোধাঙ্গুলি ৬ হয়া   নানা অস্ত্রশস্ত্র লয়া
হৃষ্টে রথপ্রীষ্টে ৭ আরহিল॥
জিনিয়া রবিমণ্ডল   শ্রবণে শোভে কুণ্ডল
মুখশোভা শুন্দর শোভন।
আতাম্র লোচনদ্বয়   কপোলত বিরাজয়
অৰ্দ্ধচন্দ্র রকত চন্দন॥
বজ্রশব্দ সমসর ৯   সিংহনাদ ভয়ঙ্কর
করিলেন শুদুস্কর অতি।
বিরদর্প্রে সে দুর্ম্মতি   গর্জ্জন করিল অতি
বহু রক্ষ লইল সঙ্গতি॥
সক্রচাপ ১০ সম চাপ   শক্রকে করিতে তাপ
সে প্রতাপবন্ত সে দুর্জ্জয়।
সে জে বজ্রধনুধর   টঙ্কারিল নিশাচর
জ্যাঘোষে পুরিল দিশচয়॥
বজ্রপাত সমশর   সব্দ হৈল ভয়ঙ্কর
নির্ঘাত নিপাত জেবন্ধান ১২।

শুনি শুভিশন স্বন   চমকিল প্রাণিগণ
কত ভয় মুদিল নয়ান॥
রাশব সবেতে তার   বহে রথ শুদুর্ব্বার ১৩
ধ্বজজষ্টী ১৪ শুশোভন অতি।
পরিপূর্ণ অস্ত্রে তাত ১৫   মহা অস্ত্র অসঙ্খ্যাত
বিগ্রহ আগ্রহে কৈল গতি॥
জম্বুমালি বলশালী   মারুতিক পাড়ে গালী
বোলে কোথা আছেরে বানর।
এহি বলি বারম্বার   গর্জ্জে সে জে দুরাচার
রথগতি করে শিঘ্রতর॥
বহিদ্বারে তাতপরে   দেখিলেন কপিবরে
তোড়নত ১৬ আছে শুখে বশী ১৭।
দেখি হাশ্য করি অতি   জম্বুমালি সে দুর্ম্মতি
গর্জ্জিলেন পরম আমর্শী ১৮॥
জলদগর্জ্জন প্রায়   করে অতি মহাকায়
বলদর্পে মদান্ধ তখন।
বোলে এটা বটে কেটা   ভিশন বানর বেটা
মহোৎকটা বিক্রিত ১৯ বদন॥
থাক থাক বলী বাণী   সে জে রক্ষ মহামানী
সর্জ্জ করি ২০ ধরি সরাশন।
বদন করিয়া লক্ষ   সে জে রক্ষ রণদক্ষ
অৰ্দ্ধচন্দ্র হানীল তখন॥
আর শিরদেশে তার   প্রহারিল শুদুর্ব্বার
কর্ণিকা ২১ প্রখর এক শরে।
প্রহারিলানিকচয় ২২   ভেদিলেন বাহুদ্বয়
লাঘবে শে বেলা নিশাচরে॥

---

১ এই প্রকার ২ প্রস্থান ৩ হাতে ৪ রক্তচন্দন লেপন করিল ৫ বদ্ধ ৬ গোসাপের চর্ম্ম নির্ম্মিত দস্তানা ৭ পৃষ্ঠে ৮ আতাম্র ৯ সমতুল্য ১০ ইন্দ্রের ধনু ১১ শক্রকে ১২ যে প্রকার ১৩ গর্দ্দভ সকলে তাহার রথ টানিতেছিল ১৪ ধ্বজ-যষ্টি (পতাকার দণ্ড) ১৫ তাহাতে ১৬ তোরণের উপর ১৭ বসিয়া ১৮ বিষম অমর্ষ (ক্রোধ) করিয়া ১৯ ভয়ানক উৎকট ও বিকৃত ২০ সাজাইয়া ২১ কর্ণি বাণ ২২ নারাচ প্রহার করিল। মূলে আছে "অৰ্দ্ধচন্দ্রেণ বদনে শিরস্যেকেন কর্ণিনা। বাহ্বো-

শুবহল ২৪ বক্ষস্থলে সে জে রক্ষ মহাবলে
ভেদিলেন দশ নারাচেতে।
প্রহারিয়া শরচয় গর্জ্জিলেন শে শময়
অতি হৃষ্টে রথের পৃষ্টেতে ॥
সরক্তক্ত ১ সে শময় সোভে পবনতনয়
তাম্ব্রবর্ণ বদন ভিশন।
অরূনকিরণময় জেবন্ধান ২ বিরাজয়
সরদ সময় পদ্মঁগন ॥
প্রফুল্য শুন্দর অতি সেহিপ্রায় বিরাজতি
হনুমানবদন তখন।
রুধিরে দিগিধ ৩ অতি বহে ধারা শারা তগি
কুপিলেন পবননন্দন ॥
খরতর শরে বিদ্ধি হয়া কপিবর।
কোপে অতি মহামতি জলিল তৎপর ॥
ইতস্তত সে কালত করি নিরক্ষণ।
বিপুল পাইল এক পাশান তখন ॥
বলে উৎপাটীয়া নিয়া পবননন্দন।
রক্ষপরি ৪ লক্ষ করি ক্ষেপিল তখন ॥
আরবার শুহুর্ঙ্কার দশ তোমরক ৫।
লক্ষ করি ধরি হরি ক্ষেপিল রক্ষক ৬ ॥
জম্বুমালী বলশালী তবে শেশময়।
পথত আশীতে শিলা শে তোমরচয় ৭ ॥
খরতর দশ শর শিঘ্রতর করি।
খণ্ড খণ্ড করি কাটীলেন শুর-অরি ॥
অস্ত্রের বিনাশ দেখি কোপে বায়ুস্থুত।
তার শুদুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া প্রস্তত ॥

দেখি কুপী ৮ হয়া কপী প্রতাপী তখন।
বৃহৎ সাল উৎপাটিল পবননন্দন ॥
শিরোপরে করে তা'রে ভ্রমন তখন।
হেন দেখি রণঃদক্ষ রক্ষ শুদুর্জ্জন ॥
জম্বুমালি বলসালি তবে সে সময়।
খরতর চারি শর লয়া দুরাশয় ॥
সে জে সাল বৃক্ষ লক্ষ করি রক্ষবর।
ছেদিল নিলায় ৯ সমুদায় নিশাচর ॥
আর তার শুনিরূজ ভুজত তখন।
পঞ্চসরে নিশাচরে করিল ভেদন।
কপিবক্ষ করি লক্ষ সে রক্ষ তখন।
চণ্ড জমদণ্ড সমশর শুভিশন ॥
প্রহারিল দুষ্টশীল পরম আটোপে।
হুহুঙ্কার সব্দ করে নিশাচরে কোপে ॥
আর গজভুজসম ভুজমধ্যে তার।
খরতর দশ শর করিলো প্রহার ॥
সবে কলেবরে ভেদ হয়া কপিবর।
কুপিত হইল কপি জলিল অন্তর ॥
কোপে অতি মহামতি মারুতি তখন।
পাইল পরিঘ এক পরম ভিশন ॥
করে করি ধরি হরি ১০ সে পরি[illegible] তবে।
ভ্রমন করিল বায়ুনন্দন তাণ্ড[illegible] ।
রক্ষ বক্ষ লক্ষ করি সে জে হরিবর।
প্রহার করিল অতি দুর্ব্বার তৎপর ॥
সেহি প্রহারত হত হৈল নিশাচর।
সকল সরির আর রথ ধনুশর ॥

বিব্যাধ নারাচৈর্দশভিস্তু কপীশ্বরম্॥" অর্থাৎ মুখে অর্দ্ধচন্দ্র নামক বা-, মস্তকে কর্ণি নামক এক বাণ ও দুই বাহুতে দশটি নারাচ দ্বারা বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে বিদ্ধ করিল। ২৪ বিস্তৃত

১ বাণবিদ্ধ ২ যে প্রকার ৩ সিক্ত ৪ রাক্ষসের উপর ৫ তোমরকে ৬ রাক্ষসকে ৭ যখন সেই শিলা ও তোমরসমূহ শূন্যপথে আসিতেছিল তখন ৮ ক্রুদ্ধ ৯ অবহেলায় ১০ বানর

কক্ষ বক্ষ জানু হনু উদর চরন।
পৃষ্ঠ ৩ পার্শ ৪ ভুজ গ্রীবা মস্তক বদন॥
রথ অশ্ব সারথি বরূথ চক্রচয় ৫।
আর অস্ত্র সস্ত্র জত আছে রথময়॥
একেকালে সকলে হইল চুর্ণীকৃত।
নিপাতন তখন হইল প্রিথিবিত॥
অঙ্গের চির্ণিত আর রথচিহ্নচয়।
পরিচয় সে সময় কিছুই না হয় ৬॥
জম্বুমালি বলসালি হইল নিহত।
সমরে মরিয়া গেল অমরপুরত॥
হনুমান বলবান তবে সে সময়।
জলদনিনাদ নাদ ৭ কৈল অতিশয়॥
কিঙ্করনিকর জমঘর গেল আর।
ভূতমুখে রাবন শুনিল সমাচার॥
বায়ুসুত অদ্ভুত বলজুত ৮ জানি।
কিছু মৌনে থাকিয়া রাবন মহামানি॥
বিরদর্প করি সর্প ৯ সম ক্রোধে অতি।
ঘুর্ন্নিত লোচনে অতি গর্জ্জিল দুর্ম্মতি॥
প্রহস্তপুত্রের তাত ১০ নিধন শ্রবনে।
অতিকোপে কম্পমান হয়া দশাননে॥
আমাত্য অপত্য সত্য ১১ পরাক্রমি গনে।
আদেশ করিল লঙ্কেশ কোপমনে॥
শুন শুন আমাত্যনন্দন বিরগন।
ভিমপরাক্রমি জিতশ্রমি জনে জন॥
সবে রনশ্লাগী অনিবর্ত্তি সমরত ১২।
অমরক নাহি ভয় সমরকালত ১৩॥

অতিরোধা ১৪ চিত্রজোধা দৃঢ়মুষ্টী আর।
অরিকরিবিদারন কেশরি দুর্ব্বার ১৫॥
তবে সবে চল ঘোর আহবে অখন ১৬।
প্রতাপী কপিক ১৭ প্রেশ সমন সদন॥
বিজয়ে লভিয়া নিবর্ত্তিয়া আরবার ১৮।
আইশ নিজ নিকেতন জত বল্লিয়ার ১৯॥
ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে কথা রশায়ন।
জম্বুমালিবধ নাম শর্গ সমাপন॥
তেতাল্লিশ সর্গ পদ হইল বিরাম।
তেজ মন আন কাম ২০ জপ রামনাম॥
রামচন্দ্র রামচন্দ্র রাম কর শার।
তবে হবে এ অশার সংশারের পার॥
শ্রীহরেন্দ্রনারায়ন মন্দমতি অতি।
নিজগুনে জা কর ২১ এবার রঘুপতি॥

[চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ]

রাক্ষশেশ লঙ্কেশ আদেশ শিরে ধরি।
বলজুত মন্ত্রিসুতগন সিঘ্র করি॥
স্বকিয় স্বকিয় নিকেতন হনে ২২ শবে।
বিগ্রহ আগ্রহ করি নিকলিল ২৩ তবে॥
জলন ২৪ সমান তেজবান বলবান।
মহাবলবান সবে আহবে সুজ্ঞান ২৫॥
তরূন অরূন কান্তিধর কলেবর।
তরূন বয়শ সবে পরম সুন্দর॥

---

৩ পৃষ্ঠ ৪ পার্শ্বদেশ ৫ রথচক্রসমূহ ৬ দেহ ও রথের আর কোনও চিহ্ন সে সময় দেখা গেল না। ৭ মেঘগর্জ্জন তুল্য শব্দ ৮ বলশালী ৯ সর্প ১০ তাহাতে ১১ সপ্ত মন্ত্রিপুত্র ১২ যুদ্ধে যাহাদের শ্লাঘা এবং যুদ্ধে যাহারা প্রতিনিবৃত্ত হয় না ১৩ যুদ্ধের সময় যাহারা দেবতাদেরও ভয় করে না। ১৪ অতিরথা = অসংখ্য যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ। ১৫ শত্রুরূপ হস্তীকে সিংহতুল্য বিদীর্ণ করে ১৬ এখন ১৭ বানরকে ১৮ জয়লাভ করিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া ১৯ বলবান ২০ অন্য কাজ ত্যাগ কর ২১ যাহা কর ২২ হইতে ২৩ বাহির হইল ২৪ অগ্নি ২৫ অভিজ্ঞ

ধনুদ্ধর ধুরন্ধর অমিতবিক্রমি।
সবে সমরত প্রাজ্ঞ অতি জিতশ্রমি ॥
সর্ব্ব-অস্ত্রবেত্তা হর্ত্তা অরাতির শির ২০।
ধনুর্ব্বেদবিশারদ কুবিদ ২১ রুচির ॥
পরস্পরে সমরে উদ্ধম ২২ করি অতি।
কাঞ্চনলাঞ্চন রথে অতি বিরাজতি ॥
মন সমিরন গতি জিনি অতিগতি ২৩।
শুজাত তুরঙ্গ কুরঙ্গক বিজয়তি ২৪ ॥
অতিবেগশালি বলসালী অশ্বচয়।
জেনমত ঘোটক জোটক রথময় ২৫ ॥
আরম্ভিয়া তেজিয়া আলয় শেশময়।
নিকলিল লঙ্কা তেজি মন্ত্রিপুত্রচয় ॥
কাঞ্চন বিচিত্র সরাশন শুশোভন।
করে করি ধরিয়াছে সে জে বিরগন ॥
অগ্নিশিখাসমপর ১ কিরিটী শিরত।
রবিরশ্মিহর ২ শোভাকর নানামত ॥
শত্রুতাপকর চাপ প্রতাপ করিয়া।
পরস্পরে সে কালত করেত ধরিয়া ॥
করিল টঙ্কার শত্রুসঙ্কাবিবর্দ্ধন।
ভিশন জেমন বজ্রপতননিস্বন ॥
পরস্পরে হর্শান্তরে ৩ করে সিংহনাদ।
নিরদনিস্বন কিম্বা দিরদসম্বাদ ৪ ॥
কাঞ্চন কুণ্ডল ঝলমল শ্রবনত।
বানর সমান হর্শবান ৫ সে কালত ॥

দ্রুতে অতি রথগতি করি সে সময়।
আবরিল জুদ্ধ দিল সে রাক্ষসচয় ॥
তোড়নস্ত ৬ হনুমানুপরে ৭ সে কালত ৮।
শর বর্শে অতিহর্শে নিশাচর জত ॥
খরতর শরে পরস্পরে সে সময়।
আৎস্বাদিল ৯ কপিক সেকাল রক্ষচয় ॥
ধরাধর ঘনগন গগন জেমত।
আৎস্বাদন নিরন্তরে করে একালত ১০ ॥
সেহিপ্রায় সমুদায় নিলায় ১১ আবরি।
খরতর শর হানে সিংহনাদ করি ॥
সে সবার অনির্ব্বার ১২ শুদুর্ব্বার শরে।
ক্ষেত শুবিক্ষাত ১৩ তনু হৈল কপিবরে ॥
হনুমান বলবান তবে শে শময়।
কি রূপ হইল অতি লাগী অস্ত্রচয় ॥
ধারাধরধারাশারে ধরাধর জেন।
সেহি প্রায় কপিকায় ক্ষেত হইলেন ১৪ ॥
কোপে অতি শুমতি মারুতি শে শময়।
চুর করিলেন দেহ হনে ১৫ অস্ত্রচয় ॥
রাক্ষশ কর্কশ রনে সমনের প্রায়।
অনুরাগে মহাবেগে একে লগে ১৬ ধায় ॥
কুলালচক্রের প্রায় ১৭ মণ্ডলী চাপের।
তিব্রগতি দেখি অতি রক্ষবিক্রমের ॥
কুপি ১৮ কপি প্রতাপী সে অঞ্জনাতনয়।
সে সবাক ১৯ থাক থাক বলি শে শময় ॥

---

২০ শত্রুর শিরচ্ছেদকারী ২১ নিপুণ ২২ উদ্যম ২৩ মন ও পবন অপেক্ষাও অতিদ্রুতগামী ২৪ অশ্ব সকল বেগে কুরঙ্গ (মৃগ) জয় করে ২৫ রথ সকলে যোজিত ১ সমতুল্য ২ কান্তিতে সূর্য্যের কিরণ পরাজয় করে ৩ আনন্দিত মনে ৪ হস্তীর বৃংহিত ধ্বনির ন্যায় ৫ আহ্লাদিত ৬ তোরণের উপরে স্থিত ৭ হনুমানের উপর ৮ সে সময়ে ৯ আচ্ছাদন করিল ১০ আকাশের মেঘসকল পর্ব্বতকে যেমন আচ্ছাদন করে ১১ লীলায় (অবহেলায়) ১২ যাহা নিবারণ করা যায় না ১৩ ক্ষতবিক্ষত ১৪ মেঘের বৃষ্টিধারায় পর্ব্বত যেরূপ সিক্ত হয়, হনুমানের দেহ ক্ষত হইতে সেই প্রকার রুধির নির্গত হইল ১৫ হইতে ১৬ একত্রে ১৭ কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ১৮ ক্রুদ্ধ হইয়া ১৯ সে সকলকে

সে সবার মহামার করন কারন।
জলদনিনাদনাদে করিয়া গর্জ্জন ॥
সে সবার অনিবার ত্রাশ জনমায়া ৬।
মায়াকায়া ধরি হরি বেগে ধায়া জায়া ॥
দেখি অতি গতি ভিতমতি রক্ষচয়।
অতিবেগে আগে ধায়া ৭ সে কপি আইশয় ৮।
চলিল অনিলবেগে পবননন্দনে।
পশীল রাক্ষশদলে গগনগমনে ৯ ॥
অতিবলে কতুহলে তলের প্রহারে।
কাক ১০ প্রেশীলেক পিতৃরাজের দ্বারে ১১।
কাক থাক থাক বাক ১২ বলি বলবান।
পদের প্রহারে পেশীলেন জমস্থান ॥
বায়ুসুত অতি দ্রুত কাক সে সময়।
মুষ্টির প্রহারে নিল সমন আলয় ॥
সে জে মহাকটা ভটা মারুতি তখন।
প্রখর নখরে কাক কৈল বিদারন।
সালতরুসম উরু দিয়া কার রণে।
প্রান আহরিয়া প্রেশে সমনসদনে ॥
সে মারুতি ক্রোধে অতি মথি এ প্রকারে।
সমরে মারিয়া নিল সমনদুয়ারে ॥
কত ভিরু সে যে গুরু আটাশে ১৩ ত্রাশেতে।
অবনিত নিপতিত হৈল সে কালতে ১৪ ॥
অশংক্ষাত ১৫ বিনিপাত হৈল নিশাচর।
দেখি অন্ত অন্ত শক্ত ১৬ দন্য পায়া রড় ১৭ ॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ চতুরঙ্গ দলচয়।
পলায়নপরায়ন হৈল সে সময় ॥

হিন ১৮ চর্ম্ম ভিন্ন বর্ম্ম বিমুক্ত কুন্তল।
চঞ্চল অঞ্চল লোটাইয়া ভূমিতল ॥
ধুলিধুশরিত অঙ্গ শঙ্গহিন কত।
বিনিহত হয়া কত সত সে জুদ্ধত ১৯ ॥
মহাভয় রক্ষচয় পলায় তখন।
কদন করয় ঘোর পবননন্দন ॥
সেকালত বিনিহত সতে শত রক্ষ।
সবে রক্ষ রনদক্ষ দেবেরো অশক্ষ ২০ ॥
মহাদল রক্ষদল দলি বলি তবে।
পরাক্রমে আক্রমিল বিক্রমি তাণ্ডবে ॥
ঘোরতর সমর করিয়া হরিবর।
সমননগরে প্রেশী বহু নিশাচর ॥
তথাচ বাসনা নৈল নিবর্ত্তি তাহার ২১।
জুদ্ধক শ্রেদ্ধায় ২২ হনুমান আরবার ॥
আরবার মহামার করি শার মনে।
বিগ্রহ আগ্রহ করি পবননন্দনে ॥
জামিনিচরের ২৩ কামিনির নেত্রনিরে।
বহাইতে তরঙ্গিনি আনন্দ-অন্তরে ॥
বিবুঁধ সবার রিপু ২৪ বপু বিনাশিতে।
উশ্চাহ ২৫ করিয়া কপি রহিল তথিতে ২৬ ॥
পুন্থ তোড়নত ২৭ শুখে করি আরোহন।
জুদ্ধত উদ্ধত ২৮ রৈল পবননন্দন ॥
ইতি শ্রীশুন্দরকাণ্ডে বাল্মিক-প্রনিত।
মন্ত্রিপুত্রবধ নাম সর্গ শুশোভিত ॥
চতুর্থ চল্বিশ সর্গ হৈল সমাপন। চো: চা: - ৪৫
বল রাম রাম নর ভরিয়া বদন ॥

---

৬ জন্মাইয়া ৭ ধাইয়া ৮ আসিতেছে ৯ শূন্যমার্গে ১০ কাহাকে ১১ যমালয়ে ১২ বাক্য ১৩ চমকে ১৪ সময়ে ১৫ অসংখ্য ১৬ সৈন্য ১৭ দৈন্য পাইয়া পলায়ন করিল ১৮ হীন ১৯ যুদ্ধে ২০ দেবতারাও যাহাদের যুদ্ধে পরাজয় করিতে অসমর্থ ২১ তথাপি তাহার বাসনা নিবৃত্তি হইল না ২২ যুদ্ধকে শ্রদ্ধা করিয়া ২৩ রাক্ষসের ২৪ দেবতা সকলের শত্রু ২৫ উৎসাহ ২৬ সেখানে ২৭ তোরণে ২৮ যুদ্ধে উদ্যত

[পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ]

মন্ত্রি পুত্রগন হইল নিধন
করি ঘোর রন মারুতি সনে।
শুনি দশানন কিছু ভয়মন
হইল তখন বিস্ময় ১ মনে ॥
ক্ষেণেক ২ চিন্তিয়া ক্রোধে আমর্শিয়া ৩
উঠিল গর্জ্জিয়া দশবদন।
বোলে কাছে কেরে আছে নিশাচরে
ধর বানরেরে রাক্ষশগন ॥
শুনহে জুপাক্ষ আর বিরূপাক্ষ
ঘোর রনদক্ষ রনে শুজান ৪।
আর শুন বানি অপর সেনানি
প্রহশ হে মানি মমাদেশন ৫ ॥
ভাস্বর্ণ হে শুন সংজুগে ৬ নিপুন
চল চল তুর্ন ৭ ঘোর অহবে ৬।
পঞ্চ শেনাপতি চলহ সংপ্রতি
অতি দ্রুতগতি তোমরা শবে ॥
শুন বির ধন্য সন্য ৮ অগ্রগন্য
হানি কর দন্য ৯ এ জে আমার।
রাক্ষশকণ্টক মার বানরক
জমশদনক প্রেশ দুর্ব্বার ॥
শুন হে সেনানি মম আজ্ঞা জানি
ধরি দেহ আনি দুষ্ট বানরে।
অতি সিঘ্রে চল লয়া মহাবল
সমরে অটল জে নিশাচরে ॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ বল চতুরঙ্গ
করি রঙ্গে শঙ্গ চল সত্তর।

কিন্তু বলীয়ার ১০ সে কথা আমার
জানিবাহা ১১ শার হে নীশাচর ॥
হে রক্ষকেশরি অতি যত্ন করি
প্রজ্ঞা মনে ধরি করিবা রন।
সে কপি সহিত সমরভূমিত
সে পুনু ১২ পণ্ডিত রনে দুস্কর ॥
সে জে কপিবর মহাবলধর
জমসম নর সমরভূমি।
আমি শুনিশ্চয় কর্ম্মে পরিচয়
পায়াছি দুর্জ্জয় সে পরাক্রমি ॥
সমরের বেলা কপি বলি হেলা
জান্যো না এ খেলা নহে শাধার ১৩।
দেবের দুস্বহ সে কপি দুরহ ১৪
বিশম বিগ্রহ জানিবা তার ॥
শুখদা প্রমদাবনপাল রক্ষ হনে ১৫।
কপিগুনগন জত শুন্যাছি ১৬ শ্রবনে ॥
সে মতে বুঁঝিতে পারি আপন অন্তরে।
নহে সে বানর ওহে শুন নিশাচরে ॥
জে প্রকার সে সবার কথার আকার।
সে মতে বুঁঝিতে পারি সে কপি দুর্ব্বার ॥
কিন্তু এক কথা মনে সর্ব্বথা লাগয়।
আমার বিপক্ষ অতি দেবহরি ১৭ হয়।
আমার ছিদ্রক অন্যেশীতে ১৮ হরশীতে।
বজ্রধর ১৯ কপিদেহধর শুনিশ্চিতে ॥
মায়াকায়া ধরি হরি হয় শুনিশ্চয়।
আশিয়াছে কপিরূপে আমার আলয় ॥

---

১ বিস্ময় ২ ক্ষণেক ৩ ক্রুদ্ধ হইয়া ৪ সুবিদিত। বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্দ্ধর, প্রঘস ও ভাসকর্ণ এই পঞ্চ সেনাপতি ৫ আমার আজ্ঞা ৬ যুদ্ধে ৭ শীঘ্র ৮ সৈন্ত ৯ দৈন্ত ১০ বলবান ১১ জানিবে ১২ পুনঃ ১৩ সাধারণ ১৪ দুরূহ ১৫ হইতে ১৬ শুনিয়াছি ১৭ বানরদেহধারী দেবতা ১৮ আমার ছিদ্র অন্বেষণ করিতে ১৯ ইন্দ্র

এহি মনে লয় গুনিশ্চয় জে আমার।
কদাচিত হয় মিথ্যা এহি বটে শার॥
ঘোর ঘোর সমরে অমরে পরাজয়।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর জক্ষ নাগ আদি চয়॥
সবাকে বিজয় করিয়াছি ঘোর রণে।
সে সব আমার আজ্ঞাকারী অনুক্ষণে॥
মম অকল্যান ধ্যান করি হরি হয়।
এ জে কপীরূপী চর প্রেশীছে ১ নিশ্চয়॥
নিস্বংশয় ২ এহি হয় নিশ্চয় জানিবা।
আমার এ কথা শার অবশ্য মানিবা॥
অতঃপর নিশাচর করহ শ্রবণ।
কপি বলি অজুক্ত অপক্ষা আচরণ ৩॥
মহাপরাক্রমি জিতশ্রমি ৪ কপিবর।
কালান্তক জম শম সমরে দুস্কর॥
অতঃপর নিশাচর করহ শ্রবণ।
জত্ন করি ধরি হরি আনহ অখন ৫॥
বলসালি বালি আর শুগ্রিব বানর।
হনুমান আদি করি জত হরিবর॥
সবাকে দেখিছি আমি পূর্ব্ব সময়ত।
সে সবার এপ্রকার গতি শুন জত॥
এবন্ধান ৬ বলবান বিশমবিক্রমি।
নহে তারা জথার্থত ৭ এত জিতশ্রমি॥
তেজস্বী বিক্রমিসালি ৮ উচ্ছাহ ৯ এমত।
কল্পনা করিয়া রূপ হৈছে নানামত॥
সে সবার এ প্রকার নহে কদাচন।
জানি সে সবাক আমি শুন রক্ষগণ॥
অতঃপর নিশাচর ধর বাক্য মম।
তবে তোরা সবে অতি অমিতবিক্রম॥
শুন মহাশত্ত ১০ সবে অপ্রমত্ত হয়া।
অতি সাবধানে নানা অস্ত্র শস্ত্র লয়া॥
সে জে কপিরূপি অতি প্রতাপী জনেরে।
তোরা সবে তাণ্ডবে নিবারহ ১১ সত্তরে॥
তোমার সবার অগ্রে বিবুঁধনিকর।
অস্ত্রসঙ্গে রণরঙ্গে সক্রপুরন্দর॥
আর জত দনুজ অনুজ মহাবল।
দানব মানব আর পন্নগসকল॥
বল সমবায় ১২ সমুদায় যথেচ্ছায়।
স্থির হৈতে নারে তব অগ্রে মহাকায়॥
চল চল মহাবল অটল সমরে।
ধরবা মারবা দুষ্ট গরিষ্ঠ ১৩ বানরে॥
এমত আদেশ কৈল লঙ্কেশ জস্তপি।
তবে শে সেনানীগন পরমপ্রতাপী॥
রাবন অনুজ্ঞা শিরে করিয়া ধারন।
জলন্ত জেমন হৃষ্টে আজল্য ১৪ অনল ১৫॥
সমরে দুর্দ্দর্শ সবে আমর্শ ১৬ পুরিত।
মদান্ধমানস সদা অতি বলান্বিত॥
সতে সতে সহস্রে সহস্রে সে সময়।
বহুতর নিশাচর সমরে নির্ভয়॥
নিকলীল ১৭ দুষ্টশীল হৃষ্টমনে শবে।
নানা অস্ত্র সস্ত্র লয়া পরম তাণ্ডবে॥
শুল শেল পরিঘ ১৮ পট্টীশ ১৯ মুদ্গর।
প্রাশ ২০ পাশ পরশু তোমার ২১ ভয়ঙ্কর॥

---

১ প্রেরণ করিয়াছে। ২ নিঃসন্দেহ ৩ বানর বলিয়া উপেক্ষা করা অনুচিত ৪ ক্লান্তিহীন ৫ এখন ৬ এইরূপ ৭ যথার্থতঃ ৮ বিক্রমশালী ৯ উৎসাহ ১০ মহাবল ১১ নিবারণ কর ১২ মিলিত সৈন্যসকল ১৩ অতি মহান্ ১৪ আনন্দে উজ্জ্বল ১৫ অগ্নি ১৬ ক্রোধ ১৭ বাহির হইল ১৮ লৌহাগ্র মুদ্গর ১৯ দুই দিকে ধার তরবারি বিশেষ ২০ অগ্রভাগে লৌহ ফলা ও মূলদেশে তীক্ষ্ণ লৌহশলাকাযুক্ত ক্ষেপক অস্ত্র বিশেষ ২১ লৌহ শাবল

মুশল জষ্টীক আর খেটক ২৮ বিশাল।
চিত্র কর্ম্ম খড়্গ চর্ম্ম আর ভিন্দিপাল ২৯॥
কতজন সরাশন করিছে ধারন।
তুনির সম্পূর্ন লৈছে বহু বানগন ৩০॥
কত খরতর খর-পর আরোহিছে ১।
কত অনুবন্ধে ২ গজস্কন্ধে বিরাজিছে॥
তুরঙ্গবাহক কত কত কত জন রথি ৩।
অমিতবিক্রমি কত ভুমিত চলতি ৪॥
সে জে রনদক্ষ রক্ষগণ সে সময়।
রাবণ আজ্ঞায় ধাইলেন শুদুর্দ্ধর্য॥
বিশীষ্ট গরিষ্ট ৫ হৃষ্ট নিশাচরগণ।
কোথা কপি বলী তবে ধাইল তখন॥
দিপ্তবন্ত ৬ হনুমন্ত মহাকপীবরে।
দেখিল তখন শুদুর্দ্ধর্যন নিশাচরে॥
সহস্রকিরন সমশর ৭ তেজধর।
জাজ্বল্য ৮ জলন প্রায় জলে ৯ কলেবর॥
গিরিপ্রায় মহাকায় পরাক্রমি অতি।
দেখিল তখন তোড়নত ১০ বিরাজতি ১১॥
জুদ্ধ ১২ হেতু পাপসেতু জত নিশাচর।
আটোপে ১৩ পরম কোপে ধাইল তৎপর॥
জিমুতসংবাদ ১৪ সিংহনাদ করি অতি।
জ্যাঘোষে পুরিল দশদিশে অতি তথি ১৫॥
মারুতিক প্রতি কোপমতি হয়া ১৬ অতি।
নিশাচরনিকর ধাইল দ্রুতগতি॥

ধায়া জায়া ১৭ পায়া ১৮ সন্নিকট সে সময়।
প্রতাপি কপিক আবরিল ১৯ রক্ষচয়॥
তিক্ষ্ণ অস্ত্র বর্শে অতি হর্শে রক্ষগণ।
নানা অস্ত্র সস্ত্র জত হয়া কোপমন॥
সন্য ২০ অগ্রগামি শুবিক্রমি শুদুর্দ্ধর্য।
দুদ্দর্শ অমর্শ ২১ করি ধাইল সে সময়॥
পঞ্চ লোহময় অস্ত্র করিয়া ধারণ।
লক্ষ ২২ করি রক্ষ হনুমানক তখন॥
হনুমান শিরস্থান লক্ষ করি কোপে।
প্রহারিল সে জে অস্ত্র পরম আটোপে ২৩॥
উৎপলদলের প্রায় সে জে অস্ত্রগন।
হনুমান শিরস্থান ভেদিল তখন॥
সে অস্ত্রপ্রহারে কিছু করিতে নারিল।
অচল সমান বলবান না কম্পিল॥
হেন দেখি কোপে আখি অরুনবরন।
দুদ্দর্শ অমর্শ ২৪ জুক্ত হইল তখন॥
সে দুর্ম্মুখ কার্ম্মুক আকর্শি সে সময়।
তিক্ষসরে কপিক ভেদিল দুরাশয়॥
সে জে চিত্রজুধি ২৫ অতি ক্রোধি আর বশী।
অতি হর্শে শর বর্শে কার্ম্মুক আকর্শী॥
আদান সন্ধান আকর্শন বিশর্দ্ধ্যন ২৬।
করিবাক লক্ষ অতি অশক্ষ [illegible]॥
বারম্বার দুরাচার গর্ব্বে য অতিশয়।
বিতণ্ডা বচন বহু তর্জ্জিয়া ২৭ বোলয়॥

---

২৮ ঢাল অথবা দণ্ড ২৯ ক্ষেপকাস্ত্রবিশেষ ৩০ তুণীর পূর্ণ করিয়া বহু বাণ লইয়াছে ১ গর্দ্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছে। ২ চেষ্টায় ৩ কতজন রথে আরোহী ৪ হাঁটিয়া চলিয়াছে অর্থাৎ পদাতি সৈন্য ৫ অতিমহান্ ৬ দীপ্তিমান্ ৭ তুল্য ৮ উজ্জ্বল ৯ জ্বলিতেছে ১০ তোরণেতে ১১ শোভা পাইতেছে ১২ যুদ্ধ ১৩ দম্ভে ১৪ মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ১৫ তথায় ১৬ হইয়া ১৭ ধাইয়া গিয়া ১৮ পাইয়া ১৯ ঘিরিল ২০ সৈন্য ২১ ক্রোধ ২২ লক্ষ্য ২৩ দম্ভে ২৪ ক্রোধ ২৫ বিচিত্র যুদ্ধকারী ২৬ তীর লইয়া (আদান) লক্ষ্য করিয়া (সন্ধান) ধনু আকর্ষণ করিয়া বাণ নিক্ষেপ (বিসর্জ্জন) ২৭ তর্জ্জন করিয়া

আরবার শুদুর্ব্বার সরের প্রহারে।
মারুতিক তথন ডাকিল একাকারে ।।
দুদ্দর্শ আমর্শভাবে ২০ শর বর্শমান।
জরজর কলেবর মারুতি শুজান ।।
ঘোরতর ভয়ঙ্কর নিস্বন তথন।
করি হরিবর তাত ২১ পরশু ভিশন ।।
সে সময় অতিশয় নিজ কলেবর।
বাড়াইল শীঘ্রশীল অতি ভয়ঙ্কর ।।
তোড়নত হনে ১ রুষ্টমনে সে কালত।
ঝাপ দিয়া পড়িল সে দুদর্শ রথত ২ ।।
অশ্বসঙ্গে রথ রঙ্গে মর্দ্দিল তথন।
সে পরম ক্রোধে অতি ক্রোধে তারক্ষণ ।।
কর্ক্কশ রাক্ষশক করিল মহামার।
অবিকলে ভুজবলে নিল জমদ্বার ।।
কপির তাণ্ডবে তবে সে জে নিশাচর।
রথ তেজি পড়িলেন ভুমির উপর ।।
কুপি ৩ কপি প্রতাপী মারিয়া নিশাচর।
আটাশ ৪ তেজিল সে কালত ভয়ঙ্কর ।।
পুনরপি কপি তোড়নত আরোহিল।
শুপ্রশন্নমুখে শুখে তাহাতে বশীল ।।
দুদ্দর্শ নিহত দেখি তবে সে সময়।
বিরূপাক্ষ জুপাক্ষ সমোরে ৫ শুদুর্য্যয়।
হয়া ৬ রুষ্ট কুট মুদ্গর করে করি।
জুদ্ধত উদ্ধত ৭ দুয়ো ৮ রাক্ষশকেশরি ।।
দুয়োজনে কোপমনে সিংহনাদ করি।
প্রানহর ভয়ঙ্কর মুদ্গর ধরি ।।
জুপাক্ষ অতুল স্থল ধরিয়া তথন।
পবননন্দন হৃষ্টে করিল তাড়ন ।।
লোহিতাক্ষ বিরূপাক্ষ তবে সে সময়।
দুশ্‌কর মুদ্গর লয়া কোপীত হৃদয় ।।
প্রতাপী কপির বক্ষ লক্ষ করি তবে।
প্রহারীল দুষ্টশীল পরমলাঘবে ৯ ।।
সে দুহার শুদুর্ব্বার প্রহারত হনে ১০।
কিঞ্চিতেক ১১ না কম্পিল পবননন্দনে ।।
খগপতি সম অনুপম শুবিক্রমি।
মহামতি সে মারুতি অতি জিতশ্রমি ১২ ।।
আরবার বলিআর ১৩ তোড়নত হনে।
ভুমি করি কম্প ঝাম্প দিল রুষ্টমনে ।।
দশন প্রকাশী হাশী পবননন্দন।
গুরু শালতরু এক কৈল উৎপাটন ।।
দ্রুতে অতি গতি করি মারুতি তথন।
প্রহার করিল সে জে রক্ষ শুভিশন ।।
মহামার সে দুহার হৈল সে প্রহারে।
সমর চতুরে পড়ি গেল জমদ্বারে ।।
দুয়োজন সমনভবন গেল চলি।
দেখি হেন কুপিলেন রক্ষ মহাবলী ।।
মেঘবর্ন ভাশকর্ন অবর্ন ১৪ হইয়া।
বিপুল পরশু শুল রুষ্টে অতি লয়া ১৫ ।।
ধাইল তথন শুকোপন শুদুর্য্যন।
মারুতিক থাক থাক বলিয়া তথন ।।
আর দুষ্টচেতা প্রঘশ জশবান।
কোপে তনু পুনঃ পুনু হয়া কম্পমান ।।
পট্টিশ ধরিয়া কোপ করিয়া তথন।
জুদ্ধত উদ্ধত ৭ সে কালত দুর্য্যন ।।

---

২০ ক্রুদ্ধভাবে ২১ তাহাতে ১ তোরণ হইতে ২ দুর্দ্ধর্ষের রথের উপর পড়িল ৩ ক্রুদ্ধ হইয়া ৪ হুঙ্কার ৫ যুদ্ধে ৬ হইয়া ৭ যুদ্ধে উদ্যত ৮ দুইজন ৯ ক্ষিপ্রতার সহিত ১০ হইতে ১১ কিছুমাত্র ১২ অক্লান্ত ১৩ বলবান্ ১৪ ক্রোধে বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া ১৫ লইয়া

দুয়োজনে কোপমনে সে দুই অন্তক।
কোপে একে জোপে ১ প্রহারিল বানরক ॥
তাহার প্রহার শুদুর্ব্বারত তখন।
বহিল রুধিরধারা শারা শুশোভন।
তরুন অরুন সম সোভা হৈল তার।
সকল সরিরে রক্ত বহে ধারাশার ॥
প্রহারে কুপীল কপী প্রতাপী তখন।
অকম্প করিল ঝম্প ২ তেজিয়া তোড়ন ॥
সিখরী শিখর ৩ বর করি উৎপাটন।
রক্ষক করিয়া লক্ষ ক্ষেপীল তখন ॥
সিলার পতনে দুইজনে গেল মরি।
সমরে পড়িয়া গেল অমরনগরি ॥
পবননন্দন রুষ্টমন হয়্যা অতি।
অরাতি সংঘতি ৪ ততি ৫ ভুজবলে মথি ॥
জলদসম্বাদ ৬ ময় সিংহনাদ অতি।
করিল সেবেলা ৭ হর্ষে মারুতি শুমতি ॥
হাহাকার শুদুর্ব্বার সব্দ সেকালত ৮।
হৈল কোলাহল অতি রাক্ষশদলত ৯ ॥
পঞ্চ সেনাপতি সমনবশতি
গেল মারুতির রনে।
অবশিষ্ট জত ছিলো সে স্থলত
নিশাচর শুদুর্যনে ॥
তাক ১০ হনুমান প্রেশে ১১ জমস্থান
বিক্রমে আক্রমি তবে।
তুরঙ্গমগন করয় কদন ১২
সমরত শুতাণ্ডবে ॥
কপি মহাবলে ধরি কুতুহলে
অস্ব অস্ববার ১৩ সঙ্গে।
অন্য অস্ব ১৪ পরে নিক্ষেপন করে
বলে ধরি [অতি] রনরঙ্গে ॥
সেহি প্রহারত হইয়া নিহত
কতসত অস্বগন।
প্রাণত্যাগ করি অতি তরাতরি ১৫
চলি [ল] জমসদন ॥
এহিমত কত তুরঙ্গম হত
করিয়া বায়ুতনয়।
অপর দুস্কর কর্ম্ম ভয়ঙ্কর
করে কপি সে সময় ॥
মহাকরি কত ধরিয়া বলত
অন্য করি লক্ষ করি।
করে নিক্ষেপন পবননন্দন
কতসত ধরি ধরি ॥
রথ দিয়া রথে অনায়াশে মথে
করি হরি নিক্ষেপন।
অস্ব রথ সঙ্গে মথে রণরঙ্গে
তবে পবননন্দন ॥
হত কত করি হত শুর-অরি
নিহত কথ ১৬ সারথি।
তুরগনিকর গেল জমঘর
রথি বিস্তর পদাতি ॥
এসবার শবে ১৭ সে কালত ১৮ তবে
সে জে সমরধ্বনি ১৯।

১ একসঙ্গে ২ লম্ফ দিল ৩ পর্ব্বতের শৃঙ্গ ৪ শত্রু সকল ৫ সেখানে ৬ মেঘ গর্জ্জনতুল্য ৭ তখন ৮ সে সময়ে ৯ রাক্ষসের দলেতে ১০ তাহাকে ১১ প্রেরণ করে ১২ পীড়ন ১৩ অশ্ব ও অশ্বারোহী ১৪ অশ্ব ১৫ ত্বরাত্বরি (দ্রুত) ১৬ কত ১৭ মৃতদেহে ১৮ সে সময়ে ১৯ যুদ্ধক্ষেত্র

গরুড়ের পুংখে ৪ বিরাজিত ঘোর শর।
অতি খরতর সর্ব্বপ্রানিপ্রানহর ॥
আশীবিশধর মহোরগ সমশর।
হেন সর ধনুকে জুরিয়া ৫ নিশাচর ॥
হনুমান শিরস্থান সন্ধান করিয়া।
আকর্ন্ন পুরিয়া ঘোর ধনু আকর্শিয়া ॥
সে জে ঘোরতর শর প্রহার করিল।
ঘন ঘন সে দুর্য্যেন তখন গর্য্যিল ॥
আর বহুতর খরতর শর হানে।
সহে তাক ৬ দুস্বহ ৭ শে বির হনুমানে ॥
সে জে রক্ষশরে জর জর কলেবর।
হৈল সেকালত হনুমান নিরন্তর ॥
রুধিরে সে ধারা শারা সে জে বহিলেক।
লোচন ঢাকিয়া রক্ত বহিল অনেক ॥
তরুন অরুনাদয় সময় ৮ জেমত।
হনুমান মুগ শোভা হইল তদ্দত ৯ ॥
নিরদনিনাদনাদ করিয়া তখন।
চারু উরু ভুজ করিলেন প্রশারন ॥
নিজরূপ মায়াবলে বিদ্ধী ১০ অতি করি।
উদ্ধক করিল ঝাম্প ১১ সে কপিকেশরী ॥
মারুতি শুন্তত ১২ অতি দ্রুতগতি করি।
অক্ষয়কুমার রথ লক্ষ করি হরি ॥
হয়েন পতন দেখি হেন শে সময়।
রাবননন্দন সে অক্ষয় দুরাশয় ॥
কপিশ্রেষ্টবরে লক্ষ করি রক্ষ তবে।
খরতর সর প্রহারিল শুলাঘবে ১৩ ॥
জে প্রকার শুদুর্ব্বার শিলাবৃষ্টীচয়।
শিখরি ১৪ সিগর পর শুনিকর হয় ॥

সেহিপ্রায় কপিকায় সমুদায় তবে।
সবে নিরন্তরে আচ্ছাদিল শুলাঘবে ॥
সে রক্ষ ভিশন জেন ঘনরূপি অতি।
মারুতি পর্ব্বতে শরবৃষ্টী বিশর্য্যতি ১৫ ॥
সরের প্রহারে কুপি ১৬ কপি সে সময়।
দেহ হনে ১৭ মোচন করিয়া শরচয় ॥
মন সমিরন সম গতি করি অতি।
রক্ষদলে কুতুহলে পশীল মারুতি ॥
সুবিপুল কপিকুল নির্ম্মুল করিতে।
পশীল সুশিল বায়ুসুত রনশীতে ॥
পশী জশী রক্ষদলে বলে আপনার।
রাক্ষশদলত আরম্ভিল মহামার ॥
সে সকল মহাবল অটল সমরে।
আবরিল সে কালত মহা কপিবরে ॥
আবরি ধরিয়া তথি ১৮ করিয়া তর্য্যন।
আমর্শে ১৯ কপিক বর্শে নানা অস্ত্রগণ ॥
সবে যুদ্ধপ্রীয় ২০ অতি শুশ্রীয় দুর্য্যয়।
মারুতিক অতি তিক্ষ ২১ অস্ত্র প্রহারয় ॥
নিশিত বিশিখে ২২ কত শতে প্রহারিল।
বিপুল সুলক লয়া ২৩ কত বা ধাইল ॥
রাক্ষসের কলেবর করে জর জর।
ইতস্তত নিরেক্ষন করে কপিবর ॥
পাছে কাছে আছে সে জে অক্ষয়কুমার।
তাহাক দেখিল হনুমান সুদুর্ব্বার ॥
দেখি তাক চিন্তিবাক লৈল ১ কপিবর।
তরুন অরুন প্রায় এ বেটা শুন্দর ॥
তরুন অরুন প্রায় রূপ বিরাজতি ২।
মধ্যাহ্ণ তপন প্রায় কর্ম্ম করে অতি ॥

---

৪ পালকে ৫ যোজন করিয়া ৬ তাহাকে ৭ দুঃসহ ৮ তরুণ অরুন উদয়কালে ৯ সেই প্রকার ১০ বৃদ্ধি ১১ উর্দ্ধে লম্ফ দিল ১২ শূন্যে ১৩ অতি ক্ষিপ্রগতিতে ১৪ পর্ব্বত ১৫ মেঘরূপ সেই রাক্ষস পর্ব্বতরূপ হনুমানের দেহে শরবর্ষণ করিল ১৬ ক্রুদ্ধ হইয়া ১৭ হইতে ১৮ সেখানে ১৯ ক্রোধে ২০ যুদ্ধপ্রিয় ২১ তীক্ষ ২২ তীক্ষবাণে ২৩ শূল লইয়া ১ তাহাকে দেখিয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল ২ শোভা পাইতেছে

পতকা পদ্ধতি ৬ তথি অতি বিরাজিত ॥
জতনে রতনে আর বিচিত্র করিছে।
হেমময় ধ্বজ তাত অতি বিরাজিছে ॥
মন সমিরন গতি অতিক্রম কর ৭।
অষ্টম ঘোটক তাত জোটক সত্তর ৮ ॥
শুরাশুরে নারে তারে ধর্ষনা করিতে ৯।
নানা অস্ত্র সস্ত্র কত আছে সে রথেতে ॥
রশ্মিধর শোভাকর সমশর অতি।
কুবর বন্ধুত ১০ চয় অতি বিরাজতি ॥
জথাজুক্ত স্থানে সাবধানে অস্ত্রচয়।
রাখিয়াছে সুল শক্তি তোমর দুর্ব্বিষয় ॥
এবমাদি অস্ত্রে পরিপুর ১১ রথখান।
কাঞ্চন জালত ১২ আর অতি দিপ্তমান ॥
হেন জানে ১৩ সাবধানে করি আরোহন।
স্বস্থান তেজিয়া কৈল প্রস্তান ১৪ তখন ॥
রনরঙ্গে শঙ্গে চত্তরঙ্গদল তার।
সমরে অভিরূ জত রাক্ষশ দুর্ব্বার ॥
গদা ভিন্দিপাল পাশ পরশু তোমর।
শক্তি শেল শুল প্রাশ পরিঘ তোমর ॥
অশ্বে গজে রথে কত বির আরোহিছে।
অটল পত্তি পটল ১৫ স্বন্নর্দ্ধ ১৬ হইছে ॥
পটহ কাহাল ১৭ ভেরি বাজিল তখন।
গজের গর্জ্জন তাত ১৮ হয়ের হেশন ১৯ ॥
রনঃদক্ষ রক্ষ সকলের সিংহনাদ।
দিরদগর্জ্জন ২০ জেন নিরদসংবাদ ২১ ॥

চত্তরঙ্গদল মহাবল কুতুহলে।
রনরঙ্গে রাবননন্দন সঙ্গে চলে ॥
তেজি পুর কতদুর জায়া সে কালত।
দেখিল তেজস্বি ২২ কপি জুদ্ধত উদ্ধত ২৩॥
আছে বশী ২৪ মহাযশী তোড়ন উপর।
ধরাধর সম নিরোপম ২৫ দেহধর ॥
সিংহলাঙ্গুলের প্রায় লাঙ্গুল ভিশন।
মস্তক উপরে করে ভ্রমন সঘন ॥
ভিশন দশনগন ভিশন লোচন।
অরুনবরন অতি বিশাল শোভন ॥
দির্ঘ লোমাবলি অতি আতাম্র ২৬ বদন।
সিংহবক্ষ স্কন্ধ অতি বিপুল জঘন ॥
সাল তাল প্রায় অতি পিন ভুজদ্বয়।
রক্ত করতল রক্ত পদতলচয় ॥
কটীদেশে শুবিশেষে অরূনবরন।
লঙ্কা অভিমুখে শুখে আছেন তথন ॥
হেন ঘোররূপি কপি করি বিলোকন।
জ্যাজ্বল্য জ্বলন ২৭ সম রাবননন্দন ॥
বানরভিমুখে ২৮ শুখে করি সিংহনাদ।
থাক থাক বাক তাক ২৯ বলি অপ্রমাদ ॥
শুবিচিত্র সরাসন করে ক[illegible]রি।
জ্যাঘোশে পূরিল দশদিশ বশুন্ধরি ৩০ ॥
বজ্রপাত সম হৈল নির্ঘাত দুর্ব্বার।
ভিশন নিস্বন সে জে অতি চমোৎকার ॥

---

৬ পতাকাসমুহ ৭ মন ও পবন অপেক্ষাও বেগগামী ৮ সত্বর অষ্ট অশ্ব রথে যোজনা করিল ৯ পরাজিত করিতে ১০ রথমধ্যে গুপ্তস্থান ১১ পূর্ণ ১২ স্বর্ণসমূহে ১৩ যানে ১৪ প্রস্থান ১৫ পদাতি সমূহ ১৬ সজ্জিত ১৭ কাহল (বাদ্যবিশেষ) "জয়ঢাক বীরঢাক মৃদঙ্গ কাহাল" (চৈতন্য ভাগবত; ১৮ তাহাতে ১৯ অশ্বের হ্রেষাধ্বনি ২০ হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি ২১ মেঘগর্জ্জন ২২ তেজস্বী ২৩ যুদ্ধে উদ্যত ২৪ বসিয়া ২৫ নিরুপম ২৬ আতাম্র ২৭ প্রদীপ্ত অগ্নি ২৮ বানরের দিকে ২৯ তাহাকে ৩০ পৃথিবী

গরুড়ের পুংখে ৪ বিরাজিত ঘোর শর।
অতি খরতর সর্ব্বপ্রানিপ্রানহর॥
আশীবিশধর মহোরগ সমশর।
হেন সর ধনুকে জুরিয়া ৫ নিশাচর॥
হনুমান শিরস্থান সন্ধান করিয়া।
আকর্ন্ন পুরিয়া ঘোর ধনু আকর্শিয়া॥
সে জে ঘোরতর শর প্রহার করিল।
ঘন ঘন সে দুর্ধ্যন তখন গর্যিল॥
আর বহুতর খরতর শর হানে।
সহে তাক ৬ দুস্বহ ৭ শে বির হনুমানে॥
সে জে রক্ষশরে জর জর কলেবর।
হৈল সেকালত হনুমান নিরন্তর॥
রুধিরে সে ধারা শারা সে জে বহিলেক।
লোচন ঢাকিয়া রক্ত বহিল অনেক॥
তরুন অরুনদয় সময় ৮ জেমত।
হনুমান মুখ শোভা হইল তদ্দত ৯॥
নিরদনিনাদনাদ করিয়া তখন।
চারু উরু ভুজ করিলেন প্রশারন॥
নিজরূপ মায়াবলে বিদ্ধী ১০ অতি করি।
উদ্ধক করিল ঝাম্প ১১ সে কপিকেশরী॥
মারুতি শুন্যত ১২ অতি দ্রুতগতি করি।
অক্ষয়কুমার রথ লক্ষ করি হরি॥
হয়েন পতন দেখি হেন শে সময়।
রাবননন্দন সে অক্ষয় দুরাশয়॥
কপিশ্রেষ্টবরে লক্ষ করি রক্ষ তবে।
খরতর সর প্রহারিল শুলাঘবে ১৩॥
জে প্রকার শুদুর্ব্বার শিলাবৃষ্টীচয়।
শিখরি ১৪ সিখর পর শুনিকর হয়॥

সেহিপ্রায় কপিকায় সমুদায় তবে।
সবে নিরন্তরে আচ্ছাদিল শুলাঘবে॥
সে রক্ষ ভিশন জেন ঘনরূপি অতি।
মারুতি পর্ব্বতে শরবৃষ্টী বিশর্য্যতি ১৫॥
সরের প্রহারে কুপি ১৬ কপি সে সময়।
দেহ হনে ১৭ মোচন করিয়া শরচয়॥
মন সমিরন সম গতি করি অতি।
রক্ষদলে কুতুহলে পশীল মারুতি॥
সুবিপুল কপিকুল নির্ম্মুল করিতে।
পশীল সুশিল বায়ুসুত হরশীতে॥
পশী জশী রক্ষদলে বলে আপনার।
রাক্ষশদলত আরম্ভিল মহামার॥
সে সকল মহাবল অটল সমরে।
আবরিল সে কালত মহা কপিবরে॥
আবরি ধরিয়া তথি ১৮ করিয়া তর্য্যন।
আমর্শে ১৯ কপিক বর্শে নানা অস্ত্রগণ॥
সবে যুদ্ধপ্রীয় ২০ অতি শুশ্রীয় দুর্য্যয়।
মারুতিক অতি তিক্ষ ২১ অস্ত্র প্রহারয়॥
নিশিত বিশিখে ২২ কত শতে প্রহারিল।
বিপুল সুলক লয়া ২৩ কত বা ধাইল॥
রাক্ষসের কলেবর করে জর জর।
ইতস্তত নিরেক্ষন করে কপিবর॥
পাছে কাছে আছে সে জে অক্ষয়কুমার।
তাহাক দেখিল হনুমান সুদুর্ব্বার॥
দেখি তাক চিন্তিবাক লৈল ১ কপিবর।
তরুন অরুন প্রায় এ বেটা শুন্দর॥
তরুন অরুন প্রায় রূপ বিরাজতি ২।
মধ্যাহ্ন তপন প্রায় কর্ম্ম করে অতি॥

---

৪ পালকে ৫ যোজন করিয়া ৬ তাহাকে ৭ দুঃসহ ৮ তরুণ অরুণ উদয়কালে ৯ সেই প্রকার ১০ বৃদ্ধি ১১ উর্দ্ধে লম্ফ দিল ১২ শূন্যে ১৩ অতি ক্ষিপ্রগতিতে ১৪ পর্ব্বত ১৫ মেঘরূপ সেই রাক্ষস পর্ব্বতরূপ হনুমানের দেহে শরবর্ষণ করিল ১৬ ক্রুদ্ধ হইয়া ১৭ হইতে ১৮ সেখানে ১৯ ক্রোধে ২০ যুদ্ধপ্রিয় ২১ তীক্ষ্ণ ২২ তীক্ষ্ণবাণে ২৩ শূল লইয়া ১ তাহাকে দেখিয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল ২ শোভা পাইতেছে

পতকা পদ্ধতি ৬ ততি অতি বিরাজিত ॥
জতনে রতনে আর বিচিত্র করিছে।
হেমময় ধ্বজ তাত অতি বিরাজিছে ॥
মন সমিরন গতি অতিক্রম কর ৭।
অষ্টম ঘোটক তাত জোটক সত্তর ৮ ॥
শুরাশুরে স্নারে তারে ধর্শনা করিতে ৯।
নানা অস্ত্র সস্ত্র কত আছে সে রথেতে ॥
রশ্মিধর শোভাকর সমশর অতি।
কুবর বরুত ১০ চয় অতি বিরাজতি ॥
জথাজুক্ত স্থানে সাবধানে অস্ত্রচয়।
রাখিয়াছে সুল শক্তি তোমর দুর্য্যয় ॥
এবমাদি অস্ত্রে পরিপুর ১১ রথপান।
কাঞ্চন জালত ১২ আর অতি দিপ্তমান ॥
হেন জানে ১৩ সাবধানে করি আরোহন।
স্বস্থান তেজিয়া কৈল প্রস্থান ১৪ তখন ॥
রনরঙ্গে শঙ্গে চত্তরঙ্গদল তার।
সমরে অজিরু জত রাক্ষশ দুর্ব্বার ॥
গদা ভিন্দিপাল পাশ পরশু তোমর।
শক্তি শেল শুল প্রাশ পরিঘ তোমর ॥
অশ্বে গজে রথে কত বির আরোহিছে।
অটল পত্তি পটল ১৫ স্বন্নর্দ্ধ ১৬ হইছে ॥
পটহ কাহাল ১৭ ভেরি বাজিল তখন।
গজের গর্জ্জন তাত ১৮ হয়ের হেশন ১৯ ॥
রনঃদক্ষ রক্ষ সকলের সিংহনাদ।
দিরদগর্জ্জন ২০ জেন নিরদসংবাদ ২১ ॥

চত্তরঙ্গদল মহাবল কুতুহলে।
রনরঙ্গে রাবননন্দন সঙ্গে চলে ॥
তেজি পুর কতদুর জায়া সে কালত।
দেখিল তেজস্মি ২২ কপি জুদ্ধত উদ্ধত ২৩
আছে বশী ২৪ মহাযশী তোড়ন উপর।
ধরাধর সম নিরোপম ২৫ দেহধর ॥
সিংহলাঙ্গুলের প্রায় লাঙ্গুল ভিশন।
মস্তক উপরে করে ভ্রমন সঘন ॥
ভিশন দশনগন ভিশন লোচন।
অরুনবরন অতি বিশাল শোভন ॥
দির্ঘ লোমাবলি অতি আতাম্ব্র ২৬ বদন।
সিংহবন্ধ স্কন্ধ অতি বিপুল জঘন ॥
সাল তাল প্রায় অতি পিন ভুজদ্বয়।
রক্ত করতল রক্ত পদতলচয় ॥
কটীদেশে শুবিশেষে অরুনবরন।
লঙ্কা অভিমুখে শুখে আছেন তখন ॥
হেন ঘোররূপি কপি করি বিলোকন।
জ্যাজল্য জ্বলন ২৭ সম রাবননন্দন ॥
বানরভিমুখে ২৮ শুখে করি সিংহনাদ।
থাক থাক বাক তাক ২৯ ব[illegible] অপ্রমাদ ॥
শুবিচিত্র সরাসন করে [illegible] ধরি।
জ্যাঘোশে পূরিল দশদিশ বশুন্ধরি ৩০ ॥
বজ্রপাত সম হৈল নির্ঘাত দুর্ব্বার।
ভিশন নিস্বন সে জে অতি চমোৎকার ॥

---

৬ পতাকাসমূহ ৭ মন ও পবন অপেক্ষাও বেগগামী ৮ সত্তর অষ্ট অশ্ব রথে যোজনা করিল ৯ পরাজিত করিতে ১০ রথমধ্যে গুপ্তস্থান ১১ পূর্ণ ১২ স্বর্ণসমূহে ১৩ যানে ১৪ প্রস্থান ১৫ পদাতি সমূহ ১৬ সজ্জিত ১৭ কাহল (বাদ্যবিশেষ) "জয়ঢাক বীরঢাক মৃদঙ্গ কাহাল" (চৈতন্ত ভাগবত) ১৮ তাহাতে ১৯ অশ্বের হ্রেষাধ্বনি ২০ হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি ২১ মেঘগর্জ্জন ২২ তেজস্বী ২৩ যুদ্ধে উদ্যত ২৪ বসিয়া ২৫ নিরুপম ২৬ আতাম্র ২৭ প্রদীপ্ত অগ্নি ২৮ বানরের দিকে ২৯ তাহাকে ৩০ পৃথিবী

[illegible] মন্ত্রিপুত্রগণ　　কপি করিল নিধন
　　সমস্ত ইকি ৭ অশম্ভব।
[illegible] শেনাপতি যার　　বলিআর ৮ দেবতার
　　হৈল হত সমরত ৯ সব ॥

আমার তনুজ　　তোমার অনুজ
সে জে মহাভুজ　　অক্ষয় নাম।
ঘোর সমরত　　করিল নিহত
কপি মহোদ্দত ১০　　করি সংগ্রাম ॥
তব তুল্য আর　　কর্ম্ম শুদুর্ব্বার
কপি করিবার　　নহে পারিবে।
তুমি যে প্রকার　　করিবে দুর্ব্বার
সমরমাঝার　　অতি লাঘবে ॥
পুর্ব্বত স্বর্গত ১১　　তুমি সে কালত
করিলা যে মত　　ঘোর সমরে।
সে মত প্রকার　　কপি দুরাচার
নারে করিবার　　হে গুনধরে ॥
অতঃপর চল　　তুমি মহাবল
করি কুতুহল　　আহবে তবে।
তুমি শুকুমার　　কুলের আমার
বির ১২ মধ্যে শার　　ঘোর তাণ্ডবে ॥
লভিবা বিজয়　　জুদ্ধে শুনিশ্চয়
এ জে নিঃশ্বংশয়　　আমার মনে।
শুত শুন শুন　　আপনার গুন
পরাক্রমে পুন　　প্রকাশ বনে ॥
তুমি আপনার　　নিজ ভুজ শার
করিয়া বিচার　　দেখনা কেনে ১৩
কপি কিবন্ধান ১৪　　বটে বলবান
বুঝ করি জ্ঞান　　আপন মনে ॥
মহাবল তব　　বিপুল তাণ্ডব
অতি অশম্ভব　　কপি কি শবে।
নিশ্চয় মনত　　মম এহি মত
বটে স্বরূপত　　চল আহবে ॥
অমিতবিক্রমি　　তুমি জিতশ্রমি
কপি অতিক্রমি　　তুমি অখনে ১৫।
সাধিয়া বিজয়　　আমার তনয়
চল নিঃশ্বংশয়　　শুহৃষ্টমনে ॥
শুন হে শুমতি　　মতি কর অতি
সমরক ১৬ প্রতি　　তুমি অখন ১৭।
রাজধর্ম্ম শার　　এহি শুদুর্ব্বার
ক্ষেত্রিয় সবার　　শুন নন্দন ॥
শুন অতঃপর　　শুত গুনধর
রাজধর্ম্মবর　　অরিবিজয়।
নানা অস্ত্রে শস্ত　　অরাতি দুরন্ত
করিবেক অন্ত　　জুদ্ধে নিশ্চয় ॥
পিতৃর এমত　　বাক্ষ ১৮ শেকালত
করি কর্ণগত　　সে ইন্দ্রজিত।
উঠি সভা হনে ১৯　　তেজিয়া আশনে
পিতার বচনে　　হয়া ২০ চলিত ॥
গলোবস্ত্র ২১ হইয়া　　পিতাক ২২ নমিয়া
মধুর বলিয়া　　মৃদুভাবেতে।
কৈল প্রদক্ষিন　　তবে সে প্রবিন
মানি শুভদিন　　পিতা আজ্ঞেতে ২৩ ॥

---

৭ একি ৮ দেবতা অপেক্ষা বলবান ৯ যুদ্ধে ১০ মহোদ্ধত ১১ পূর্ব্বে সর্গে ১২ বীর ১৩ কেন ১৪ কিরূপ ১৫ এখন ১৬ যুদ্ধের ১৭ এখন ১৮ বাক্য ১৯ হইতে ২০ হইয়া ২১ গলবস্ত্র ২২ পিতাকে ২৩ পিতার আজ্ঞায়

এহি বলি বারম্বার গর্জ্জিলেন দুরাচার
গুণ তার করিয়া স্মরণ ১।
পশ্চাত ধজ্যক ২ ধরি স্থির হৈল সুর-অরি
চিন্তা করি স্বিরধর্ম্মগণ ॥
সোক নিবারণ করি সেকালত শুর-অরি
দন্তে করি দন্তের ঘর্ষন।
ইন্দ্রজিত মহাজশী ভদ্রাসনে আছে বশী
জেম শশী শুন্দর বদন ॥
চাহিয়া তাহার পানে সেকালত দশাননে
মধুর বচন সে সময়।
বলিতে লাগিল বানি স্নেহ বাড়াইয়া মানি
আমি জানি তব গুণচয় ॥
শুন সুত ইন্দ্রজিত সর্ব্বগুনে গুণান্বিত
সমুচিত বলি গুনগণ।
তুমি ধির বির শার অতি মতিমান আর
শুদুর্ব্বার শৌরির ৩ সর্জ্জন ৪ ॥
জুদ্ধে চল মহাবল করি অতি কুতুহল
শুমঙ্গল হউক তোমার।
বুদ্ধি তব শুপ্রশন্ন কুশলি সমরে পুন
আর গুণ আছে মহোদার ॥
সকল সম্রক বেত্তা ৫ অরাতির শিরহর্ত্তা ৬
তুমি কর্ত্তা কর্ম্ম শুদুরহ।
অস্ত্রবেত্তা সবাকার মধ্যে তুমি বট শার ৭
শিষ্ট আর সদা গুণগ্রাহ ৮ ॥
বলিষ্ট গরিষ্ট অতি অরাতিক ভুজে মতি ৯
জশ কির্ত্তি ১০ লভিছ পুর্ব্বত ১১।

ধনুদ্ধর ধুরন্ধর সমরত শুদুষ্কর
ভয়াঙ্কর দেব দানবত ১২ ॥
অমর অশুর সঙ্গে বিসমসমররঙ্গে
করিছ দুষ্কর কর্ম্মগণ।
দেবাশুর জত জত তোমার কর্ম্ম পুর্ব্বত
বিদিদ ১৩ হয়াছে হে নন্দন ॥
পিতামহ ১৪ আরাধনে প্রাপ্ত ঘোর অস্ত্রগণে
সেই অস্ত্রে তুমি অস্ত্রবাণ।
বিবুধ সকল রণে অসাধ্য তোমার সনে
স্থির হৈতে তব বিদ্যমান ১৫ ॥
বিশম সমর ঘোরে তব ওহে শুরবরে
অশাধ্য কিঞ্চিত নাহি জান ১৬।
তুমি অতি মতিমান বলবান জ্ঞানবান
বির নাহি তোমার সমান ॥
তব তুল্য পরাক্রমি ঘোররণে জিতশ্রমি
নাহি অন্য অগ্রগণ্য বির।
তব অস্ত্রবল আর বাহুবল শুদুর্ব্বার
জানি ভালমতে গুণধর ॥
তব গুনগণে আর অতিক্রম করিবার
সক্তি কার এ তিন ভুবনে।
তব বল পরাক্রম ঘোর জোধা ১৭ জিতশ্রম
আর সর্ব্বকার্য্য সর্ব্বগুণে ॥
আমার সমান তুমি শুন শুত পরাক্রমি
দেখ দেখ কালবিপর্য্যয়।
কিঙ্করনিকরে যত বানরে করিল হত
আর জম্বুমালী শুদুর্জ্জয় ॥

---

১ স্মরণ ২ ধৈর্য্য ৩ বীরের ৪ সজ্জন ৫ সকল অস্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন ৬ শত্রুর শিরচ্ছেদকারী ৭ সকল অস্ত্রবেত্তার মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ ৮ গুণগ্রাহী ৯ বাহুবলে মথন করিয়া ১০ যশ কীর্ত্তি ১১ পূর্ব্বে ১২ ভয়ঙ্কর দেবতা ও দানবগণে ১৩ বিদিত ১৪ ব্রহ্মা ১৫ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে ১৬ জানি তোমার কিছু অসাধ্য নাই ১৭ যোদ্ধা

আর মন্ত্রিপুত্রগণ কপি করিল নিধন
সমরত ইকি ৭ অশম্ভব।
পঞ্চ শেনাপতি যার বলিআর ৮ দেবতার
হৈল হত সমরত ৯ সব॥

আমার তনুজ তোমার অনুজ
সে জে মহাভুজ অক্ষয় নাম।
ঘোর সমরত করিল নিহত
কপি মহোদ্দত ১০ করি সংগ্রাম॥
তব তুল্য আর কর্ম্ম শুদুর্ব্বার
কপি করিবার নহে পারিবে।
তুমি যে প্রকার করিবে দুর্ব্বার
সমরমাঝার অতি লাঘবে॥
পুর্ব্বত স্বর্গত ১১ তুমি সে কালত
করিলা যে মত ঘোর সমরে।
সে মত প্রকার কপি দুরাচার
নারে করিবার হে গুনধরে॥
অতঃপর চল তুমি মহাবল
করি কুতুহল আহবে তবে।
তুমি শুকুমার কুলের আমার
বির ১২ মধ্যে শার ঘোর তাণ্ডবে॥
লভিবা বিজয় জুদ্ধে শুনিশ্চয়
এ জে নিঃস্বংশয় আমার মনে।
শুত শুন শুন আপনার গুন
পরাক্রমে পুন প্রকাশ রনে॥
তুমি আপনার নিজ ভুজ শার
করিয়া বিচার দেখনা কেনে ১৩
কপি কিবদ্ধান ১৪ বটে বলবান
বুঝ করি জ্ঞান আপন মনে॥
মহাবল তব বিপুল তাণ্ডব
অতি অশম্ভব কপি কি শবে।
নিশ্চয় মনত মম এহি মত
বটে স্বরূপত চল আহবে॥
অমিতবিক্রমি তুমি জিতশ্রমি
কপি অতিক্রমি তুমি অখনে ১৫।
সাধিয়া বিজয় আমার তনয়
চল নিঃস্বংশয় শুহৃষ্টমনে॥
শুন হে শুমতি মতি কর অতি
সমরক ১৬ প্রতি তুমি অখন ১৭।
রাজধর্ম্ম শার এহি শুদুর্ব্বার
ক্ষেত্রিয় সবার শুন নন্দন॥
শুন অতঃপর শুত গুনধর
রাজধর্ম্মবর অরিবিজয়।
নানা অস্ত্রে শস্ত অরাতি দুরন্ত
করিবেক অন্ত জুদ্ধে নিশ্চয়॥
পিতৃর এমত বাক্ক ১৮ শেকালত
করি কর্ণগত সে ইন্দ্রজিত।
উঠি সভা হনে ১৯ তেজিয়া আশনে
পিতার বচনে হয়া ২০ চলিত॥
গলোবস্ত্র ২১ হইয়া পিতাক ২২ নমিয়া
মধুর বলিয়া মৃদুভাবেতে।
কৈল প্রদক্ষিন তবে সে প্রবিন
মানি শুভদিন পিতা আজ্ঞেতে ২৩॥

৭ এখি ৮ দেবতা অপেক্ষা বলবান ৯ যুদ্ধে ১০ মহোদ্ধত ১১ পুর্ব্বে সর্গে ১২ বীর ১৩ কেন ১৪ কিরূপ ১৫ এখন ১৬ যুদ্ধের ১৭ এখন ১৮ বাক্য ১৯ হইতে ২০ হইয়া ২১ গলবস্ত্র ২২ পিতাকে ২৩ পিতার আজ্ঞায়

এহি বলি বারম্বার গর্জ্জিলেন দুরাচার
শুণ তার করিয়া স্বরণ ১।
পশ্চাত ধজ্যক ২ ধরি স্থির হৈল সুর-অরি
চিন্তা করি বিরধর্ম্মগণ ॥
সোক নিবারণ করি সেকালত শুর-অরি
দম্ভে করি দম্ভের ঘর্ষন।
ইন্দ্রজিত মহাজশী ভদ্রাসনে আছে বশী
জেন শশী শুন্দর বদন ॥
চাহিয়া তাহার পানে সেকালত দশাননে
মধুর বচন সে সময়।
বলিতে লাগিল বানি স্নেহ বাড়াইয়া মানি
আমি জানি তব গুণচয় ॥
শুন সুত ইন্দ্রজিত সর্ব্বগুনে গুণান্নিত
সমুচিত বলি গুনগণ।
তুমি ধির বির শার অতি মতিমান আর
শুদুর্ব্বার শৌরির ৩ সর্জ্জন ৪ ॥
জুদ্ধে চল মহাবল করি অতি কুতুহল
শুমঙ্গল হউক তোমার।
বুদ্ধি তব শুপ্রশন্ন কুশলি সমরে পুন
আর গুণ আছে মহোদার ॥
সকল সস্ত্রক বের্ত্তা ৫ অরাতির শিরহর্ত্তা ৬
তুমি কর্ত্তা কর্ম্ম শুদুরহ।
অস্ত্রবেত্তা সবাকার মধ্যে তুমি বট শার ৭
শিষ্ট আর সদা গুণগ্রাহ ৮ ॥
বলিষ্ট গরিষ্ট অতি অরাতিক ভুজে মতি ৯
জশ কিত্তি ১০ লভিছ পুর্ব্বত ১১।

ধনুদ্ধর ধুরন্ধর সমরত শুদুস্কর
ভয়াঙ্কর দেব দানবত ১২ ॥
অমর অশুর সঙ্গে বিসমসমররঙ্গে
করিছ দুস্কর কর্ম্মগণ।
দেবাশুর জত জত তোমার কর্ম্ম পুর্ব্বত
বিদিদ ১৩ হয়াছে হে নন্দন ॥
পিতামহ ১৪ আরাধনে প্রাপ্ত ঘোর অস্ত্রগণে
সেই অস্ত্রে তুমি অস্ত্রবাণ।
বিবুধ সকল রণে অসাধ্য তোমার সনে
স্থির হৈতে তব বিদ্যমান ১৫ ॥
বিশম সমর ঘোরে তব ওহে শুরবরে
অশাধ্য কিঞ্চিত নাহি জান ১৬।
তুমি অতি মতিমান বলবান জ্ঞানবান
বির নাহি তোমার সমান ॥
তব তুল্য পরাক্রমি ঘোররণে জিতশ্রমি
নাহি অন্ত অগ্রগণ্য বির।
তব অস্ত্রবল আর বাহুবল শুদুর্ব্বার
জানি ভালমতে গুণধর ॥
তব গুনগণে আর অতিক্রম করিবার
সক্তি কার এ তিন ভুবনে।
তব বল পরাক্রম ঘোর জোধা ১৭ জিতশ্রম
আর সর্ব্বকার্য্য সর্ব ভ..ণে ॥
আমার সমান তুমি শুন শুত পরাক্রমি
দেখ দেখ কালবিপর্য্যয়।
কিঙ্করনিকরে যত বানরে করিল হত
আর জম্বুমালী শুদুর্জ্জয় ॥

---

১ স্মরণ ২ ধৈর্য্য ৩ বীরের ৪ সজ্জন ৫ সকল অস্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন ৬ শত্রুর শিরচ্ছেদকারী ৭ সকল অস্ত্রবেত্তার মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ ৮ গুণগ্রাহী ৯ বাহুবলে মথন করিয়া ১০ যশ কীর্ত্তি ১১ পূর্ব্বে ১২ ভয়ঙ্কর দেবতা ও দানবগণে ১৩ বিদিত ১৪ ব্রহ্মা ১৫ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে ১৬ জানি তোমার কিছু অসাধ্য নাই ১৭ যোদ্ধা

রশ্মিধর সমশর ১ তেজধর রথে।
চলিল অনিলবেগে তবে রাজপথে॥
কোথা কপি কুপি ২ বলি প্রতাপি দুর্জ্জন।
দ্রুতে অতি সে দুর্ম্মতি চলিল তখন॥
আর তার শুদুর্ব্বার রথসব্দচয়।
জলদনিনাদ সম সব্দাদ করয়॥
পতাকা পঙ্কতি ৩ তথি ৪ অতি শোভাকর।
ইন্দ্রেদ্ধজসম দ্ধজ রথের উপর॥
সে শুমুখ লভি শুখ কার্ম্মুখ আকর্শী।
জ্যাঘোষে পুরিল দশদিশ সে আমর্শী ৫॥
তলসব্দ শুনি স্তব্দ দেহধর জত।
হেন ঘোর শব্দ শুনি কপি শে কালত॥
পবননন্দন হৈল আনন্দ তখন।
বোলে মোর ঘোর যুদ্ধ যোগ্য এহিজন॥
এহি বলি কুতুহলি মহাবলি অতি।
তোড়নত ৬ পূর্ব্ববত রহিল মারুতি॥
সেকালত ৭ মহারথ রাবননন্দন।
ইন্দ্রধনুসম ধনু করিয়া ধারণ॥
কত শীত ৮ কত পীত লোহিত সায়ক।
করে করি ধরি খরতর ভয়ানক॥
বুদ্ধিবন্ত সন্ত হনুমন্ত কপি প্রিতি ৯।
ধাইলেন কোপে অতি আটোপে ১০ দুর্ম্মতি॥
সিঘ্রতর রথবর গতি করি অতি।
কোথা কপি বলি কুপি তখন দুর্ম্মতি॥
ইন্দ্রজিত শুপণ্ডিত রণত শুজান ১১।
সমদলে মহাবলে করিল প্রয়ান॥

সক্রচাপকর তাপ প্রতাপ করিয়া।
করে করি ধরি হরি মুখেত ধাইয়া॥
চলিল অনিলবেগে রাবননন্দন।
সেকালত হৈল অতি অমঙ্গলগণ॥
মৃগগণ শুভিশন সব্দ করিলেক।
খরতর পবন তখন বহিলেক॥
অকস্মাত নির্ঘাত নিপাত হৈল অতি।
মন্দরশ্মি হৈল অতি তবে ছায়াপতি ১২॥
হেন সময়ত মহারথ ইন্দ্রজিত।
দেখি কপি প্রতাপী হইল সন্নিহিত ১৩॥
সঙ্গে রণরঙ্গে মাতঙ্গের পরিবার।
অনুবন্ধে স্কন্দে ১৪ তার রাক্ষশ দুর্ব্বার॥
নানা অস্ত্র সস্ত্র কত সত করপর।
চণ্ড গজশুণ্ডে সোভে লোহ ১৫ মুদগর॥
কাঞ্চন লাঞ্চন ১৬ কত বিচিত্র কম্বল।
পৃষ্ঠদেশে শুবিশেশে সোভে নিরমল॥
রথের সংঘট্ট ১৭ আর অস্ব অস্ববার ১৮।
সাদি রথি পদাতি সবার পরিবার ১৯॥
তুরি ভেরি পটহ কাহাল ঢাক ঢোল।
বিরসিংহনাদ আর শেনার কল্লোল॥
দেখি শুখি প্রতাপী কপিশ ২০ মন্ত্রিবর।
পবননন্দন বির ২১ জম সমশর ২২॥
জলোদ ২৩ নিনাদ নাদে করিল গর্জ্জন।
কিলি কিলি শব্দ আর করিল ভিশন॥
অরিক তাপন ২৪ আর আপন সরীর।
বাড়াইতে লাগিল শীঘ্রশীল ধির বির॥

---

১ সূর্য্যতুল্য ২ ক্রুদ্ধ হইয়া ৩ ধ্বজসমূহ ৪ সেখানে ৫ ক্রদ্ধ হইয়া ৬ তোরণে ৭ সে সময়ে ৮ শুভ্র ৯ প্রতি ১০ দম্ভে ১১ যুদ্ধে সুদক্ষ ১২ সূর্য্য ১৩ সন্নিহিত ১৪ স্কন্ধে ১৫ লৌহ ১৬ লাঞ্ছন ১৭ সমূহ ১৮ অশ্বারোহী ১৯ সমূহ ২০ বানরশ্রেষ্ঠ ২১ বীর ২২ যমতুল্য ২৩ মেঘ ২৪ শত্রুর অপকারী

ইন্দ্রজিত শুপণ্ডিত বিশম সমরে।
দিব্যরথে হর্শচিত্তে নৃর্ত্ত ১ জেন করে॥
প্রতাপি কপিক ২ দেখি ক্রোধে সে সময়।
ঘোর সিংহনাদ করি গর্জ্জে দুরাশয়॥
অশনিপতনসম ভিশন নিশ্বন।
হইল তাহার সব্দে স্তব্দ ৩ প্রাণিগণ॥
কুলালচক্রের ৪ প্রায় মণ্ডলি করিয়া।
ইন্দ্রধনু সম ধনু তখনি ধরিয়া॥
কপিমহাভাগ আগ হ * *।
জিতশ্রম পরাক্রম দেখায়া ৫ মহত॥
চিত্রগতি করি অতি দুর্ম্মতি তখন।
কপিক দেখায়া নিজ পৌরশ ৬ দুর্জ্জন॥
দক্ষিণা শুবামাবর্ত্ত অদ্ধচন্দ্রকার ৭।
করে রথগতি তথি ৮ সারথি যে তার॥
কাঞ্চন লাঞ্চন চিত্র বিচিত্র শয়ক ৯।
ইন্দ্রজিত ধনুত ১০ জুড়িল ভয়ানক॥
প্রতাপি কপির শীরদেশ লক্ষ করি।
প্রহারিল খরতর শর শুর-অরি॥
প্রতাপী সে কপি তাত ১১ কিছু না কম্পিল।
অরির তাণ্ডব দেখি দ্বিগুণে জলিল ১২॥
আর তার শুদুর্ব্বার রথগতি অতি।
ধনুর টঙ্কারে করে কম্প ১৩ বশুমতি॥
বিপুল বিক্রমি জিতশ্রমি মেঘনাদ।
সমরে অভিন্ন অতিশয় অপ্রমাদ॥
দেখি হেন লভিলেন বিস্ময় তখন।
সে সময় অতিশয় পবননন্দন॥
সরচয় সে সময় নিজদেহ হনে ১৪।
দুর করি হরি প্রশংশীয়া সে দুর্য্যনে॥
আপন সরির বির বাড়ায়া তখন।
দশন বিকাশী হাশী পবননন্দন॥
ধরাধর সমসর ১৫ কলেবর করি।
পিতাতুল্য পরাক্রমি জিতশ্রমি হরি॥
তার সর সম্মুখে রহিল শুখে অতি।
অচল সমান বলবান মহামতী॥
শুবে শুতাণ্ডবে বেগবান হয়া অতি।
দ্রুতে অতি রথগতি করিয়া দুর্ম্মতি॥
রাবননন্দন সে জে সমর সত্তরে।
রণকর্ম্মবিশারদ অতিক্রুড় ১৬ শুরে॥
সর্ব্বভুতমনগ্রাহি চিত্র ১৭ জুদ্ধ অতি।
আরম্ভিল রাবননন্দন দুষ্টমতি॥
হনুমান বলবান তবে সে সময়।
সহি তার শুদুর্ব্বার সে প্রহারচয়॥
রনরঙ্গে তার সঙ্গে তবে সে কালত।
চিত্রগতি করে অতি তাহার অগ্রত॥
পরস্পরে করে পরে ছিদ্র অন্বেশন ১৮।
না পায় ছিদ্রক দুজনার দুয়োজন ১৯॥
দুয়োজন রুষ্টমন ছিদ্রক না পায়া।
দুয়োজন ক্ষেণেকে ২০ স্থাবর প্রায় রয়া।
তবে শে রাক্ষশরাজ তনয় দুর্জ্জয়।
কপির প্রতাপী ২১ দেখি অন্তরে চিন্তয়॥
বোলে এজে বলবন্ত দুরন্ত বানর।
বরদানে সন্ত এ অত্যন্ত তেজধর॥

---

১ মৃত্য ২ বানরকে ৩ স্তব্ধ ৪ কুম্ভকারের চক্র ৫ দেখাইয়া ৬ পৌরুষ ৭ দক্ষিণ বামদিকে ও অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘুরাইয়া ৮ সেখানে ৯ শায়ক ১০ ধনুকে ১১ তাহাতে ১২ জ্বলিয়া উঠিল ১৩ কম্পিত ১৪ হইতে ১৫ তুল্য ১৬ ক্রূর ১৭ বিচিত্র [illegible] ছিদ্র পায় না ২০ ক্ষণেকে ২১ প্রতাপ

মহোতকটা অতি ভটা ১ এ বেটা দুর্জ্জন।
ত্রেন ২ হেন জ্ঞান করে মম অস্ত্রগণ ॥
এ দুর্ব্বারে কি প্রকারে বশীভুত হবে।
কাতর না হয় কিঞ্চিতেক অস্ত্র শবে ॥
এহিমত সেকালত চিন্তিয়া অন্তরে।
কপি প্রতি কোপমতি হয় নিশাচরে ॥
করি ত্রস্ত ব্রহ্মো অস্ত্র ৩ লয়া ইন্দ্রজিত।
সরাশনে নিজোগ করি সিঞ্জিনিত ৪ ॥
আদান করিয়া ৫ তাক সন্ধান পুরিয়া ৬।
বিশর্জ্জিল দুষ্টশীল ধনু আকর্শিয়া ॥
সেহি অস্ত্রে বায়ুশুত হইল বন্ধন।
ঘোর ব্রহ্মপাশ সে জে পরম ভিশন ॥
অস্ত্রে নিবন্ধন হয়া ৭ পবননন্দন।
নিশ্চিষ্ট হইয়া হৈল ভুমিত পতন ॥
ব্রহ্মামন্ত্রে মন্ত্রিত সে অস্ত্র শুদুর্ব্বার।
জানিল অনিলশুত মনে আপনার ॥
সমাধিস্ত মনে সে জানীল বায়ুশুত।
ব্রহ্মা হনে ৮ বরলব্ধ এ রক্ষ প্রস্তুত ॥
পাইছে পরম পাশ পাপাত্মা দুর্জ্জয়।
জানিল আপন মনে পবনতনয় ॥
বরদান বিনে এ জে রাক্ষশ দুর্জ্জন।
কি সক্তি ধরয় মোরে করিতে বন্ধন ॥
বিগ্রহ করিয়া মোরে নিগ্রহ করিতে।
শুরাশুরে জক্ষ রক্ষে না পারে নিশ্চিতে ॥
আমি অত্যাবশ্যে ৯ এ জে ব্রহ্মার বরক ১০।
পালিতে সে যোগ্য আমি রামাজ্ঞাবাহক ॥
আর এ দুর্ব্বার অস্ত্র বন্ধনত হনে ১১।
নাহি হয় ভয় শুনিশ্চয় মোর মনে ॥
বায়ু জগতায়ু সদা মম রক্ষাকর।
ব্রহ্মা বজ্রধরত ১২ আমার নাহি ডর ॥
রাক্ষশে ধরিল আর করিল বন্ধন।
তাত হনে ১৩ হবেক আমার শুণগণ ॥
রাক্ষশেন্দ্র মহেন্দ্রবিজয়ি শুদুর্জ্জয়।
তার সঙ্গে হবে রঙ্গে সম্ভাশনচয় ॥
অতঃপরে নিশাচরে ধরুক আমাক ১৪।
তুষ্ট হয়া জাউক লয়া রাবনসভাক ১৫ ॥
নিশ্চয় হৃদয় এহিমত চিন্তা করি।
নিশ্চিষ্ট হইয়া তবে বলিছেন হরি ॥
নিশাচরনিকর আবরি আছে ধরি।
জয় ইন্দ্রজিত বানি বলে হর্শ করি ॥
সে শুবোধ নিরোধ করিয়া চেষ্টাগণ।
সবপ্রায় ১৬ মহাকায় রহিল তখন ॥
নির্ব্বিকার দেহ তার দেখি রক্ষগণ।
হৃষ্টমতি হৈল অতি রাবননন্দন ॥
পাছে জায়া কাছে জত রাক্ষশ দুর্ব্বার।
রর্জ্জুপাশে বন্ধন করিল দুরাচার ॥
কেহ তার দেহ আর বান্ধয় তখন।
বৃক্ষছালগণ আনি হয় হর্শমন ॥
পুনর্ব্বার শুদুর্ব্বার বন্ধন করিয়া।
পরস্পরে করে হর্শ উত্রাবল হয়া ॥
রর্জ্জুয়ে বন্ধন জদি করিল তখন।
ব্রহ্মপাশ আপনে হইল বিমোচন ॥
সামান্য অন্য বন্ধন হইবামাত্রত।
ব্রহ্মপাশ বন্ধনাশ হয় সেকালত ॥

---

১ বিক্রমশালী ২ তৃণ ৩ ব্রহ্মাস্ত্র ৪ ধনুর্গুণে ৫ টানিয়া ৬ লক্ষ্য স্থির করিয়া ৭ বাঁধা পড়িয়া ৮ হইতে ৯ অতি আবশ্যক ১০ বরকে ১১ বন্ধন হইতে ১২ ইন্দ্র হইতে ১৩ তাহা হইতে ১৪ আমাকে ১৫ সভাতে ১৬ মড়ার মত

না থাকে সে পাশবন্ধ সরিরে তখন।
তুলিরে ১ প্রবেশে পাশ তেজিয়া তখন॥
সে পাশের এহি রিত ২ ব্রহ্মার নির্ম্মিত।
রর্জ্জুবন্ধ মাঝে মুক্ত হইল তরিত ৩॥
মেঘনাদ অপ্রমাদ তবে সে সময়।
বৃক্ষছালে লতা যে দেখি বন্ধচয়॥
মন্ত্রযুক্ত পাশমুক্ত পবননন্দন।
চিন্তাতুর সে অন্তর হইল তখন॥
চিন্তিত হইয়া চিত বলিল বচন।
অনর্থ করিল বের্থ ৪ জত রক্ষগণ।
শুন মর্ম্ম মহত অকর্ম্ম আচরিলা।
কি কারণ অকারণ লতায় বান্ধিলা।
ইহার বন্ধন মুক্ত ব্রহ্মাস্ত্রক দিয়া।
কি করিবা অন্য সত বন্ধন করিয়া॥
মহাপাশে পায়া ত্রাশে শ্রান্তি নাশে শস্ত।
অচেতন পবননন্দন হনুমন্ত॥
বিমুক্ষণ ৫ কৈল অস্ত্রবন্ধন ইহার।
না পায় উদ্দেশ মোহ হয়া দুরাচার॥
এহি বলি মহাবলী কুতুহলা অতি।
নিশাচর তরে করে আদেশ ভারতি ৬॥
শুন নিশাচরগণ কর অবধান।
বানরক লয়া কর সস্থান প্রস্থান ৭॥
ইন্দ্রজিতাজ্ঞায় ৮ জত বায় নিশাচর।
ভার করি ধরি হরি চলিল সত্তর॥
অতি কষ্টে লয়া চলিলেন সে কালত।
রাক্ষসেন্দ্র রাবন সভার নিকটত॥
হনুমান জ্ঞানবান তবে সে সময়।
দেখিল হইল মুক্ত পাশ শুদুর্জ্জয়॥

বৃক্ষছালে লতায় বান্দিছে দৃড় করি।
অন্তরে জানিল হেন সে কপিকেশরি॥
মুদ্রিত নঞান ৯ কৈল বিকাশ তখন।
রাক্ষসে পিড়িত বির পবননন্দন॥
দেখিল তখন বির রাবনভবন।
গন সঙ্গে রাবনের সভা শুশোভন॥
দেখিল অনিলসুত অদ্ভুত অতি।
নানাস্থানে নানামত শোভা বিরাজতি॥
ভ্রেদ্ধি ভ্রেদ্ধ ১০ আমাত্য রাক্ষশ পরিবার
দেখিল সকলে কপি অতি শুদুর্ব্বার॥
কপিবরে দেখি পরে পরস্পরে শবে।
বিস্ময় অন্তরে করে চিন্তাগণ তবে॥
কেবা ইনি কোথা হনে ১১ এথা আগমন।
কি কারণ আগমন রাবনভবন॥
এ দুর্ব্বার বটে কার চার ১২ শুভিশন।
বৃর্দ্ধ রক্ষগণে মনে চিন্তয় তখন॥
কত জন দুষ্টমন কর্কশ রাক্ষশে।
মার বানরক ১৩ বলি গর্জ্জেন আমর্শে ১৪।
কোনজন কোপন ভিশন নিশাচরে।
বোলে আনলত ১৫ দাহ কররে বানরে॥
কোনজন দশন বিকাশী ভয়ানক।
বোলে একা ভক্ষ ১৬ আমি করি বানরক।
পরস্পরে নিশাচরে করে কোলাহল।
শুনিয়া ইশদ হাসে কপি মহাবল॥
ইশদ বিকাশ করি নয়ন তখন।
নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে পবননন্দন॥
রাক্ষশে পিড়িত বির পবননন্দন।
রহিল তখন মিথ্যা হয়া অচেতন॥

১ তুণীরে ২ এই সে পাশের নিয়ম ৩ শীঘ্র ৪ ব্যর্থ ৫ বিমোচন ৬ বাক্য ৭ প্রস্থান ৮ ইন্দ্রজিতের আজ্ঞায় ৯ নয়ন ১০ বৃদ্ধ বৃদ্ধ ১১ কোথা হইতে ১২ চর ১৩ বানরকে ১৪ ক্রুদ্ধ হইয়া ১৫ অগ্নিতে ১৬ ভক্ষণ

পাছে সভা কাছে জানি পবনকুমার।
বিকশিল শীষ্টশীল নেত্র আপনার ॥
মনিময় বিরাজয় মন্দির শুন্দর।
উন্নত নবম চুড়া সোভা মনোহর ॥
সিত পিত লোহিত পটল নিল আভা।
পতকা পঙ্কতি ১ তথি ২ অতিশয় শোভা ॥
মণিময় ঘটচয় চুড়ার উপর।
বিবুধ বিমান মনহর শোভাকর ॥
বংল ৩ কপাটচয় মণিময় সোভা।
বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত অতি মনোলোভা ॥
জাম্বুনদজাত হেমে ৪ সে গ্রীহ ৫ গঠিছে।
রুচির প্রাচিরচয় রতনে জড়িছে ॥
প্রতিদ্বারে সোভা করে মণির তোড়ন।
অমরমন্দির জিনি অতি সুশোভন ॥
কত সত কত মত দর্প্পন সকল।
রুচির প্রাচিরে শোভা করে শুনির্ম্মল ॥
ফটিকের ৬ স্তম্ভ সোভা করে বহুতর।
বিরাজে সে গ্রীহ মাঝে অতি মনহর ॥
নানা রত্নে জত্নে সে জে গ্রীহক নির্ম্মিছে।
কাঞ্চনীয় ৭ সিংহাসন তাত ৮ বিরাজিছে ॥
তাত বশী মহাজশী রাবন তখন।
মুক্ষ মুক ৯ মন্ত্রিয়ে হয়েছে আবরণ ১০ ॥
হেন সভাস্থানে হনুমানে সেকালত।
ক্রোধদৃষ্টি কৈল কোপ করিয়া মনত ॥
দেখিল অনিলশুত রাবনের পানে।
কোপদৃষ্টি করি অতি বির হনুমানে ॥
তেজবলে জ্বলে কলেবরে নিরান্তর।
মধ্যাহ্নকালের জেন প্রখর ভাস্কর ॥

মহাতেজবন্ত অতি দুরন্ত সভাব।
সভাত আছয় বসি করিয়া প্রভাব ॥
প্রধান প্রধান মন্ত্রি আর জত জত।
রাজকাজ করে পরষ্পরে সেকালত ॥
সেস্থানত আছে জত জত নিশাচর।
সকলে সে মহাবলে জিজ্ঞাসে তৎপর ॥
কহ কহ ওহে কপি তুমি কেবা বট ১১।
বোল জুক্ত ১২ হবা মুক্ত পরম সঙ্কোট ১৩।
কপিবর কার চর বট হে আপনি।
কি কার্য্যে আসিলা এথা কহ কথা শুনি ॥
হেনমত সে কালত রক্ষবানি শুনি।
বলিল কপিশ ১৪ মন্ত্রি কিঞ্চিতেক শুনি ॥
কপিশ্বর শুগ্রীব রাজার আমি চর।
তথা হনে ১৫ এথা আগমন নিশাচর ॥
ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে বাল্মীকপ্রণিত।
হনুমান গ্রহন স্বর্গ জে শুশোভিত ॥
অষ্টম চল্লিশ স্বর্গ হইল বিরাম। দ্রঃ ৪৬, ৪৭, ৪৮
তেজ মন আন কাম জপ রাম নাম ॥

[উনপঞ্চাশৎ সর্গ]

প্রতাপী সে কপীবর নিরখিল তাতপর
লঙ্কেশ্বর রাবন তখন।
ক্রোধেত অরুনময় ভিশন লোচনচয়
শুপ্রশন্ন সুন্দর বদন ॥
জাম্বুনদ হৈছে জাত হেন হেম অসঙ্খাত ১৬
অভরন ১৭ গনে বিভুষন।

---

১ পতাকাসমূহ ২ সেখানে ৩ বিশাল ৪ জম্বু,নদ (সুমেরুপর্ব্বতোৎপন্ন নদ) হইতে উৎপন্ন স্বর্ণে ৫ গৃহ ৬ স্ফটিকের ৭ স্বর্ণের ৮ তাহাতে ৯ মুখ্য মুখ্য (প্রধান প্রধান) ১০ মন্ত্রীদ্বারা পরিবৃত হইয়াছে ১১ হও ১২ সত্য বল ১৩ সঙ্কট হইতে মুক্ত হইবে ১৪ বানরশ্রেষ্ঠ ১৫ হইতে ১৬ অসংখ্য ১৭ আভরণ

বোলে অপরূপ রূপ রক্ষভূপ ধন্য।
পরম গম্ভির ধির বির অগ্রগন্য॥
মহাবির্য্যবন্ত ধর্য্যবন্ত গুনালয়।
মহাতেজবন্ত জেন তপন উদয়॥
মহারক্ষ অশক্ষ সে দেবদানবের।
মহত আশ্চর্য্য দেখি সব ঐশ্বর্য্যের॥
লক্ষেনে লক্ষিত রাজলক্ষিত সমস্ত।
কব কত আছে জত ইহার দেহত॥
ইনি জদি না হইত অধর্ম্মপ্রধান।
তবে মোর মনে হয় হেনমত জ্ঞান॥
বিবুধ সকলে আর দেব হবি হয়।
সবাক রক্ষন কর্ত্তা জোগ্য দুরাশয়॥
বিবুধ সকল আর দনুজ সকল।
গন্ধর্ব্ব চারন জক্ষ আদি মহাবল॥
ইহার সহিত করিবারে আচরন।
সহজে পাইবে ভয় নিশ্চয় সঘন॥
জাদি এ দুর্জ্জন কোপমন হয় অতি।
তবে সবে চরাচর শৈল বসুমতি॥
স্বর্গমর্ত্ত পাতাল সাগর আদি চয়।
একার্নব করিবার ইঙ্গিতে পারয়॥
আপন মনত এহিমত চিন্তা কত।
করি হরিবর নিরন্তরে সে কালত॥
অমিত তেজস্বী রক্ষেশ্বর লঙ্কানাথ।
তার দরশনে মনে কপি সে বেলাত॥
ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকপ্রনিত।
রাবনদর্শন নাম স্বর্গ মনস্মিত॥
পবননন্দন করে রাবন দর্শন।
উনপঞ্চাশত সর্গ হৈল সমাপন॥
দিনে দিনে জায় দিন হিন হয় আয়ু।
না জানি কখন ত্যাগ করে প্রানবায়ু॥
তথাচ সম্পূর্ণ না হইল বাঞ্চাগন।
দিনে বাড়ে আশামাত্র নানা লোভগন॥
শ্রীচন্দ্রেন্দ্র ভূপে বলে ব্রেথা ১ দিন জায়।
রাম বলি মুখে সুখে এড় জমদায়॥

—

[পঞ্চাশ সর্গ]

রাবন অগ্রত আছে সেকালত
পিঙ্গলাক্ষ কপীবর।
কপিদরশনে সবিস্ময় মনে
ক্রোধে অতি লঙ্কেশ্বর॥
অরুন নঞান ২ করি দশানন
প্রহস্তক সম্বোধিয়া।
নিরদ নিস্বনে দিরদ গর্য্যনে
বলিতে লৈল তর্য্যিয়া॥
শুনহে সেনানি মম আজ্ঞাবানি
জিজ্ঞাশ এ জে বানরে।
এজে দুরাশয় বানর দুর্য্যয়
জিজ্ঞাস তুমি সত্তরে॥
এবা কোনজন কোন নিকেতন
কিবা প্রয়োজন এথা।
বন বিভঞ্জন কৈল কি কারন
জিজ্ঞাশ সকল কথা॥
কোন প্রয়োজনে করি ঘোর রনে
মারিল রক্ষ নিকর।
হেন কর্ম্মগন কৈল কি কারন
জিজ্ঞাশ হে নিশাচর॥

---

১ বৃথা ২ নয়ন

রাবনাদেশন ১ শুনিঞা তখন
প্রহস্ত সেনানি তবে।
জিজ্ঞাশা করয় দুষ্ট শে শময়
করি অতি অগৌরবে॥
শুন হে বানর চিন্তি কার্য্য স্তর
জদিস্যাত ২ হে তোমারে।
প্রেশীছে দেবেন্দ্র আর দেববৃন্দ
চর করি লঙ্কাপুরে॥
হে হে কপিবর অবধান কর
কহ জথার্থত তবে।
না করিয়া ভয় জথার্থ নিশ্চয়
কহ বিবরন সবে॥
তবে ভয় হনে ৩ মুক্ত এহিক্ষনে
হবা তুমি কপিবর।
কি তোমায় কুবেরে প্রেশিআছে চরে
রক্ষরাজের নগর॥
অথবা সমন করিছে প্রেশন
রাবনভবন প্রতি।
কহ সত্য করি ওহে মহা হরি
মিথ্যা না বল্যো ভারথি॥
ওহে কপিবর কিম্বা জলেশ্বর
প্রেশিছে তোমাক চর।
কহ সত্য করি ভয় পরিহরি
না করিবা কিছু ডর॥
লঙ্কাক বিজয় ইৎসায় ৪ বা হয়
বিষ্ণু যে তোরে প্রেশীছে ৫।
কহ বিবরন স্বরূপ বচন
রক্ষশ্বর জিজ্ঞাশীছে॥
তেজ বানরীয় নহে তব শ্রীয়
মাত্র রূপ বানরের।
নৈলে কি বানরে মারে নিশাচরে
জয় হয়্যা রাক্ষশের॥
জথার্থ বলনা না কর ছলনা
জিজ্ঞাশয় দশানন।
কিন্তু অন্যথায় মিলে মহা দায়
সংসয় হবে জিবন॥

এ সবার মধ্যে কার তুমি বটো ৬ চর।
জে সবার নাম পূর্ব্বে করিল্যো বানর॥
সে সব তোমারে জদি নাহি প্রেশে এথা।
কোন প্রীয়জন তবে কহ সত্যকথা॥
কি কারন রাবনভবন প্রবেশন।
জদি নাহি করে তোরে এ সবে প্রেশন॥
প্রহস্ত বচন হেন শুনি কপিবর।
রাবন সম্মুখে শুখে তবে তাতপর॥
ধর্য্য ৭ ধরি মহা হরি করি চিত্ত স্থির।
রাবন সম্বোধি বলিলেন মহাবির॥
ইন্দ্রদূত নহি আমি শুন লঙ্কেশ্বর।
নহি আমি জম আর বরুনের চর॥
ধনেশ সহিত নাহি সখিত্ত ৮ আমার।
নহি তার চর লঙ্কেশ্বর জান শার॥
জিষ্ণুর অনুজ বিষ্ণু মহাভুজ হরি।
নাহি প্রেশে তব দেশে মোরে চর করি॥
শুন আমি পুন কপিজাতি লঙ্কেশ্বর।
আশীয়াছি আমি তব নগর সত্তর॥
আশীয়াছি তব দেশবাসি কালচয়।
তোমার সাক্ষাত জানি দুৰভ ৯ দুর্জ্জয়॥
শুন বানি ইহা জানি ওহে লঙ্কেশ্বর।
তব দরশন হেতু চিন্তিত অন্তর॥
বনগন বিদ্ধংশন কৈলামে কারন ১০।
জেরূপে ভুপের সঙ্গে হয় দরশন॥

১ রাবণের আজ্ঞা ২ যদ্যপি ৩ হইতে ৪ ইচ্ছায় ৫ প্রেরণ করিয়াছে ৬ হও ৭ ধৈর্য্য ৮ বন্ধুত্ব ৯ দুর্লভ ১০ এ কারণ (এই হেতু) করিলাম

আর শুদুর্ব্বার বলিয়ার ১ রক্ষগন।
কি হেতু বা মম সঙ্গে দিতে আইল রন॥
মোরে পায়া ধায়া জায়া ২ অস্ত্রবৃষ্টী করে।
মারে প্রান হেন জ্ঞান হইয়া অন্তরে॥
আপন রক্ষার তরে তবে সে সময়।
সমরত নিহত করিলো রক্ষচয়॥
আমিয়ো পূর্ব্বত পিতামহের স্থানত।
লভিয়াছি দুশ্‌কর শুন্দর বর কত॥
পিতামহ অনুগ্রহ করিয়া তথন।
আমাক বলিল অতি অভয় বচন॥
কোনকালে মম অস্ত্রপাশত তোমার।
না হবে বন্ধন এহি জানিবাহ্য শার॥
শুন রাজা মহাতেজা তোমার দর্শনে।
বন্ধন কৈলাম আমি ব্রহ্ম পাশ হনে ৩॥
মিথ্যা মোহময় সে সময় আমি হয়া।
ভুমিতলে কুতুহলে নিশ্চিষ্টে পড়িয়া॥
জথন বন্ধনগন হৈলো বিমোচন।
তাহাও জান্যাছি ৪ আমি রাজা দশানন॥
পরে নিশাচরে করে রর্জ্জুয়ে বন্ধন।
সেহ বিজ্ঞাপন ৫ মম হে দশবদন॥
শুন সার স্বিকার কৈলাম জে কারন।
বন্ধন দ্বারায় করি তোমার দর্শন॥
কার্জ্যবশে রর্য যুপাশে ৬ কৈলাম বন্ধন।
দুর্ব্বল কারন নহে ওহে দশানন॥
কি করিতে পারে জত বন্ধন তোমার।
ত্রেন ৭ হেন জ্ঞান করি পাশাদি দুর্ব্বার॥
মহারাজা মহাতেজা তোমার দর্শনে।
আসিয়াছি আমি তব এ লঙ্কাভবনে॥

কর অবধান বলবান দশানন।
অপর কারন কর শ্রবনে শ্রবন॥
অমিত তেজশ ৮ জশমন্ত ৯ সন্ত ১০ অতি।
রঘুকুলচন্দ্র দশরথের সন্ততি॥
শ্রীরাম শুগুনধাম অনুপাম ১১ বেশ।
মধুর মুরতি রাম গুণজ্ঞ বিশেশ॥
বিশেশ আদেশ তার শুন দশানন।
নিজজন ১২ করি মন করহ শ্রবন।
জে আজ্ঞা করিছে রাম গুনধাম বরে।
আর জে বলিছে শ্রীশুগ্রীব কপিশ্বরে॥
তা অথন ১৩ দশানন করহ শ্রবণ।
তেজ অন্যমন শুন হয়া একমন॥
ইতি শ্রীশুন্দরকাণ্ডে বাল্মীক রচন।
হনুমান প্রহস্ত দুহার সম্ভাশন॥
পঞ্চাশত সর্গ গ্রপদ হইল বিরাম।
তেজ অন্য কাম মন জপ রাম নাম॥

—

[একপঞ্চাশ সর্গ]

মহাসত্ত্ববন্ত রাবনক দৃষ্টী করি।
বহু অর্থজুক্ত বাক্য আরম্ভিল করি॥
হনুমান বুদ্ধিবান তবে সে সময়।
রাবন সম্বোধি বলে পবনতনয়॥
মহাপ্রাজ্ঞ শ্রীশুগ্রিবরাজের আজ্ঞাত।
তবালয় মহাশয় আগমন জ্ঞাত॥
মহেন্দ্রবিজয়ি শুন রক্ষেন্দ্রবচন।
কপিন্দ্র কুশল তব কৈছে ১৪ জিজ্ঞাশন॥

১ বলবান ২ পাইয়া ধাইয়া যাইয়া ৩ হইতে ৪ জানিয়াছি ৫ তাহাও আমি জানি ৬ রজ্জুপাশে ৭ তৃণ ৮ তেজস্বী ৯ যশস্বী ১০ সাধু ১১ তুলনারহিত ১২ নিয়োজন ১৩ এখন ১৪ করিছে

কপিশ্বর শুগ্রীব রাজার আদেশন।
একমন করি শুন রাজা দশানন॥
উভয়ত হিত ইহলোকে পরে আর।
শুগ্রিব আদেশ জত হিতত তোমার ১॥
নরকরিবর নরেশ্বর রাজ্যেশ্বর।
ধির বির দশরথ নামে নৃপবর॥
ছিল সর্ব্বজনার পিতার সমশর।
সান্ত দান্ত মহাধর্ম্মর্দ্ধির ধুরন্ধর॥
পিতাতুল্য গুনবন্ত সন্ত মহামানি।
জেষ্ট শুত সর্ব্বগুনজুত মহাদানি॥
পিতাসত্য পালন কারন গুনালয়।
পবপাশে বনবাশে গেল মহাশয়॥
তাহার অনুজ মহাভুজ শ্রীলক্ষন।
অনুরক্ত ভক্ত সদা রামপরায়ন॥
আর গুনজিত শীতা জনকনন্দিনি।
এই দুই সঙ্গতি ২ করিয়া রঘুমনি॥
বিজন দণ্ডক বন পশিল গুনালয়।
পশী জশী তপশীর ৩ বেশে সে সময়॥
ধর্ম্মপথ অবিরত করিয়া আশ্রয়।
রহিলত অতি গুনালয় সে সময়॥
সিতানামা গুনধামা অনুপামা বামা।
রামের বনিতা সিতা পরম উত্তমা॥
জে বিজনে মহাবণে হারাইল অপাতে।
কি জানি কি হৈল পর্ন্নসালে ৪ অকস্মাতে॥
মৃগ অন্বাশনে ৫ বনে রাঘব তখন।
বাশে ছিল শিষ্টশীল অনুজ লক্ষন॥
সেহ পরে বার্ত্তা তরে ঘরে সিতা ছাড়ি।
গেল বনে চিন্তামনে হয়া ধনুধারি॥
শুন্যঘরে রৈল পরে জনকনন্দিনী।
কি জানি কি হৈল পর্ন্নসালে সে ভাবিনি॥
জনকদুহিতা প্রাণ শীতা কোথা বলী।
আকুলে বিকল রাম সোকক আকলী ৬॥
রাজিবলোচন রাম শ্রম পরিহরি।
বনে পশী অন্বশী ৭ ভ্রমন বহু করি॥
বিশেশ উদ্দেশ না পাইয়া রঘুনাথ।
বিস্বমুক নগ ৮ প্রতি গেল সে বেলাত॥
তবে জায়া পায়া বিস্বমুখ সে সময়।
শুগ্রিব রাজার সনে হৈল পরিচয়॥
কপিশ্বর সঙ্গে পরে প্রতিজ্ঞা করিল।
শীতা অন্বেশীতে রাজা উর্দ্ধত ৯ হইল॥
রঘুকুলচন্দ্র রামচন্দ্র গুণালয়।
তাহাক প্রতিজ্ঞা করাইল সে সময়॥
চারুগ্রীব শুগ্রিবক করিতে ভূপতি।
প্রতিজ্ঞা করিল জদি প্রভু শীতাপতি॥
শুগ্রিবক রাজ্য দিতে ধার্জ্জ করি রাম।
তব সখা বালিক বধিল গুণধাম॥
বলসালি বালিক বধিয়া রঘুনাথ।
শুগ্রিবক নৃপতি স্থাপিল সে বেলাত॥
তবে রাজা উৎসবে সিতার অন্বেশনে।
দশদিশে কপিক প্রেশীল রঙ্গমনে॥
সহস্রে সহস্রে কত অর্ব্বুতে ১০ নিজুতে।
প্রিথিবি আকাশ আচ্ছাদিল বানরেত্তে॥
দশদিশে অহন্নিশে ১১ তবে কপিগন।
গিরি নাদ নগর করয় পর্য্যটন॥
নানা দেশ বিদেশ নিশ্বেশে ১২ কপিগন।
গগনগমনে কৈল গমন তখন॥

---

১ তোমার মঙ্গলের জন্য ২ সঙ্গে ৩ তপস্বীর ৪ কুটীরে ৫ অন্বেষণে ৬ শোকাতুর হইয়া ৭ অন্বেষণ করিয়া ৮ ঋষ্যমুখ পর্ব্বত ৯ উদ্যত ১০ অযুতে ১১ দিবারাত্রিতে ১২ নিঃশেষে

বিনতানন্দন সম কতজন
পরম ভিশন বল বিক্রমে।
কত কত জন কপি শুভিশন
ধনেশ জেমন শুজিতশ্রমে॥
কত জম সম মহাপরাক্রম
অতিজিতশ্রম পবন গতি।
বরুন শমান কত বলবান
ভয়ানক তান মারুতি অতি॥
বায়ুসম কত বলে মহোদ্দত
উফারে ১ পর্ব্বত অতি ইঙ্গিতে।
অতিশয় ক্রুধী ২ ঘোরশীলা জুধি ৩
পরম শুবুদ্ধি উদার চিতে॥
হেন মত কত সহস্রেক শত
মহামহোদ্দত কপিপ্রবর।
সিতা অন্বেশনে পর্ব্বত কাননে
উদ্যানে ভবনে চলে সত্তর॥
শুন অনুপাম রাজা গুনধাম
মোর নিজনাম কর শ্রবণ।
ভুবনে বিক্ষাত বায়ুবির্য্যে ৪ জাত
বলিছি সাক্ষাত তব রাজন।
হনুমান নাম মোর অনুপাম
শুন গুনধাম রাজা রাবন।
সিতা অন্বেশনে স্থান পর্য্যটনে ৫
এ লঙ্কা ভবনে মমাগমন॥
বিপুল বিস্তার পারাবার পার
কারণে সিতার হে দশানন।
লঙ্ঘিয়া সাগর তোমার নগর
ওহে লঙ্কেশ্বর মমাগমন॥
বলি অতঃপর ওহে লঙ্কেশ্বর
আশা এ নগর তব ভবনে॥

দেখিলা তোমারে সর্ব্ব গুণাধারে
ধর্ম্ম অবতারে তুমি সঘনে॥
তপশ্বী তেজস্বী তুমি রাজঋষি
বট মহাজশী তুমি রাবন।
বর লবে অতি বটো মহামতি
তুমি রক্ষপতি অতি শুজন॥
ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন তোমার করণ
ওহে দশানন নহে উচিত।
ধর্ম্ম বিরুদ্ধত পাপ হয় জত
গোচর সমস্ত হে ধর্ম্মান্বিত॥
ধর্ম্ম অবিরোধে সকল শুবোধে
কার্য্যগন সাধে ধর্ম্ম স্বহায়।
পরাংমুখে ধর্ম্ম ব্রেথা ৬ সর্ব্ব কর্ম্ম
এহি সার মর্ম্ম হে রক্ষরায়॥
তেজিয়া ধর্ম্মক কৈলে অকর্ম্মক
পাপ সে জনক লাগে আসিয়া।
ইহা জানি তবে ধর্ম্মবন্ত সবে
ধর্ম্মমত লবে সদা চিন্তিয়া॥
তুমি সে ধিমন্ত বটো মহাসত্ত
পরম মহন্ত কুলত বিভু।
তববিধ জন তারা কদাচন
মন্দ আচরন না করে কভু॥
আর নিবেদন করি দশানন
করহ শ্রবণ মম বচন।
লক্ষনে লক্ষিত সর্ব্বগুনান্বিত
নাহি প্রিথিবিত এমত জন॥
শ্রীলক্ষন নাম গুনে অনুপাম
অতি গুনধাম রাম অনুজ।
প্রভু রামভক্ত সদা অনুরক্ত
ঘোর রনে সক্ত সে মহাভুজ॥

---

১ উপাড়িয়া ফেলে ২ ক্রুদ্ধ ৩ যুদ্ধে ৪ বীর্য্যে ৫ ভ্রমণে ৬ বৃথা

লক্ষনের ভুজমুক্ত মহাস্ত্রপটল।
আর জদি হয় ক্রোধি রাম মহাবল॥
তবে তার দুর্ব্বার প্রখর সর আগে।
স্থির হৈতে না পারয় শুরাশুর নাগে॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এ তিন ভুবনত।
হেন জন নাহি দেখি আমি স্বরূপত॥
রাঘবের অহিত করিয়া আচরণ।
সে দুর্জ্জন শুখে কাল করিবে কর্ত্তন॥
অতঃপর লঙ্কেশ্বর করহ শ্রবণ।
রক্ষা করিবার চাহ যদি জ্ঞাতিগন॥
শুনিশ্চিত জদি হিত চাহ আপনার।
তবে বলি ভুপ হিত উপদেশ শার॥
নরমধ্যে সত্ত্বে ১ রাম বিবুধ সমান।
সে রামক দিয়া সিতা হও পরিত্রান॥
মম সমচিত হিত মানি বানি তবে।
সিতাক রামক দেও পরম গৌরবে॥
ধর্ম্ম অর্থ জুক্ত বাক্য বলিলাম এ জে।
পালন করহ মম বাক্য মহারাজে॥
শুন রক্ষস্বামি আমি তব লঙ্কাপুরে।
দেখিলো জনকদুহিতা সিতা মারে॥
ছলে জত্নে সিতারত্ন লভিছ রাজন।
দুখভক শুলভে লভিছ দশানন॥
করিলো দর্শন দুঃখমন জানকিরে।
বিশম হইবে ভুপ দর্শনের পরে॥
বলি মর্ম্ম সেশ কর্ম্ম হবে জে প্রকার।
তার হেতু কৃপাসেতু রাম গুনাধার॥
লক্ষনে লক্ষিতা গুনজিতা শীতা সতি।
সোকাকুলে নিরাকুলে সদা দুখ্খমতি॥
শুন দশস্কন্ধে তব সস্কন্ধে সে সতি।
শৃকালে ২ হরন জেন সিংহের জুবতি॥
কালভুজঙ্গিনি জেন ধরে মোহমন্দে।
সেহি প্রায় রক্ষরায় সিতার হরনে॥
এজে পতিরতা পতিব্রতা সিতা সতি।
শুরাশুরে ধর্শিবার না ধরে সকতি॥
পুরন্দরে জদি করে রাম অপকার।
শ্রেয় পন্থ হবে নষ্ট জানিবা তাহার ৩॥
রক্ষ শুন কিবা পুন তববিধ জন।
শ্রেয় পাবে রাম ভার্য্যা করিয়া হরণ॥
শুন বাক সিতা জাক জান লঙ্কেশ্বর।
নহে সিতা সে অশিতানয়নি সত্তর॥
হে রাজন সেহিজন লঙ্কাবিনাশীনি।
তব কালরাত্রিরূপা সে রামরমনি॥
তপস্যাসমূহ দ্বারা তুমি লঙ্কেশ্বর।
দশমুণ্ড লভিয়াছ অক্ষয় অজর॥
তাক শুনধাম রাম ক্ষেনেকে ৪ নাশীবে।
রামের অশাধ্য নহে শুসাধ্য জানিবে॥
হানি বান তব প্রান হেলায় হরিতে।
রাম সক্ষ ৫ ওহে রক্ষ জানিবে নিশ্চিতে।
তার সর্ব্ব গর্ভ ৬ খর্ব্ব করিবে রাঘবে।
হারাবা জিবন ধন এহি ভবশবে॥
তুমি তপবির্য্যে সন্ত মান আপনাক।
অজর অমর আমি কে মারে আমাক॥
রাজা শুন গর্ভ ৬ পুন এহি জে তোমার।
দেবাশুর আগে সাজে এহি জান শার॥
তব গর্ব্ব হবে খর্ব্ব রামদরশনে।
আমি বুঁঝি কেশে তব ধরিছে সমনে॥
শুগ্রিব রাজাত ভয়ে অপর তোমার।
শুন ভুপে কোন রূপে নাহিক নিস্তার॥

১ সত্য ২ শৃগালে ৩ তাহার মঙ্গল পন্থ নষ্ট হইবে জানিবে ৪ ক্ষণমাত্রে ৫ সমর্থ ৬ গর্ব্ব

মহাশয় মহাভয় শুগ্রিবত হনে।
শুন দশগ্রীবে না এড়াবে তার রনে॥
তব প্রান পরিত্রান না হবে কখন।
শুগ্রিব রাজার শনে হৈলে দরশন॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম বহু করিছ পূর্ব্বত।
ধর্ম্মবলে অবিকলে এবিভব জত॥
বলী মর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ম্মক আচরনে।
অকস্মাত তোমার নিপাত দশাননে॥
অতঃপর লঙ্কেশ্বর অধর্ম্মের ফল।
সিদ্ধে পুঞ্জমান ১ ভুঞ্জ রক্ষ মহাবল॥
শুনিয়াছ কালে জনস্থানেতে জেমন।
খর ধুশনের ২ হৈছে সমরে মরন॥
বনে রাম শনে রনে হইল নিধন।
আর বলশালি বালি রাজার মরন॥
শুনিআছ নাকি কিছু বাকি য়াছ আর ৩।
আর রাজা শুনিছ কি কোন সমাচার॥
গুনধাম রাম আর শুগ্রিব রাজনে।
সখিত্ত ৪ হয়েছে দুজনার জে কারনে॥
ইহা জানি মহামানি আপন হিতক।
চিন্তা কর নিজ চিত্তে রক্ষের রক্ষক॥
আমাক জানিবা তুমি রাজা দশানন।
মহাবলসালি আমি পবননন্দন॥
তব শব শেনা সেনাপতি রথ হয়।
দেবের অশক্ষ রনদক্ষ রক্ষচয়॥
তব সব বান্ধব আমাত্য সমন্ত্রিতে।
একাকি যে পারি আমি বিক্রমে মথিতে॥
ভম সম অনুপম পরাক্রম মম।
বিক্রমতে আক্রমিতে না পারয় জম॥
আর শুন সুনিপুন করি নিজমন।
শুগ্রিব অগ্রত রাম রাজিবলোচন॥
করিছে প্রতিজ্ঞা অতি সে জে মতিমান।
শুনিয়াছ তাহা নাকি তুমি বলবান॥
জে জন দুর্জ্জন সিতা করিছে হরন।
তাক সবান্ধবে নিব সমনসদন॥
রাজিবলোচন এহি প্রতিজ্ঞা করিছে।
কপিশ্বর অপর কপি যে তা শুনিছে॥
আর বলি মহাবলি করহ শ্রবণ।
কি কারনে কৈলে তুমি সিতা আহরন॥
সিতার গ্রহনরূপ কালপাশে শস্ত।
হৈয়াছো বন্ধন দশানন বলবন্ত॥
অতঃপর রক্ষেশ্বর চিন্তহ অখন ৫।
আপনার চিত্তে নিজ হিতে দশানন॥
এহি বলী মৌন হৈল পবনকুমার।
অভয়হৃদয় বশী রৈল সে দুর্ব্বার।
হনুমত বাক্য জত কর্ন্নগত করি।
আর দেখে হৃষ্টে বাক্য কয় মহাহরি॥
আটোপ করিয়া কোপ কহে কথাচয়।
প্রতাপী পরম কপি তবে সে সময়॥
কপিপ্রবিরের শুনি বিপ্রীয় ৬ বচন।
ক্রোধে অতি সে দুর্ম্মতি জলিল তখন।
বিংশতি লোচন অতি আরক্ত করিয়া।
ভ্রূকুটী কুটীল মুখ তবে প্রকাশি[illegible]।
ঘর্ম্মবিন্দু হইল ইন্দু সমান বদনে।
নির সতদলে জেন নিরাবিন্দুগনে॥
করে করে মদ্দি পরে তেজি খরশ্বাশ ৭।
গর্জ্জন করিল ঘোর জলদসঙ্কাশ॥
বোলে কে আছেরে কাছে নিশাচরগন।
মার শীঘ্রতর আশী বানর দুর্জ্জন॥
এজে খুদ্র ৮ রুদ্রপ্রায় মানি আপনাকে।
এতো বড় গর্ভ বাক্য ৯ বোলয় আমাকে॥

১ যাহা স্তূপীকৃত হইতেছে ২ দূষণের ৩ আর কিছু কি বাকি আছে ৪ বন্ধুত্ব ৫ এখন ৬ অপ্রিয় ৭ শ্বাস ৮ ক্ষুদ্র ৯ গর্ব্বিত বাক্য

ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে বাল্মীক রচন।
দুতবাক্য নাম সর্গ হৈল সমাপন॥
একপঞ্চাশত স্বর্গ হইল বিরাম।
তেজ মন আন কাম ১ জপ রামনাম॥
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে বোলে এবারে এবার।
ক্ষ্যা কর করুনাসিন্দু ২ গুনে আপনার॥

[দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গ]

ধিমন্ত সে হনুমন্ত বধ নিমিত্তত ৩।
জ'দি আজ্ঞা করিল রাবন সেকালত॥
অকার্য্যের উপস্থিত নিশ্চিত জানিঞা ৪।
কিছুক্ষনমান ৫ নিজ অন্তরে চিন্তিয়া॥
অতি মতিমান জ্ঞানবান বিভিশন।
পুটপানি হয়া বানি বলিল তখন॥
হে হে ধির বিরশীরমনি নৃপমনী।
কেন হেন অধর্ম্মক আচর আপনি॥
ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কর্ম্ম কর কি কারন।
ইহলোকে পরলোকে মন্দ হে রাজন॥
তোমার সাদ্রেশ আজ্ঞা নহে এবন্ধান।
নিবেদন অবধান কর জ্ঞানবান॥
অজুক্ত কপির প্রান করন নিধন।
এ জে অতি অধর্ম্ম জানিবা হে রাজন॥
জানিবা প্রস্তুত দুতগন বধ্য নয়।
এহিমত সাধু জত অবিরত কয়॥
কিন্তু এ জে মহারাজে অপ্রীয় তোমার।
কহিতেছে বারম্বার এ জে দুরাচার॥
আর জত অপ্রীয় করিছে আচরন।
সমরে মরিল জত নিশাচরগণ॥
অতঃপর লঙ্কেশ্বর কয় শাস্ত্রচয়।
দুতের বিবিধ দণ্ড আছে অতিশয়॥
ইহার দেহার ৬ একস্থানে রক্ষেশ্বর।
বিরূপ করিয়া কর বাহির নগর॥
অথবা কশায় কায় করিয়া তাড়ন ৭।
দুর কর দুর্জ্জনক দুরে হে রাজন॥
অথবা ইহার শীর করায়া মুণ্ডন।
লঙ্কানগরত দুষ্টে করাও ভ্রমন॥
দিয়া ঢোল উত্তরোল করুক সকলে।
রাবনের সত্রু এহি শে দশা মিলে ৮॥
ইহা বিনা অন্য সাস্তি নাহিক দুতেরে।
বধ পুন্ন ধর্ম্মত বিরুদ্ধ রক্ষেশ্বরে॥
শাস্ত্রচয় এহি কয় মিথ্যা নয় ভূপে।
দুতবধ সাস্ত্রে না লিখয় কোনরূপে॥
মহারাজা মহাতেজা আজি কি কারন।
ধর্ম্ম হনে বিচলীত হৈতে কর মন॥
অত্যামর্শে ৯ ক্রোধবশে অজশের কাজ।
কেন হেন অকার্জ্জ আচর মহারাজ॥
দেখ শুবিক্ষাত জতি সাধুমতি জন।
হটাত ১০ ক্রোধের বশ না হয় কথন॥
ধর্ম্ম অর্থে লোকতন্ত্রে সাস্ত্রজ্ঞানে আর।
দেবাশুর নরে নাহি সমান তোমার॥
তোমার সমান বলবান জ্ঞানবান।
না হইছে না হইবে নাহি বিত্তমান ১১॥
মহারাজা উগ্রতেজা কপিবধ হনে ১২।
কিছু গুনগন আমি না দেখি নয়নে॥

---

১ অন্য কাজ ২ করুণাসিন্ধু ৩ জন্য ৪ জানিয়া ৫ অল্পক্ষণ ৬ দেহের ৭ পায়ে বেত্রাঘাত করিয়া ৮ রাবণের শত্রু হইলে এ দশা প্রাপ্ত হয় ৯ অতি ক্রোধে ১০ হঠাৎ ১১ বিদ্যমান ১২ হইতে

রক্ষরায় তব প্রায় পূন্যকায় জন।
না করয় তারা পাপকর্ম্ম আচরন ॥
শুন রক্ষস্বামি আমি করি নিবেদন।
জে দুর্য্যনে এহিজনে করিছে প্রেশন ॥
তাক দণ্ড দিবাক জুক্ত বধ জে উচিত।
তাক চণ্ড দণ্ড কর হয়া কোপান্বিত ॥
শুনহে ধর্ম্মজ্ঞ প্রাজ্ঞ রাজ্ঞ লঙ্কাপতি।
ভাল মন্দ জে দুতে পরার্থে নিগদতি ॥
প্রেস্তুত সে দুত বধ্য নহে কদাচন।
লঙ্কাপতি হেন নিতি কহে শাস্ত্রগন ॥
আর বার গুনাধার করি নিবেদন।
এ দুর্য্যন বানরক করিলে নিধন ॥
অন্য অগ্রগন্য কপি না দেখি এমত।
ইনি বিনে অন্যজনে আসি স্বরূপত ॥
দুস্তার অপার পারাবার পার হয়া।
আশীবেক এথা তথাকার কথা লয়া ॥
অতঃপর লঙ্কেশ্বর করহ শ্রবণ।
ক্ষেমা ১ কর রক্ষেশ্বর ইহার মারন ॥
ইহার মারনে মোর মনে হেন লয়।
সে জে রাম লক্ষন দুর্য্যন দুরাশয় ॥
কি প্রকারে কার দ্বারে বার্ত্তাক পাইবে।
এথাকার সমাচার কিরূপে জানিবে ॥
না জানিলে সে দুশীলে ২ জুদ্ধত ৩ উদ্ধত।
কি প্রকারে ইহারে রহিয়া সে স্থানত ॥
অতঃপর লঙ্কেশ্বর মোর মনে লয়।
জুদ্ধজোগকর্ত্তা বটে এহি দুরাশয় ॥
শমনদমনকর্ত্তা তুমি দশানন।
শ্রেষ্টোত্তম অনুপম তুমি হে রাজন ॥
বিপুলবিক্রমি জিতশ্রমি তুমি ভূপ।
দেবাশুরে নরে নহি তোমার স্বরূপ ॥

তপস্বী তেজস্বী তুমি অমিততেজশ।
শুরাশুর গন্ধর্ব্ব এ সব তোমার বশ ॥
সবাক অবাক কর্ত্তা ৪ তুমি লঙ্কেশ্বর।
তবাজ্ঞাবাহক সদা জত চরাচর ॥
তুমি শুদ্ধস্বহ তব সহ ঘোর রনে।
কি করিতে পারে নরে সে রামলক্ষনে ॥
তব সঙ্গে আহবে সে হবে পরাজয়।
মহাশয় সুনিশ্চয় লভিবা বিজয় ॥
তব সব অশস্তব জোদ্ধা মহাবল।
সমরত ডরে জাক দেব আখণ্ডল ॥
সে জোদ্ধাপটল সদা অটল শমরে।
তারা সব তব হিতরত রক্ষেশ্বর ॥
তোমার বিজয় বাঞ্চা আমার সতত।
সমরে অভিজ্ঞ সবে শুজান মহত ॥
সবে অস্ত্রবেত্তা মধ্যে অতি শ্রেষ্টতর।
তবে শুর মহাক্রূরকর্ম্মা নিশাচর ॥
ধনুর্দ্ধর ধুরন্ধর অতি চিত্রজুধী ৫।
কালান্তক জম সম হয় জদি ক্রোধি ॥
গুনজ্ঞ কৃতজ্ঞ জজ্ঞ জপত তৎপর ৬।
তপের প্রভাবে সবে দ্বিতিয় ভাস্কর ॥
সবে কুলধর্ম্মা উগ্রকর্ম্মা নিশা[illegible]।
মহত কুলত জাত সবে ত[illegible]তর ॥
তারা সবে সঙ্গে রঙ্গে তুমি লঙ্কেশ্বর।
জুদ্ধত উদ্ধত হয়া করহ সমর ॥
অতঃপর লঙ্কেশ্বর এ জে কপিবর।
গিয়া তথা তব কথা বলুক সত্তর ॥
ডাকিয়া আনুক গিয়া সে রাম লক্ষনে।
অল্প আয়ু মির্ত্তুকল্প ৭ সেহি দুইজনে ॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিক রচন।
বিভিশনবাক্য সর্গ গ হৈল সমাপন ॥

১ ক্ষমা ২ দুঃশীলে ৩ যুদ্ধে ৪ তুমি সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছ ৫ বিচিত্রযুদ্ধকুশল ৬ যজ্ঞ ও জপে নিরত ৭ মৃতপ্রায়

দ্বিতিয় পঞ্চাশ সর্গ্গ হইল বিরাম।
ছাড় মন আন কাম জপ রামনাম॥
দেখ মন ধন জন জিবন জোবন।
ক্ষেনিক ১ এসব দেখ জেমন সপন॥
নিদ্রাভঙ্গে জেবক্কান ২ বিফল সপন।
মহানিদ্রা হৈলে সেহি প্রায় ৩ ধন জন॥
ইহা জানী মানী বানী আমার অখন।
সদা স্মরে সেহি রাম রাজিবলোচন॥
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয় তারকব্রহ্ম রাম।
ডাক শুখে মুখে পাবা সে বৈকুণ্ঠধাম॥

[ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গ]

বিভিশন বচন শুনিয়া দশানন।
দেশকাল বুঝি ভাল বলিয়া তখন॥
শাস্ত্র উক্ত সে জে জুক্ত বাক্যত তখন।
কিছু তুষ্টে বচন বলিল দশানন॥
শুন শুন শর্য্যন ৪ বিভিশন শুদ্ধমন।
বলিয়াছ শুবুঁদ্ধি উচিত বাক্যগন॥
সত্য হয় দুতচয় অবদ্ধ ৫ সতত।
বিভিশন বলিয়াছ কথা সাস্ত্রমত॥
বধ বিনে অন্য দণ্ড করন উচিত।
বলি মর্ম্ম সেহি কর্ম্ম করহ তরিত॥
কপি সকলের হয় লাঙ্গুলে ভূশন।
তাক করিবাক লাগে অশোভা অখন ৬॥

লাঙ্গুল করহ দগ্ধ আনিঞা ৭ দহন।
লাঙ্গুলের লষ্টে ৮ হবে অতি অভোশন ৯॥
লাঙ্গুলক ১০ কর সিত্রে দহনে দাহন।
পুশ্চহিন ১১ হয়া দিন ১২ হোক এ দুর্য্যন॥
জ্ঞাতি মিত্র সবান্ধবে তবে সবে মিলি।
দেখুক অবস্তা ১৩ সে শুগ্রিব অঙ্গবলি॥
রাবন বচন শুনি তবে সে সময়।
ক্রোধান্বিত কুবিত ১৪ পুরিত রক্ষচয়॥
অতি জরা ১৫ কার্প্পাশের গড়া বস্ত্রগন।
প্রতাপী কপির সে জে লাঙ্গুর ১৬ ভিশন॥
বস্ত্রগন আবেষ্টন করি রক্ষগন।
আনন্দে মগন অতি রাক্ষশের মন॥
হনুমান জ্ঞানবান দেখয় তখন।
নিশাচরে কৈল নিজ লাঙ্গুর ১৬ বেষ্টন॥
সেসময় সদাশয় পবন তনয়।
বাড়াইতে লাগিল কলেবর অতিশয়॥
সে সময় সে দুর্য্যয় রক্ষচয় শুখে।
তৈলসিক্ত লাঙ্গুরক করিল কৌতুকে॥
দারুন দহনগন আনীয়া তখন।
লাঙ্গুরত লাগায়া দিলেম রক্ষগন॥
শুষ্ক কাষ্ঠে দহে জেন দারুন দহনে।
সেহি প্রায় হৈল তায় জাজ্বল্য জলনে॥
তবে সে সময় সদাশয় কপিবর।
সহ বহ্নি লাঙ্গুর ভ্রমায়া ভয়ঙ্কর॥
নিকটস্ত ১৭ জত আছে কাছে নিশাচর।
লাঙ্গুর প্রহারে তারে নিল জমঘর॥
ভগ্ন দন্ত কারো অস্ত ১৮ নিকলি তখন।
কতজন রুধির করিয়া উদ্বমন॥

---

১ ক্ষনস্থায়ী ২ যেরূপ ৩ সেই প্রকার ৪ সাধু ৫ অবধ্য ৬ এখন ৭ আনিয়া ৮ নষ্টে ৯ ভূষণ-বিহীন ১০ লাঙ্গুলকে ১১ পুচ্ছহীন ১২ হীন ১৩ অবস্থা ১৪ কুপিত ১৫ অতিশয় পুরাতন ১৬ লাঙ্গুল ১৭ নিকটস্থ ১৮ অন্ত্র।

সমন সমন কৈল গমন তথন।
নিকট তেজিয়া পলাইল রক্ষগন ॥
অস্ত্র শস্ত্র লয়া হয়া তবে রক্ষগন।
পুনর্ব্বার কাছে তার আশী রক্ষগন ॥
সজল জলদে জেন বরশা সময় ১।
তড়িত জড়িত অতিশয় বিরাজয় ॥
চারিপার্শ্বে হর্শে আবরিছে রক্ষগন।
মধ্যে সোভা করে তার পবননন্দন ॥
চপলা সমান তেজবান হনুমান।
রাক্ষশ মেঘত জেন সোভে বিদ্যমান ॥
আবৃত হইয়া কপি রাক্ষশমণ্ডলে।
অভয় হৃদয় বায়ুসুত মহাবলে ॥
নিজ চিত্তে চিন্তা করে পবনতনয়।
ইহাত অধিক কি করিবে রক্ষচয় ॥
বন্ধন করিয়া পাছে করয় দহন।
বিতণ্ডা বচনে আর করয় তর্য্যন ॥
ইহাত অধিক আর মোরে কি করিবে।
এখনে জেমোন ২ হবে সবে তা দেখিবে ॥
কোন তুচ্ছ পাশ নাশ করনে আমার।
জামিনি হইলে ক্ষয় হবে একবার ॥
তেজি সঙ্কা এজে লঙ্কা করিব ভ্রমন।
দেখিব বিচার করি নানা স্থানগন ॥
রাত্রি ৩ নাহি দেখি আমি দুর্গম পথগন।
এ কারনে পর্য্যটীব ৪ এ লঙ্কাভবন ॥
কর্কশ রাক্ষশে পিড়া করে মোরে অতি।
মানশ নহে জে মম এ দুঃখ সংপ্রতি ॥
এহিমত সে কালত অন্তরে চিন্তিয়া।
রহিল পবনসুত নিশ্চেষ্ট হইয়া ॥

রামহিতে রত সে শতত শুশর্ষ মনে।
মন্দমতি অতি সে দুর্ম্মতি রক্ষগনে ॥
চণ্ড দণ্ড করিবার ধরয় সকত।
না দণ্ডিল সিষ্টশীল তবে সেকালত ॥
সহিয়া রহিয়া রাক্ষশের পিড়াচয়।
কালক অপক্ষা ৫ করি রহি সদাশয় ॥
অমর্ষপুরিত ৬ যত নিশাচরগন।
নির্দ্দয় হৃদয় করে লাঙ্গুর দাহন ॥
দিপ্তবন্ত অত্যন্ত জলন্ত হুতাশন।
নিরক্ষন করে পরে পবননন্দন ॥
অশকতবত ৭ হয়া রহিল তথন।
তবে সে কালত দুষ্ট নিশাচরগন ॥
বন্ধন রয্যুক ৮ সবে করিয়া ধারন।
রাজসভা হনে রঙ্গমনে তাতক্ষন ৯ ॥
নিকালীয়া ১০ নিয়া চলিবার করি মন।
দুরাচারগন তার বান্ধিয়া তথন ॥
হর্শে অতি সে দুর্ম্মতিগন সে সময়।
শঙ্খ ভেরি নিস্বন করিল অতিশয় ॥
বলবন্ত দুরন্ত জতেক নিশাচর।
ভার করি ধরি হরি চলিল সত্বর ॥
বহির্দ্বারে লয়া তারে চলিল তথন।
লাঙ্গুরের দিপ্তানলে পবননন্দন ॥
দিশ পাশ প্রকাশ দেখয় সেকালত।
রাক্ষশের ১১ নিকেতনগন নানামত ॥
আট্টলিকাচয় ১২ অতিশয় মনময় ১৩।
ইন্দ্রগৃহপ্রায় সমুদায় বিরাজয় ॥
রাজপথ মাজে শুবিরাজে গ্রিহচয়।
কাঞ্চন কলশে শোভা করে অতিশয় ॥

---

১ বর্ষাকালে ২যেমন ৩ রাত্রিতে ৪ পর্য্যটন করিব ৫ সময় অপেক্ষা ৬ ক্রুদ্ধ ৭ শক্তিহীনের মত ৮ রজ্জুকে ৯ সেইক্ষণে ১০ বাহির করিয়া ১১ রাক্ষসের ১২ অট্টালিকাসমূহ ১৩ সুন্দর।

বাপি ১ কুপ তড়াগ পুশ্‌কন্নি ২ সরোবর।
সররুহে ৩ শোভাকর অতি মনহর ॥
দেবগ্রীহচয় মনোময় সোভাময়।
জ্যৌতির্ম্ময় লিঙ্গচয় তাত বিরাজয় ॥
নানাস্থানে নানাখানে দেখি নানামত।
বিস্ময় অন্তরে কপীবরে সেকালত ॥
বোলে ধন্য ধন্য লঙ্কানগর শুন্দর।
পুরন্দরপুর জিনি শোভা মনোহর ॥
লাঙ্গুরত অগ্নি দিয়া নিশাচরগন।
কপি লয়া হৃষ্ট হয়া চলিল তখন ॥
হেন দেখি হয়া শুখি নিশাচরগনে।
সিতাস্থান প্রয়ান করিল রঙ্গমনে ॥
সেহি বার্ত্তা নিঞা ৪ তথা গিয়া হর্শমনে।
সিতাক সম্বোধি কহে নিশাচরগনে ॥
রাজার দুহিতা সিতা করহ শ্রবন।
জার সঙ্গে রঙ্গে তুমি কৈলে সম্ভাশন ॥
তার লাঙ্গুরত অগ্নি দিয়া রক্ষেশ্বর।
আজ্ঞা দিল করিবার বাহির নগর ॥
দুর্য্যনক উচিত করিল লঙ্কেশ্বর।
দেখ সীতা তার সঙ্গে কত নিশাচর ॥
রাক্ষশীর হেন বানি শুনি শীতা সতি।
আপন মরন প্রায় মানি দুখ অতি ॥
অতিশয় অপ্রিয় সে বচন শ্রবনে।
সিরে বজ্রাঘাত হৈল হেন মানি মনে ॥
সোকে দুখ্খে সন্তপ্ত হইয়া অতি শতি।
কপির মঙ্গল হেতু চিন্তিয়া জুবতি ॥
কপি রক্ষাতরে পরে জনকনন্দিনি।
অগ্নিক করিল ভক্তি রামের বন্দিনি ॥

পুটপানি হয়া বানি বলিল তখন।
শুন শুন প্রভু ভগবন্ত হুতাশন ॥
কর অবধান প্রভু কর অবধান।
দুখিনি রমনি নাহি আমার সমান ॥
দুর্ব্বাদল শ্যাম ৫ রাম রাজিবলোচন।
তাত ৬ রত অতিরত ৭ জদি মোর মন ॥
তবে রক্ষা কর বশ্বানর কপিবরে।
নিবেদনে অবধান কর বশ্বামরে ৮ ॥
আর জদি করিয়াছি গুরু শুশ্রশন ৯।
জদি কোন তপশ্যা করিছি আচরন ॥
জদি একপতিব্রত আছয়ে আমার।
একান্ত জদ্যপি ভক্তি রামপদে শার ॥
সয়নে সপনে ধ্যানে জ্ঞানে রাম বিনে।
জদি অন্যব্রত ১০ রত নহে মোর মনে ॥
তবে প্রজাপতি সর্ব্বগতি হুতাশনে।
রক্ষা কর বশ্বানর পবননন্দনে ॥
মারুতিক প্রতি হও প্রীতি হুতাশন।
কল্যাণ করিয়া কর অখন ১১ রক্ষণ ॥
জদি মোর সদ্ভাব অন্তর অনুক্ষন।
বিজ্ঞাপন আছে রাম রাজিবলোচন ॥
তবে দয়াময় হুতাশন এ সময়।
রক্ষা কর কপিবর পবনতনয় ॥
মৃগাক্ষি সিতার শুনী কাকুতি উকুতি ১২।
তবে প্রজাপতি জজ্ঞপতি সর্ব্বগতি ॥
বহ্নি অভিমত কর্ন্নগত করি তার।
দাহগুন সিতল করিল আপনার ॥
হনুমান প্রীতে অতি প্রীতে সেকালত।
অগ্নি হৈল সে কালত মহাহিমবত ॥

---

১ বাপী ২ পুষ্করিণী ৩ পদ্মে ৪ লইয়া ৫ শ্যাম ৬ তাঁহাতে ৭ অবিরত ৮ বৈশ্বানর ৯ শুশ্রূষা ১০ অন্যত্র
১১ এখন ১২ উক্তি

ধুম্রকেতু তার রক্ষাহেতু যে তখন ।
আপন তেজক হ্রাশ করিল জ্বলন ॥
বিধুম হইয়া হৈল জাজ্বল্য জলন ।
দেখি হেন তুষ্ট লম্ভিলেন রক্ষগন ।
শুদক্ষিণাবর্ত্তে জলিলেন হুতাশন ।
দেখি হরশীতা সিতা শুভের লক্ষন ॥
বায়ুশুত অদভুত দেখে সে সময় ।
জাজ্বল্য হইয়া ঘোর জলন জলয় ॥
তথাচ না করে দেহ দাহ বস্তানর ।
চিন্তায় চিন্তিত চিত্ত তবে কপিবর ॥
বিস্ময় হৃদয় সে সময় চিন্তা করে ।
কি কারনে দাহন না করে বস্তানরে ॥
বস্তানরে না করে দাহন কি কারন ।
কিছুমান ১ বেথা ২ জ্ঞান না হয় অখন ৩ ॥
সিসির সময় জেন নিশির সিতল ।
সে বন্ধান ৪ হয় জ্ঞান সকল অনল ॥
অতি শুশীতল জ্ঞান হয় সরিরত ।
অশম্ভব মনে মনে কপি সে কালত ॥
হনুমান অনুমান করে সে সময় ।
না পারি বুঁঝিতে কিছু বিস্ময় হৃদয় ॥
প্রতাপী সে কপী চিত্তে চিন্তে সে সময় ।
অশম্ভব শব আমি দেখি অতিশয় ॥
সমুদ্র লঙ্ঘন আমি করি জে কালত ।
অশম্ভব দেখিলাম সাগর মধ্যত ॥
রামের কৃপায় অশম্ভব অতিশয় ।
সমুদ্র মধ্যত দেখিলাম সে সময় ॥
মৈনাক পর্ব্বত জলে উঠিল আপনে ।
অশম্ভব এজে অতি দেখিলো নয়নে ॥
রাম হেতু জদি জলে ভাশীল পাশান ।
তবে রামপদবলে ইতে ৫ হবো ত্রান ॥
গুনধাম প্রভু রামচরণের বলে ।
পারাবার পার হইলাম অবিকলে ॥
রামপদ বলে বহ্নি করিবে রক্ষন ।
এ জে দিপ্ত বস্তু অতি জলন্ত দহন ॥
আর পতিব্রতা রাম অনুরতা শতি ।
জনকদুহিতা সিতা ধর্ম্মান্বিতা অতি ॥
তার আশীর্ব্বাদে এ প্রমাদে এড়াইব ।
গুনধাম রাম কাম ৬ অবশ্যে সাধিব ॥
আর গুনধাম রামচরণকৃপায় ॥
এ সঙ্কট অপ্রয়াশে ৭ এড়াব নিলায় ৮ ॥
মোর পিতা অনিল আনল ৯ সহ সখা ।
সে কারনে দহনে করিবে মোরে রক্ষা ॥
হুতাশন একারন মোরে না দহিবে ।
অবশ্যে করিবে রক্ষা সঙ্কটে তারিবে ॥
এহিমত অন্তরত নিশ্চয় করিয়া ।
শুমতি মারুতি অতি হর্শক লভিয়া ১০ ॥
লঙ্কাপুরদ্বার পাইলেন সে সময় ।
মহাধরাধর সম উচ্ছ ১১ বিরাজয় ।
উশ্চ ধ্বজ পতকায় ১২ তায় শোভাকর ।
মনির তোড়ন অগ্রে অতি মনোহর ॥
দ্বারা ১৩ পায়া পুন্যকায়া মহাহরিবর ।
হইল তখন অতি আনন্দ অন্তর ॥
মহাশৈলরাজ প্রায় মহাকায় করি ।
আরবার মায়া করি খুদ্র দেহ ধরি ॥
রর্জ্জুপাশ হনে মুক্ত হৈল মায়াবলে ।
রর্জ্জুপাশ বন্ধনাশ হয়া অবিকলে ॥
পুনরপী কামরূপী মহা কপীবর ।
ধরাধর সম হইলেন দেহধর ॥

---

১ কিছুমাত্র ২ বাধা ৩ এখন ৪ সেইরূপ ৫ ইহা হইতে ৬ রামের কাজ ৭ অনায়াসে ৮ অবহেলায় ৯ অনল ১০ আনন্দ পাইয়া ১১ উচ্চ ১২ ধ্বজপতাকায় ১৩ দ্বার

ইতস্তত সে কালত করি নীরক্ষন।
সেহিদ্বারে পাইল এক পরিঘ ভিশন ॥
কপিবরে তাক করে নিলা ১ করে ধরি।
নিশাচর আছে যত কাছে রক্ষা করি ॥
থাক থাক বাক ২ তাক ৩ বলিয়া তখন।
পরিঘক ধরি হরি পবননন্দন ॥
মহামার আরম্ভিল তবে সে কালত।
কাছে আছে সে কালত নিশাচর জত ॥
কুতুহলে ভুজবলে মথে রক্ষগন।
কার সক্তি না হইল দিতে তারে রন ॥
পলায়নপরায়ন হৈল সে সময়।
নিকট তেজিয়া সে বিকট রক্ষচয় ॥
বিমুক্তকুণ্ডল হিনবশন হইয়া।
পলাইল সে সময় পরান লইয়া ॥
বহুতর নিশাচর জমঘর প্রতি।
চলিল সে বেলা বলে মথিয়া মারুতি ॥
অবশিষ্ট নিশাচরগন সে সময়।
লঙ্কা অভিমুখে দৌড় দিল প্রাণভয় ॥
জেন শ্বেনগন ব্যাঘ্রভয়সন্ত ৪ অতি।
বনান্তরে গতি করে সচকিত মতি ॥
ক্রুদ্ধ হয়া জুদ্ধ দিয়া বিক্রম করিয়া।
বহুতর নিশাচর সমরে মারিয়া ॥
চণ্ডবেগবন্ত হনুমন্ত সে সময়।
লঙ্কাপানে নয়ানে চাহিয়া ক্রোধময় ॥
চিন্তা করে কপিবরে অন্তরে তখন।
এহি বহ্নি দিয়া করি লঙ্কার দাহন ॥
জ্বালাময় অতিশয় লাঙ্গুড় ৫ অগ্নিত।
দাহন করিব লঙ্কাপুরিক ত্বরিত ॥

ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকরচন।
লাঙ্গুর দিপন সর্গ্গ হইল সমাপন ॥
ত্রিতি পঞ্চাশত ৬ সর্গ্গ হইল বিরাম।
তেজ মন আন কাম ৭ জপ রাম নাম ॥
দিন হয় ক্ষয় আয়ুচয় সমন্বিত।
তভু ৮ দুরাচার মন মায়ায় মোহিত ॥
বিভোগ বিজোগ বাঞ্চা ৯ কখন না হবে।
দিনে দিনে আশা মন বির্দ্ধি সে হইবে ॥
কবে হেন হবে লবে মুখে রামনাম।
অতঃপর বুঝি মন কর্ম্ম বটে রাম ॥
জাহোক তাহোক রৌক ১০ সে কথা অখন।
সময়ত বিস্মরন না হইবা মন ॥
শুন রাম কৃপাধাম আমি মন্দমতি।
ছয় ঋপুবশে আমি অবশ সংপ্রতি ॥
তোমার সে ইচ্ছা মিছা আক্ষেপ আমার।
নিজগুনে জা কর এবার গুনাধার ॥
শ্রীহরেন্দ্রভূপে কয় রাম দয়াময়।
অন্তিমে হৃদয় জেন হইও উদয় ॥

[চতুঃপঞ্চাশ সর্গ]

চিন্তা করি হরি নিজ অন্তরে।
লাঙ্গুল দর্শন করেন পরে ॥
জাজ্বল্য অনলে লাঙ্গুল অতি।
দেখিয়া উচ্ছাহ ১১ অতি মারুতি ॥
উচ্ছাহ ১১ বাড়ায়া সে ভিমকায়া।
অবশীষ্ট কার্য্য ধার্য্য করিয়া ॥

---

১ লীলা ২ বাক্য ৩ তাহাকে ৪ ভয়যুক্ত ৫ লাঙ্গুল ৬ ত্রিপঞ্চাশ ৭ কাজ ৮ তবু ৯ ভোগ হইতে বিযুক্ত হওয়ার ইচ্ছা ১০ থাক ১১ উৎসাহ

চিন্তা করে নিজ অন্তরে পরে।
সংপ্রতি কী কী করি লঙ্কানগরে॥
দুর্য্যন রাবন বল সকলে।
মথিলাম আমি ভুজের বলে॥
বলিষ্ট গরিষ্ট নিশাদগনে।
মারিলাম বহু বিশম রনে॥
শুখদা আমদা প্রমদা বন।
তাক বলে করিলো ভঞ্জন॥
তার দ্বারগন নাশীয়া সে জে।
আপন বিক্রম রামের তেজে॥
প্রধান উদ্যান প্রমদা নাম।
নন্দন সমান মনোভিরাম॥
তার একদেশ অশেশমতে।
নষ্ট করিলাম ভুজবলেতে॥
কত কত রাক্ষশ প্রধান।
মনোহর চারু তব শুঠান ১॥
ধংশীলাম রামচরনবলে।
অধন অগ্নির এক্কে অনিলে॥
কর্কশ রাক্ষশ দুষ্ট সবার।
জন্মাব সন্তাপ এহি শেশ আর॥
মম লাঙ্গুলের ঘোর দহনে।
দাহন করিব লঙ্কাভবনে॥
তুশীতে বহ্নিক উচিত মম।
এহি অগ্নি দিয়া গ্রীহ উত্তম॥
করিব দাহন এহি নিশ্চয়।
বলি মুখে শুখে শ্রীরাম জয়॥
এহি মত স্থির করি হরি সে সময়।
দিপ্তবন্ত অত্যন্ত সে লাঙ্গুড়ে দুর্য্যয়॥
বারম্বার ভ্রমন করিয়া শীরপরে।
তেজিয়া তখন লঙ্কাদ্বার কপিবরে॥
রাক্ষশের নিবাশের নিকেতনগনে।
আহরিল শীষ্টশীল উত্তম ভবনে॥
ত্রিনময় ২ বিরাজয় কত গ্রীহচয়।
প্রথমে তাহাতে অগ্নি দিল সে সময়॥
তার কাছে জত আছে অট্টলিকাচয়।
সেই অগ্নি তাহাত লাগীল সে সময়॥
এক গ্রীহ ত্যাগ করি হরি সে সময়।
অন্য গ্রীহে ঝাপ দিয়া শুখে আরোহয়॥
তাতমনে রঙ্গমনে অন্য গ্রীহে জায়।
বেগে চলে কুতুহলে সমিরন প্রায়॥
লাগিল অনিল সথা অনল তখন।
প্রচণ্ড প্রভাবে অতি বাড়িল দহন॥
জেবন্ধান বুদ্ধিমান মন্ত্রিমন্ত্রনায়।
প্রভুর প্রচুর বিদ্ধি ৩ হইল সেহি প্রায়॥
সমিরনসম্মিলন হয়া হুতাশন।
কালানল প্রায় হৈল প্রবল দহন॥
গ্রিহময় বিরাজয় দারুন দহন।
প্রচণ্ড প্রভাব গতি অতি সমিরন॥
অগ্নির প্রভাবে সন্ত তবে সে সময়।
মনি মুক্তা বৈদুর্য্য খচিত গ্রিহচয়॥
দগ্ধ হয়া পতন তখন মহিতলে।
ভস্মিভুত জুতে জুত করিল অনিলে॥
পুন্যচয় ক্ষয় জেন মহাস্মিন।
বিমান হইতে জেম হইল পতন॥
প্রতাপী অজর কপিবর সে সময়।
অন্য প্রাসাদত আরহিয়া নিরথয়॥
হিরাত ৪ জড়িত কত বৈদুর্য্য মণ্ডিত।
রজতে গঠিত কত কাঞ্চনে ভুশীত॥
জতনে রতনে বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত।
নিরোপম উত্তম শোভন মনোন্নিত॥

১ সুন্দর ২ তৃণময় ৩ বৃদ্ধি ৪ হীরকে

হেন গৃহচয় সে সময় দগ্ধ হয়।
অগ্নির সংযোগে অতিশয় বিরাজয় ॥
বিপুল সঙ্কুল রক্ষে সে লঙ্কাভবন।
জ্বালাময় অতিশয় দহয় দহন ॥
অগ্নির ভিশন স্বন হইল তখন।
অগ্নিসব্দ শুনি স্তব্ধ জত রক্ষগণ ॥
সমরে অটল ভিমবল রক্ষচয়।
ত্রস্ত হয়া অস্ত্র লয়া ধাইল সে সময় ॥
কোথা কপি বলি কোপি ১ জত নিশাচর।
ধাইল সবে পরম তাণ্ডবে তাতপর ॥
প্রতাপি কপিক কুপি নিশাচরগন।
ধায়া জায়া পায়া করিলেন আবরন ॥
ধনুর্ব্বান তনুত্রানজুক্ত রক্ষগন।
অতি হর্শে সর বর্শে কপিক তখন ॥
সহস্রকীরন সম অতি তেজোময়।
দুর্ব্বার প্রহার আরম্ভিল অতিশয় ॥
কত শুলী ২ হুঁহু বলী ৩ তুলী ৪ শুলচয়।
একে জোপে ৫ কোপে কপীপর নিক্ষেপয় ॥
পরশু প্রহারে কত সত নিশাচর।
কত কোপে আটোপে প্রহারে মুদ্গর ॥
সেল লয়া হৃষ্ট হয়া কত রক্ষগনে।
খেপে ৬ কোপে একে জোপে ৫ করিয়া তর্য্যন ॥
নিশাচরে করে সবে পিড়া অতিশয়।
নানা অস্ত্র কত সত প্রহারয় ॥
উপদ্রব করে আর রক্ষে অতিশয়।
না সহিল সে কালত পবনতনয় ॥
আপনার নাম শুনাইয়া বায়ুসুত।
জিমুতনাদনাদে ৭ গর্য্যিয়া অদ্ভুত ॥
বোলে শুন নিশুর্ন রে নিশাচরগন।
কি কারনে আইলে ওরে মরিতে কারন ॥
এহি বলী মহাবলী গর্য্যিয়া তখন।
কম্পায়া ধরনী কায়া বাড়ায়া ভীশন ॥
কালান্তক জম সম রূপ ধরি অতি।
মন সমিরন সম করি অতি গতি ॥
রত্নময় স্তম্ভ এক দম্ভ করি হরি।
বিক্রমে উফারি ৮ তাক করে করি ধরি ॥
বারম্বার দুর্ব্বার স্তম্ভক ভ্রমাইয়া।
বায়ুবেগে বায়ুসুত মধ্যে প্রবেশায়া ॥
দুর্ব্বার প্রহারে মারে রাক্ষশের দল।
হৈল হত কত সত রক্ষ মহাবল ॥
তুণ্ড মুণ্ড গণ্ড লণ্ড ভণ্ড হয়া তবে।
নিশাচর নিশাভাগে মরিলা আহবে ॥
জেবদ্ধাম ৯ মঘবান ১০ গির্ব্বান ইশ্বর।
বজ্রে সস্ত কৈল অস্ত অশুরনিকর ॥
সেহিপ্রায় ভিমকায় বির কপিবরে।
মথিল বিস্তর নিশাচর নিকরে ॥
অন্তক সমান হনুমান কোপ হনে ১১।
লঙ্কা বহুমান স্থান নষ্ট একেক্ষনে ১২ ॥
ক্রোধবশে মহাজশে পবননন্দন।
বহুমান স্থান কৈল উচ্ছন্ন তখন ॥
জে বন্ধান তেজোবান ঋশীর সাপত ১৩।
নির্ম্মুল হইয়া কুল শিঘ্রে হয়া হত ॥
সেহিত কালত ১৪ কপিবরের কোপত।
স্থানচয় উচ্ছন্ন হইল সেকালত ॥
সমরে আমর্শী সে কালত মহাজশী।
বহুতর নিশাচর জমঘরে প্রেশী ॥

---

১ ক্রুদ্ধ ২ শূলধারণকারী ৩ হুঁ হুঁ শব্দ করিয়া ৪ তুলিয়া ৫ একসঙ্গে ৬ নিক্ষেপ করে ৭ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দে উৎপাটন করিয়া ৯ যেরূপ ১০ ইন্দ্র ১১ হইতে ১২ একক্ষনে ১৩ ঋষির শাপে ১৪ সেই সময়ে

আর বনগন বিভঞ্জন করি বলে।
রাক্ষশের গ্রীহদাহ করিল আনলে ॥
এ সকল করি হরি তবে সে সময়।
কিঞ্চিত চিন্তিত চিত পবনতনয় ॥
নিলা ১ করি মহা হরি তবে সে কালত।
সে দির্ঘ লাঙ্গুড ২ ফেলী সমুদ্রনিরত ॥
সে দহন নির্ব্বাপন করিয়া তখন।
জলদনিনাদনাদে করিল গর্য্যন ॥
স্থুল স্থুল রক্ষকুল বিপুল ভয়ত।
মহাজ্বালাময় অগ্নিভয় সেকালত ॥
আর তার বিক্রমত আক্রম হইয়া।
উপায় অপায় সমুদয় ভয় পায়া ॥
দেখি হরষিত কপি প্রতাপী তথন।
রাম জয় রাম জয় বোলয় সঘন ॥
পর্ব্বসময়ত জেন ব্রহ্মার সাপত।
নষ্ট হৈছে ধরাতল হইল জেমত ৩ ॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকপ্রণিত।
লঙ্কাদাহ সর্গ নাম রশময় গীত ॥
চতুর্থ পঞ্চাশ সর্গ হৈল সমাপন।
বল রামনাম মন ভরিয়া বদন ॥
শ্রীহরেন্দ্র ভুপে কয় রাম কৃপাময়।
তারিবে শমনদায় ইথে ৪ নাহি ভয় ॥

—

[পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ]

হনুমান জ্ঞানবান অগ্নি দেখি দিপ্তমান
আর ত্রস্ত সমস্ত রাক্ষশ।
হেনমত লঙ্কাপুর দেখিবা সে মহাশুর
চিন্তামতি হৈল মহাজশ।
শোকে দুঃখে আকুলিত হৈল মারুতির চিত
অধোমুখে মনদুঃখে অতি।
বোলে কি করিল হায় দাহ হৈল সমুদায়
কি হইল জানকির গতি ॥
মোর জেহি নিমিত্তত এজে লঙ্কা নগরত
আগমন হেতু কারন।
সে কার্য্য হৈল সাধন সিতাসঙ্গে সম্ভাশন
দণ্ডিলাম রাক্ষশ দুর্য্যন ॥
জনকদুহিতা সিতা অতি সতি পতিব্রতা
তাক রক্ষা নারিলো করিতে।
সমুলে লঙ্কাভবন আমি করিলো দহন
মানিলাম বিপুল অগ্নিতে।
মনে লয় শুনিশ্চয় এহি ঘোর অগ্নিময়
দাহ হৈল জনকনন্দিনী।
এ জে লঙ্কাপুরময় জত জত গ্রীহচয়
গ্রাস কৈল বিপুল অগনি ৫ ॥
পুর্ব্ববত গ্রীহদ্বার অথন না দেখি আর
সর্ব্বগ্রীহ হৈল দগ্ধময়।
সকল লঙ্কানগর গ্রাশ কৈল বৈশ্যানর
আমি তার কারণ নিশ্চয়।
মোর জ্ঞানবিপর্য্যয় দোশ হৈল অতিশয়
ধিক্‌ধিক আমার জিবনে।
অতঃপর এহি শার প্রাণ তেজি আপনার
উচিত এহি শে মোর মনে ॥
অথবা এ অনলত প্রাণ তেজি একালত
দেহ করি দহনে দাহন।

১ লীলা ২ লাঙ্গুল ৩ মুলে আছে "ব্রহ্মার কোপে (ব্রহ্মার দিবাবসনকালে) পৃথিবী যেমন ধ্বংস হয়", ৪ইহাতে
৫ অগ্নি

অথবা সাগরনীরে ত্যাগ করি এ সরিরে
সিন্ধুজলে হউক মরন ॥
জলজন্তু অসঙ্খ্যাত সদা বাস করে তাত
তিমিঙ্গিল লক্র ভয়ঙ্কর।
ভক্ষ হেতু সে সবার দিব দেহ আপনার
ব্রেথা প্রাণধারণ সত্বর।
এখন কি হবে আর প্রাণ থাকিতে আমার
দেখা হবে শুগ্রীবের সনে।
তনু দুর্ব্বাদলশ্যাম গুনধাম প্রভু রাম
আর নাকি দেখিব নয়নে ॥
সে ইক্ষাকুকুলচন্দ্র কৃপাধাম রামচন্দ্র
তার সে জে অভয় চরণ।
না দেখিব আমি আর হা লক্ষণ গুণাধার
দেখিব কি ভব সে বদন ॥
আমার দুণয় হনে আমি এ জে বিদ্যমানে
ত্রিলোকে গ্রহিতাচরন।
করিলাম শুনিশ্চয় জানিলাম নিস্বংশয়
হরি হরি করি কি এখন।
রামের প্রেশীত আমি রাম সে আমার স্বামী
রামাদেশে এথা আগমন।
সিতা রক্ষা করিবার না হৈল শক্তি আমার
মোহমতি আমি সে অথন ॥
সীতার মরন শুনি প্রভু রাম রঘুমণি
আর তার ভাই সে লক্ষণ।
তেজিবেক প্রানধন নিশ্চয় সে দুইজন
তার দশা দেখিয়া অথন ১ ॥
প্রাণত্যাগ কৈলে রাম তার সখা গুণধাম
শুগ্রিব প্লবঙ্গ অধিপতি।
প্রাণ করিবেক ত্যাগ সে যে সাধু মহাভাগ
অসংশয় লয় মোরো মতি ॥
এ সকল তত্ত্ব পায়া সে জে মহাধর্ম্মকায়া
মহারথ ভরত শুজান।
হৃদয়ত মুষ্ট হানি সে জে মহামহামানি
ত্যাগ করিবেক নিজ প্রাণ ॥
সত্রুঘ্ন সে অনুরক্ত তার পদে সদা ভক্ত
নিজ প্রাণ তেজিবে নিশ্চয়।
এহিমত জদিখ্যাত ইক্ষাকুবংশের পাত
তবে নষ্ট জত প্রজাচয় ॥
তবে ভুমি সশাগরা ধর্ম্মপথ রক্ষা করা
প্রজার পালনকর্ত্তা আর।
না দেখি এ ত্রিভুবনে ইক্ষাকুবংশের বিনে
দিবশেত হবে অন্ধকার ॥
লোকচয় সোকময় হইবেক শুনিশ্চয়
সন্তাপে তাপিত প্রজা জত।
আমি মন্দভাগী অতি আমা হৈতে এ সংপ্রতি
ধর্ম্মলোপ হইল স্বরূপত ॥
রোশ হৈতে দোশে মোর অনর্থ হইল ঘোর
মোহমতি আমি অতিশয়।
আমার দোশত হনে নষ্ট হইল লোকগনে
হায় কি হইবে এসময় ॥
এহিমত সে কালত সোকচয় নানাগত
করি হরি অতি দুষ্খমনে।
বহুতর চিন্তা করি দগধ অন্তরে হরি
নিরধারা বহিল নঞনে ॥
পূর্ব্বের বৃতান্তচয় মনে হইল সে সময়
চিন্তা করে অন্তরে তথন।
গুনজিতা শীতাসতি সর্ব্বাঙ্গশুন্দরি অতি
তপশ্বীনি রমনিরতন ॥
সে পরম তেজস্বিনি রামপদে সেবকিনি
তাক কি করিবে হুতাশন:

১ এখন

থাকুক দহিত্তে তাক ১ না পারি পর্শীবাক ২
সে সতির অঙ্গ কদাচন ॥
জার পদক্রুপা বলে না দহীল সে অনলে
মোর পুশ্চ ৩ দাহনে জখন।
দাহনত হনে ৪ ভয় তার নাহি শুনিশ্চয়
আপনাক রাখিবে আপন ॥
অমিততেজশ রাম গুনধাম অনুপাম
তাহার বনিতা শীতা সতি।
তাক এ জে হুতাশন না দহিবে কদাচন
হেনমত লয় মোর মতি ॥
রামপদ প্রভাবত তাহার ক্রুপালেশত
আর রামপত্নির শুক্তি।
দাহকর্ম্মা বশ্যানর ৫ গুনধরে নিরন্তর
না দহিল আমাক সংপ্রতি ॥
জাত আমি তাত্ত হনে ৬ রক্ষা হৈলো প্রাণধনে
অতঃপর মোর মনে লয়।
জনকদুহিতা শীতা পতিব্রতা গুনজিতা
ধর্ম্মে মতি জার অতিশয় ॥
রামের অনুজগন ভরথাদি শ্রীলক্ষন
সবাকার দেবিতুল্য শীতা।
রামের প্রীয়শী ৭ সতি সস্তা ৮ অতি সাধুমতি
নারি অগ্রগন্যা গুনজীতা ॥
দ্বিতিয় অনল তিনি রামপ্রীয়া তপস্বনি
সাক্ষাত জাজ্বল্য হুতাশন।
হুতাশনে হুতাশন করয় নি কি দাহন ৯
অসম্ভব এজে সর্ব্বক্ষণ ॥
রামপদে অতি ভক্তি ব্রত উপবাশে সতি
চিত্তে চিন্তে রামের চরন।
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম জাতি রাম প্রান
কি করিবে তাক হুতাশন ॥

প্রতিবলা ১০ সে অবলা তপশ্যাবলত।
অতি সত্যবতি সতি সত্যত ১১ নিরত ॥
অনন্যসরন রামচরনত জার।
বহ্নিদাহে মিত্যু ১২ ঘটে হেন কি জনার ॥
অতঃপর সারতর এমন জনাক ১৩।
কোনকালে দাহে ১৪ নারে দাহ করিবাক ॥
সিতার ধর্ম্মের বল চিন্তি হেনমত।
হনুমান জ্ঞানবান আছে সে কালত ॥
হেন কালে খেচর বিবুঁধচরগন।
গগনগমনে তারা করিছে গমন ॥
শুনি থাকি ডাকি বলিলেন সে সময়।
শুন গুনবন্ত হনুমন্ত শুদ্ধাশয় ॥
আশ্চর্য্য করিলা কার্য্য পবননন্দন।
রাক্ষশীগ্রিহত দিলা ভিম হুতাশন ॥
সে দহনে দাহ হৈল লঙ্কা সমুদায়।
প্রাকার তোড়ন আদি ছিল জত বায় ॥
ভস্মিভুত জুথে জত হৈল গ্রীহচয়।
উচিত করিলা ধন্য পবনতনয় ॥
কিন্তু দাহনত রক্ষা হৈছে সিতা সতি।
সে হেতু না করো চিন্তা শুমতি মারুতি ॥
হেনমত সেকালত কর্ন্নগত করি।
হনুমান জ্ঞানবান বানরকেশরি ॥
অতিশয় হর্শময় হইল অন্তর।
আপন মনত মানি বিস্ময় বিস্তর ॥

---

১ তাহাকে ২ স্পর্শ করিতে ৩ পুচ্ছ ৪ অগ্নি হইতে ৫ বৈশ্বানর ৬ তাহা হইতে ৭ প্রেয়সী ৮ সাধ্বী ৯ দাহন করে নাকি? ১০ অতিশয় শক্তিশালিনী ১১ সত্যে ১২ মৃত্যু ১৩ এই প্রকার জনকে ১৪ অগ্নিতে

ক্রমে পরাক্রমে আক্রমিয়া লঙ্কাপুর।
সামর্থত অর্থ সিদ্ধ হয়া কপিশুর ॥
জন্মশৌভাগিনি সিতা রাজার নন্দিনি।
রামপদপ্রীয়শী পরমতেজস্বীনি ॥
বহ্নিত তাহার রক্ষা কক্ষা আপনার।
সাদি সত্যবাদি অপ্রমাদি শুদ্ধাচার ॥
প্লঅঙ্গেশ ১ মন্ত্রি গুনতন্ত্রি হনুমান।
নিজচিত্তে চিন্তে সে কালত জ্ঞানবান ॥
পুনর্ব্বার পারাবার পার হয়া শুখে।
সস্থানক প্রতি করি প্রস্তান ২ কৌতুকে ॥
ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে বাল্মীকরচন।
লঙ্কাদাহ নাম সর্গ হৈল সমাপন ॥
শুনরে পামর মন কি তব বাসনা।
ভবে আশী কি করিলে মনে তা করনা ॥
বিশয়ি বাশনাপাশে আবদ্ধ হইয়া।
নানামত কতসত জাতনা পাইয়া ॥
রাশীচক্র প্রায় গতি করে দুঃখশুখ।
দুখ পরে শুখ শুখ পরে আর দুঃখ ॥
এহি মত অবিরত কতসত বার।
ভুঞ্জিতেছ শুখ দুঃখ কর্ম্মে আপনার ॥
তথাচ কদাচ তুমি ইহা বুঁঝিলে না।
অতি মন্দমতি মন কথা শুনিলে না ॥
অল্পকাল বাকি কেন নিশ্চিন্ত রহিছ।
শুধাধাম রাম নাম কেন না বলিছ ॥
কলহ নিদ্রাত ৩ দিন জায় মাত্র ব্রেথা ৪।
না ভজিলা রাম না শুনিলা রামকথা ॥
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয় পশ্চাত বুঁঝিবা।
জখন সমন হাতে বন্ধন হইবা ॥

পরমা উত্তমা রামা সরমা শুন্দরি।
বিভিসনজায়া পূন্যকায়া নিশাচরি ॥
শ্রীয় যুতা ৫ রাজশুতা সিতা গুনজিতা ॥
লক্ষ্মী সমসরা ৬ চারুতরা শুবিনিতা ॥
অতি দ্যুতিমতিবতি সতিসিরোমনি।
দিপ্ত ম্লান জেবদ্ধান ৭ জস্তের অগনি ৮ ॥
সম্বোধিয়া তাক মিষ্ট বাক বলে তবে।
সে বেলা সে অবলা সড়মা ৯ শুগৌরবে ॥
শুন রামবিরহি বৈদেহি শুচরিতা।
কপি প্রতি চিন্তামতি না করিবা সিতা ॥
তব প্রীয় দুত বায়ুশুত গুনজুত।
পরমবিক্রমি জিতশ্রমি অদভুত ॥
ধন্য অগ্রগন্য ধির বির বলিয়ায় ১০।
অরিকরিবিদারন কেশরিকুমার ॥
মহাবলবন্ত জেন মাতঙ্গ সকলে।
রর্জ্জু পাশে অনায়াশে নাশে কুতুহলে ॥
সেহিপ্রায় ভিমকায় কপিরায় এ জে।
রর্জ্জুপাশ করি নাশ বিক্রম শুতেজে ১১ ॥
কর্কশ রাক্ষশ সত সহস্র সকলে ১২।...
সহশ্রে সহশ্রে নিশাচরের নিকরে।
সমরে মারিয়া প্রেশীলেন জমঘরে ॥
রাবননন্দন সে অক্ষয় নামে ক্ষাত ১৩।
সমরে মারিল তাক ১৪ সে কপি হেলাত ॥
হরি করি ঝাম্প ১৫ কম্প করি ধরাতল।
শুখে গতি করে সে মারুতি মহাবল।
এ গ্রিহ ১৬ তেজিয়া গিয়া অন্য গ্রীহান্তর।
সব্বা তেজি লঙ্কা দাহ করিল বানর ॥

---

১ বানরেন্দ্র ২ প্রস্থান ৩ নিদ্রায় ৪ বৃথা ৫ লক্ষ্মীযুক্তা ৬ তুল্য ৭ যেমন ৮ অনল ৯ সরমা ১০ বলবান্ ১১ সুবিক্রমে ১২ এখানে এক পংক্তি নাই ১৩ বিখ্যাত ১৪ তাহাকে ১৫ ঝম্প ১৬ গৃহ

পুশ্চানিলে ১ মহাবলে করিতে দাহন।
কি জানি কি হেতু না দহিল সে তখন।
মিতু মুখে পড়ি হরি এড়াইল নিলায়।
লাঙ্গুল অগ্নিক নিভাইল বা কি উপায়॥
তাত ২ মুক্ত হৈল সে জে না মৈল দহনে।
অশম্ভব শে সব দেখিলাম নঞ্জনে ৩॥
অগ্নি হনে ৪ মুক্ত হয়া পবনতনয়।
বিক্রমত আক্রমীল লঙ্কাবাশীচয়॥
অশেশ বিশেসরূপে জন্মাইল সন্তাপ।
প্রতাপি পরম কপি করিয়া প্রতাপ॥
লঙ্কাময় কপিময় হৈল একেশ্বরে।
কখন তোড়নে কভু প্রাশাদশীখরে॥
ধজাগ্রে প্রাঙ্গনে আর মন্দিরমধ্যত।
পুরদ্বারে তরুপরে গবাক্ষদ্বারত॥
সর্ব্বত্তরে ৫ কপিবরে একেশ্বরে তবে।
নিলা করে নিরন্তরে দেখে রক্ষ শবে॥
সে সময় লঙ্কাময় রক্ষচয় জত।
হনুমানময় দেখে সমস্ত জগত॥
ক্ষেনে ক্ষেনে উড়ে বলে শুন্যে করে গতি।
সর্ব্বত্রেতে সে জে মহোদ্দতে নিপততি॥
রাবনভবন অন্তপুরমাঝে পশী।
বিচিত্র বিমানগন পায়া সে তেজস্বী॥
অগ্নিসহ তখন পতন হয়া তাত।
দহিল অনিলশুত তবে অশঙ্খ্যাত॥
মুর্ত্তিবন্ত জ্বলন্ত অত্যন্ত হুতাশন।
সে সময় শুবিষ্ময় দেখে রক্ষগন॥
বিমান দহনকালে জেন বশ্বানর ৬।
সেহিপ্রায় প্রতাপি কপির কলেবর॥

তেজে সে জে দ্বিতিয় বহ্নির সমসর।
দাহ কৈল লঙ্কাপুর মহাশুরবর॥
সাপষ্টে অরষ্টে লঙ্কা করিল দাহন।
কালান্তক জমসম পবননন্দন॥
প্রতাপী কপির কোপ বিমুক্তে তখন।
দিপ্তমন্ত জলন্ত অত্যন্ত হুতাশন॥
গহন দহন প্রায় দহি সমুদায়।
অশোভা করিল অতি মারুতি নিলায়॥
জেমন সিশিরকালে মলিনি নলিনি ৭।
সেহিপ্রায় লঙ্কা সমুদায় হে মানিনি॥
সভাবত গ্রিহ জত ধবল নির্ম্মল।
তাত সেবেলাত শোভা করিছে অনল॥
স্বর্ন্নবর্ন্ন অগ্নিবর্ন্ন দেখি সে সময়।
কাঞ্চন লাঞ্চন জেন শৈল বিরাজয়॥
বিদ্যমানে কোন কোন স্থানে হে শুন্দরি।
মিতু মিতু ৮ কত শত গজ আছে পড়ি॥
রাজপথে অগ্নিদগ্ধ কত অশ্বচয়।
প্রানহিন নানাস্থানে পড়িয়া আছয়॥
বহুতর ময়ুর মরিছে দাহ আর।
লঙ্কার শুনহ শীতা এহি সমাচার॥
আর এক অশম্ভব দেখিলো তখন।
জখন হইল লঙ্কা দাহনে দহন।
দ্রব্যগুনে নানাস্থানে দেখি শে সময়।
নানা বর্ন্ন অগ্নি বর্ন্ন সোভা অতিশয়॥
কিংশকর ৯ বন কত হুতাশনগন।
শৈল সম সব উশ্চতর শুশোভন॥
সাম্মলিকুশুমবর্ন্ন মনরম অতি।
দেহধর বশ্বানর অতি করে গতি॥

---

১ লাঙ্গুলের অগ্নিতে ২ তাহা হইতে ৩ চক্ষে ৪ হইতে ৫ সর্ব্বত্র ৬ অগ্নি ৭ নলিনী ৮ মৃত ৯ কিংশুকের

রক্তোৎপলবর্ন্ন কত অনল তখন।
নিন্দি ইন্দিবর সোভা করে হুতাশন॥
স্বেত পিত নিল দুর্ব্বাদল বর্ন্ন কত।
কোনস্থানে হেন অগ্নি তখন শোভত॥
দেহধর বশ্বানর তবে সে কালেতে।
জ্বালাময় কর প্রশারিয়া অদ্ভুতে॥
সৌধ প্রাশাদত আরোহয় সে সময়।
জেন জনগন মহিরূহ আরোহয়॥
এহিমত সে কালত জত বহ্নিগন।
আরোহয় গ্রীহচয় করিয়া জ্বালন॥
ভস্মিভূত জুথে জুত হৈল গ্রীহচয়।
রাবনভবন অন্তস্পুর সে সময়॥
মুক্ষ মুক্ষ ১ গ্রিহ যত হত হৈল তবে।
মহামতি মারূতি মর্দ্দিয় শুতাণ্ডবে॥
অন্তস্পুর আর যত এ লঙ্কাভবন।
এক ক্ষেনে হুতাশনে করিল দাহন।
বিদ্যমান নিবাশের স্থান এ তোমার।
বহ্নি মাত্র নাহি পারে দাহ করিবার॥
তুমি পতিব্রতা রামরতা মহাশতি।
* * * রতি বাম পদে তব মতি॥
এ কারন এ ভবন দেব হুতাশন।
নাহি করে দাহন জে জানিবা কারন॥
সে সময় শুদুর্য্যয় পবননন্দন।
বিক্রম দর্শায়া ভ্রম জন্মায়া তখন॥
পরম প্রতাপী কুপি কপি কামরূপী।
দহিল সকল লঙ্কাপুর সে প্রতাপী॥
সকল নিশাদে অতি বিশাদ জন্মায়া।
মহামহিধর সম ভিমকায়া হয়া॥
ভয় নিশাচর জত মির্ত্তু রত হয়া।
পুর তেজি দুর গেল তখন পলায়া॥

কত সত্ত কত মত চারু তরূগন।
অশত্থাত নানাজাত গুল্ম লতা বন॥
বিপুল অতুল অগ্নি দাহন সকল।
সাক্ষাত হইছে জেন শ্বশানের স্থল॥
সে সময় প্রানভয় রক্ষচয় সবে।
পলায়ন পরায়ন কপির তাণ্ডবে॥
রক্ষের দুর্গ্গতি অতি মারূতি দেখিয়া।
শুমতি অন্তরে অতি হর্শক লভিয়া॥
সাদ করি হরি নাদ করিল তখন।
বজ্রের পতনে জেন ঘনের গর্য্যন॥
শুন গুনজিতা সিতা রামের রমনি।
লঙ্কাক্ষয় নিশ্চয় জানিবা হে মানিনি॥
তব মনোরথ সিদ্ধি সিগ্রেত হইবে।
বলিয়ে আশ্বাশ সিতা বিশ্বাস করিবে॥
কোবিদ খেচর সিদ্ধ নিশাচর জত।
প্রস্তত অদ্ভুত দেখি এমত বিমত॥
উগ্র কর্ম্ম কপির দেখিল অতিশয়।
বিষ্ময়হৃদয় তারা বিমত গনয়॥
রাবনের ভুজের পালীত লঙ্কাপুর।
জাক ধর্শীবাক মারে জক্ষ শুরাশুর॥
তাক একেশ্বরে করে কপি বির্দ্ধংশন।
রাক্ষশ বিনাশ হেতু এহি শে লক্ষন॥
বিভিশনবধুমুখে মধুর ভারতি।
শুনি সিতা হরশীতা জনকদুহিতি ২॥
আনন্দে মগন মন হৈল অতিশয়।
কল্যানশুচক মনে মানিল নিশ্চয়॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকপ্রনিত।
সরমাবচন নাম কথা পুন্যান্বিত॥
সড় পঞ্চাশত সর্গ্গ হইল বিরাম।
রাম রাম রাম বল তেজি আন কাম॥

---

১ প্রধান প্রধান ২ দুহিতা

[সপ্ত পঞ্চাশৎ সর্গ]

শ্রেষ্ট শ্রেষ্ঠ রক্ষ বহু অশক্ষ দেবের ।
অক্ষকুমার আর শুত রাবনের ॥
এ সবাক বলে রনে মথি বায়ুশুত ।
লঙ্কাপুর দহি শুর বানর প্রস্তুত ॥
আপনার নাম করি লঙ্কাত বিক্ষাত ।
রক্ষেন্দ্রো সহিত আর করিয়া সাক্ষাত ॥
পুনর্ব্বার শীতার দর্শনে করি মন ।
অশোককাননে গেল পবননন্দন ॥
সশোকে অশোকবনে পশী বায়ুশুত ।
অবনি লোটায়া কায়া নমি গুনজুত ॥
পুটপানি হয়া বাণী বোলয় তখন ।
গুনধাম রামপত্নি করহ শ্রবন ॥
শুন সতি গুনবতী ত্রিভুবনজিতা ।
রজনিচরের জত আছয় বনিতা ॥
তার নেত্রনিরে তুঙ্গপয়োধরগীর ।
শ্রবিল ১ সলিলধারা ধারা সারা করি ॥
তব পদবলে মথিলাম রক্ষদলে ।
লঙ্কা দহিলাম দিয়া প্রবল অনলে ॥
রামপদবলে মম সকল মঙ্গল ।
তুমি মহামতি আর তব পদবল ॥
অথন শুগ্রীব হে করিব গমন ।
জনকনন্দিনি কর অনুজ্ঞা অথন ॥
মাধুরি মধুর শুনি কপির সে বাণী ।
আর দেখি গমনে উচ্ছাহ ২ নিতম্বিনি ॥
কপিমুখপানে সিতা নয়ানে চাহিয়া ।
রামবধূ শুমধুর বলিতে চিন্তিয়া ॥
রামস্নেহে সতি অতি কাতর অন্তরে ।
বলিল তখন সম্বোধিয়া কপিবরে ॥
শুন বাপু পুন্যবপু খপুক্ষয়ঙ্কর ।
জদি মান জ্ঞানবান বলি অতঃপর ॥
সমনভবন সম বিসম বাশরে ।
শুন হরি বাশ করি আমি একেশ্বরে ॥
আজি বাপ নিবাশ করহ এহিস্থানে ।
শ্রম দুর করি আজি থাক সাবধানে ॥
কল্য গমনের মন করিয়ো মারুতি ।
রাক ৩ মোর বাক ৪ কপিবর মহামতি ॥
শুন গুনধর কপিবর জ্ঞানবান ।
তুমি জে কালত আইলে মোর সন্নিধান ॥
আমি মন্দভাগ্যা অতি দুখখীনি রমনি ।
অনুক্ষন মোর মন দহে দুঃখাগিনি ৫ ॥
বিপুল তাপত আমি তাপিত সতত ।
মুহুর্ত্তেকে হৈল ক্ষয় তব দর্শনত ॥
শুন হরিসার্দ্দুল বিপুল পরাক্রমি ।
শুন বায়ুশুত গুনজুত জিতশ্রমি ॥
তোমার গমনে মোর এ জে প্রানধন ।
মুহুর্ত্তেক স্থির না হইবে কদাচন ॥
শুন বাপু ধর্ম্মবপু তব অদর্শনে ।
দুঃখাগ্নি যে দাহ করিবে অনুক্ষনে ।
বিপুল সন্তাপ পুন প্রতাপ করিবে ।
তব অদর্শনে বাপু নিশ্চয় জানিবে ॥
শুন ধির বির স্থিরবুদ্ধি হনুমন্ত ।
সোকাকুলা আমি অতি দুখখিনি অত্যন্ত ॥
মোক লয়া চল মহাবল রামস্থানে ।
বারেক রামের মুখ দেখিব নয়নে ॥
বহুদিন দেখি নাহি সে বিধুবদন ।
হা হা দুর্ব্বাদলশ্যাম রাজিবলোচন ॥

---

১ বহিল ২ উৎসাহ ৩ রাখ ৪ বাক্য ৫ দুঃখরূপ অনল

আমার এ ভার গুরুতর অতিশয়।
সমার্প্পন তোমাত করিলো গুনালয় ॥
মোরে লয়া জাও সেহি রামের সন্নিধানে।
অথবা রামক আন মোর বিদ্যমানে ॥
শুন ধর্ম্মরূপি শুপ্রতাপি কপিবর।
বানরেন্দ্র সে শুগ্রিব রাজা ধর্ম্মপর ॥
মোর দন্তহর কপিশন্য মহাবল।
ভিমকায় সমুদায় সচল অচল ॥
দুর্ব্বাদলশ্যাম রাম রাজিবলোচন।
লক্ষনে লক্ষিত মম দেবর লক্ষন ॥
এ অপার পারাবার পার হইবার।
কি উপায় তার বল কপি গুনাধার ॥
অপার সাগর পার কিরূপে হইবে।
কিরূপে এরূপ সক্তি তথন লভিবে ॥
ত্রিভুবনমধ্যে নাহি হেনমত জন।
বিক্রম হইয়া হবে সাগর লঙ্ঘন ॥
কিন্তু তিনজনমাত্র এ শক্তি ধরয়।
নিলায় মকরালয় ১ লঙ্ঘিবে নিশ্চয় ॥
বিনতানন্দন সে জে গরুড় সর্য্যন ২।
আর তুমি তব পিতা দেব সমিরন ॥
এহি তিনজন বিনে অন্যজন আর।
না পারয় পারাবার পার হইবার ॥
শুন প্লবঙ্গেশ মন্ত্রি কার্য্যে বিশারদ।
দেখ এ বিপদ কবে হইবে সম্পদ ॥
কি উপায় পুন্যকায় কার্য্য উপস্থিত।
ভাবিয়া উপায় আমি না পাই কিঞ্চিত ॥
বল মহাবল সমাধান হনুমান।
বিচার অন্তরে তুমি মহাবুঁদ্ধিমান ॥
আমার উদ্ধাররূপ হেতু উপদেশ।
বিশেশ বিধানে সাধ চিন্তিয়া নিশেশ ॥

তুমি সে উদ্ধার হেতু আধার আমার।
তুমি সে সমর্থ ইথে পবনকুমার ॥
মনঃ অভিমত জত কর্ন্নগত করি।
সিঘ্রে চল মহাবল বানরকেশরি ॥
মহাবল কপিদল সকল সহিতে।
নিশাচরনিকরক বধিয়া তরিতে ॥
রাম সন্নিহিত লও তরিত আমারে।
নয়ান ভরিয়া হেরি রাম গুনাধারে ॥
বিপুল রক্ষের কুল নির্ম্মুল করিয়া।
নিজপুরে লৌক মোক ৩ উদ্ধার করিয়া ॥
দুরাচার রাবন জে প্রকারে আমারে।
ছলে আহরিয়া দিল ঘোর দুঃখভারে ॥
রামবিরহিনি মোরে কৈল দুষ্টাশয়।
লোচনের তারা রামহারা শোকময় ॥
ধারা সারা নেত্রনিরধারা অনুক্ষন।
দেখি সন্ত হনুমন্ত মম দুঃখগন ॥
বুঁঝি রাম গুনধাম মোরে বাম হয়া।
বিস্মরন হৈছে রাম তেজি মোর দয়া ॥
জামিনিচরের কামিনির নেত্রনির।
বহাউক ধারা শারা ক্রুধি ৪ রঘুবির ॥
ইথে অশার্থ নি কি ৫ রাম ধনুদ্ধর।
উচিত বলহ প্লবঙ্গের মন্ত্রিবর ॥
কপিবর মন্ত্রিবর করহ শ্রবন।
ভিমবল কপিদল শুগ্রিব রাজন ॥
দনুজদলন সে জে অনুজ লক্ষন।
সঙ্গে করি রঙ্গে রাম রাজিবলোচন ॥
পরপুরঞ্জয় দয়াময় রঘুমনি।
আশুক লঙ্কাক সিঘ্রে লইয়া বাহিনি ॥
আশুক লঙ্কাক নাগী ৬ নাশুক রক্ষক।
সকল বাহিনি সঙ্গে অযোধ্যানায়ক ॥

---

১ সমুদ্র ২ সজ্জন ৩ আমাকে লউক ৪ ক্রুদ্ধ হইয়া ৫ ইহাতে কি অসমর্থ ? ৬ লঙ্কার নিকট

কাকুস্ত ১ রাঘবমনি রাজিবলোচন।
তার মত এহি কর্ম্ম পবননন্দন॥
জুদ্ধত উদ্ধত হয়া দয়াময় রাম।
অভাগীর সাধুক এহিটী মনস্কাম॥
তবে জশরাশী প্রকাশিবে ভুমণ্ডল।
রক্ষকুল নাশে জদি রাম মহাবল॥
অরি করি নিহত জুদ্ধত রঘুমনি।
উদ্ধার করুক নিজ পদসেবকিনি॥
বলিছি স্বরূপ রাম অনুরূপ কবে।
দুষ্ট রাবনক জদি সংহারে আহবে॥
তুমি সে উদ্যোগকর্ত্তা সংজোগবিশম।
আমি দিনা রামহিনা অভাগী পরম॥
তুমি নিদানের বন্ধু গুনসিন্ধু রাম।
সংজোগে উর্জ্জুগ ২ কর পুর্ন্ন কর কাম॥
নানাহেতুজুক্ত বাক্য শুনি জানকির।
আ * * ন তখন করি হরি খিরাবর॥
পুটপানি হয়া বানী বলীল তখন।
নিবেদন করি সিতা করহ শ্রবন॥
তোমার উদ্ধার হেতু করিয়া নিশ্চয়।
এক বুদ্ধি হৈছে জত আছে কপিচয়॥
কপিশন্য রক্ষাকর রাজা কপিশ্বর।
রাজিবলোচন রাম মহাধনুদ্ধর॥
দনুজদলন আর অনুজ তাহার।
তিনি যে করিছে এহি পরামর্শ শার॥
চারুগ্রিব শুগ্রিব প্লবঙ্গজুথিপতি ৩।
বানর সহস্র কুটী ৪ করিয়া সঙ্গতি॥
সিঘ্রতর কপিশ্বর এতাথ ৫ আশীবে।
নাশিবে রক্ষের কুল নিশ্চয় জানিবে॥

কপিশ্বর আজ্ঞাকর জতেক বানর।
ভিমবল অটল অচল সমশর॥
মহাসত্যবন্ত সবে অত্যন্ত দুশ্কর।
সমরত অমরত হনে নাহি ডর॥
সে সকল ভিমবল অটল সমরে।
প্রিথিবি করিছে প্রদক্ষিন একেশ্বরে॥
অমিতবিক্রম জিতশ্রম জমপ্রায়।
সমিরনপথে গতি করি সমুদায়॥
কত সত সত্যবন্ত মহাকপিগন।
আমা হনে অধিক বিক্রমি শুভিশন॥
কতজন মম সম বিক্রম দ্বারায়।
হেনমত অশখ্যাত কপি ভিমকায়॥
আমা হনে বলে স্থুন ৬ নাহি একজন।
শুগ্রিবসমিপে সিতা আর এ বচন॥
আমি জদি জলনিধি হইলাম পার।
সে সকল মহাবল অধিক আমার॥
তার আগে কোন তুশ্চ ৭ সাগর লঙ্ঘন।
সিন্দুজল বিন্দুপ্রায় মানে অনুক্ষন॥
শুন গুনজিতা সিতা ব্রেথা চিন্তাগন।
কর নিরন্তর তুমি কেন অকারন॥
নিশ্চিন্ত হও মা সিতা জনকদুহিতা।
সন্তাপ মোচন কর রাঘববনিতা॥
বিপুল কপির কুল সঙ্কুল হইয়া।
একক্ষেনে পারাবার ইঙ্গিত লঙ্ঘিয়া॥
আশীবেক লঙ্কা নাশীবেক রক্ষকুল।
রাবন সবংশে হবে সমুলে নির্ম্মুল॥
সহশ্রকিরন সম তেজোময় রাম।
শুধাংশুসমানতেজো রাম গুনধাম॥

---

১ কাকুৎস্থ ২ উদ্যোগ ৩ বানর যোদ্ধাগনের অধিপতি ৪ কোটি ৫ এখানে ৬ কম ৭ তুচ্ছ

লক্ষনে লক্ষীত সে লক্ষন ধনুদ্ধর।
দুইজন শুভাজন খেত্রিয়প্রবর॥
হৃষ্টে মোর পৃষ্টে আরোহি অনায়াশে।
আশীবে লঙ্কায় রক্ষকুল বিনাশে॥
অজোধ্যানায়ক করি সায়কক বৃষ্টী।
সমুলে নির্ম্মুল করিবেক রক্ষ শৃষ্টী॥
গুনধাম রাম কাম সাধিবে তোমার।
রাবনের সবংশে হবেক মহামার॥
হত করি শুর-অরি উদ্ধারি তোমায়।
নিজপুরে রঘুবরে লইবে নিলায়॥
শুন গুনবতি সতি পতি-পরায়না।
না করিবা চিন্তা রাম শুবামনয়না॥
ধর্য্য ধরি স্থির করি আপন অন্তর।
কিছুকাল অপক্ষা করহ অতঃপর॥
গুনধাম প্রভু রাম রাজিবলোচন।
সিঘ্রে তব করিবেক শোচনা মোচন ১॥
সপুত্র অমাত্য বন্ধু বান্ধব সহিত।
দুরাচার রাবন মরিলে শুনিশ্চিত॥
রাম সঙ্গে রঙ্গে হবে নিবাশ তোমার।
চন্দ্র সঙ্গে সদা জেন রোহিনি বিহার॥
এহি সত্য বলিলাম জনকনন্দিনি।
মিথ্যা না মানিবা মনে হে রামরমনি॥
এহিমত সেকালত নানামত কত।
আশ্বাশ করিয়া হরি সিতার অগ্রত॥
হনুমান জ্ঞানবান তবে সে সময়।
নমিল জানকীপদে আনন্দহৃদয়॥
পুনর্ব্বাসস্থানে প্রস্থান করি মন।
সন্তমতি অতি বির পবননন্দন॥
ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে বাল্মীকপ্রনিত।
সিতা আশ্বাশন নাম স্বর্গগ মনন্নিত॥

সপ্তপঞ্চাশত স্বর্গগ হৈল বিরাম।
তেজ মন আন ২ কাম জপ রাম নাম॥
ভজ মন জপ রাম বিপদ এড়াবে।
সমনজন্ত্রনা ঘোর তবে শে না পাবে॥
শ্রীহরেন্দ্র ভুপে কয় রাম কৃপাময়।
জদি ভয়ে ডাক তবে পাইবে অভয়॥

[অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গ]

রাবনের ব্যথা জন্মায়া হনুমান।
ভয়াকুলে ব্যাকুল করিয়া লঙ্কাস্থান॥
নিজ ভুজবল আর বিক্ষাত করিয়া।
সিতার চরনকমলত প্রনামিয়া॥
স্বামিদরশনে মনে উচ্যুক ৩ তখন।
শুভাজন গুনশীল পবননন্দন॥
অরিষ্টনামত অতি গরিষ্ট পর্ব্বত।
আরোহিল শীঘ্রশীল তবে সেকালত॥
সাল তাল তমাল হেন্তাল ৪ পানিয়াল।
অশ্বকর্ম্ম সপ্তম্বত রশাল কশাল॥
চারু চারু দেবদারু তরু অশঙ্খ্যাত।
বকুল বদরি বেল বন পারিজাত॥
আম্র নিম্ব খদীর আর জম্বু বন।
অশোক কিংশক বট খর্য্যুর শোভন॥
নানাবিধ পুষ্পদ্রুম লতা অশঙ্খাত।
নানাজাত মৃগগন নিবাশয় তাত॥
শুকর শশোক সল্লকি পরিবার।
চামরিয়া পশু বহু চণ্ড গণ্ডআর ৫॥

---

১ দুঃখ দূর ২ অন্য ৩ উৎসুক ৪ হিন্তাল ৫ গণ্ডার

নানা ধাতুচয় সোভাময় অতিসয়।
শুসিতল জল বহিবার ঝরাচয়॥
তাত অবিরত জলধারা শারা বয়।
স্বেত নিলা বহু সিলা তাত বিরাজয়॥
স্বেত রক্ত নিল পিত সিলা শোভাময়।
নানাস্থানে শুবন্ধানে তথা বিরাজয়॥
জক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব চারন বিদ্যাধর।
সিদ্ধমুনী মহর্শী দেবর্শী জে কিন্নর॥
বনজ তুরগ বহু উরগনিকর।
অতিশয় ভয়ঙ্কর মহাবিশধর॥
বিপুল সাদ্দুলকুল আর পঞ্চানন।
আছে তাত অশঙ্খাত পরম দুর্য্যন॥
জিভ্যার ১ অভিষ্ট শ্রেষ্ট মিষ্ট ফলচয়।
গাছে গাছে আছে শোভা অতিশয়॥
ঝিল্লিকা ২ নিশ্বন ঘন করে নিরন্তরে।
নানাজাতি পক্ষিপাতি চারু তরূপরে॥
ভৃঙ্গরাজ ভারদ্বাজ সিখি শ্বেন ৩ চয়।
হেনমত শুন্দর কন্দর মনোময়॥
হেনমত পর্ব্বত আরোহি তখন।
অতি সন্তমতি বির পবননন্দন॥
মহাবলে পদতলে করি আক্রমন।
জলদনিনাদে নাদ করিল গর্য্যন॥
বজ্রসব্দ সম সব্দ হইল তখন।
সেহি সব্দ শুনি স্তব্দ হইল প্রানিগন॥
চরনবলত সিলাতল অচলের।
চুর্ন্নকৃত হৈল সেকালত সেস্থানের॥
সে সময় অতিশয় সরির বাড়ায়।
হইল তখন অতি শুভিশন কায়া॥
পারাবার পার হইবার মন করি।
নিরখিল লবনজলধি মহাহরি॥

ভয়ানক নক্র তিমিকুল প্রস্তচয়।
কুম্ভির মকর ভয়ঙ্কর বিরাজয়॥
নানাজাত অশঙ্খাত মিনগন আর।
দেখিল তখন বির পবনকুমার॥
তবে হরি বির্জ্জ ৪ করি ধরি ভীমকায়া।
সমিরন সমান গতি যে অতি ধায়া॥
বিপুল করিল ঝম্প নগ কম্প করি।
বায়ুপথে চলিল অনিলশুত হরি॥
অধরা হইল ধরাধর পদভরে।
মহীধর মহিতল পশীল সত্বরে॥
সিখরির সিখর এক ভাঙ্গিল তখন।
ক্ষোভিত হইল ভিত হয়া প্রানিগন॥
মহাগুরু সে জে উরুবেগেত তখন।
ভঞ্জন হইল পুষ্পবন্ত লতাগন॥
বৃক্ষচয় সে সময় হয়া বিভঞ্জন।
মহিমগুলিক মণ্ডি হইল পতন॥
জেন সক্র হয়া বক্র বজ্রের প্রহারে।
মহিধর নিপাতয় অতি চমোৎকারে॥
সেহিপ্রায় সমুদায় শৈলশৃঙ্গগন।
মহিক মণ্ডিল হয়া ভঞ্জন তখন॥
আর তার শুদুর্ব্বার ঘোর সিংহনাদ।
শুনি ভয় প্রানিচয় মানিয়া প্রমাদ॥
শুন্দরকন্দরবাশী বাশী পঞ্চানন।
ভয়ত্রস্ত সমস্ত করিল ঘোর স্বন॥
সেহি সব্দ শুনি স্তব্ধ হইয়া তখন।
অপেশ্বরি ৫ বিদ্যাধরি জত নারীগন॥
পতি সঙ্গ করি ভঙ্গ হয়া কম্প অতি।
মোহমতি হয়া অতি জতেক জুবতি॥
খশীল বশন, তেজিল ভূশন
হয়া ত্রস্তমন ভিম ভয়তে।

১। জিহ্বার ২ ঝিল্লী ৩ শ্যেন ৪ বীর্য্য ৫ অপ্সরা

ধরণিতলত তবে সেকালত
পাত হৈল জত অতি দ্রুতেতে ॥
চিকুর লম্বিত চরন চুম্বিত
হৈল নিস্বলীত তার তখন।
আখি সচকিত মতি মুরচিত ১
পৈল ২ প্রিথিবিত তেজি সদন॥
বনজ তুরগ কিন্নর উরগ
হইল বিজোগ নিজ ভবন।
জক্ষ বিদ্যাধর অপর কিন্নর
কম্পে থর থর ভয় তখন ॥
তেজি সে পর্ব্বত তবে সে কালত
হয়া নানামত অবস্তা অতি।
কৈল পলায়ন সকলে তখন
ভয়ত্রস্ত মন অন্যত্র প্রতি ॥
দিপ্ত জিভ্যা অতি অতি ক্রুড়মতি
ঘোর তিব্রগতি ফনিন্দ্রগন।
অতি বিশধর ঘোর ভয়ঙ্কর
পায়া মহাডর তারা তখন ॥
পিড়া অতিশয় পায়া সে সময়
মুরচিত ৩ ভয় হয়া তখন।
চেষ্টাহিনে রত হইল সবত
মির্ত্ত র ভদ্দত ৪ সে ফনিগন ॥
কত কত মানী তেজি নিজ মনী
লইয়া সাপিনী সঙ্গে তখন।
সাগরনিরত পশীল ভয়ত
তবে সেকালত চকিত মন ॥
পর্ব্বতনিবাশী প্রানি রাশী রাশী
পায়া সর্ব্বনাশী ভয়ে তখন।
দুর্গ গতি দুর্ব্বার হৈল সে সবার
ভয় চমতকার উদ্বিগ্ন মন ॥

দশ জোজোনের ৫বিস্তার সে পর্ব্বত।
একসত জোজন আয়ত ৫ স্বরূপত ॥
কপিপদবলে রশাতলে পশীলেক।
প্রিথিবির সম হৈল সে নগ প্রত্তেক ॥
ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকবচন।
সমাপ্ত হইল সর্গ গ অরিষ্টারোহন ॥
অষ্টপঞ্চাশত সর্গ গ হইল বিরাম।
লও মন রাম নাম তেজি আন কাম ॥
নিবেদনে অবধান কর মোর মন।
নিশ্চিন্তে আছহ চিন্তি কোন প্রয়োজন ॥
অন্য ভাবনায় ভাব নিজুক্ত সতত।
ভবভয়ভাবনাক ভুলিছ মনত ॥
ভুতলে ভজন ভবপদে না করিলা।
ভবানি ভবানি বানি বদনে না নিলা ॥
ভবভয়হর ধনুদ্ধর রাম নাম।
না ভজিলা ভুঞ্জিলা কেবল ব্রথা ৬ কাম ॥
অথন উপায় কি তা অবোধ ভাবনা।
অজ্ঞানে আবৃত হয়া কেন কাল জাপনা ৭ ॥
শ্রীহরেন্দ্র বোলে রাম বটে দিনবন্ধু।
ভজ শুখে ডাক মুখে তর ভবসিন্ধু ॥

[একোনষষ্টি সর্গ]

অতিহৃষ্টে অকষ্টে সে পবননন্দন।
পক্ষজুক্ত শৈল জেন করিল গমন ॥
গগনগমনে হৃষ্টমনে করি গতি।
মহানাদে আকাশ ব্যাপিল মহামতি ॥

---

১ মূর্চ্ছিত ২ পড়িল ৩ মূর্চ্ছিত ৪ মৃতের মত ৫ বিস্তীর্ণ ৬ বৃথা ৭ যাপন কর না

তার প্রিতিদ্ধনি ১ শুনি তদা অতিশয়।
জলে স্থলে শৈলে সব্দ শুনি সে সময় ॥
নিরদনিনাদসম ঘোর সে সংবাদ।
শুনিল তখন কপিকুল অপ্রমাদ ॥
ঘোর সব্দ শুনিয়া শুনিঞা সে সময়।
পরস্পরে করে সম্ভাষণ কপিচয় ॥
এহি আইশে পবননন্দন মহাবীর।
শুন তার শুদুর্ব্বার নিঃস্বন গম্ভির ॥
শুহৃদদর্শনে মনে হয়া আকিঞ্চিত ২।
হৃষ্টমতি হৈল অতি শুখে আমোদিত ॥
সেকালত সেস্থানত কপি জতমান।
তাক সম্বোধিয়া জাম্বুবান বুঁদ্ধিবান ॥
অতি প্রীতিমতি হৃষ্টে তুষ্ট হয়া মন।
অঙ্গদ সহিতে জত মহাকপিগন ॥
সবাক সম্বোধি বাক বলিবাক লৈল।
নিকটে ডাকিয়া নিয়া সে সবাক কৈল ॥
শুন কথা সর্ব্বথা সে পবননন্দন।
কৃতকার্জ্জ হৈছে ধার্জ্জ মুল প্রয়োজন ॥
শুনিশ্চয় ইথে কিছু নাহিক সংশয়।
শুন যুবরাজ কাজ সিদ্ধ শুনিশ্চয় ॥
নৈলে কার্জ্জ ধার্য্য শুর্য্য৩ বির্য্য এবন্ধান।
না করিতো বেগ এতো সন্ত হনুমান ॥
বলহিন হৈতে দিন মলিন উছাহ ৪।
না করিতো অতিগতি প্রবল প্রবাহ ॥
শুন শুন শুনজুত জত কপিগন।
হনুমান বাহু উরু বেগের নিস্বন ॥
জলদনিনাদ নাদ প্রমাদ বন্ধন।
শুন শুন পুনঃ পুন করয় ভিশন ॥
জগতায়ু ৫ মহাবায়ু সমান নিস্বন।
সরিরের বেগ সব্দ শুনি শুভিশন ॥

এহি বলি মৌন হৈল বির জাম্বুবান।
হনুমান আগমন করি অনুমান ॥
শুনি স্বন ঘন ঘন কপিগন তবে।
আনন্দে মগন মন হইল উচ্ছবে ॥
কম্প করি ধরা ঝম্প করি হরিগন।
শৈলে শৈলে আরোহিতে লাগিল তখন ॥
এ শৈল তেজিয়া গিয়া অন্য শৈলান্তর।
আরোহি সিখর জত কপির নিকর ॥
অতি মতিমান হনুমান কত দুরে।
এহি বলি পরস্পরে নিরক্ষন করে ॥
বলবান হনুমান দর্শনমানসে।
বিপুল কপির কুল আকুল নিশ্বেশে ॥
অতি হৃষ্টে বৃক্ষশ্রেষ্টে করি আরোহন।
কত দুরে হনুমান করি নিরক্ষন ॥
উচ্ছবে সে কপি সবে তবে সে সময়।
ফল ফুলে আকুল বিপুল সাখাচয় ॥
ভঞ্জন করয় কপিচয় হর্শময়।
নিরদনিনাদে নাদে নাশে অতিশয় ॥
সে সময়ে সদাশয় পবনতনয়।
হর্শে গতি মহামতি করি অতিশয় ॥
দ্বিগুন বিক্রম করি হরি পরাক্রমি।
সমিরনসম গতি করি জিতশ্রমি ॥
অনুপম শুউত্তম বেগে সন্ত অতি।
গগনগমনে গতি করিল মারুতি ॥
শুঅত্যন্ত বেগবন্ত হনুমন্ত তবে।
সমুদ্রের মধ্যভাগ হইল লাঘবে ॥
শুনাভ নামেতে ৬ এক শৈল শুউত্তম।
নানাধাতুবিরাজিত অতি নিরোপম ॥
সে জে শৈলেন্দ্রক পরে করে সে সময়।
পর্শ করি মহাহরি পবনতনয় ॥

১ প্রতিধ্বনি ২ ইচ্ছুক ৩ শৌর্য্য ৪ উৎসাহ ৫ জগতের প্রাণস্বরূপ ৬ মূলে আছে "মৈনাক পর্ব্বত"

চাপ্রমুক্ত জুক্ত জেন সর তিব্রগতি।
সেবন্ধান হনুমান গতি করি অতি ॥
খেচর সে কপিবর অঞ্জনানন্দন।
বেগে জেন দশদিশ করি আকর্শন ॥
শুবিশাল মেঘজাল জেন আকর্শীছে।
নিরদমণ্ডল চণ্ড কপি শে লঙ্ঘিছে ॥
সে সময় মনোময় সোভা অতিশয়।
কপির নিরুজ ভুঙ্গমধ্যে বিরাজয় ॥
কত সিত কত পিত অরুন শুন্দর।
পাটল অঞ্জন আভা মেঘ মনোহর ॥
জেন সে প্রতাপি কপিবর সে সময়।
মেঘজাল সঙ্গে রঙ্গে গমন করয় ॥
মনলোভা কিবা সোভা দেখি সে সময়।
উদ্ধমুখে কৌতুকে আছেন কপিচয় ॥
সে সময় শুদুর্ধ্যয় সমিরনন্দন।
মেঘব্রেন্দে বাহুবেগে করিয়া চালন ॥
লঙ্ঘিল অনিলশুত সাগর তথন।
সে সময় শোভা দেখীলেন কপিগন ॥
মেঘঘটা মহোৎকটা এড়ায়া জেমন।
পুর্ণ শশধর সুখে দিল দরশন ॥
সেহিপ্রায় চারুকায় বির হনুমান।
দিল দেখা কুমুদের সখা জেবন্ধান ॥
কপির নিবাশস্থান উশ্চ ১ গিরিবর।
দেখিল অনিলশুত নিকটে ততপর ॥
সৈল দেখি হৈল শুখি পবননন্দন।
নিরদ দিরদ নাদে নর্দ্দিল ২ তথন ॥
জাজ্বল্যজ্বলনসম মহা তেজোবাম।
গগনগমনে গতি করি হনুমান ॥
বিদ্যমান এবন্ধান দেখিয়া তথন।
ত্রস্তমতি হয়া অতি জত কপিগন ॥

কৃতাঞ্জলি করি হরিগন সেসময়।
উঠিল সকল মহাবল কপিচয় ॥
তবে সে কালত সে মহেন্দ্র পর্ব্বতের।
সিখরির মহা এক শৃঙ্গ উপরের ॥
তথন পতন তাত হয়া বায়ুশুত।
স্থির হৈল তবে তাত বিক্রেমি অদ্ভুত ॥
অতি প্রীতিমতি হয়া সকলে তথন।
আনি আনি দিল সাহু ৩ ফল মূলগন ॥
ফল শুশীতল জল আদি আনি দিয়া।
হর্শে অতি মারুতিক অর্চ্চন করিয়া ॥
সে কালত কপি জত আনন্দে মগন।
কিল কিল সব্দ অতি করিল ভিশন ॥
হৃষ্টমতি হয়া অতি কত কপিগন।
ঝাম্প দিয়া গিয়া করি সাখা আলম্বন ॥
থাকি তথা প্রিয়কথা কহে পরস্পরে।
ঘোরতর সিংহনাদ ভয়ঙ্কর করে ॥
হনুমান জ্ঞানবান তবে সে সময়।
বলসালি বালি অঙ্গদ শুতনয় ॥
আর বয়বৃদ্ধ শুদ্ধমতি জাম্বুবান।
প্রথমে বন্দিল দুজনাক হনুমান ॥
বন্দন করিয়া হরি সে দুইজনাক।
সংক্ষেপে বলিল পরে সম্বোধিয়া তাক ॥
আনন্দীতা সিতা গুনজিতা রামরতা।
সতি অগ্রগণ্যা ধন্যা মহাপতিব্রতা ॥
তার সঙ্গে রঙ্গে হৈছে মোর সন্দর্শন।
সংক্ষেপ বচনে বলী কৈল নিবেদন ॥
শুধা৷ধক হেন বানি শুনিয়া তথন।
অমিয়া-অধিক বাক্য সন্তোসিয়া মন ॥
অতি হৃষ্টমতি হৈল জত কপিগন।
সাধু বায়ুশুত বলি করিল পূজন ॥

---

১ উচ্চ ২ শব্দ করিল ৩ স্বাদু

কপিগন রঙ্গমন হইয়া তখন।
আরম্ভিল সেবেলা পরম খেলাগন ॥
আনন্দিত হয়া চিত কত কপিগন।
শুভাশয় গিত গায় করিয়া নর্ত্তন।
কেহ করে ধরি কাকো ১ করয় ক্ষেপন।
কিলি কিলি সব্দ করে পরম ভিশন ॥
কপিগন কতজন রঙ্গমন হয়া।
প্রনামে মারুতি পদে পানি যে পর্শীয়া ২ ॥
কপি কত সেকালত আনন্দিত অতি।
উশ্চ করি পুশ্চ ৩ অতি করে চিত্রগতি ॥
দিরদদলনাকার নিরদবরন।
পঞ্চানন ৪ পরাক্রমি কত কপিগন ॥
কিঞ্চিত পুশ্চক করি কুঞ্চিত তখন।
লীলাগতি করে অতি হয়া রঙ্গমন ॥
কতজন শুভিশন লাঙ্গুড় ভ্রমায়া।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে লঙ্কাপানে চায়া ॥
অপর কতেক কপিনিকর তখন।
সিখরিসিখর তেজি হয়া রঙ্গমন ॥
নামিয়া অমিঞা ৫ তুল্য বচন শুনিঞা।
হনুমান করে করে ধরিল আশীয়া ॥
কতেক প্রতাপী কপি হনুমান অঙ্গে।
কর দিয়া সন্তোশীয়া নাদ করে রঙ্গে ॥
ভিমরূপি কত কপি তবে সেসময়।
মারুতিক মহিমাক স্তবন করয় ॥
কপিগন কতজন রঙ্গমন হইয়া।
মারুতিক আলিঙ্গন করিল আশীয়া ॥
অতি প্রীতিমতি হয়া মারুতিদর্শনে।
বলসালি বালীশুত আনন্দিত মনে ॥
সাধু সাধু মারুতিক বলিয়া তখন।
প্রেমে সন্ত করিলেন প্রেম আলিঙ্গন ॥

আনন্দ অন্তরে পরে করে ধরি তার।
বশাইল সমাদরি করিয়া সৎকার ॥
মহেন্দ্র নগেন্দ্রপরে রমনিয় দেশে।
বশাইল মারুতিক আদর বিশেশে ॥
সন্ত জাম্বুবন্ত আর বালির কুমার।
বিপুল সিলাত বশী তিন বলীয়ার ৬ ॥
বশি তিন জনী অতি হর্শীত অন্তরে।
হনুমানে অতি মানে জিজ্ঞাশীল পরে ॥
জেরূপে করিল হরি সাগর লঙ্ঘন।
জেরূপে করিল লঙ্কাভবণ দর্শন ॥
সিতাসন্দর্শন আর রাবনদর্শন।
শুনিতে উচ্যুক ৭ মনে বিবরনগন ॥
জিজ্ঞাশীল শীষ্টশীল মারুতিক প্রতি।
কহ বিবরণ জত মারুতি শুমতি ॥
পুটপানি হয়া মানি মারুতি তখন।
জাম্বুবন্ত অঙ্গদক বলিল বচন ॥
বলি বিবরনগন করহ শ্রবন।
কত কব অশক্তব সে সব কথন ॥
শ্রবনে শ্রবস বাঞ্চা করি হরিগন।
মৌনে রহিলেন চায়া মারুতিবদন ॥
প্রিতে সন্ত হনুমন্ত বিকাশী নএনে ৮।
আরম্ভিল সিষ্টশীল লঙ্কাবিবরন ॥
সেকালত তথা জত সতে সত কপি।
নিশব্দ হইয়া রৈল হয়া মৌনরূপি ॥
সে সময় বলসালি বালির তনয়।
কপিয়ে আবৃত সেকালত বিরাজয় ॥
বৃন্দারকবৃন্দে জেন মহেন্দ্র শোভয়।
সেহিমত সেকালত বালির তনয় ॥
সেকালত কিত্তিবন্ত হনুমন্ত বির।
অঙ্গদ সঙ্গত সোভা করিল রুচির ॥

১ কাহাকেও ২ স্পর্শ করিয়া ৩ পুচ্ছ ৪ সিংহ ৫ অমৃত ৬ বীর ৭ উৎসুক ৮ নয়ন

গুন্দর কন্দরে বশী তবে সে সময়।
জাজ্বল্য জলন দুয়োজন তেজোময়॥
ইতি শ্রীগুন্দরাকাণ্ডে বাল্মীকবচন।
রশায়ন হনুমান পুনরাগমন॥
উনসষ্ঠ সর্গ্গ পদ হইল বিরাম।
ডাক মন রাম নাম পাবা ১ মুক্তিধাম॥

—·—

[ষষ্টিতম সর্গ]

মহেন্দ্র নগেন্দ্রবরে গুন্দর কন্দর পরে
বশী জশী পবননন্দন।
আর আর শুদুর্ব্বার বশীষ্ট গরিষ্ট সার
বশী সভা করিয়া তখন॥
সবে অতি হৃষ্টমতি কপিকুল হয়া তথি
লঙ্কার শুনিতে বিবরন।
রহিল নিঃসন্ধে তবে মারুতি আবরি শবে
একমনে রহিল তখন॥
লঙ্কাধামে রক্ষশঙ্গে বিজয়ি সে রনরঙ্গে
মহা বির্জ্জবন্ত হনুমান।
কৃতকর্ম্মা বির শার বলবন্ত শুদুর্ব্বার
প্লবঙ্গেশ মন্ত্রির প্রধান॥
হেন বিরসিরমনি বির আগে জাক গনি
হেরি তার প্রশন্ন বদন।
বানর প্রবির জত রহিলেন সেকালত
শুনিবার দুর্লভ কথন॥
রনদক্ষ রিক্ষ ২ আর মহাকপিপরিবার
মারুতির চৌপাশে রহিল।
সবাকে সম্বোধি বানি বলিলেন মহামানি
জাম্বুবন্ত সন্ত সাধুশীল॥
মৌন হও সর্ব্বজন শুন লঙ্কাবিবরন
এহি বলি নিবারী সবারে।
মারুতিক সম্বোধিয়া অতি মিষ্ট বাক্য দিয়া
বলে জাম্বুমান গুনধারে॥
কহ লঙ্কাবিবরন ওহে পবননন্দন
আদ্যপান্ত বৃত্তান্ত সকল।
হনুমান কিবন্ধানে লঙ্কালয় কোনস্থানে
নিবাশে রাবন মহাবল॥
সিতাসঙ্গে সন্দর্শন তার সম্বাশন ৩ গন
বিস্তারিয়া কহ ভাল মত।
রামপ্রীয় প্রীয়া অতি পতিব্রতা মহাসতি
কালক্ষেপে কোন বা কর্ম্মত॥
কি বলিছে গুনশীলা তুমি তারে কি বলিলা
আদ্যপান্ত কহ বিবরন।
রামের প্রীয় ললনা ৪ তারে করিয়া ছলনা
কিরূপে হরিল দশানন॥
ক্রুড়কর্ম্মা দশানন দুষ্টমতি শুদুর্ষ্যন
কি ভাবে রাখিছে শিতারে।
হে হে মহাকপিবর জত কথা পূর্ব্বাপর
কহ শুনি সব সমাচারে॥
কহ জত আদ্যপান্ত শুনিয়া সব ব্রত্তান্ত
সান্ত হয়া অন্তর আমার।
পরকার্য্য ধার্জ্জ তার আর লাগে চিন্তিবার
কহ কথা করিয়া বিচার॥
জনকদুহিতা সিতা অতি সতি গুনজিতা
তাক কি করিছ আশ্বাশন।
রামপ্রীয়া তপস্বিনি রমনির শিরমনি
তোমাক কি বলিছে বচন॥

১ পাইবে ২ ভল্লুক ৩ বাক্য ৪ ললনা

তাহা বল বিবরিয়া ভালোরূপে বিস্তারিয়া
মহামতি পবননন্দন।
জাম্বুবান বানী শুনি কিঞ্চিতেক চিত্তে গুণি
বলিলেন মারুতি তখন॥
তোমার সবার অগ্রে আমি জে সময় সিন্ধে
পারাবার পার বাশনায়।
মহেন্দ্রসিখরপর আরোহি আমি সত্বর
উভেরন করিলো নিলায়॥
সে সময় শুবিস্ময় দেখিলাম অতিশয়
অমর গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
সিদ্ধমুনি পরিবার চারন অপ্সরা আর
দিব্য জানে ১ আবরি অম্বর॥
আকাশ প্রকাশ করি থাকি বিমানত চড়ি
তুষ্টমতি হয়া অতিশয়।
করি তবে শবে শাদ মোরে কৈল আশীর্ব্বাদ
রৈল সবে সানন্দ হৃদয়॥
মহাগিরিগুহাপ্রায় অগ্নন নয়ন তায়
চক্রাকার নিম্ন অতিশয়।
কুরূপ সুরূপ তার ভয়ঙ্কর শুদুর্ব্বার
মুখ মেলি পাছে শুদুর্য্যয়॥
আমা প্রতি কোপমতি সে যুবতি করি অতি
আমাক ধাইল সে সময়।
তার সে বিপুলকায় তার কায় সমুদায়
ঢাকিয়া শে রাক্ষশী বলয়॥
থাক কপি একক্ষন তোরে করিব ভক্ষন
এহি বলি গর্য্যিয় বারম্বার।
হৃষ্টে অতি মোক প্রতি ধাইল তদাশে২ জুবতি
সম্মুখে সে আশীল আমার॥
সে ঘোররূপিনি বামা ক্রোধকায় অনুপামা ৩
অগ্রে দেখি আমি শে শময়।

সেহিক্ষনে মোর মনে ঘোররূপ দরশনে
জনমিল অল্প কিছু ভয়॥
কিছু ভিতি হয়া মতি বলিলাম তাক প্রতি
শুন বামা আমার বচন।
অজোধ্যা অধিকারি শুদ্ধাচারি ধর্ম্মধারি
দশরথ নামেতে রাজন॥
ছিলো পূর্ব্বে অবনিত সশাগরা প্রীথিবিত
জার জশরাশী প্রকাশিত।
তার শ্রেষ্ট শ্রেষ্ট সুত অদভুত গুনজুত
শ্রীরাম নামেত শুবিক্ষাত॥
পিতার সে পনপাশে গেল রাম বনবাশে
সঙ্গে শিতা অনুজ লক্ষন।
দণ্ডক কাননে পশি সে সময় মহাজশী
তথা কৈল বাশ নিকেতন॥
বনফলমুলে আশা পন্নশালে কৈল বাশা
কতকাল আশ্রমে আছয়।
পরে মৃগ অন্বেশনে রাম গেল ঘোর বনে
আর শ্রীলক্ষন মহাশয়॥
জনস্থানে ভার্য্যা তার দুরাত্মা শে দুরাচার
লঙ্কেশ্বর রাবন দুর্য্যন।
মায়া করি শুর-অরি তপস্বীর রূপ ধরি
ছলে সিতা করিয়া হরন॥
লঙ্কালয় দুরাশয় চলিল রামের ভয়
সিতা পায়া মায়াকায়া ছাড়ি।
পিশাচবদন রথে অনিল অম্বরপথে
চলিলেন রামনারিহারি ৪॥
রামবামনয়নারে আহরিয়া দুরাচারে
পশিআছে লঙ্কানগরত।
সেহি সিতা অন্বেশনে জাইতেছি লঙ্কাভবনে
বলিলাম আমি এহি মত॥

---

১ যানে ২ সেই আশে ৩ তুলনারহিত ৪ সীতাহরণকারী

সীতা করি সন্দর্শন   কৃতার্থ লভি জখন
জাব আমি স্বামিসন্নিধানে।
তুমি মোরে সে সময়   ভুঞ্জিয়ো জে সুনিশ্চয়
সত্য বলিলাম তব স্থানে॥
আমার এমত বানি   তবে শে রাক্ষশী শুনি
বলিল তখন নীশাচরি।
কহি সষ্টম সময়   ভক্ষ মোর শুনিশ্চয়
তোরে ওরে করিব ভক্ষন।
মোদরে প্রবেশন   হও আশী এহিক্ষন
অতিক্রম কর নাকি মন॥
শুন শুন ওহে হরি   তোমার অপেক্ষা করি
না করিব কাল অতিক্রম।
তোরে ভুঞ্জিব নিশ্চয়   মোর কথা মিথ্যা নয়
বিধি দিল ভক্ষন পরম॥
তার বাক্য হেনমত   শুনি মোর সেকালত
ঘোর ক্রোধ জন্মীল দুর্ব্বার।
রাক্ষশীক সম্বোধিয়া   বলিলাম ক্রোধ হয়া
শুন শুন বচন আমার॥
প্রকাশ মুখ বিস্তার   তবে উদরে তোমার
পশী আমি আপন ইচ্ছায়।
এমত আমার বানি   শুনি ঘোর রাক্ষশিনি
বিপুল দেখিয়া মোর কায়॥
ভিশন নিস্বন করি   সে জে মোর নিশাচরি
দশ জোজনের শুবিস্তার।
বিকাশী বিকট বক্ত ১ হয়া অতি ক্রোধাশক্ত
অগ্রে স্থির হইল আমার॥
দশ জোজন বিস্তার   দেখিয়া বদন তার
আমি মনে চিন্তি আপনার।
বিংশতি জোজন কায়া   করিলাম করি মায়া
অগ্রে স্থির হইলাম তার॥

বিংশতি জোজন তনু মোরে দেখি সে জে পুনু
ত্রিশ জোজনের শুবিস্তার।
বাড়াইল মুখ তার   শুভিশন চমৎকার
অগ্রে স্থির হইল আমার॥
ত্রিশ জোজন বিস্তার   দেখিয়া বদন তার
আমি মনে মানি শুবিস্ময়।
চল্লিশ জোজন তনু   মোরে সে দেখিয়া পুনু
নিশাচরি করি অতি মায়া।
পঞ্চাপ জোজনানন   করি অতি শুভিশন
মোর প্রতি আশীল সে ধায়া॥

পঞ্চাশ জোজন মুখ দেখিয়া তখন।
কিঞ্চিত চকিত চিত মোর সেহিক্ষন॥
পুনর্ব্বার শুদুর্ব্বার সাহস করিয়া।
সষ্টী জোজনের প্রস্ত ২ সরির ধরিয়া॥
রহিলাম অগ্রে তার আমি সে সময়।
দেখি হেন জলিলেন সে জে অতিশয়॥
সহত্তরি ৩ জোজন করিয়া মুখ তার।
সিঘ্র মোর অগ্রে হৈল রাক্ষশী দুর্ব্বার॥
সহত্তরি জোজন দেখিয়া মুখ তার।
আমি সে সময় মায়াবলে আপনার॥
অশীতি জোজন বাড়ায়া নিজ কায়।
তাহার অগ্রত স্থির হইলাম নিলায়॥
অশিতি জোজন দেখি মোর কলেবর।
নিশাচরি কোপ করি তাত অনন্তর॥
নবতি জোজন অতি বদন করিয়া।
বায়ুবেগে মোর আগে আইল ধাইয়া॥
নবতি জোজন বক্ত দেখিয়া তখন।
হইল ঘোর ক্রোধ মোর ওহে কপিগন॥

---

১ মুখ ২ বিস্তার ৩ সপ্তর

সত জোজনের শুবিস্তার কলেবর।
মায়াবলে কুতুহলে ধরি জে তৎপর॥
সত জোজনিক দেখি শরির আমার।
ক্রোধ করি নিশাচরি তবে শুদুর্ব্বার॥
সত জোজনের করি বিস্তার বদন।
বায়ুবেগে মোর আগে আসীল তখন॥
পরে অনুভব করে অন্তরে রাক্ষশী।
মায়াবন্ত এজে শত্ত বটে মহাজশী॥
মায়াকায়া ধরিবার সামর্থ ধরয়।
এহি চিন্তি প্রতিষ্টা করিল সে সময়॥
ইশদ হাশীয়া মোক সম্ভাশীয়া তবে।
জলদনিনাদে শাদে বলিল তাণ্ডবে॥
শুনহে প্রতাপী কামরূপি কপিবর।
খেদিত হয়াছ কেন চিন্তিত অন্তর॥
মমোদরে শিঘ্র তবে পশহ সত্তর।
কি ভাবিছ মনে মনে দুর্য্যয় বানর॥
হেন বানি তার শুনি আমি শে শময়।
আপন অন্তরে পরে করি চিন্তাচয়॥
সত জোজনের তার দেখায়া বদন।
পরম ভিশন তাত বিকাশ দশন॥
আমি সে সময় স্থির করি নিজ মন।
অঙ্গুষ্টসমান কায়া ধরিয়া তখন॥
পতঙ্গ সমান অঙ্গ হইল আমার।
বেগে অতি করি গতি উদরে তাহার॥
প্রবেশ হইলো তবে আমি সে সময়।
রাক্ষশী তখন নিজ বক্ত অতিশয়॥
ভিশন দশনগন ওষ্টপুট আর।
একত্র করিল তত্র তবে আপনার॥
মুদ্রিত করিল মুখ জদি নিশাচরি।
আমি তার মুদিত বদন লক্ষ করি॥
দক্ষিন শ্রবনে পথ পাইলে তখন।
সেহি শ্রবনের পথে করিনু গমন॥
বাঝ ১ হইলাম আমি তবে সে সময়।
হেন দেখি হর্শে শুদ্ধি হয়া অতিশয়॥
বদন বিকাশী হাশী তবে সে সময়।
বলিল আমাক অতি মিষ্ট বাক্যচয়॥
মম প্রতি অতি প্রীতি হইয়া তখন।
বলিল বচন অতি হয়া তুষ্টমন॥
পুটপানি হয়া বাসি আমি সে সময়।
চাহিলাম তার স্থানে তার পরিচয়॥
পরিচয় সে সময় দিল মহাশক্তি।
শুন বানি মহামানি মারুতি শুমতি॥
দক্ষের নন্দিনি আমি জান মহাবল।
না করিবা চিন্তা হবে সকল সফল॥
হেন শুনি তার বানি আমি সে সময়।
নমিলাম পদে তার আনন্দহৃদয়॥
অমিততেজশা মহাজশা দাক্ষাইনি।
তাক সম্বোধি আমি বলিলাম বানি॥
শুন গুনজুতা দক্ষশুতা মহাশক্তি।
তব বক্তে পশীলাম খুদ্র হয়া অতি॥
তব আজ্ঞা পালন করিলো দাক্ষাইনি।
তোমার সত্যক পালিলাম তেজস্বিনি॥
অখন গমনে আজ্ঞা কর মহাশক্তি॥
রামের বিরহি বৈদেহির সাধি প্রীতি॥
জথা সিতা গুনজিতা তথায় গমনে।
অনুজ্ঞা করহ মাতা জাই এথা হনে॥
এমত শুনিয়া দেবি আমার বচন।
তুষ্টে অতি মহাশক্তি বলিল তখন॥
শুন রামদুত বায়ুশুত গুনধাম।
শুরসা ২ বিক্ষাত এহি মোর নিজ নাম॥

---

১ বাহির ২ সুরসা

তব অশম্ভব পরাক্রম পরিক্ষায়।
প্রেশিছে আমাক দেববৃন্দ সমুদায়॥
দেবের বচনে নিজস্থান হনে আমি।
আশীয়াছি আমী এথা শুন কপি তুমি॥
শুন গুনবন্ত হনুমন্ত সন্তমতি।
তোমাপ্রতি তুষ্টমতি হৈলো আমি অতি॥
শুনহ সমর্থ অর্থ সিদ্ধের কারন।
দ্রুতগতি হে মারুতি করহ গমন॥
শুন কথা গিয়া তথা লভিবা বিজয়।
পুনরাগমনে হবে কল্যান নিশ্চয়॥
শুন শৌর্য্যবন্ত হনুমন্ত বির্জ্জবান।
অরি করি রনে হত প্রেশ জমস্থান॥
শুনিশ্চয় তব পরাজয় না হইবে।
অরাতি মতিবে ১ তুমি বিজয় লভিবে॥
তোমার সামর্থ শুনিশ্চয় অতিশয়।
পরিক্ষায় তৌলাইয়া বুঝিছি নিশ্চয়॥
অতুল বিক্রম তব অশম্ভব অতি।
মহাসত্যবন্ত তুমি বট হে মারুতি॥
বিপুল কল্যান তব হৌক সদাশয়।
আমিহ প্রয়ান করি হরি হরালয়॥
এহি বলি কুতুহলি সে দেবি তখন।
গগনগমনে গেল গির্ব্বানভবন॥
তবে সে সময় হৈল বিষ্ময় দর্শন।
দিব্যজানে বিমানে আরহি দেবগন॥
বিবুধ দনুজ আর গন্ধর্ব্ব চারন।
সিদ্ধ বিদ্যাধর আর মহর্শির গন॥
শুঅম্বরধর অম্বরক প্রকাশীয়া।
দশন নিকাশী হাশী মোরে সম্বোধিয়া॥
বলিল বচন দেবগন সে সময়।
সাধু সাধু ধির বির পবনতনয়॥
মহাজশী শুরশার শঙ্গে রঙ্গে অতি।
মহাকর্ম্ম করিলা মারুতি মহামতি॥
এহি বলি কুতুহলি জত দেবগন।
অতি হর্শে পুষ্প বর্শে আনন্দে তখন॥
আরবার আমাক বলিল সে সময়।
চল চল মহাবল বৈদেহি আলয়॥
গুনধাম রাম প্রীয় সাধ হনুমান।
নির্ব্বিঘ্নে সম্থান পরে করহ প্রস্থান॥
এহি বলি দেববৃন্দে আনন্দে তখন।
স্বকিয় ভবনে কৈল তখন গমন।
দেবগন গেল জদি আপন আলয়।
হৃষ্টমতি হয়া অতি আমি শে শময়॥
বিপুলবিক্রমে আক্রমিয়া বায়ুপথ।
গগনগমনে গতি কৈনু সেকালত॥
অশম্ভব মহান্নব দেখিতে দেখিতে।
অতি গতি করি আমি জাই হরশীতে॥
পরে কত দুরে আমি দেখি শে শময়।
সাগরমধ্যত এক শৈল বিরাজয়॥
শুবর্ন্ন সিখরধর মহাধরাধর।
দেখিলাম শুন্দর কন্দর মনোহর॥
মহামহিধর দেখি আমি সেকালত।
চিন্তিলাম সে সময় নিজ অন্তরত॥
এ জে বিঘ্ন ঘোর নিয় ২ হবে কিবন্ধান।
বিশীষ্ট ভয়র ৩ স্থান গিরি বিদ্যমান॥
রাক্ষশী জেমতে পথে বিঘ্ন আচরিল।
সেহি প্রায় বুঝি এ জে নগ দেখা দিল॥
চিন্তা করি হেনমত আপন অন্তরে।
ভিশন লাঙ্গুর আমি ভ্রমাইয়া পরে॥
লাঙ্গুল ভ্রমায়া কোপ হয়া অতিশয়।
প্রহার করিলো গিরিশৃঙ্গে সে সময়॥

১ মথিবে ২ দুর ৩ ভয়ের

সেহি প্রহারত হত হয়া সেকালত।
ভগ্ন হৈল শিখরিশিখর একশত॥
সিখরিনিকর চণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
মহিমণ্ডলক মণ্ডি সেস্থানত পৈল ১॥
অশম্ভ্রম পরাক্রম বিক্রম আমার।
দেখিয়া তখন রূপ ধরি আপনার॥
শৈল হৈল মায়াকায়াধারি শেকালত।
দিব্যাম্বরধর নানারত্ন সরিরত॥
সে জে সান্ত অতিশান্ত বচনে তখন।
পুত্র বলি আমাক করিল সম্বোধন॥
শুন শুত গুনজুত অযুতবিক্রমি।
মহা তেজোবন্ত হনুমন্ত জিতশ্রমি॥
তব তাত মমজাত সাক্ষাত সে সখি।
আমাক কপিশ মন্ত্রি তুমি জাননিকি॥
মোর নাম গুণধাম করহ শ্রবন।
শুনাভ নামেতে ক্ষাত হে সখানন্দন॥
মহোদধিজলে কুতুহলে শর্ব্বক্ষণ॥
মোর নিবাশের বাপ এহি নিকেতন॥
পূর্ব্বত পর্ব্বত জত আছে ভুতলত।
পক্ষযুক্ত সকলে আছিল স্বরূপত।
সইৎস্বায় ২ সমুদায় নগ জত রায়।
স্বশ্চন্দগমনে সর্ব্বদিশত বেড়ায়॥
মনোরম মুনির আশ্রম লোকালয়।
রাজধানি সশ্যবতি ভূমি নদিময়॥
সর্ব্বত্রেত নগ জত ভ্রমন করয়।
পতন হইয়া করে লোকের প্রলয়॥
হেনমত চরিত্রত বিমত অত্যন্ত।
শৈল সকলের দেখি সক্র ভগবন্ত॥
পর্ব্বত সবার পক্ষ করিল ছেদন।
বজ্রধারির বজ্র ধরি হয়া কোপমন।
তব পিতাসখা আমি ভয়ে শে শময়।
পলায়া পশীলামামি ৩ মকর আলয়॥
শুন সাধুচিত সমোচিত হিতবানি।
শুর্য্যবংশে বিষ্ণু অংশে রাম চক্রপানি॥
তার উপকার মোর করন উচিত।
একারন নিরমাঝে হৈলামুপস্থিত ৪॥
আইস বাপ মনস্তাপ করহ মোচন।
মোত ৫ আশী বিশ্রাম করহ একক্ষন॥
শুন শুর শ্রম দুর কর এক ক্ষন।
ফল মুল জল ভুঞ্জ শুখে হে নন্দন॥
পরে হর্শান্তরে কর গমনক মন।
হেন বানি শুনি আমি তাহার তখন॥
চিন্তিলাম নিজ চিত্তে জত কার্য্যগন।
শৈলরাজে সম্বোধিয়া বলিল বচন॥
শুন পিতৃসখা আমি সিতা অন্বেশনে।
সিঘ্রগতি জাই আমি রাবনভবনে॥
বিশ্রামে রামের কার্য্য বিলম্ব হইবে।
এক আমি কার্য্যকর্ত্তা আর্জ্জ ৬ হে জানিবে।
না কর বিশাদ আশীর্ব্বাদ কর মোরে।
নির্ব্বিঘ্ন হউক মোর প্রনামি তোমারে॥
এহি বলি করে পরে পরশ করিয়া।
ভক্তিভাবে পিতৃর সখাক প্রনামিয়া॥
অনুজ্ঞা তাহার শিরে ধরি শে শময়।
গগনগমনে গতি করি অতিশয়॥
অগ্রশেন পথ লক্ষ করি শে শময়।
বায়ুবেগে দ্রুতগতি করি অতিশয়॥
জলধি অবধি কতক্ষনে তবে বলি।
মহাবলে কুতুহলে জাই আমি চলি॥

---

১ পড়িল ২ নিজের ইচ্ছায় ৩ আমি প্রবেশ করিলাম ৪ উপস্থিত হইলাম ৫ আমার উপর ৬ আর্য্য

সে বেলাত অকস্মাত বিঘ্ন উপস্থিত।
অতিঘোর গতি মোর হইল স্থকিত॥
সেকালত অশকত হৈল মোর গতি।
দশোদিশে বিলোকন করি চারিভিতি॥
চিন্তি হেন চিত্তে সে সময় মোর মন।
অতিশয় গতিচয় রূদ্ধের লক্ষন॥
চিন্তিয়া চিত্তত স্থির না হয় আমার।
গমনে আমার কেন বিঘ্ন বারম্বার॥
মনে করি এবন্ধান তবে সে কালত।
অধোমুখে সাগরে নিরেখি ভালমত॥
জলে কুতুহলে ভিমরূপা ভয়ঙ্করি।
মায়া করি রূপ ধরি আছে নিশাচরি॥
দেখিলাম সে সময় তাহাক তখন।
সেহ মোরে দেখি অতি করিল হশন॥
শুদারূন অকরূন বচন তখন।
বলিল আমাক করি নিরদনিস্বন।
হে হে মহাকায় কপিরায়: বির্য্যবান।
কোন স্থান প্রতি তুমি করিছ প্রস্থান॥
চিরদিনে বিধি আজি মিলাইল ভক্ষন।
এমত শুনিয়া তার নিষ্ঠুর বচন॥
স্বিকার করিয়া তার শে বাক্য তখন।
আমি সে সময় করি সরির বদ্ধন॥
সুভিশণ মায়াকায়া ধরি অতি কোপে।
ধাইলাম তাক প্রতি পরম আটপে॥
বিকটরূপেতে তার নিকট জাইয়া।
বিপুল কায়াক আমি সংক্ষেপ করিয়া॥
সত জোজনের তার বিস্তার বদনে।
পশীলাম আমি শে শময় রঙ্গমনে॥
পশি তারূদরে পরে আমি সে সময়।
প্রখর নখর দিয়া বিদারি হৃদয়॥
নিকলিয়া তার দেহ হনে আমি তবে।
গগনগমনে গতি কৈলাম তাণ্ডবে॥

পুনর্ব্বার শুদুর্ব্বার গতি করি অতি।
পরে নিরেখিলাম সে রাক্ষশীক প্রতি॥
মহামহিধরপ্রায় কায় বিপরিত।
বিকৃতিবদনা হয়া নয়নাঘুর্ন্নিত॥
শুভিশন নিশ্বন করিয়া সেকালত।
পতন হইল পরে সাগরনিরত॥
সেকালত গগনত জত দেবগন।
গভির নিরদনাদে বলিল বচন॥
সিংহিকানামেতে এ জে ঘোর নিশাচরি।
হনুমানে প্রেশীলেক সমননগরি॥
সেকালত তাক হত করিয়া জলত।
অত্যন্তিক কার্য্য চিন্তা করিয়া মনত॥
তথা হনে বিমান গমনে গতি করি।
সমিরন বেগে ধাইলাম তরাতরি॥
ধায়া জায়া বহুদুর তবে সে সময়।
শিখর নিকরময় মকর আলয়॥
তাহার দক্ষিনাতব রূচির স্থানত॥
বায়ুবেগে আমি উত্তরিয়া শে স্থানত॥
জথা লঙ্কাপুর ক্রুড় অশুরনিবাশ।
পাইলাম সেকালত তাহার সম্পাশ॥
দিনকর অস্ত ধরাধরপর গত্তে।
কর্ক্কশ রাক্ষশপুরে পশীলাম দ্রুতে॥
রক্ষগণে না জানে আমার আগমন।
পশীলাম আমি সুখে রাবনভবন॥
সে সর্ব্বরি সে জে পুরি করি অন্বেশন।
মায়াবলে নানাস্থলে আমি জে তখন॥
মহেন্দ্রবিজয়ি রক্ষেন্দ্রের অন্তপ্পুরে।
সিতাক অন্বেশী না পাইলো সত্তরে॥
সে সময় মগ্ন আমি শোকসাগরত।
রাবনভবন বশী হেরি সেকালত॥
স্বর্ন্নময় বিরাজয় প্রাকার শুন্দর।
বেষ্টীত করিছে উপবন মনোহর॥

দেখিয়া এমত সেকালত আমি তবে।
রুচির প্রাচিরে আরোহিয়া শুলাঘবে ॥
নন্দন উদ্যান প্রায় শোভা তায় অতি।
শোকহর অশোক কানন বিরাজতি ॥
অশোকবনিকামধ্যে সে কালত শুনি।
কোকিলকাকলি স্বনে ক্রন্দনের ধ্বনি ॥
ক্রন্দনের ধ্বনি শুনি গুনিলাম মনে।
এত রাত্রি ক্রন্দন করয় কোন জনে ॥
সোভে তাত জাত রূপময় রত্নাবন।
ফলফুলশোভা মনলোভা রত্নাগন ॥
সিংশোপ ১ তরুর চারু সোভা মনোহর।
অশোককানন মাঝে এক তরুবর ॥
সেহি সিংশপের চারু তরু লক্ষ করি।
পক্ষিপ্রায় মায়ায় মানশকায় ধরি ॥
সেহি বৃক্ষে আরোহন করিলো তখনে।
তথা হনে অধোপানে হেরিলো নয়নে ॥
মনদুঃখে অধোমুখে তখন নিরেখি।
পরমশুন্দরি এক রাকাচন্দ্রমুখি ॥
তপত কাঞ্চন জিনি কান্তি কলেবর।
অমল কমল দল লোচন শুন্দর ॥
তিলকুশুমের শুর্ষমা ২ করি গঞ্জিত।
নাশা শোভা মনলোভা কিবা মনস্থিত ॥
একবেনিধরা চারুতরা সে ললনা ৩।
নেত্রে নিরধারা শারা শুখানবয়না ৪ ॥
উপবাশে কৃশ তনু বদন মলিন।
অনাথিনি দুখ্খে দিনে দিনে হৈছে দিন ॥
নাহি হাশ ৫ লাশ ৬ বাশ অর্দ্ধ সরিরত।
অর্দ্ধ পরিধান তার দুঃখিনি জেমত ॥
বিরূপা উশনাবক্র নয়ন বিকট।
আবরিছে চারি পাশে সিতার নিকট ॥

ভিশন দশন করে মাংশের অদন।
শুনিত ৭ পানেত হৈছে ঘুর্ন্নিত নয়ন ॥
জেন ব্যাঘ্রিগন আবরন করিয়াছে।
তার মাঝে বৈদেহি বিরহি অতি কাছে ॥
সশোকে অশোকবনে সন্তাপে তাপিত।
সতদল হৈছে জেন পতন বঞ্চিত ॥
হেন শুরূপসি শৌদামিনি কান্তিধরা।
রমনির অগ্রগন্যা ধন্যা চারুতরা ॥
তাক দেখি তথা বেথাজুথা ৮ অতিশয়।
মোর মনে সেহিক্ষনে জন্মিল সংশয় ॥
মনে অনুমানি রামরানি বলি জানি।
সাখামুলে সোকাকুলে আছে মনে গুনি ॥
শুনিলাম সে সময় রাবনভবনে।
গনরব ৯ অশস্তব করে নারিগনে ॥
হুলস্থুল শুবিপুল স্বন ঘনঘন।
সেহি সব্দ শুনি স্তব্দ হৈল মোর মন ॥
উদ্বিগ্ন অন্তর মোর হৈল অতিশয় ॥
নিজরূপ সংক্ষেপ করিলো শে শময় ॥
রাবনের চেষ্টা জ্ঞাত হবার কারন।
সেহি সিংশপের বৃক্ষে করি আলম্বন ॥
অনুপ্রায় তনু ধরি করি শাখাশ্রয়।
রহিলাম আমি সেহি বৃক্ষে শে শময় ॥
কতক্ষনান্তরে পরে দেখি সেকালত।
রাবনাগমন রঙ্গে সঙ্গে নারি জত ॥
দুর্য্যন রাবন নারিগন সঙ্গে লয়া।
অশোকে অশোককাননত প্রবেশিয়া ॥
দেখিল তখন দশানন শুর-অরি।
সিতাক আবরি আছে জত নিশাচরি ॥
দশানন সিতানিকেতন প্রবেশীয়া।
বলিল বচন জানকির পাস্বে চাইয়া ॥

১ শিংশপা ২ সুষমা ৩ ললনা ৪ শুষ্কমুখী ৫ হাস্য ৬ লাস্য ৭ শোণিত ৮ ব্যথাযুক্তা ৯ কোলাহল

ভয়র্ত্তা লজ্জিত সিতা অঙ্গের বশন।
দূর করি শুর-অরি করিয়া ক্ষেপন॥
বিংশতি নিৰ্লজ্জ ভুজ করি প্রশারন।
সিতাকে সম্বোধি বাক বলে দশানন॥
শুন সিতা গুনজিতা হও হরশীতা।
মন করি হে শুন্দরি শুন মোর কথা॥
বহুমানে সাবধানে আজি হে মানিনি।
জদি মোরে আনন্দ না কর নিতম্বিনি॥
তবে শুন পরে পুন আজি জে করিব।
করি তব সিরছেদ খেদ মিটাইব॥
তোমার শুনিত অবনি নিপাতিয়া।
আনন্দ অন্তরে পরে তাক নিরেখিয়া॥
জাব নিজ ভবন ভাবিনি ভাব মনে।
তেজ কষ্ট জদি রক্ষা করিবে জিবনে॥
অতি শতি পতিব্রতা রামরতা সিতা।
রাবনবচন শুনি ক্রোধে মুরচিতা ১॥
আপন সদৃশ বাক্য বলিল তখন।
শুন রে অন্তরক্রুড় দুষ্ট দশানন॥
ইক্ষাকুকুলের কুমদিনি কলাকর।
গুনধাম রামচন্দ্র মহাধনুদ্ধর॥
তার ধর্ম্মপত্নি আমি জনকনন্দিনি।
আমাক অকথ্য কথা কহরে অজ্ঞানি॥
রশন ঘোশনা করে এরূপ বচন।
জিভ্যা তোর সত খণ্ড নহে কি কারন॥
শুনহে দুর্ম্মুখ তোর মুখ ত্যাগ করি।
খশিয়া পড়ুক জিভ্যা অবনি উপরি॥
আর শুন শুনির্গুন রাজা দশানন।
মম ভর্ত্তা লোকপাল সম অদুক্ষন॥
চুরি করি তাত হনে আনিলা অজ্ঞান।
শুনহে পাপাত্মা পাপ করি এবস্থান॥

নাহি কর লর্জ্জা নিজ মর্জ্জদা কারন।
কোন লাজে রক্ষরাজে ধরিছ জিবন॥
গুনধাম রাম প্রাজ্ঞ সদা জজ্ঞশীল।
রণশ্লাঘি সান্ত দান্ত সদা অকুটীল॥
সে জে গুনধাম রাম দাশযুগ্য তুমি।
নহো স্বরূপত শুন সত্য বলি আমি॥
কি তুমি অমিততেজা মান আপনাক।
মন্দমতি কি দুরুক্তি বলিছ আমাক॥
জদি রাম গুনধাম থাকিত আশ্রমে।
তবে জদি মোরে আহরিতা পরাক্রমে॥
তবে শুন শুনির্গুণ রাজা দশানন।
বিরাধের গতি তব হইত তখন॥
দুর্ম্মতি তোমার গতি হইত তেমত।
রাম সঙ্গে দেখা জদি হৈত্ত সেকালত॥
এহি বলি শোকাকুলি জনকনন্দিনি।
অধোমুখে মনঃদুঃখে রহিল মানিনি॥
পৌরশ বচন হেন শুনি জানকির।
কোপে অতি দুর্ম্মতির কম্পিল সরির॥
আহুাতপ্রদানে জেন জাজ্বল্য অনল।
সেহি প্রায় কম্পে কায় জলি দশানন॥
বিংশতি লোচন অতি করি আরকত।
দক্ষিন করেতে মুষ্টী ধরি সেকালত॥
বিরহি বৈদেহি বধ বাসনা করিয়া।
কোপমনে দশাননে ধাইল গর্ষিয়া॥
রমনি সকল হয়া বিকল তখন।
নিবারীল চাটু পটু বলিয়া বচন॥
রমনিমণ্ডলে থাকি সতি মন্দোদরি।
রাবন বারন কারনত সে শুন্দরি॥
পুটপানি হয়া বানি মানিনি তখন।
বলিতে লাগিল মৃদু মধুর বচন॥

১ মূর্চ্ছিতা

শুন নাথ প্রনিপাত তব শ্রীচরনে।
মহেন্দ্রসমান তুমি প্রভু দশাননে ॥
সিতাত কি কাজ মহারাজ হে তোমার।
দেবকন্যা গন্ধর্ব্ব কন্যার পরিবার ॥
জক্ষাঙ্গনা নাগবরঙ্গনা তব দাশী।
তার সঙ্গে রঙ্গে হয়া উদ্যানবিলাশী ॥
বিধুমুখীগন সঙ্গে নিধুবন রঙ্গে।
তারত তোশহ নাথ দারুন অনঙ্গে ॥
এহিমত সেকালত করি নিবেদন।
রাবনক আবরিল জত নারিগন ॥
জে পথে আশীল পুর্ব্বে অশোককাননে।
সেহি পথে লয়া চলিলেন দশাননে ॥
জনের অশীব দশগ্রীব গিয়া পরে।
সহশ্রেক নিশাচরি আবরি সত্তরে ॥
বিকৃতবদনা ঘোর দশনা ভিশনা।
সিতাক ভর্চ্চনা ১ করে হয়া কোপমনা ॥
সে সবার বারম্বার শুদুর্ব্বার অতি।
তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি রামজায়া শতি ॥
কিছু না বলিল রৈল মৌন আচরিয়া ॥
দেশ কাল বুঁঝি ভাল তবে রামপ্রীয়া ॥
সিতাক আবরি নিশাচরিগন তবে।
অলশের বশে নিদ্রাবশ হৈল সবে ॥
রাক্ষশী আবরনে থাকিয়া তখন।
অনিন্দিতা শীতা না করিয়া ভয়মন ॥
স্মরন করিয়া রামগুনগন জত।
কল্পনা করিয়া বিলাপীয়া সেকালত ॥
দুষ্থীতা শুষ্খিতা মুখে ২ মনঃ দুঃখে অতি।
কান্দিল বিস্তর তবে জনকদুহিতি ॥
সে সময় অতিশয় অন্তর আমার।
বিদিন্ন হইল দেখি অবস্তা সিতার ॥

সান্তনা করিতে করি মন্ত্রনা অন্তরে।
চিন্তিত হইয়া থাকি সে তরু উপরে ॥
মনে করি কি করি অখন য়ামি ৩ হায়।
সিতা সঙ্গে সম্ভাশা করি কি উপায় ॥
এহিমত সে কালত চিন্তিয়া অন্তরে।
ইক্ষাকুবংশের কথা উচ্চারিয়া পরে ॥
রামপদে নমস্কার করি বারম্বার।
অল্প বলিলাম আমি অগ্রত তাহার ॥
তবে সেকালত সিতা জনকনন্দিনি।
রাজর্শী চরিত্র চিত্র পবিত্র কাহিনি ॥
শুনি আনন্দিতা সিতা তবে সেসময়।
বাষ্পাকুলে ব্যাকুল লোচনে অতিশয় ॥
মোরে সম্বোধিয়া পরে বলিল বচন।
কে তুমি আমার সঙ্গে করো শম্ভাশন ॥
দৈবেবানি কোন প্রানি বলিল বৃক্ষেতে।
উদ্ধমুখে চাহিল সতি আমার পানেতে ॥
দেখিল অখিলপতি জুবতি আমারে।
জিজ্ঞাশীল মোরে তুমি কে তরু উপরে ॥
হে হে সাখামৃেগ ৪ মোরে দেও পরিচয়।
কোথা হনে এথা তুমি আইলা শদাশয় ॥
কার তুমি কিবা নাম কোথা নিকেতন।
বানরিয় রূপ দেখি কাহার নন্দন ॥
কিবা প্রীয়জনে ৫ এহি স্থানে আগমন।
কি রূপে এরূপে লঙ্কাপুরে প্রবেশন ॥
কি প্রকারে রাম সঙ্গে এ প্রীয় তোমার।
জাত রামগুনগান করিছ অপার ॥
মম আগে অনুরাগে কহ বিস্তারিয়া।
সংশয় ছেদহ কহ কথা না ভাণ্ডিয়া ॥
এমত জানকিবানি করিয়া শ্রবন।
পুটপানি হয়া বানী বলিলো তথন ॥

---

১ ভর্ৎসনা ২ শুষ্কমুখে ৩ এখন আমি ৪ শাখামৃগ ৫ প্রয়োজনে

করি শুবিস্তার জত্ত সমাচারগন।
বলিলাম রামশুগ্রিবের সম্মিলন ॥
শুনি দেবি তব ভর্ত্তা হর্ত্তা অরিপ্রান।
শুনধাম প্রভু রাম মহাবলবান ॥
মহা জিতশ্রমি ভিমপরাক্রমি যতি।
শুগ্রিব কপির রাজা প্রবঙ্গাধিপতি ॥
তার সঙ্গে সখিত্ব করিল রঘুমনি।
তার মন্ত্রিবর:আমি জানিবা আপনি ॥
কেশরি কেশরিপরাক্রমি হরিবর।
তার প্রিয় প্রীয়া শ্রীঅঞ্জনা নামধর ॥
তার গর্ব্ভে বায়ুবির্য্যে জনম আমার।
হনুমান নামে খ্যাত সকল সংসার ॥
শুগ্রিব নিকট হনে আগমন এথা।
তব অন্বেশন হেতু জানিবা শর্ব্বথা ॥
তব পতি মংগমতি অতি ধৃতিমান।
গুনবাম রামচন্দ্র মহাজ্ঞানবান ॥
তাহার প্রেরীত আমি জনকনন্দিনি।
জানিবা মানিবা শার হে রামরমনি ॥
ইক্ষাকুকুলনন্দন রাম দয়াময়।
দিয়াছে অঙ্গুরি চিন্ন১ তোমার প্রত্তয় ২ ॥
শ্রীরামবিরহি হে বৈদেহি শুচরিতা।
কর আজ্ঞা কি কার্য্য সাধিব তব শীতা ॥
জনকনন্দিনি হে জননি শুন বানি।
জদি ইতসা ৩ কর তুমি অন্তরে কল্যানি ॥
তবে মোর স্কন্ধে মাতা কর আরোহন।
লয়া চলি জে স্থানত রাজিবলোচন ॥
মোর মত কর্ন্নগত করি রামপ্রীয়া।
রামের অঙ্গুরি মহাচিন্নিত পাইয়া ॥
তখন বচন মম করিয়া প্রতিতি।
বলিল বচন দুঃখমন হয়া অতি ॥

কুশলে কি আছে রাম রাজিবলোচন।
কহ অনুগ্রহ করি পবননন্দন ॥
দনুজদলন শিষ্ট অনুজ তাহার।
কুশলে কি আছে সে লক্ষন গুনাধার ॥
দুহে ৪ করি বিক্রম আক্রমি রক্ষকুল।
বানরবংশক করি সমূলে নির্ম্মুল ॥
তবে শুভাশুবে অতি উৎসবে তখন।
উদ্ধারিয়া লোক মোরে রাজিবলোচন ॥
এহিমত সিতা মত কর্ন্নগত করি।
নমিয়া জানকিপদে মনে চিন্তা ধরি ॥
রহিলাম সে সময় শুন যুবরাজ।
শুন তাত পরে হৈল জেনমত কাজ ॥
উত্তম শুন্দর মনি করে করি ধরি।
কান্দিয়া বলিল রামপ্রিয়শী শুন্দরি ॥
শুন গুনবন্ত সন্ত হনুমন্ত বির।
লও চিন্ন১ হে প্রবিন এ জে অভাগির ॥
দুর্ব্বাদলশ্যাম রাম রাজিবলোচন।
তার শ্রীচরনে মনি করিবা অর্প্পন ॥
তবে শুগৌরবে সিতাচরনে প্রণামি।
সস্থান প্রস্থান হেতু উদ্যোগিত আমি ॥
হেন দেখি দুখি রাকাচন্দ্রমুখি শতি।
বাষ্পাকুলা ব্যাকুলা অতুলা শে জুবতি ॥
বলিল আমাক দিয়া ডাক মিষ্টবাক।
শুন হনুমন্ত শন্ত কিঞ্চিতেক থাক ॥
কহ সন্ত আদ্যপান্ত ব্রত্তান্ত সকল।
কহ অনুগ্রহ করি হরি মহাবল ॥
জে কথা শ্রবনে মনে সন্তোশ লভিব।
অপার দুঃখের পার হেতুক জানিব ॥
গুনধাম প্রভু রাম দেবর লক্ষন।
চারুগ্রিব শুগ্রিব কপিশ শুসর্জ্জন ॥

১ চিহ্ন ২ বিশ্বাসের জন্ত ৩ ইচ্ছা ৪ দুইজনে

ঘোর দস্যুহর শস্ত্র অগ্রগন্য সঙ্গে।
আশুক নাশুক লঙ্কা ঘোর রনরঙ্গে॥
বলি মর্ম্ম দেখি ধর্ম্ম সেহি কর্ম্ম কর।
অধিক কি বলিব কপিশ মন্ত্রিবর॥
জদ্যপি প্রতাপি কপি অন্যথা এ হয়।
তবে জানিবাহা মম জিবন শংশয়॥
দুই মাশ কাল আমি করিব অপক্ষা।
পরে তার হবে ভার মোর প্রানরক্ষা॥
দয়াময় শুনির্দ্দয় হয়া আমা প্রতি।
না হেরে আমার প্রতি কেন রঘুপতি॥
রাজিবলোচন মনে নাহিক শোচনা।
রাক্ষসের বশ হৈছে তাহার ললনা॥
সেসময় অতিশয় ক্রোধ জনমিয়া।
মহামহিধর প্রায় সরির ধরিয়া॥
বাড়াইয়া মায়াকায়া আমি সে কালত।
জুদ্ধত উদ্ধত হইলাম ভালমত॥
শুখদা আমদা প্রমদার বনগন।
বলে কুতুহলে আরম্ভিলাম ভঞ্জন॥
বনগন বিভঞ্জন দেখিয়া তখন।
পলায়নপরায়ন পশুপক্ষিগন॥
মোর ঘোর ভয় প্রানিচয় তারা তবে।
প্রান লয়া ত্রস্ত হয়া পলাইল শবে॥
ভয়ত্রস্ত মন করি ভিশন নিস্বন।
প্রান য়াশে ১ দিশপাশে করিল গমন॥
পশুর বিপুল সরে ২ স্তব্দ হয়া তবে।
জাগিল নিদ্রিত জত নিশাচর সবে॥
বিক্রিত ৩ বদনা অতি ভিশনা দশনা।
মম সন্দর্শনে হয়া অতি ত্রস্তমনা॥
শুখে মগ্ন আমি ভগ্ন করি বনগন।
সমস্ত হইল ত্রস্ত মৃগপক্ষিগন॥

হেন দেখি শুদ্রুমুখি নিশাচরি জত।
সিঘ্র অতি ত্রস্তমতি হয়া সে কালত॥
রাবনভবন গেল মম বার্ত্তা দিতে।
ত্রস্তমতি সবে অতি আমার ভিতেতে॥
পুটপানি হয়া বানি বলিল তখন।
মহেন্দ্রবিজয়ি শুন রাজা দশানন॥
তব শব বনগন করিল ভঞ্জন।
দুরাত্মা বানর এক পরমভিশন॥
সাদ কর মনোহর প্রাশাদ শুন্দর।
ভগ্ন কৈল মগ্ন হৈল ভুমির উপর॥
মহারাজা মহাতেজা দুরাত্মার বধে।
আজ্ঞা কর লঙ্কেশ্বর সদ্য মহামদে॥
হেন বানি মহামানি শুনিয়া তখন।
কিঙ্করনিকর প্রেশিলেন দশানন॥
শুদুর্য্যয় রক্ষচয় মহাবলবান।
অশিতি সহস্র রক্ষ সমরে শুজান॥
শুল শেল মুদ্গর তোমর প্রাশ অশী॥
ধনুর্ব্বান খড়্গ চর্ম্ম লয়া সবে জশী॥
মোর সঙ্গে রনরঙ্গে জুদ্ধত উদ্ধত।
হৈল সে সময় রক্ষচয় মমাগ্রত॥
সে সবায় মহামার করিলো তখন
পাইয়া পরিঘ এক পরম ভিশন॥
তার অবশীষ্ট জত ছিল নিশাচর।
রন তেজি ভয় মজি ভজি মহাডর॥
রাবনত নিবেদিল নিজ পরাজয়।
অকারন হত জত নিশাচরচয়॥
হেন বানি শুনি মানি হানি আপনার।
অতি ক্রুড়মতি সে রাবন দুরাচার॥
মহাবল মন্ত্রিপুত্রগনক তখন।
মম সহ সমরে প্রেশীল দশানন॥

১ আশায় ২ শব্দে ৩ বিকৃত

সে সবার মহামার করিলো তখনে।
লৌহময় শুদুর্য্যয় পরিঘ ভিশনে ॥
সে সবার শুদুর্ব্বার শুনিয়া কদন।
ক্রোধে অতি দুষ্টমতি শে দশবদন ॥
প্রহস্ততনুজ মহাভুজ বলশালি।
ভুবনে বিক্ষাত তার নাম জম্বুমালী ॥
মম বধকাজে রক্ষরাজে প্রেশীলেন।
শুবিশম পরাক্রম রনে জম জেন ॥
জম্বুমালি বলশালি মোরে গালি দিয়া।
অতি শুখে আমার সম্মুখে হৈল গিয়া ॥
চতুরঙ্গদলসঙ্গ অঙ্গদে কাঞ্চনি।
খড়্গচর্ম্মধর ভয়ঙ্কর ধনুপানি ॥
মম সঙ্গে রনরঙ্গে বিচিত্র জুঝিল।
দেবের জক্ষের বহু অস্ত্র প্রহারিল ॥
মহাবলে সমদলে অবিকলে আমি।
সমরে মারিয়া কৈলো জমলোকগামি ॥
সেহি পরিঘত হত জত নিশাচর।
সমরত পড়ি গেল সমননগর ॥
দিয়া ত্রাশ সর্ব্বনাশ করি রক্ষদল।
সাদে সিংহনাদে করিলাম কুতুহল ॥

জম্বুমালি বির সমরে শুধির
সঙ্গে বাহিনির মম আহবে।
তেজি প্রানধন সমনসদন
করিল গমন সেবেলা জবে ॥
এমত সংবাদ শুনিয়া বিশাদ
মানিয়া প্রমাদ দশবদন।
পঞ্চ শেনাপতি বলশালি অতি
পরম দুর্ম্মতি মহাভিশন ॥
অতুল বিক্রম সবে জিতশ্রম
রনে জেন জম মদান্ধ অতি ॥
আমাক জুঝিতে বিক্রম বুঝিতে
প্রেশীল তরিতে সে রক্ষপতি ॥
মম সনে রন করিতে তখন
বলি জনে জন উচ্ছাহে অতি ॥
সে জে নিশাচর বিচিত্র সমর
করিল তৎপর তার সংপ্রতি ॥
বিক্রমে দুর্ব্বার কৈল মহামার
তবে সে সবার আমি তখন।
তুরগ বারন রথরথিগন
সমনভবন কৈল গমন ॥
জুদ্ধের বাশনা আমার গেলনা
পুন জুদ্ধমনা আমি তখন।
কাঞ্চনি ১ তোরনে আরোহি তখনে
অতি রঙ্গমনে করি নর্দ্দন ॥
পঞ্চ শেনাপতি সমনবশতি
গেল সিগ্রগতি শুনি এমত।
কোপে দশানন অরুননয়ন
কৈল আদেশন সে জে কালত ॥
অক্ষ নাম শুত সর্ব্বগুনজুত
বিক্রমি অদ্ভুত তপশ্যাবলে।
তাহাক তখন রাজা দশানন
সমরকারন প্রেশে সদলে ॥
বহু নিশাচর অতি ভয়ঙ্কর
তুরগকুঞ্জর তার সঙ্গতি।
মোর সঙ্গে রন দিলেন তখন
রাবননন্দন বিক্রমি অতি ॥
তাক ভুজবলে মথিল সদলে
অতি কুতুহলে আমি তখনে।

১ স্বর্ণের

নিজ তেজরাশি　　বিপুল প্রকাশী
রহিলাম বশি　　সেহি তোরনে ॥
রাবননন্দন　　করি ঘোর রন
সমনসদন　　গেলেন চলি ।
দুতমুখে হেন　　তবে শুনিলেন
কোপে জলিলেন　　রাবন বলি ॥
সে জে দুরাচার　　তবে বারম্বার
করি হাহাকার　　সোকে তখন ।
পুন কোপে অতি　　জলিয়া দুর্ম্মতি
ইন্দ্রজিত প্রতি　　কৈলাদেশন ॥
অনুজ্ঞা পিতার　　পাইয়া দুর্ব্বার
রাবনকুমার　　সে মেঘনাদ ।
আরোহি শুন্দন　　রাবননন্দন
সমরকারন　　করিয়া সাদ ॥
সন্য সঙ্গে সাজ　　হয়া হৈল বাজ
সে জে জুবরাজ　　মহাবিক্রমি ।
অতিশয় শুর　　পরম নিষ্ঠুর
তেজি নিজপুর　　সে জিতশ্রমি ॥
সে জে জোদ্ধা ধন্য　　বির অগ্রেগন্য
কিছুমান দন্য　　না ভাবি মনে ।
আমাক দেখিয়া　　হর্শক লভিয়া
বিপুল গর্ব্বিয়া　　আরম্ভি রনে ॥
করি বহু সর　　ঘোর কলেবর
কৈল জর জর　　সে জে বিক্রমি ।
আদেশে তাহার　　রাক্ষশ দুর্ব্বার
বধত আমার　　আইশে আক্রমি ॥
মহাস্তিমবল　　রাক্ষশপটল
সমরে অটল　　ধাইল মোরে ।
আমি দেখি তাক　　বলি থাক থাক
ধাইলো তাহাক　　বিক্রমদ্বারে ॥

মোর সনে রন　　হইল তখন
লোমহরশন　　ভিশন অতি ।
করিয়া কদন　　জমের সদন
প্রেরণীলো তখন　　বিক্রমে মথি ॥
দেখি হেনমত　　তবে সেকালত
থাকিয়া রথত　　সে জে দুর্ম্মতি ।
অবশ্য তাহার　　আমি শুদুর্ব্বার
জানি দুরাচার　　ক্রদ্ধতেতে অতি ॥
ব্রর্ম্মপাশে সন্ত　　তবে সে দুরন্ত
মোরে বান্ধিলন্ত　　অতিলাঘবে ।
পাশের বন্ধনে　　করিলাম মনে
ত্রাণ ইহা হনে　　হইতে তাণ্ডবে ॥
পরে মোর মনে　　হইল তখনে
ব্রহ্মপাশ হনে　　হৈতে নেস্তার ।
না হয় উচিত　　আমার নিশ্চিত
ব্রেত্তান্ত বিদিত　　আছে আমার ॥
মিথ্যায় মায়ায়　　আঁপন কায়ায়
করি সবপ্রায়　　চেষ্টাবিহিন ।
আমাক এমত　　দেখি সেকালত
নিশাচর জত　　ঘুচি মলিন ॥
হর্শ হয়া অতি　　সকল দুর্ম্মত
রাজসভা প্রতি　　নৈতে বাঞ্চায় ১ ।
রর্জ্জুয়ে বন্ধন　　করিল তখন
তুষ্টে রক্ষগন　　মোর কায়ায় ॥
সবে দুরাচার　　মোরে বান্ধি ভার
সভাত রাজার　　নৈল তখনে ।
রাবনভবন　　দেখিলো তখন
অতি শুশোভন　　চিত্র কাঞ্চনে ॥
রাবন আজ্ঞায়　　তখন আমায়
রক্ষ সমুদায়　　জিজ্ঞাশা করে ।

১ লইতে ইচ্ছা করে

তুমি কোনজন হে কপি ভিশন
স্বরূপ বচন কহ সত্তরে ॥
রক্ষ জিজ্ঞাশন শুনিয়া তখন
উচিত বচন বলিলামামি।
আমি বায়ুশুত শ্রীরামের দুত
জানিবা প্রস্তুত হে রক্ষস্বামি ॥

গুনধাম রামনাম করিয়া শ্রবন।
আর তার দুত হেন শুনিয়া তখন ॥
ক্রুধি অতি সে দুর্ম্মতি রাজা দশানন।
অরুন নয়ন করি বলিল বচন ॥
মার দুরাচার বানরক রক্ষগন।
রাবন-আজ্ঞায় প্রান জায় জে তখন ॥
সে সময় শুনিশ্চয় প্রান মোর জায়।
দেখি হেন চিন্তিলেন মহাধর্ম্মকায় ॥
রাবন অনুজ মহাভুজ অনুপাম।
অতি মতিমান বিভিশন তার নাম।
পরম বৈষ্ণবাধর বির বির্জ্জশিল।
ধর্ম্ম অর্থ জুক্ত বাক্য তথন বলিল ॥
পুটপানি হয়া বানি তেজিয়া আশন।
শুবিনয় সে সময় বলিল বচন ॥
মহারাজা অকাজ করহ কি কারন।
দুতচয় বধ্য ১ নয় সাস্ত্রে নিদর্শন ॥
দুতের বিবিধ দণ্ড সাস্ত্রেত লিখয়।
অঙ্গের বৈরূপ্য আদি চণ্ড দণ্ডচয় ॥
কুশায় দুতের কায় করিবে তাড়ন।
অথবা দুতের করি মস্তক মুণ্ডন ॥
উচিত বচন দশানন শুনি পরে।
রাক্ষস সবাক আজ্ঞা করিল সত্বরে ॥

কপির লাঙ্গুলে কর অগ্নির প্রদান।
এই সে উচিত শাস্তি ইহার প্রধান ॥
দশানন আদেশনে তবে রক্ষগনে।
লাঙ্গুল বেষ্টীল আনি কার্পাশবশনে ॥
তৈলে ঘৃতে সিক্ত করি লাঙ্গুলে তখন।
লাগাইয়া দিল আনি দারুন দহন ॥
অগ্নি দিয়া মোরে নিয়া চলিল তখন।
নগরের বহির্দ্বারে তবে রক্ষগন ॥
আর এক অশম্ভব হৈল সে সময়।
মম পুস্চে অনল সেবেলা অতিশয় ॥
দহিবাক আমাক নারিল হুতাশনে।
সিতলসমুহ ন্যায় জ্ঞান হৈল মনে ॥
রামপদবলে সিতা সতি আশীর্ব্বাদে।
বাচিল আমার প্রান পরম প্রষাদে ॥
অনুমানি মনে জানি হানি নাহি মোর।
সে সময় হৃদয় আনন্দ লভি ঘোর ॥
মায়াকায়া সংখেপ করিয়া অতিশয়।
বন্ধনত হনে মুক্ত হয়া সে সময় ॥
পাছে কাছে পায়া এক পরিঘ ভিশন।
নগরদ্বারত স্থির জত রক্ষগন ॥
তাক সেহি পরিঘে মথিয়া ভুজবলে।
মনে আমি স্বামিহিত চিন্তি কুতুহলে ॥
দ্বিগুবস্তু অত্যন্ত জলন্ত হুতাশন।
দগ্ধ করিলাম স্বর্ণ রাবনভবন ॥
জুগান্তকালত জেন প্রচণ্ড দহন।
সেহিপ্রায় লঙ্কালয় অনল তথন ॥
লঙ্কালয় দগ্ধময় করি সেকালত।
অতুল বিপুল চিন্তা আইল অন্তরত ॥
মনে করিলাম কি করিলাম দুস্কৃতি।
দাহে দাহ হৈল বুঁঝি জনকদুহিতি ॥

১ বধ্য

লঙ্কালয় ভস্মময় হৈল সমুদায়।
বুঁঝি জানকিক দগ্ধ করিলাম হায় ॥
মনে চিন্তি এবম্কান আমি সে কালত।
মগ্ন হয়া রহিলাম দুখ্‌খসাগরত ॥
খেচরনিকর বাক্য বলিল তখন।
শুন শুনবন্ত সন্ত পবননন্দন ॥
সকল লঙ্কাক তুমি করিলা দাহন।
জানকি হয়াছে রক্ষা জানিবা কারন ॥
রামের প্রভাবে বৈদেহির তপবলে।
মথিলাম লঙ্কাধাম আমি কুতুহলে ॥
শুগ্রিবপ্রিয়ার্থে আমি এত অনুষ্ঠান।
করিলাম আমি জানিবাহা বুঁদ্ধিমান ॥
জতার্থ ১ এসব তব অগ্রে বলিলাম।
মিথ্যা না মানিবা মনে ওহে গুনধাম।
বিপুল রক্ষের কুল আকুল করিয়া।
রামের বনিতা সিতাপদে প্রণামিয়া ॥
অপার সে পারাবার পার হয়া শুখে।
তোমাক সবাক দেখিলাম শুকৌতুকে ॥
ইহার উত্তর ২ কার্য্য ধার্য্য কর তবে।
হয়া হর্ষি পরামর্শি এসময় সবে ॥
ইতি শ্রীশুন্দরকাণ্ডে বাল্মিকরচন।
হনুমানবাক্য নাম সর্গ্‌গ শুশোভন ॥
উনষষ্ঠী সর্গ্‌গ * পদ হৈল সমাপন।
রাম রাম রাম মন জপ অনুক্ষন ॥
শুন মন নিবেদন করি তব স্থানে।
অলশ করহ কেন রামগুনগানে ॥
মুক্তিধাম রাম নাম চিন্ত হৃদয়ত।
রশনা অলশে জদি নৈতে বদনত ॥

[একষষ্ঠি সর্গ]

হনুমান জ্ঞানবান তবে সে সময়।
আদ্যোপান্ত ব্রত্তান্ত জতেক কথাচয় ॥
পুনর্ব্বার বলিবার লাগীল তখন।
শুন জাম্বুবান বির বালির নন্দন ॥
রাঘব উর্দ্জোগ হৈল সকল সফল।
শুগ্রিবের প্রয়াশ সফল মহাবল ॥
সিতা অন্বেশনে মম সাগর লঙ্ঘন।
সার্থক হৈল শুন কপিগন ॥
দেখিলাম শুসিলা জনকদুহিতারে।
মহাতপশ্বীনি সতি শ্রীরামভার্য্যারে ॥
ত্রিভুবন জগজন ধারন করিতে।
পারে অতি সত্যবতি সতি হরশীতে ॥
গুণালয়া রামজায়া জদি কোঁপ করে।
ত্রিভুবন বিনাশীতে পারে নিরান্তরে।
দহিবাক পারে তিনি লোক চরাচর।
শুদ্ধাশয়া ধর্ম্মালয়া কুপিলে সত্তর ॥
অবধান কর আর অপর কথন।
অত্যন্ত প্রভাববন্ত রাজা দশানন ॥
পর্শ করি সিতা অঙ্গ দশানন যত।
অঙ্গ সতখণ্ড হয়া নৈল ভস্মসাত ॥
জাজ্বল্যজ্বলন প্রায় সিতাকলেবর।
তপবলে জজ্ঞের জ্বলন সমসর ॥
তাক পর্শী মহাজশী দশাননকরে।
না হইল পাত ভস্মসাত নিশাচরে ॥
জে করিতে না পারয় দারুন দহনে।
জানকি করিতে তাক পারে একক্ষনে ॥

---

১ যথার্থ ২ পরে করনীয়

* উনষষ্টি সর্গ আগেই সমাপ্ত হইয়াছে। এখানে ষষ্টি সর্গ হইবে।

হেন সিতা অঙ্গস্পর্শ করি দশানন ॥
না হইল ভষ্ম তপবলে সে দুর্য্যন ।।
অতঃপর নিশাচর তেজস্বীপ্রধান ।
জাত পাত সে বেলাত না হৈল দুর্য্যন ১ ॥
সর্ব্বময় লঙ্কালয় অশোককাননে ।
সিংশপ তরুর তলে বিচিত্র ভবনে ॥
শুষ্খন্নিতা ২ শুবিনিতা বনিতা রামের ।
বাশ করে রক্ষঘরে লিখন কর্ম্মের ॥
রাবনকিঙ্করি নিশাচরি পরিবার ।
আবরিছে সিতাক জানকি মধ্যে তার ।।
সদা শে প্রমদা রামরতা পতিব্রতা ।।
সর্ব্বক্ষন জার মন রাম-অনুগতা ॥
অনন্য স্বরন রামচরনত জার ।
রাম বিনে তার মনে চিন্তা নাহি আর ॥
পুরন্দরে জেন রত অবিরত অতি ।
পুলমজা সঁতিসিরমনি সত্যবতি ॥
একবস্ত্রা শোকাকুলা সন্তপ্তমানসা ।
অতি দিন তনু ক্ষিন সে জে মহাজশা ॥
শুখদা আমদা শে প্রমদা নাম বনে ।
নিবাশ করয় সিতা অশোককাননে ॥
বিক্রিত ৩ বদনা ঘোর ভিশনা দশনা ।
রক্ত মাংস মজ্জাগনে তিমিত বশনা ॥
গর্জ্জন করিয়া সদা তর্জ্জন বচনে ।
ভর্চ্চন করয় জানকিক অনুক্ষনে॥
একবেনিধরা রাম বামনয়নার ।
মনপঙ্কে পৌরি ৪ তনু দিগিধ ৫ তাহার ॥
রামচিন্তাপরায়না সতি নিরন্তরে ।
পিপাশিনি চাতকিনি জেন ঘনতরে ॥
ধরনিছুহিতা সদা ধরনিতলত ।
সয়ন করয় সিতা অর্দ্ধবশনত ॥
স্বর্ন বর্ন তনু হৈছে বিবর্ন তাহার ।
হিমন্তে ৬ কমল বন জেমত প্রকার ॥
এহি মত কব কত অবস্তা সিতার ।
দেখিলাম আমি এহি নেত্রে আপনার ॥
হেন দেখি আমি দুখি হয়া অতিশয় ।
অতি কষ্টে শ্রেষ্টে জায়া তাহার আলয় ॥
নিকট জাইয়া দিয়া নিজ পরিচয় ।
আশ্বাশীয়া বিশ্বাস জন্মায় শে শময় ॥
সিতা সঙ্গে সে সময় করি সম্ভাশন ।
বলিলো ব্রত্তান্ত আদ্যপান্ত বিবরন ॥
রাম শুগ্রিবের সখা জত বিবরন ।
আমার বচনে করি শ্রবন তথন ॥
সতি অতি প্রীতি লভিলেন সে সময় ।
শুন গুনবন্ত সন্ত বালীর তনয় ॥
অনিন্দিতা সিতা গুনজিতা মহাশতি ।
অদ্যাপি নিয়মে আছে রামের জুবতি ॥
পতিভক্তি হৃদে ধরি সিতা মহাশতি ।
দুখে কাল জাপে পরিতাপে শে জুবতি ॥
সিতাকোপানলে দগ্ধ হৈছে নিশাচর ।
নিমিত্ত হইবে মাত্র রাম ধনুদ্ধর ॥
গুনজিতা সিতা দুষ্খন্নিতা শদা শতি ।
সদা স্মরে অন্তরে শ্রীরাম রঘুপতি ॥
বিস্তার অবস্তা তার করিলা শ্রবন ।
অখন জে কর্ত্তব্য চিন্তহ সর্ব্বজন ॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকরচন ।
সিতার প্রসংশা নাম স্বর্গ্গ সমাপন ।

১ যখন সে সময় নিধন হয় নাই ২ শুষ্কমুখী ৩ বিকৃত ৪ পড়িয়া ৫ দগ্ধ ৬ হেমন্তে

[দ্বিষষ্টি সর্গ]

হনুমান এবক্কান জদি নিবেদিল।
বলশালি বালিসুত তখন বলিল ॥
শুন জাম্বুবান পুঃস্বরে কপিবর।
হনুমান জেবক্কান বলিল সুধির ॥
জে করিল সিষ্টশীল অনিলনন্দন।
তাক তোরা বিজ্ঞাপন হৈলা সর্ব্বজন ॥
অখন রামের সে বিরহি বৈদেহির।
জেরূপে সাক্ষাত হয় রাম রঘুবির ॥
তাহার বিধান অনুষ্ঠান করে সবে।
সবে জশী পরামর্শী সিদ্ধে সাধ তবে ॥
আমি একেশ্বর পারি লঙ্কা মথিতে।
সবান্ধবে সপুত্রে সে বানর সহিতে ॥
কি কথা বলের সঙ্গে মর্দ্দন লঙ্কার।
জাত তোরা সব আছ সহায় আমার ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র বেত্তা যদি হয় লঙ্কেশ্বর।
ইন্দ্র অস্ত্রে বিজ্ঞ জদি রাবন পামর ॥
বায়ব্য অস্ত্রক ভয় নাহিক আমার ॥
বরুন অস্ত্রে কি করিতে পারে দুরাচার ॥
বিগ্রহসময় করি নিগ্রহ বিপুল।
সমুলে রাক্ষসকুল করিব নির্ম্মুল ॥
অস্ত্র সস্ত্র সঙ্গে রনরঙ্গে মতি ১ তারে।
বিক্রমত আক্রমিব রাক্ষশ সবারে ॥
মোর ঘোর বাহুবল অচল মর্দ্দণ।
শিখরিসিখর করি বলে বিভঞ্জন ॥
তাক করি বৃষ্টী রক্ষ সৃষ্টী বিনাশীব।
ভুজবলে সিলাতলে দলে নিমথিব ॥
জদি ক্রোধী হয়া লয়া অচল ভিশন।
দেবতাক খেপি জদি হয়া কোপমন ॥
তবে তাক বধিবাক পারি জে নিলায়।
কোন তুচ্ছ কর্ক্কশ রাক্ষশ সমুদায় ॥
সুরাসুর জক্ষ রক্ষ দানব মানব।
গন্ধর্ব্ব চারণ পাতালের নাগ সব ॥
একে জোপে ২ জদি কোপে ধায়ন আমাক
অঙ্গদে আপন মদে না গনয় তাক ৪ ॥
শুস্ক জদি হয় এ জে জলধির জল।
সুন্দর কন্দর এ জে মন্দর অচল ॥
সে যদি চলয় শুস্ক হয় সিন্ধু জল।
তথাচ শুনহ জত কপি মহাবল ॥
আমাক কম্পাইতে কেহ না পারে সমরে।
কোন তুচ্ছ সমরে পামর নিশাচরে ॥
আমি আর অমিতবিক্রমি জাম্বুবান।
সর্ব্ব রাক্ষশের জম কাল বিদ্যমান ॥
মহাজশবান ৫ কর্ক্কশ সমরত।
অটল সে মহাবল নল মহোদ্দত ॥
সাল তরু সম উরুবেগত ইহার।
মহামহিধরবর হয়ন ৬ বিদার ॥
কোন তুচ্ছ তার আগে জত নিশাচর।
ভুজবলে রক্ষদলে লবে জমঘর ॥
দেবাসুর জক্ষ রক্ষ পন্নগ চারন
মহিন্দ্রার দ্বিবিদ সমান একজন ॥
জোদ্ধা মহাবলবন্ত নাহি হেনজান।
না দেখি এমন জন প্রবির প্রধান ॥
অশ্বিনিকুমার সুত অদ্ভুতবিক্রমি।
পিতামহ হনে বরলব্ধ জিতশ্রমি ॥
বলদর্প্পেত বিক্রমি মহাবল।
সমর সময় জাক ডরে আখণ্ডল ॥
পূর্ব্বে হংশজান ভগবান কৃপাময়।
অশ্বীনিকুমারদ্বয় হইয়া সদয় ॥

---

১ মথি ২ একত্রে ৩ আমার প্রতি ধাবিত হয় ৪ তাহাকে গণনা করে না ৫ যশস্বী ৬ হয়

মুহাকার শুভ বির অদ্ভুতবিক্রমি।
মহিন্দ্রার দ্বিবিদ পরম জিতশ্রমি॥
দেবাশুর জক্ষ রক্ষ সবাকাত হনে।
অবধ্য পরম বর দিছে দ্রুয়োজনে॥
দেবতার শেনার ধর্ষনা করি শুখে।
অমৃত করিছে পান দুহেতে কৌতুকে॥
তার তথা সর্ব্বথা লঙ্কাত নিস্বংশয়।
মথিবেক গজরাজি সঙ্গে লঙ্কালয়॥
রক্ষগন সঙ্গে রনরঙ্গে লঙ্কালয়।
বিগ্রহে নিগ্রহে দ্রুতে করিবে প্রলয়॥
আর আর শুদুর্ব্বার বলিয়ার কত।
পরমপ্রতাপি কপি কত কুটী ১ সত॥
লঙ্কানগরত রনরত হয়া জত।
রক্ষকুল শুবিপুল করিবেক হত॥
মম মত এহিমত স্বরূপত শুন।
অনায়াশে লঙ্কানাশে তুচ্ছ মানি পুন॥
জনকদুহিতা সিতা অশীতালোচনা।
রাম সনে সম্মিলনে বিগতশোচনা॥
হবে শুনিশ্চয় নিস্বংশয় মিথ্যা নয়।
আমার প্রয়াশে রক্ষনাশে শুনিশ্চয়॥
অনিন্দিতা সিতা সঙ্গে হয়া সন্দর্শন।
আর তার সঙ্গে রঙ্গে সম্ভাশনগন॥
হৈল লঙ্কাধামে শ্রীরামের প্রশাদাত।
না উদ্ধারি রামনারি চলিলে তথাত॥
এমত বচন নিবেদন করনত।
বির্জ্জসালি বিক্রমি সমরে মহোদ্দত॥
এ সবার ঘোর নিন্দা হবে অতিশয়।
গাইবে শুগ্রিবে দিবে মহালর্জ্জাচয়॥

অতঃপরে কর শবে প্রবন অখন।
ওহে জিতশ্রমি পরাক্রমি কপিগন॥
তোরা শবে অনুপম উত্তম বটহ।
সবে পারাবার পারে সামর্থ ধরহ॥
পরাক্রমে আক্রমিয়া সিন্ধু সমুদায়।
পারাবার হয়া পার পরম নিলায়॥
তোমার সবার কিবা অশাধ্য ভুবনে।
দেবতুল্য অতুল্য বিক্রমি জনে জনে॥
চলো সবে তবে মহোৎসবে লঙ্কাধামে।
জয় করি শুর-অরি রাবনে সংগ্রামে॥
বলে কুতুহলে রক্ষদলে নির্দ্দলিয়া।
সিখরিসিখর মহিরুহে প্রহারিয়া॥
সমরত করি হত জত নিশাচরে।
সমনসদন প্রেরী রাবন পামরে॥
কৃতার্থ লভিয়া উদ্ধারিয়া জানকিরে।
প্রদান করিয়া গিয়া রাম রঘুবিরে॥
বিচক্ষন লক্ষন শ্রীরাজিবলোচন।
মম পিতা আর সেই শুগ্রিব রাজন॥
এসবার সন্দর্শন করি গিয়া পরে।
শুন বলবন্ত শন্ত জত বিরবরে॥
এ কারন অকারন মানশদাহনে।
কেন চিন্তা দাহ কর মহাবিরগনে॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকরচন।
অঙ্গদের বাক্য নাম সর্গ্গ সমাপন॥
একসষ্ট* সর্গ্গ পদ হইল বিরাম।
তেজ মন আন কাম জপ রাম নাম॥

———

১ কোটি
* বিষষ্টি লেখা উচিত ছিল।

[ত্রিষষ্টি সর্গ]

অঙ্গদবচন শুনিয়া তখন
জাম্বুবান নিগদতি।
শুন মোর বানি ওহে মহামাণী
বালিশুত মহামতি॥
জে বলিছ তুমি তাক কপিস্বামি
না করিবে প্রশংসন।
অনুজ্ঞা এমত করিছে পূর্ব্বত
শুগ্রিব কপিরাজন॥
দক্ষিন দিশত চল কপি জত
বিচার বিস্তার স্থানে।
আন জানকির তত্ত জত বির
আছে সিতা কোনখানে॥
এহি আদেশন করিছে রাজন
আজ্ঞা দিছে কপিগনে।
পাইলে তত্ত তার পরেতে তাহার
পরামর্শী রাম শনে॥
কপিশ্বর সঙ্গে প্রভু রাম রঙ্গে
জয় করি অরি রণে।
করিবে উদ্ধার নিজবনিতার
বধ করি দশাননে॥
তাক কিরূপেতে আমার অগ্রেতে
জয় করি অরাতিক।
তেজিয়া সবাক মথিয়া লঙ্কাক
উদ্ধারিব জানকীক॥
মম এহিমত কর কর্ণগত
জুবরাজ মহাবল।
রাঘব অগ্রত প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বত
করিয়াছে জে সকল॥
সে জে কপিশ্বর প্রতাপে ভাস্কর
শুনিয়াছ সর্ব্বজন।
রামনারিহারি জেবা দুরাচারি
তাক করিয়া হনন॥
সামান্য বান্ধবে তাহাক আহবে
মথিয়া বিক্রম করি।
ভার্জ্জা আপনার করিবে উদ্ধার
রাম পুরুশকেশরি॥
প্রতিজ্ঞা তাহার মিথ্যা করিবার
কি সক্তি আছে আমার।
তার অবিদিত এ কর্ম্ম গর্হিত
করিলে দোশ অপার॥
বলি সার মর্ম্মে সন্তুষ্ট এ কর্ম্মে
না হইবে কপিশ্বর।
তবে আমাদের বৃথা বিক্রমের
বির্য্য দর্শান অপর॥
শুন সবে ভাই চল চল জাই
যথা শ্রীরাম লক্ষন।
চল জায়া তথা বলি সব কথা
কি আজ্ঞা করে রাজন॥
শুনি কপিশ্বরে কিবা আজ্ঞা করে
আমাক সবাক তবে।
সেমতাচরন করিব তখন
প্রানপনে মিলি শবে॥
জাম্বুবান বানি হেন শুনি মানি
সকল বাক্য তাহার।
হিত করি জ্ঞান করি বলবান
প্রশংশী করি স্বিকার॥
তথায় গমনে মন সেহিক্ষনে
করি হরিগন শঙ্গে।
জলদনিনাদে সবে অতিশাদে
সিংহনাদ করি রঙ্গে॥

মত্ত গজপ্রায় কত মহাকায়
কত ধরাধরসম।
নিলাঞ্জনপ্রায় কত কপিকায়
নানাবর্ন্ন মনোরম॥
মন্দর পর্ব্বত সম কত সত
কপি অতি মহাকায়।
গগন তখন কৈল আচ্ছাদন
গমন করি নিলায়॥
অতি বেগে গতি কিশ্‌কিন্দাক প্রতি
গমন করিল সবে।
মারুতি অগ্রত করি সে কালত
অতিশয় মহোৎশবে॥
কপি জত বায় দৃষ্টীর দ্বারায়
পান করি মারুতিরে।
গগন গমনে তবে সর্ব্বজনে
চলিল নাদি গম্ভিরে॥
গুনধাম রাম পুর্ন্ন হৌক কাম
জয় হৌক রঘুবর।
শুগ্রিবের জশ ঘুশুক ত্রিদশ
এহি বলি পরস্পর॥
কপিগন জত তবে সে কালত
এহিমত আকিঙ্খায় ১।
প্রিয় সম্ভাশন করিয়া তখন
উৎসবে ধায় নিলায়॥

অতিগতি করি হরি সকল তখন।
লঙ্ঘন করিয়া বহু নদ নদিগন॥
বহু দেশ মুনির আশ্রম শৈলচয়।
পথ ক্রমে ক্রমে আক্রমিয়া কপিচয়॥

তপনতনয় শুগ্রিবের মধুবন।
দেখি শুখি হৈল জত কপিবিরগন॥
দিতিয় নন্দনবন সম অনুপম।
মধুবন বিচিত্র শোভন মনোরম॥
কোন প্রানি নারে তারে করিতে ধর্শনা।
সর্ব্বজনমনবিরঞ্জন ২ শুশোভনা॥
জাক রক্ষা করে মহাভুজ কপিবর।
দধিমুখ নামে খ্যাত ভিশন বানর॥
শুগ্রিব রাজার সে মাতুল মহাবল।
জার সঙ্গে বহুতর বানর পটল॥
প্রতাপী পরম কপীগন সে সময়।
তাক দেখি হর্শে অতি আনন্দহৃদয়॥
সে সময় শুদুর্য্যয় কপিচয় তবে।
মধুবন দেখি মন তুষ্ট হয়া সবে॥
জাম্বুবান হনুমান আদি কপি শবে।
বনশোভা দেখি লোভা হইলেন তবে॥
মধুকুল ভক্ষন আশায় সমুদায়।
পরস্পরে কানাকানি করে জত বায়॥
সেসময় সদাশয় পবনতনয়।
অঙ্গদক সম্বোধিয়া বচন বোলয়॥
সিদ্ধার্থ তোমার ভের্ত্ত ৩ গনের বাশনা।
প্রশাদ করহ তবে পুর্নক কামনা॥
অঙ্গদ মারুতি মতি বুঁঝিয়া তখন।
হাশ্য করি প্রীতে সত্ত বলিল বচন॥
হে হে অতি মতিবন্ত শন্ত হনুমান।
কিবা ইৎসা কর কপিবর বলবান॥
অঙ্গদ এমত জদি বলিল বচন।
তবে অতি হর্শ হয়া পবননন্দন॥
জ্ঞাতিগন সঙ্গে রঙ্গে তবে সে সময়।
বলসালি বালিশুতে বিনয় বোলয়॥

১ আকাঙ্খায় ২ মনোলোভন ৩ ভৃত্য

শুন জুবরাজ মহারাজার নন্দন।
অনুপম মনোরম এ জে মধুবন ॥
তব পিতাকৃত এযে উত্তম উদ্যান।
মনোহর চারুতর দেখি বিদ্যমান ॥
বানরপুঙ্গবে দেহি এহি নিবেদন।
বাশনা পুরহ মহারাজার নন্দন ॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকরচন।
বাশষ্টী ১ সর্গ্গ জে মধুবনত গমন ॥
হৈল পদবন্দন নন্দনন্দনচরনে।
সরন পশহ ২ ভাই জিবন মরনে ॥

[চতুঃষষ্টি সর্গ]

হনুমানবাক্য শুনি অঙ্গদ তখন।
মারুতিক সম্বোধিয়া বলিল বচন ॥
বিপুল কপির কুল সঙ্কুল হইয়া।
মধুবন গমন করহ তুষ্ট হইয়া ॥
কৃতকর্ম্মা হনুমন্ত সত্ত মহাধির।
তার বাক্য কর্ত্তব্য জানিবা জত বির ॥
কোন তুশ্চ ৩ মধুবন ভক্ষন করন।
জাত ইনি করিয়াছে অশাধ্য সাধন ॥
অঙ্গদের সঙ্গত সে শুনিয়া বচন।
সাধু বলি প্রশংসা করিল কপিগন ॥
অঙ্গদ অনুজ্ঞা ধরি তবে হরিগন।
হৃষ্টমতি হয়া অতি সকলে তখন ॥
অঙ্গদক পুজা করি জত হরিগন।
রঙ্গমনে মধুবনে করিল গমন ॥
সিতার দর্শনবার্ত্তা শ্রবনে তখন।
লব্ধি জাত অশথাত হর্শ কপিগন ॥

আপন সভাবে হর্শভাবে সে সময়।
মধুবন প্রবেশন হৈল কপিচয় ॥
মধুময় বৃক্ষচয় পায়া কপিগন।
আনন্দে মগন মন হয়া জনেজন ॥
কতজন বৃক্ষগন কৈল আরোহন।
জিভ্যা দিয়া লেজ্য ৪ করে বৃক্ষক তখন।
কত কপী পরমপ্রতাপী সে সময়।
চণ্ড ভূজদণ্ড দিয়া বৃক্ষ আলিঙ্গয় ॥
ভুমিতলে পাড়ি বলে কুতুহলে অতি।
ভক্ষণ করয় ফল তুষ্ট হয়া মতি ॥
কপিগন কতজন রশপান করে।
কতজন ফলগন ভুঞ্জে নিরন্তরে ॥
এহিমত সেকালত কপি জত তবে।
ফলমুল নির্ম্মুল করয় শুতাণ্ডবে ॥
শুগন্ধি শুরশবন্তি মধুপান করি।
মত্তমতি হৈল অতি জত জত হরি ॥
মদে মত্ত হয়া সত্ত কপি জতমান।
মহোৎকটা মহাভটা বির্দ্ধংশী উদ্যান ॥
কত কপী প্রতাপী সে আশব আশনে।
মত্তমতি হয়া অতি আনন্দিত মনে ॥
তরুতলে চারুস্থলে বৃক্ষপত্রগন
আনিয়া আনিয়া করি সর্জ্জা ৫ বিচরন ॥
তাত বলী মহাজলী কত কপীগন।
হাস্য করে উশ্চস্বরে আশবে মগন ॥
কতজন মত্তমন হয়া সেসময়।
পরস্পরে নিরন্তরে কলহ করয় ॥
কত কপি পরমপ্রতাপি উশ্চাহত ৬।
বাহুস্ফোট করে পরস্পরে সেকালত ॥
কপিগন কতজন নর্ত্তন করয়।
কেহ দেহ অবশে আলোশেতে শুতয় ৭ ॥

---

১ তেষট্টি লেখা উচিত ছিল। ২ শরণ লও ৩ তুচ্ছ ৪লেহন ৫ শয্যা ৬ উৎসাহেতে ৭ আলস্যে শয়ন করে

কত কপি পুনরপি চড়ি বৃক্ষাগ্রত।
অতৃপ্ত হইয়া মধু পিয়ে সেকালত॥
কপিগন কতজন বৃক্ষ উৎপাটীয়া।
রশচয় বিভঞ্জয় উদর পুরিয়া॥
পান করি কত হরি আশব তথন।
স্বভাসায় ১ গিত গায় আনন্দে মগন॥
কপিগন কতজন নর্দ্দন করয়।
নৃত্ত করে পরস্পরে আনন্দহৃদয়॥
হাশ্ব করে পরস্পরে নিরন্তরে কত।
আশব অশন করে কত সেকালত॥
নর্দ্দন করয় কত করয় ভক্ষন।
কথা কয় কপিচয় তদা কতজন॥
কত মহোদ্দত কপী প্রতাপী তথন।
পরস্পরে করে শুখে প্রেম আলিঙ্গন॥
কতজন আরোহন করিয়া বৃক্ষত।
মহিতলে কুতুহলে পড়ে সেকালত॥
আরবার শুদুর্ব্বার চড়ি বৃক্ষাগ্রত।
তথা হনে রঙ্গমনে লাফে ২ সেকালত॥
কতজন ভয়মন হয়া সে সময়।
পলায়নপরায়ন তথা হনে হয়॥
অতিপানে নানাস্থানে কতেক শুতিছে।
নয়ন মুদ্রিত করি নিদ্রিত হইছে॥
তাক ধরি কত হরি করি আকর্শন।
তথা হনে অন্তত্র করায় সয়ন॥
কপিগন কতজন বেগে ধায়া জায়।
বারন কারন তাক আর জন ধরয়॥
এহিমত সেকালত কপিসঙ্গগন।
আশব অশনে হয়া শুমগন মন॥

কপিসঙ্গে হেনমত নাহি একজন।
নাহি হয় মত্ত করি আশব অশন॥
সবে মত্ত মহাসত্ত কপি জাত মানে।
তৃপ্ত অতি মত্তমতি মধুরশপানে॥
মধুবন কপিগন বির্দ্ধংশন করে।
ভক্ষন করয় বৃক্ষচয় ক্ষয় পরে॥
পত্র পুষ্প ফল মুল করে বিদ্ধংশন।
দেখি ক্রোধিলেন দধিমুখ শুভিশন॥
অতুল বিক্রমে সে জে মাতুল রাজার।
ক্রোধচিতে নিবারিতে আশীল দুর্ব্বার॥
বোলে কি করহ ওরে বানর পামর।
বন নষ্ট করো ওরে তেজি রাজডর॥
বারম্বার করি মানা শুনিয়া শুননা।
শুগ্রিব রাজার বন জানিয়া জাননা॥
হেন জদি দধিমুখ নিশেধ করয়।
শুনি কপিগন কুপি তবে সেসময়॥
চারি পার্শে আবরিল সে দধিমুখক।
তথাচ নিশেদ করে জত বানরক॥
তার অনুচর জে বানর সঙ্গে করি।
বন রক্ষা হেতু সে জে মহা কক্ষা ধরি॥
প্রাণপনে কায়মনে বনরক্ষা তরে।
ঘোরতর স্বরে মহা আর্ত্তনাদ করে॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকপ্রনিত।
মধুবন বির্দ্ধংশন সগর্গ রশান্বিত॥
ত্রিসষ্টী ৩ অধ্যায় পদ হইল বিরাম।
তেজমন আন কাম জপ রাম নাম॥

—

১ মিষ্ট ভাষায় ২ লম্ফ দেয় ৩ চতুঃষষ্টি লেখা উচিত ছিল।

[পঞ্চষষ্টি সর্গ]

সেকালত কপি জত মধুপানে হয়া মত্ত
অঙ্গে অঙ্গে করে সিংহনাদ।
দিরদ সম নিনাদে নাদ করে মহাশাদে
নাহি করি অন্তরে বিশাদ॥
কত কত কপিগন বশী শুখে হর্শমন
কতজন গিছে স্থানান্তর।
কত কত কপিগন সাখা করি আলম্বন
খেলা করে আনন্দ সত্বর॥
কতজন সাখাগন বলে করি বিভঞ্জন
খেপন করয় রঙ্গমনে।
কত অঙ্গ ভঙ্গ করি অলশ তেজয় হরি
এহিরূপে আছে জনে জনে॥
রাজার মাতুল বলি অতিশয় কোপে জলি
আজ্ঞা দিল নিজ অনুচরে।
চল মহাবলগন জায়া কর নিবারণ
মধুবন বিনাশে বানরে॥
তাহার সে আজ্ঞা পায়া কপিগন ধায়া জায়া
নিশেধিল সকল বানরে।
বনগন বির্দ্ধংশন কেন কর কপিগণ
শুগ্রিবক না ডর সত্বরে॥
হেন শুনি কপিগন রুষ্ট হয়া জনে জন
আর মধুপানে মত্ত অতি।
বোলেরে কার আজ্ঞায় নিশেধ কর আমায়
কাক ভয় দেখাও দুর্মতি॥
এহি বলি পরস্পরে হনুমান পুরস্বরে
ধাইল সেসবাক কোপমনে।
জারে পায় তারে ধায় কিল মুষ্টী পদে তায়
প্রহারয় পরম কোপনে॥

হনুমান আদি করি আর আর মহাহরি
সবে মত্ত হৈছে মধুপানে।
না করিয়া কিছু ভয় প্রহারিয়া শুনির্দ্দয়
মৃতপ্রায় কৈল জনে জনে॥
প্রহারে বিদির্ন্ন তনু ভগ্ন হয় শীর হনু
পলাইল রাখিয়া জিবন।
রুধিরে দিগিধ[১] তনু কম্পে তনু পুনুঃ পুনু
খরশ্বাশে করে নিবেদন॥
হনুমান জাম্বুবান অঙ্গদ আদি প্রধান
মধুবন করে বির্দ্ধংশন।
উচ্ছন্ন করিল বন নানা তরুলতাগন
অবধানে করে নিবেদন॥
কি কর্ত্তব্য এসময় চিন্তা কুর মহাশয়
কর কাল রূপে আচরন।
সে জে অতি উগ্রতেজা শুনিলে শুগ্রিব রাজা
চণ্ডদণ্ড করিবে তখন॥
আমার অসাধ্য তাত তার প্রহারত জাত
গতাশুশমান জনে জন।
পলায়া রৈলা জীবন তথাচ এ [illegible]জন
দেবপথ করিলাম দর্শন॥
শুনিয়া এমত বানি দধিমুখ মহামাণী
কোপে জলি অলনসমান।
বনপাল কপিচয় আশ্বাশীয়া সেসময়
বোলে সাজ কপি বলবান॥
আইশ শবে মোর সঙ্গে সর্জ্জ হৈয়া রনরঙ্গে
মধুপানকারি সকলের।
উচিত করিব তার করিয়া চণ্ডপ্রহার
আমাক অবজ্ঞা বানরের॥

১ সিক্ত

নিবারিব সে সকলে আপনার ভুজবলে
সমরে অমরে নাহি ভয়।
কোন তুচ্ছ কপিবর জদি আইশে আখণ্ডল
তাক আমি না ডরি নিশ্চয়॥
দধিমুখ বচনত সেসময় কপি জত
চলিল অনিলবেগে শত।
উচ্ছাহ পরম সাদে সিংহনাদ মহানাদে
ঘর্শন করিয়া দন্তে দন্ত॥
সে জে অতুলবিক্রমি অতিশয় জিতশ্রমি
বাহুশালি বিপুল ক্রোধত।
বলে সন্ত আপনার গুরু তরু সুদুর্ব্বার
উক্ষারিয়া করিয়া করত॥
সঙ্গে রঙ্গে হরিগন সিলাধারি কতজন
কতজন বৃক্ষগন করে।
ধাইল পরম কোপে বায়ুবেগে একজোপে
তবে দধিমুখ পুরস্বরে॥
হনুমান অঙ্গদ করি আর জত মহাহরি
সেসকল ধাইল তখন।
কত করে সিলা ধরি বৃক্ষ ধরি কত হরি
ধাইল অতি করিয়া গর্জ্জন॥
জথা বনপাল কপি অতি পরমপ্রতাপি
তথা চলিলেন কোপমনে।
মধুপানে মত্ত অতি আনন্দ সবার মতি
করি সিংহনাদ শুভিশনে॥
দধিমুখ দরশনে হৃষ্ট হয়া জনে জনে
হনুমানঙ্গদ আদি করি।
চলিল অনিলবেগে কপিগন একেলগে
থাক থাক বলি কোপ করি॥
চইয়ো দলে কুতুহলে সিলাবৃক্ষ লয়া বলে
আরম্ভিল মহাসংপ্রহার।
মুষ্টী কিল সিলা ক্ষেপে, কত কপি মহাকোপে
কেহ বৃক্ষে প্রহারে দুর্ব্বার॥
এহিমতে কতক্ষণ হৈল অতি ঘোর রন
হেন দেখি বালির নন্দন।
কোপ করি অতিশয় চণ্ডভুজ দণ্ডদ্বয়
দধিমুখে ধরিল তখন॥
বলে পড়ি প্রিথিবিত ঘর্শি তাক বলান্বিত
করাইল রুধির বমন।
সেহি ঘর্শনত তার প্রায় চুর্ন্ন হৈল আর
ভগ্ন হৈল বাহু জে বদন॥
মূর্চ্ছা হৈল সেসময় দধিমুখ সুদুর্জয়
কিছুক্ষন থাকি মহাপরে।
তৎক্ষনাত কপিবরে চেতন লভিয়া পরে
গুপ্ত হয়া রয়া কিছুক্ষনে॥
ক্রোধ হয়া অতিশয় দধিমুখ সে সময়
মধুপানকারি কপিগণে।
অতি কঠোর বচনে নিবারিল কতজনে
তলে কাকো প্রহারি ভিশনে॥
কত কপিগনসহ আরম্ভ কৈল কলহ
দধিমুখ ক্রোধে সেসময়।
মধুপানে হয়া মত্ত সেকালত কপি জত
ধাইল কোপে মনে তেজি ভয়॥
কত বানর গর্যিয়া, প্রখর নখর দিয়া
বিদারয় হিয়াক তাহার।
কতেক কপি দুরন্ত বিকাশী বিকট দন্ত
অঙ্গে ক্ষাত করয় অপার॥
কত কপি ঘোরবলে প্রহারয় করতলে
কেহ পদে তাড়ন করয়।
নানামত্তাবস্থা ১ তার কপিগনেতে অপার
করিলেন তবে সেসময়॥

১ নানা প্রকার অবস্থা

মধুবন হনে তার, করিল নিরধিকার
শুদুর্ব্বার বানরপুঙ্গবে।
বাল্মীকরচিত গীত শুশোভিত মনম্রিত
শ্রীশুন্দরাকাণ্ডমধ্যে তবে ॥
চতুসষ্টী সর্গ[১] পদ ২ সাঙ্গ হৈল সভাসদ
তেজ মদ রামপদ ভজ।
শ্রীহরেন্দ্রে ভুপে কয় তবে নাহি যমভয়
জদি রামরশপানে মগ্ন ॥

—

[ষটষষ্টি সর্গ]

দধিমুখ পায়া দুখ অশুখ অন্তরে।
অতিকষ্টে বিমুক্ত হইয়া কপিকরে ॥
বিরল স্থলত গিয়া তবে সেসময়।
নিজ ভৃত্তগনে দুঃখমনেতে কহয় ॥
এহি আমি স্বামিস্থান প্রস্থান করিছি।
অবধান কর সবে আমি জা বলিছি ॥
জথা ভর্ত্তা সর্ব্বকর্ত্তা তথা আমি জাব।
শুন আমি স্বামিক জেমত লওাব ॥
অঙ্গদ পরম মদ করি হরি সঙ্গে।
মধুবন বিনাশন করিলেন রঙ্গে ॥
শুণধাম রাম আর শুগ্রিব রাজনে।
হেন শুনাইব আমি অতি হৃষ্টমনে ॥
শুনি মোর বানি মানি হানি জানি পরে।
হবে ক্রোধ মহাবোধ শুবোধ সত্তরে ॥
শুদুর্ম্ম্র কপিচয় নিঃসংশয় ভুপে।
সাস্তি করিবেক শে আস্তিক তাল্পরুপে ॥
শুনহ বচন এ জে চারুমধুবনে।
শুগ্রিব রাজার পিতৃপিতামহগনে ॥
সে সবার প্রীয় তব এ জে মধুবন।
জাক ধর্ষীবাক ২ মারে শুরাশুরগন ॥
চারুগ্রীব শুগ্রীব শুনিলে এবদ্ধান।
মধুবনবিনাশীর বিনাশীবে প্রান ॥
চণ্ড দণ্ড ধরি প্রাণ বধীবে নিশ্চয়।
গতায়ুশ জানিবা এ দুরাত্মনচয় ॥
এ জে রাজা আজ্ঞাঘাতি দুরাত্ম শবার।
সাস্ত্র অনুসারে বধ এমত জনার ॥
এহিমত শুগ্রিবত করি বিজ্ঞাপন।
নিশ্চয় সবারে আমি বধিব জিবন ॥
এহিমত সেকালত বলি ভৃত্তগনে।
বনপাল দধিমুখ অতি রূষ্টমনে ॥
কত সত নত্যা লইয়া কপিগন।
গগনগমনে গতি করিল তখন ॥
শ্রীরাম লক্ষন সঙ্গে রঙ্গে জে স্থানত।
আছে শুখে কৌতুকে শুগ্রিব মহোদ্দত ॥
সে স্থান প্রস্থান করি হরি শে শমর্থ।
নিমিশমাত্রতে পাইল শুগ্রিব আলয় ॥
রাজধানি মহামানি পায়া সে সময়।
কপিগনে আবৃত হইয়া অতিশয় ॥
শুদিন অন্তরে অতি মলিনবদনে।
শুধির গমনে অতি সজলনয়নে ॥
সিরপরে দুই করে অঞ্জুলি ধরিয়া।
শুগ্রিব রাজার চরনত শির দিয়া ॥
দুঃখমনে নিবেদন করয় তখন।
শুন কপিশ্বর মম দুঃখনিবেদন ॥
শুন ভুপে কোনরূপে বিমুক্ত হইয়া।
আশীলাম তব ধাম জিবন লইয়া ॥
শুন নৃপবর কপিশ্বর নিবেদন।
কপিগনে বির্দ্ধংশীল তব মধুবন ॥

১ পঞ্চষষ্টি লেখা উচিত ছিল। ২ যাহাকে ধ্বংস করিতে।

মুক্ষ মুক্ষ ১ মধু ভক্ষ কৈল কপিগন।
ভগ্ন করি উচ্ছন্ন করিল জত বন॥
ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিক বচন।
মধুবন বিদ্ধংশন কথা রশায়ন॥
পঞ্চসটী ২ সর্গ গপদ হইল বিরাম।
তেজ মন আন কাম জপ রামনাম॥
শ্রীহরেন্দ্র বলে রাম পুর্ন্নকাম কর।
অন্তকালে অন্তরে জাগিয়ো দামোদর॥

[সপ্তষষ্টি সর্গ]

বহু কপীনাথ আর সাক্ষাত মাতুল।
চরন ধরিয়া পড়ি আকুল বিপুল॥
হেন দেখি অঙ্গদ অন্তরে কপিশ্বরে।
বলিল বচন ত্রস্তমন হয়া পরে॥
অতুল বিক্রমি শুন মাতুল বচন।
উঠ উঠ ইকি দেখি কহ বিবরণ॥
কি কারন চরন ধারন করি মামা।
পড়িয়াছ করিতেছ দুঃখচয় শীমা॥
অভয় প্রদান করি শুনহ মাতুল।
কহ সমাচার সার বিক্রমি অতুল॥
মধুবন সুশোভন আছে কি কল্যানে।
সে কথা বলহ মহাবল মম স্থানে॥
সুগ্রিব আশ্বাস পায়া নিশ্বাস তেজিয়া।
উঠিল চরন তেজি দুঃখে দহে হিয়া॥
দধিমুখ করি দুখ অসুখ অন্তরে।
ধিরে ধিরে মহাবিরে নিবেদন করে॥
শুন বাপু ধর্ম্মবপু শুপুক্ষয়ঙ্কর।
অঙ্গদ সঙ্গত হনুমান কপিবর॥
আর আর শুদুর্ব্বার বলিয়ার কপি।
পরম প্রতাপী সবে মহাকামরূপী॥
মধুবন বিদ্ধংশন করিল কৌতুকে।
মধুগন ভক্ষণ করিল সবে সুখে॥
আমি সেহি কপি সঙ্গে কৌতুক করিয়া।
নিশেধিতে সন্নিহিতে গেলাম ধাইয়া॥
তথাচ মধুক ভক্ষ করে কপিগন।
বলে কুতুহলে করে বন বিভঞ্জন॥
আমি তাক করিবাক বারন তখন।
সঙ্গে করি বহু হরি করি আবরন॥
বাহু দিয়া নিবারিয়া জদি চলিলাম।
সে সবার বারন কারন গুণধাম॥
তবে মহাকোপে সবে তাণ্ডবে তখন।
ঘোর ভিম বিক্রমি শুজিতশ্রমিগন॥
অঙ্গদ সঙ্গত রনরত হয়া জত।
ক্রোধ করি সিলা ধরি ধাইল সেকালত॥
ক্রোধে অতি দ্রুতগতি করি হরিগন।
আমাক ধাইল কোপে আটোপে তখন॥
আমাক ধরিয়া আরম্ভিল সংপ্রহার।
কেহ দেহ ভিখন দন্তে করিল বিদার॥
কপিগন কত জন ভর্ৎসন করিল।
কত জনে হৃষ্টমনে বিপুল গর্জ্জিল॥
কত জন জানু দিয়া আমাক পিড়িল।
কত জন মুষ্টি দিয়া আমাক তাড়িল॥
প্রহারিয়া ঘোর হিয়া কত কপিগন।
দেবপথ আমাক করাইল দরশন॥
শুন ভুপে এহিরূপে কোপে কপিগন।
বনপাল বানরক করিয়া তাড়ন॥
ক্রোধমতি হয়া অতি মারুতি প্রমুখে।
আমাক করিল চণ্ড খণ্ড শুকৌতুকে॥

---

১ প্রধান প্রধান ২ ষট্‌ষষ্টি লেখা উচিত ছিল।

শুন চান্দ্রগ্রিব হে শুগ্রিব মহারাজ।
তুমি ভর্ত্তা বিদ্যমানে এমন অকাজ॥
অশেষ বিশেশরূপে নিশ্বেশ কানন।
তোমার রক্ষিত সে জে সদা মধুবন॥
জথেচ্ছায় সমুদায় নিলায় ভক্ষন।
করিল ছুশ্বিল বলসালি কপিগন॥
শুগ্রিবত সেকালত হেন নিবেদিয়া।
দধিমুখ হরি রৈল মৌন আচরিয়া॥
সে সময় সদাশয় কুমার লক্ষন।
শুগ্রিব রাজাক করিলেন জিজ্ঞাসন॥
শুনহে ভূপাল এ জে বনপাল হরি।
কি কারন আগমন বানরকেশরি॥
ভুব্‌শীত হইয়া অতি শুশ্‌কীত বদনে।
দিনবত ১ কথা জত বল কি কারনে॥
বিচক্ষন লক্ষন জগ্যপি এবন্ধান।
জিজ্ঞাশীল শীষ্টশীল শুগ্রিবের স্থান॥
চান্দ্রগ্রিব শুগ্রীব রাজন সে সময়।
লক্ষনক সম্বোধিয়া বচন বোলয়॥
সিতা অন্বেশন হেতু দক্ষিনদিশক।
প্রেশীয়াছি অঙ্গদ প্রমুখ বানরক॥
রামবামনয়নার বিচার করিয়া।
আশিল শুশিলগন মধুবন দিয়া॥
সে সকল মহাবল পুনরাগমনে।
প্রবেশ হয়াছে বুঁঝি মম মধুবনে॥
সে সকল মহাজশী পশী মধুবনে।
বিনাশিছে ভুঞ্জিছে বুঁঝি বনগনে॥
শুনহ লক্ষন সে জে বনক ভক্ষন।
করিয়াছে অতি শুখে সে জে কপিগন॥
বারন কারন বল ধারন করিয়া।
নিশেধীছে মাতুল অতুল বল নীয়া॥

তাক না মানিয়া দিয়া অতি অপমান।
বিদ্ধংশন কপিগন করিছে উদ্যান॥
সেহি বার্ত্তা দিতে মাতুলের আগমন।
শুন বিচক্ষন কুমার লক্ষন॥
ইথে মোর চিতে হয় হিতের সম্ভব।
সে নহিলে কেন এত প্রবল প্রভাব॥
জাত তারা সবে মহাতাণ্ডবে নিলায়।
অঙ্গদ সঙ্গত মহাকপি সমুদায়॥
কিছু ভয় কপিচয় না করি আমারে।
মধুবন বিদ্ধংশন কৈল একেবারে॥
একারনে মোর মনে হেনমত লয়।
সিতা সঙ্গে সন্দর্শন হইছে নিশ্চয়॥
পুনরাগমনকালে জত কপিগন।
আমার সে মধুবন কৈল বিদ্ধংশন॥
আর মধুপান করিয়াছে সন্তাহিনে।
মহোৎস্বায় কৃতকার্য্য সাহশত বিদ্যে॥
এবন্ধান মম স্থান ধর্শনাকারনে।
কি সক্তি ধরয় ভৃত্য এ জে কপিগনে॥
অতঃপর মম চর সিতাসন্দর্শন।
করিয়াছে মোর কাছে আইশে সর্ব্বজন॥
সাপষ্ট বিধানে জ্ঞান কর মহাশয়।
আমার এ সার কথা জানিবা নিশ্চয়।
চান্দ্রগ্রিব শুগ্রিবের এমন বচন।
শ্রবন তখন করি শ্রীরাম লক্ষন॥
রাজিবলোচন বিচক্ষন শ্রীলক্ষন।
হৃষ্টমতি হৈল অতি তবে দুয়োজন॥
তুষ্টমতি হয়া অতি শ্রীরামলক্ষন।
ঘন ঘন নিরেখেন শুগ্রিববদন॥
শুগ্রিব তখন অতি আনন্দ হৃদয়।
অগ্রে স্থিত দধিমুখ বচন বোলয়॥

১ দীনের মত।

শুগ্রিব বদতি শুন মাতুল বচন।
তুমি থির বির বলসালি বিচক্ষন ॥
কৃতকর্ম্মা সকলের চেষ্টা এবদ্ধান।
খেমা করিলাম আমি জানিবা শুজ্ঞাম ॥
সে সবার কর্ম্মে নাহি মোর অশন্তোশ।
শুপ্রীতি লভিয়া আমি খেমিলাম দোশ ॥
তুমিহ ইহাত কিছু মন্যু ১ না করিবা।
কালবশে শুখ দুঃখ সকল জানিবা ॥
পুনর্ব্বার মধুবন করহ গমন।
যথোচিত ভাবে সদা করগা রক্ষন ॥
মারুতিপ্রমুখে জত জত কপিবরে।
সিগ্র করি প্রেশ গিয়া আমার গোচরে ॥
ইচ্ছা করি জত হরি মারুতিপ্রমুখে।
সিগ্রে সে সবাক দরশন শুকৌতুকে ॥
দেখিবেন শুবলবান সে জে কপিগন।
মৃগরাজ সম শুবিক্রমি জনে জন ॥
বলদর্প্পে দর্প্পিত বিক্রমি শুদুর্দ্ধর্ষ।
দরশনে;কৃতার্থ লভিব শুনিশ্চয় ॥
সহ রাম পুর্নকাম হবো নিস্বংশয়।
শুনিব সিতার সমাচার কথাচয় ॥
সিতা উদ্ধারনে মনে করি আলোচন।
প্রবর্ত্ত হইব সর্ব্ব কর্ম্মে সেহি জন ॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মীক বচন।
দধিমুখ নিবেদন সর্গ্গ সমাপন ॥
সড় সষ্টী ২ সর্গ্গ পদ হইল বিরাম।
তেজ মন আন কাম জপ রাম নাম ॥
শ্রীহরেন্দ্রনারায়নে অশার সংশারে।
মজিল এবার রাখ রাম কৃপাধারে ॥

—

(অষ্টষষ্টি সর্গ)

শুগ্রিব বচন শুনিয়া তখন
হয়া হৃষ্টমন সে দধিমুখ।
ধন্য নিজমনে মানিয়া তখনে
শুগ্রিববচনে তেজিয়া দুঃখ ॥
সর্ব্বদুঃখ তার কৈল পরিহার
শুসিদ্ধি ভর্ত্তার জে প্রৌয়োজন।
শুগ্রিব রাঘবে লক্ষন গৌরবে
নমিলেন তবে সানন্দ মন ॥
নিজ অনুচর জতেক বানর
সঙ্গে কপীবর রঙ্গে তখন।
গগনগমনে তবে সর্ব্বজনে
চলিল তখনে সে মধুবন ॥
পরে কতক্ষনে সে জে মধুবনে
কপিগনশনে পায়া তখন।
তেজি বায়ুপথ নামি ভূতলত
পশীল বনত সানন্দমন ॥
পশিয়া কানন দেখিল তখন
জত কপিগন তেজি মত্ততা।
স্বভাব পূর্ব্বের জত বানরের
হৈল সবিরের পুর্ব্ব অবস্তা ॥
দেখিয়া কৌতুক মনে মানি সুখ
তবে দধিমুখ আনন্দে অতি।
হয়া পুটপানি সে জে মহামানি
বলিলেন বানি কাতর মতি ॥
তেজি মানমদে সম্বোধি অঙ্গদে
প্রণামিয়া পদে বলে বচন।
হে হে জুবরাজ রাখ মোর লাজ
হয়াছে অকাজ বালিনন্দন ॥

১ দুঃখ ২ সপ্তষষ্টি লেখা উচিত ছিল।

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মম দোশমানে
হে গুননিধানে খেম আমার।
জেজ জত রোশ খেমা কর দোশ
লভহ সন্তোশ আমি তোমার॥
বনরক্ষাকর জতেক বানর
মুর্খ গুপামর মন্দবচনে।
জে জে কথাচয় শুদুর্ব্বয়ময়
বলিছে নির্ভয় মোহিত মনে॥
জেজ সে জে রোশ সে সকল দোশ
খেমিয়া সন্তোশ লভ অধন।
আমি পুটপানি দেখ মহামানি
মনে ইহা জানি খেম সর্জ্জন॥
তুর পথগন করিয়া ভ্রমন
হে নৃপনন্দন শ্রান্ত হইয়া।
নিজ মধুবন করিলা ভক্ষন
আমি মুড়মন তা না জানিয়া॥
হে হে গুনাধার তব অপকার
করিলাম পার আমি না জানি।
খেম অপরাধ করহ প্রশাদ
আমার বিশাদ ঘুচাও মানী॥
পুর্ব্বে জেন মত সর্ব্ব সময়ত
মহামহোদ্দত তোমার পিতা।
এ বন তাহার সদা অধিকার
এমন্তি ইহার তুমি রক্ষিতা॥
কি কব বিস্তর তার অনন্তর
তুমি কপিশ্বর বালির নন্দন।
তোমার সকল তুমি মহাবল
কপি আখণ্ডল মার বচন॥
হে হরিপুঙ্গব মহা মহোৎসব
পিতৃব্য শে তব শুগ্রিবস্থানে।
বনের ব্রেতান্ত কথা আদ্যপান্ত
বল্যাছি একান্ত বহুবিধানে॥
তোমার সবার চেষ্টা জে প্রকার
সব সমাচার শুনিবেমনে।
অপর তোমার এথা আশীবার
শুভবার্ত্তা তার কর্ন্নে শ্রবনে॥
হৃষ্টমতি অতি হয়া কপিপতি
ডাকিছে সম্প্রতি তোমা সবারে।
বলে হৃষ্টমনে মধুর বচনে
কমলালোচনে চাইয়া আমারে॥
জুথপ সহিতে তোমাক ত্বরিতে
বলিছে জাইতে বালিতনয়।
সবাক তখন বলিল বচন
শুগ্রিব রাজন অতি সদয়॥
তুমি সিঘ্রে চল ওহে মহাবল
প্রেশীয়ো সকাল দ্রুতে সবারে।
* * * জদি বলিলেন
শুনি হর্শিলেন সবে অন্তরে॥
দধিমুখ বানি শুনি তখন।
জুবরাজ পরে বলে বচন॥
হে হে শ্রেষ্ট প্রতাপী কপিগন।
হর্শ হৈয়া মোরে বোল বচন॥
মহাতেজা রাজা সে জে শুগ্রীবে।
হর্শ হয়া ইথে অনুজ্ঞা দিবে॥
না মানিবে কোন অশুইয়া ১ মনে।
বিনাশন হেতু এ মধুবনে॥
আমরা সকল আনন্দ মনে।
করিলাম পান এ মধুগনে॥
অধন গমন করহ তথা।
উগ্রতেজা রাজা শুগ্রিব জথা॥

---

১ অসূয়া

লয় মোর মনে গমনে তথা।
লভিব কল্যান সবে সর্ব্বথা॥
তথাচ সকল হে মহাবল।
আমাক রাখিবা তোরা সকল॥
জদি ক্রোধি হয় পিতৃব্য মম।
সে ভয় রাখিবা সবে উত্তম॥
ইহার প্রধান বিধান শার।
চিন্তি চিত্তে রক্ষা করো্যা আমার॥
জদিপ্যাত আমি নৃপনন্দন।
আমার আজ্ঞায় নাশীলা বন॥
তথাচ আমার পিতৃব্য রাজা।
অতিশয় সে জে প্রচণ্ডতেজা॥
তার অভিমত লৈতে উচিত।
জাত ভর্ত্তা তিনি কর্ত্তা বিদিত॥
তথাপি প্রতাপি হে কপিগন।
মম রক্ষা হেতু সকল জন॥
লওাব রাজাক বিনয়ভাবে।
তোমার সবার উচিত সবে॥
অঙ্গদবচন শুনি এমন।
হৃষ্টমতি অতি সে কপিগন॥
সর্ষ্যা করি হরি সব তখন।
বলিল মাধুরি মৃদু বচন॥
শুন প্রভু বিভু বানরপতি।
কে এমন কথা বলে সংপ্রিতি॥
ঐশ্বর্য্য মদত মোহিত মনে।
তুশ্চ জ্ঞান করে সকলজনে॥
এমত বচন তব বদনে।
তুমি ভুবি মহামতি সুজনে॥
তুমি ধন্য অন্য জন এমন।
নহে নহে জাত্যো বালিনন্দন॥
হেন অঙ্গদ মহারাম শস্তুতি।
অবশ্য হইবে তব উন্নতি॥

তোমার অনুজ্ঞা শীরত ধরি।
তথা শে শুগ্রিব কপিকেশরি॥
শুন কথা তথা শুসিদ্ধ করি।
গমন করিব সকল হরি॥
কিন্তু তুমি জদি চল তথাত।
সদয় কপিশ হবে তোমাত॥
তবে আমা সবে হেন বচন।
বলিতে উচিত নৃপনন্দন॥
এহিমত জত কপি তখন।
বলিল বচন অদিন মন॥
হরি সকলের এমত বানি।
শুনিয়া বালির তনুজ মানি॥
অঙ্গদ বচন বলে তখন।
বিলক্ষন আমি করি গমন॥
এহি বলি বলি চলিতে মনে।
আকাশ লঙ্ঘিল শুউত্তাবনে॥
অবনী তেজিয়া গগনপথে।
চলিল অনিলবেগেতে দ্রুতে॥
এমত নিরেখি সকল হরি।
চলিল গগন গমন করি॥
কম্প করি ধরা ঝম্প করিয়া।
চলিল অনিল বেগে ধাইয়া॥
জন্ত্রবলে চলে জেন পাশান।
তেমতি শুগতি করি প্রধান॥
চলিল বানরপুঙ্গব তবে।
জলদ নিনাদ করিয়া শবে॥
তবে সবে শুতাণ্ডবে তখন।
গগনগমনে করি গমন॥
নিরদনিনাদে নাদি বিপুল।
চলিল সকুল কপির কুল॥
জেন ঘন ঘন ঘন গর্য্যন।
সেহি প্রায় কপিগন তর্জ্জন॥

ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে বচন।
মধুবন হনে কপি গমন॥
সপ্তসষ্ঠী ১ সর্গ পদ বিরাম।
জপ মন সদা শ্রীরাম নাম॥
শ্রীগরেন্দ্র ভূপে কহিছে মন।
রাম বলি মুখে ডাক সঘন॥

[উনসপ্ততি সর্গ]

সুবিপুল কপিকুল সঙ্কুল হইয়া।
সে সকল মহাবল আইল ধাইয়া॥
হেন জানি মহামানি মানিয়া মঙ্গল।
সানন্দ অন্তরে পরে সে জে মহাবল॥
সোকে দুঃখে দুষ্খান্বিত চিত অনুক্ষন।
রঘুকুলমনি সে জে রাজিবলোচন॥
তাক মিষ্ট বাক বলিবাক লৈল পরে।
আনন্দ অন্তরে ধিরে ধিরে কপিস্বরে॥
হে হে রাম গুনধাম কল্যান তোমার।
ব্যেস্ত ঘুচি সুস্ত হও বচনে আমার॥
অঙ্গদ উচ্ছাহে আমি জানিলাম মনে।
অন্বেশনে সন্দর্শনো হৈছে সিতা শনে॥
মম আজ্ঞা পালন না করি হরিগন।
আমার নিকট নারে আশীতে কথন॥
অঙ্গদ সঙ্গত জত রত কপিগন।
কি শক্তি ধরয় এথা করিতে গমন॥
অঙ্গদ পরম মদবন্ত সত্তমতি।
জুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছে জিতশ্রম অতি॥
জদি সে অকৃতকর্ম্মা হইলেন হয়।
তবে মোর নিকট নাশীতো সুনিশ্চয়॥
জদি বা আশীত জিতশ্রম মম স্থানে।
সুদিন অন্তরে অতি মলিন বয়ানে॥
না দেখি সে রাকাচন্দ্রমুখী জানকিরে।
পিতৃ পৈতামহ কৃত বন সুরুচিরে॥
অনুপম মনোরম মম মধুবন।
কি সক্তি ধরয় করিবার বিদ্ধংশন॥
কোশল্যানন্দি-বর্দ্ধন রাজিবলোচন।
মানশ শোকক তেজ হে বিধুবদন॥
অঙ্গদাদি অপ্রমাদি অবিশাদি সদা।
অবস্য দেখ্যাছে তারা তোমার প্রমদা॥
কিন্তু একার্য্যের ধার্য্য কর্ত্তা হেতু শার।
হনুমান জানবান বিনে কেবা আর॥
এ প্রকার কর্ম্ম সাধিবার হেতু সার।
হনুমান বুঁদ্ধিবান বিনে নাহি আর॥
এজে কপিগণ জত অঙ্গদ সঙ্গত।
অতিশয় দর্প্প চয় করি উচ্ছাহত॥
বনগণ বিভঞ্জন করিলেন সুখে।
মধুগন বিভঞ্জন করিল কৌতুকে॥
কার্য্য ধার্য্য না করিয়া বানর শবার।
অনুপম পরাক্রম না হইতো তার॥
বনবিদ্ধংশন আর মধুর ভক্ষনে।
জানিয়াছি আমি ধ্রুব আপনার মনে॥
এ সকল মহাবল দেখি জানকিরে।
আইশে শবে মহোৎসবে আমার গোচরে॥
সুনহ রাঘব তব এ কার্য্য সাধন।
করিয়াছে বির্জ্জিশিল পবননন্দন॥
অতি শৌর্জ্জবন্ত বির্য্যবন্ত সত্তমতি।
শৌর্য্য ব্যেবশায় ২ কার্য্য সাধিছে সংপ্রতি॥
অতিশয় তেজোময় পবনতনয়।
দ্বিতিয় সুর্য্যের সম মহাতেজোময়।

---

১ অষ্টষষ্ঠি লেখা উচিত ছিল ২ ব্যবসায়

জে কার্য যত জাম্বুবান জানবান বির।
মন্ত্রনাকোবিদ সান্ত দান্ত মহাধির॥
জে কার্য যত অঙ্গদ মারুতি মহামতি।
প্রানপনে অধিষ্টতা হয়াছে সংপ্রতি॥
সে কার্য্য অধার্য্য হওা অতি অশম্ভব।
বিমত কিমতে তার হবে মহোৎভব॥
অতঃপর বিবরন করহ শ্রবন।
তোমার বিরহি বৈদেহির সন্দর্শন॥
করি হরিগন তুষ্টমন হয়া শবে।
আসিতেছে মম স্থানে পরম উচ্ছবে॥
ইথে চিতে বিপরিতে নাহিক সংশয়।
আমার এ কথা শার জান মহাশয়॥
সে সময় সদাশয় পবননন্দন।
কিশ্‌কীন্ধাক প্রতি গমনক করি মন॥
হৃষ্টমতি হৈছে অতি মারুতি তখন।
আর আর শুদূর্ব্বার মহাকপিগন॥
কিলকিলি সব্দে শুব্ধ করি প্রানিগনে।
আশিতেছে কাছে দ্রুতে গগনগমনে॥
আকাশ বিদিশ দিশ সে সব্দে পুরিল।
রাম সঙ্গে শুগ্রিব তা সকল শুনিল॥
বিরসব্দ সিংহনাদ মহা কোলাহল।
শুনি অতি হর্শে সে শুগ্রিব মহাবল॥
অতি স্থুল বিপুল লাঙ্গুল করিয়া।
বদন বিকাশী হাশী রহিল চাহিয়া॥
অঙ্গদকুমার আর মারুতি দুর্ব্বার।
সবাকার অগ্রে করি হরি পরিবার॥
শ্রীরামদর্শনে আকিঞ্চায় সমুদায়।
কপিবল অবিকল সকল নিলায়॥
শুগ্রিব-আলয় সে সময় প্রবেশীল।
শুন্দর কন্দরে কপিন্দ্রক নিরেখিল॥

অঙ্গদপ্রমুখে শুখে শুপ্রসন্ন মুখে।
হৃষ্টমতি হয়া অতি পরম কৌতুকে॥
শুগ্রিব রাজার আর শ্রীরামচরনে।
পড়ি প্রনামিল অতি সানন্দিত মনে॥
পবনকুমার বির শার শুদূর্ব্বার।
প্রথমেতে প্রনামিল চরনে রাজার॥
কমলনয়ান বিধুবয়ান রামেরে।
তুষ্টমনে প্রনামিল ভক্তিপুরঃসরে॥
প্রয়োজন সিদ্ধী ইহা জানিয়া তখন।
শুগ্রিব রাজন আর শ্রীরাম লক্ষন॥
পরম আনন্দে তিনজনে সে সময়।
প্রিতে সম্ভ হনুমন্তে জিজ্ঞাশা করয়॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে শুগ্রিব বচন।
আট সষ্টী সর্গ্‌গ পদ হৈল বিরামন॥
শ্রীহরেন্দ্র ভুপে কয় হাশেন সমন।
ওরে মন নিরেখিয়া তব আচরন॥
এহি ভাবে দিন জাবে অধম তোমার।
সমুচিত হিত না শুনিলা দুরাচার॥
হও পুর্ন্নকাম রাম নাম বলি মুখে।
সমনেরে ফাঁকি দিয়া ত্রান হও শুখে॥

——

[সপ্তুতি সর্গ]

কপিগন হৃষ্টমন আনন্দে মগন।
প্রশ্রবন মহামহিধরেত্ত তখন॥
শুন কথা গিয়া তথা গন্তব্যেথা শবে।
অঙ্গদক অগ্রে করি হরিগন তবে॥
চারুগ্রিব শুগ্রিবার ১ শ্রীরাম লক্ষনে।
অবনি লোটায়া কায়া প্রনামি চরনে॥

১ সুগ্রীব আর

সিতার ব্রেত্তান্ত আদ্যপান্ত কথাগন ।
কহিবার আরম্ভিল হয়া তুষ্ট মন ॥
রাবনান্তপুরে জে প্রকারে পর্য্যটন ।
রাক্ষসী সবার আর অপায় তর্জ্জন ॥
পবনকুমারের রাবনের সম্ভাশন ।
রাবন অবজ্ঞা আর কৈল বিজ্ঞাপন ॥
আমাত কিমত তার সদ্ভাব অথম ।
তাক বিবরিহা ১ কহ জত কপিগন ॥
রামবানি শুনি মানি বানর সকল ।
বলিল তখন শুন রাম মহাবল ॥
সিতার ব্রেত্তান্ত আদ্যপান্ত কথা জত ।
হনুমান জ্ঞানবান জানেন সমস্ত ॥
কপিগন হেন জদি বলিল তখন ।
তবে মহোৎসবে বির পবননন্দন ॥
বলিতে লাগিল সিষ্টশীল মহামানি ।
শুন রাম গুনধাম প্রভু ধনুষ্পানি ॥
জে প্রকারে তাহার আমার সম্ভাশন ।
জে প্রকারে মম সঙ্গে সিতা সন্দর্শন ॥
কাকুস্ত ২ হইয়া শুস্ত করহ শ্রবন ।
বিস্তারিয়া বলী জত বিবরনগন ॥
পবনপথেতে আমি অতি করি গতি ।
সত জোজনায়ত সে পারাবার অতি ॥
কৃপাধার পারাবার হয়া পার পরে ।
সিতা অন্বেশনে আমি আকুল অন্তরে ॥
চলিলাম গুনধাম তব নাম লয়া ।
সত জোজনায়ত সাগর পার হয়া ॥
দুরাত্মা দুর্দ্ধর্য সে জে রাবনভবন ।
লঙ্কা নাম অনুপাম সে ধাম শোভন ॥
দক্ষিন জে জলধির দক্ষিন তিরত ।
সে নগর মনোহর ইন্দ্রালয়বত ॥
সেহিখানে নানাস্থানে করি পর্য্যটন ।
গুনজিতা সিতা সনে হৈল সন্দর্শন ॥
অনিন্দিতা শুবিনিতা বনিতা তোমার ।
তব প্রায় সমুদায় আচার তাহার ॥
তব হেতু পুষ্পসেতু সে সিদ্ধি উত্তমা ।
রাজার নন্দিনি জন্মশৌভাগিনি বামা ॥
শুখচিতা ৩ সে জে সিতা দুহিতা রাজার ।
রাক্ষসীমধ্যত বাশ হইছে তাহার ॥
ভিশনা দশন অতি ভিশনা বয়না ।
রাক্ষসী সকলে অতি হৈছে তর্জ্জমানা ॥
শুখদা আমদা সে প্রমদা নাম বনে ।
রাক্ষসীরক্ষিতা সিতা দেখিল নয়নে ॥
দুঃখে কাল জাপে পরিতাপে সে দুঃখিনি ।
বাশ করে রক্ষঘরে তব নিতম্বিনি ॥
আর তার অবস্তার অপর কথন ।
কত কব অগ্রে তব রাজিবলোচন ।
একবেনিধরা তুমি হিনা দিনা সতি ।
তব পরায়না সে ললনা ৪ সদা অতি ॥
ধরনিদুহিতা করে দুহিতা শয়ন ।
বিবর্ন্ন হয়াছে তার শ্রীঅঙ্গ শোভন ॥
হেমন্তাগমনে সন্ত জেন পদ্মবন ।
মলীন হয় অতিশয় না রহে শোভন ॥
রাবনত রত তার মত নহে রাম ।
মরনে নিশ্চয় করিয়াছে মনোশকাম ॥
হে কাকুস্ত নহে শুস্ত অশুস্ত সতত ।
তোমার ললনা শুলচনা অনব্রত ॥
অতি কষ্টে শ্রেষ্টে আমি অপষ্টে তখন ।
সিতালয় সে সময় হয়া প্রবেশন ॥
সে দেশ প্রবেশ হয়া আমি সে সময় ।
আরোহিয়া সীংসপের তরু শুদুর্ধয় ॥

১ বিবরিয়া ২ কাকুৎস্থ ৩ দুখে অভ্যস্তা ৪ ললনা

ইক্ষাকুবংশের জত শুক্রিতি কির্ত্তনে।
বারম্বার জদি বলিলাম শুবচনে॥
কতমপি ১ বিশ্বাশ জন্মায়া সে সময়।
বলিলাম আদ্যপান্ত জে বেৃত্তান্তচয়॥
অর্থসিদ্ধিহেতু জত জত কথাগন।
জানকিচরনে করিলাম নিবেদন॥
শুগ্রিব সহিতে আর তোমার প্রনয়।
নিবেদন করিলাম জত কথাচয়॥
এ সকল শুমঙ্গল কথন শ্রবনে।
সতি অতি প্রীত লভিলেন নিজ মনে॥
তোমার সিতার জেবন্ধান শুবিনয়।
কি কহিব তব অগ্রে রাম দয়াময়॥
জে প্রকার ভক্তি তার তোমার চরনে।
কোনখানে নয়ানে নাহি দেখি হেন জনে॥
এপ্রকার সিতার বিচার করি মতি।
দরশন করি তার শুনি শুভারতি॥
জনকনন্দিনি জন্মশৌভাগীনি শতি।
উগ্রতপশ্বীনি তেজশ্বীনি তিনি অতি॥
উগ্রতপযুক্ত ভক্ত অনুরক্ত তব।
তোমার চরনে মন রাখি অশস্তব॥
দৃড়ব্রত রত হয়া সতত ভাবিনি।
ভাবিআছে ভাবি ভাব তব প্রাপ্ত তিনি॥
এহি বলি মহাবলী তবে সে কালত।
দিপ্তবন্ত অত্যান্ত শুন্দর স্বরূপত॥
সিতার সে চুড়ামনি মনিক তখন।
রামকরে দিল পরে পবন-নন্দন॥
পুটপানি হয়া বানি বলিল তখন।
শুন রাম গুনধাম রাজিবলোচন॥
রাক্ষশী সকল মধ্যে বিকল অন্তরে।
নেত্রনিরধারা শারা কম্পিত অধরে॥
বাযুরুর্দ্ধ কন্ঠা অতি উৎকন্ঠা অন্তরে।
আমাক বলিল সতি গদগদ স্বরে॥

হে হে কপি কামরূপি প্রতাপী দুর্য্যয়।
কপিশ্বর রামসখা সদা সদাশয়॥
আর গুনাধার বির শার রঘুবরে।
মম প্রাননাথ সে জে অযোধ্যা-ইশ্বরে॥
বলিবা বলিবা মম দুশ্ক নিবেদন।
দেখিলা অখিল দুঃখে পবননন্দন॥
রাক্ষশী সবার আর অপার গর্য্যন।
শুনিলা দেখিলা বির পবননন্দন॥
দুরাচার রাবনের ভিশন গর্য্যন।
শ্রবণ করিলা বির পবননন্দন॥
শুদুর্য্যন দশানন রাবন পামর।
আমার জিবন হেতু দুষ্ট নিশাচর॥
দুই মাশ কাল দুষ্ট করিছে সময়।
তাহাও জানিও তুমি পবনতনয়॥
এহি মনি রঘুমনি করে সমঃপিবা।
আদ্যপান্ত সমস্ত বেৃত্তান্ত নিবেদিবা॥
শুগ্রিব শুনয় জেন মম দুঃখগন।
এবন্ধানে রামস্থানে করে নিবেদন॥
এহি চুড়ামনি মম পরিক্ষা কারন।
রাম করে চির্ন্ন তরে করিবা অর্পন।
মহাসত্ত তব দত্ত এ জে চুড়ামনি॥
জে মনি ধারনে জিয়ে রামের বিরহিনি॥
মনঃসিলা দিয়া দিয়াছিলা জে তিলক।
তাহাক স্বরন কর অজোধ্যানায়ক॥
নিজ চিত্তে স্মরিতে বলিছে সিতা শতি।
আমাক বলিল না পাশরিব মারুতি॥
শুন বায়ুশুত গুনজুত দুতবর।
নরব্যাঘ্র রাজিবলোচন ধনুদ্ধর॥
এহিমতে রামাগ্রেতে বিবিধ প্রকারে।
বিজ্ঞাপন করাইবা বলিছে আমারে॥
কপি শুন আমি পুন একমাশ মাত্র।
ধারন করিব দেহে আমার এপ্রাণ॥

১ কথমপি—কোন ও প্রকারে

রাবন কিঙ্করি নিশাচরির মধ্যত।
দুই পক্ষ কাল জদি হয়ন বিগত॥
না বাচিব আমি রাম স্বামির বিহিনে।
এহি রূপে দুঃখকুপে ডুবি দিনে দিনে॥
হে হে রাম গুনধাম শ্যাম কলেবর।
বৈদেহি ব্রত্তান্ত সান্ত শুনহ অপর॥
উত্তর দিশত চিত্রকুট পর্ব্বতত।
তার পাদমুলে স্থলে পাশানতলত॥
মাংশলুব্ধি দুষ্ট কাগ আমাক পিড়িল।
হেন দেখি হয়া দুখি শ্রীরাম কুপিল॥
ঐসিক মন্ত্রক পরে করি উর্চ্চারণ।
ইশিকাক কাগ প্রতি করিছে ক্ষেপন॥
সে কি কথা রাম তব না হয় স্বরন।
তোমার বিশ্বাশ হেতু বলিছে এমন॥
এহি বলি সোকাকুলি ললিত সুবেশা।
বিধুমুখি বধু তব বিগলিতা কেশা॥
হা রাম রাম বলি করিল ক্রন্দন।
বিলাপ করিয়া রাম তব গুন গন॥
বিদিন্ন আমার মন সে ক্রন্দন শুনি।
কথমপি স্থির করিলাম রঘুমনি॥
দুঃখে নিমজিয়া অতি নিশ্বাশ তেজিয়া।
বলিল বচন গদগদ ভাশা দিয়া॥
মারি দুরাচার পাপমতি দশাননে।
অশুর পরম ক্রুড় দারাহারিজনে॥
বধি গুননিধি সাধি আপনার কাম।
গুনধাম নিজ ধাম লৌক মোরে রাম॥
ধর্ম্মজ্ঞা জানকি মোরে বোলে এহিমত।
রাবনান্তপ্পুরে সে অশোক কাননত॥
সকল ব্রেত্তান্ত আন্তপান্ত কথাগন।
গুনধাম রাম করিলাম নিবেদন॥

সকল প্রকারে চিত্তদারে চিন্তি এবে।
পারাবার পার হেতু চিন্তা কর শবে॥
জে প্রকারে নদনদিপতি সাগরক।
পার হই অবিকলে অজোধ্যানায়ক॥
কপি শন্ত অগ্রগন্য দন্তকনা পায়া।
পারাবার হয়া পার লঙ্কাদ্বার জায়া॥
ভুজবলে অবিকলে রক্ষদলে মথি।
মারি তব নারি-হারি রাবন দুর্ম্মতি॥
সিতার উদ্ধার করি প্রভু সিতাপতি।
হৃষ্টমনে অযোধ্যাগমনে কর মতি॥
ইহার উপায় চিন্তা কর রঘুপতি।
বিলম্বে কি ফল সিঘ্রে করহ সংপ্রতি॥
মারুতির হেন বানি শুনিয়া তখন।
রাজিবলোচন রাম অনুজ লক্ষন॥
মহারাজা মহাতেজা শুগ্রিব অপর।
আর আর বলিয়ার বিস্তর বানর॥
সর্ব্বজনে দুঃখ মনে করিল ক্রন্দন।
মারুতিবদনে শুনি সিতাদুঃখগণ॥
লোচনে মোচন করি সোকময় বারি।
কিছু শুস্ত হয়া তিন মহাধর্ম্মধারি॥
মারুতিক প্রতি অতি প্রীতিমতি হয়া।
সাধু সাধু বলি রৈল প্রশংশা করিয়া॥
বায়ুশুত গুনজুত অদ্ভুতবিক্রমি।
জথাক্রমে ক্রমে সেকালত জিতশ্রমি॥
আন্তপান্ত সকল ব্রেত্তান্ত নিবেদিয়া।
রহিল অনিলসুত মৌন আচরিয়া॥
ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিক বচন।
অবিজ্ঞান ১ হেতু চুড়ামনি সমর্প্পন॥
উনসহত্তরি * সর্গ গ হৈল বিরাম।
তেজ মন আন কাম জপ রামনাম॥

---

১ অভিজ্ঞান * সত্তর সর্গ লেখা উচিত ছিল

শিব রাম নাম সদা রটনা রশনা।
অলশ তেজহ মন বিষয়ি বাশনা॥
দিনে দিনে দিনের দণ্ডথা ১ না ভাবিয়া।
মন তুমি মত্ত কিশে কি শুখ পাইয়া॥
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে ডাকে দুর্ব্বাদলশ্যাম।
অন্তিমে অন্তরে দেখা দিয়ো ওহে রাম॥

[একসপ্ততি সর্গ]

শুমতি মারুতি রঘুপতিত নিশ্চয়।
জগ্যপি বলিল জানকির দুঃখচয়॥
আর তার পরিস্কার কারন তথন।
দিল চুড়ামনি বির পবননন্দন॥
বিশ্বাস জন্মিয়া অতি নিশ্বাস তেজিয়া।
শ্রীরাম লক্ষন হিয়া দুষ্খে বিদারিয়া॥
সোকমনে দুয়োজনে করিল ক্রন্দন।
জানকির গুনগন করিয়া স্বরন॥
বারম্বার চিন্ন তার মনিক দেখিয়া।
অতিসোকে বিদিন্ন হইয়া রামহিয়া॥
ধারা শারা নেত্রনিরধারা অতিশয়।
লোচনে মোচন করি রাম দয়াময়॥
বাষ্পবারি গুনধারি নারিল বারিতে।
দুষ্খে শোকে ব্যাকুল হইল সেকালতে॥
কতমপি ২ ধর্জ্জ ধরি করি চিত্ত স্থির।
হনুমানে সম্বোধিয়া বলে রঘুবীর॥
শুন গুনবন্ত সন্ত হনুমন্ত বির।
বৎষহারা হইলে দুঃখ জেমত গাভির॥
জেন তারে দুরে জানি মানি দুঃখ অতি।
স্নেহে সন্ত সে জে গাভি আকুল ভবতি॥
পুন্যকায় সেহিপ্রায় আমার অথন।
বৈদেহির রুচি রমনির দরশন॥
মনি দেখি আমি দুঃখি পবননন্দন।
মনে করি প্রানে মরি না রাখি জিবন॥
শুন গুনবন্ত সন্ত দুরন্তদলন।
জানকি তোমাক নিকি ৪ এমত বচন॥
বলিয়াছে তব কাছে পবনকুমার।
মনির ব্রেত্তান্ত আন্তপান্ত সমাচার॥
আমার সশুর শুর দশরথ রায়।
বধুকালে এহি মনী দিয়াছে আমায়॥
এ জে মনীরত্ন রত্নাকরসলিলত।
জন্মিয়াছে মারুতি জানিবা সরূপত॥
হরি হয় দয়াময় অতি তুষ্টে সন্ত।
রাজাক দিয়াছে মনি মহা তেজবন্ত॥
আজি আমি সে মনি করিয়া দরশন।
সোকে অতি মোর মতি দহিল অথন॥
মণিদরশনে মনে হৈতেছে আমার।
জে প্রকার দেখা হৈল আমার পিতার॥
সোকানলে কলেবরে দাহ করে অতি।
বাক্যবারি সে অনলে সিঞ্চ হে মারুতি॥
শুন গুনবন্ত সন্ত পবননন্দন।
ইহাত অধিক আর কোন দুঃখগন॥
গুনজিতা শিতা প্রানসমা অনুপমা।
প্রিয়শী আমার প্রানাধিকা মনোরমা॥
কিম্বা সতদলসরৎচন্দ্রনিভাননা।
নিন্দি ইন্দিবর চারু আয়তনয়না॥
তাক নহে দেখি আমি নয়ন-অগ্রত।
কেবল মনিক মাত্র দেখি একান্তত॥

---

১ দৈন্য ২ কোনও প্রকারে ৩ তোমাকে নাকি

শুন গুনালয় বায়ুতনয় শুমতি।
প্রান জদি বাচে মম এ দুঃখে সংপ্রতি॥
তবে সে বাচিবে প্রানে জনকনন্দিনি।
জানিবা মানিবা এহি সার মহামানি॥
কপি শুন আমি পূন বিনে জানকির।
না পারি রাখিতে প্রান অস্থির শরির॥
শুন গুনবান হনুমান জ্ঞানময়।
জে স্থানত মম প্রীয় প্রীয়শি আছয়॥
সেহি স্থানে মোরে লও পবননন্দন।
নৈলে রাম মৈলে কি হইবে দরশন॥
মমাধিনা সে নবিনা বিনা এ জিবন।
মুহুত্তেক মাত্র নারি করিতে ধারন॥
নয়নের তারা হারা হয়া জানকিরে।
স্থির করিবার নারি আপন সরিরে॥
কোথা সে সরদচন্দ্রমুখী মোর প্রীয়া।
একাকিনি শুদুখিনি আছেন বাচিয়া॥
নিশাচরে পরিবারে কি প্রকারে শতি।
নিবাশ করয় ভয়ব্যাকুলিতা মতি॥
মেঘে আচ্ছাদিত জেন শশি না শোভয়।
সেহিপ্রায় মম প্রিয়া রাক্ষশ-আলয়॥
রাবনকিঙ্করি নিশাচরি পরিবারে।
সতি সিতা না শোভয় তেমত প্রকারে॥
হে হে গুনাকর কপিবর বির্যধর।
কি বলিছে মোরে সিতা মধুর অক্ষর॥
সে সকল মহাবল কহ বিবরিয়া।
তবে সে জিবন মম বাচয় শুনিয়া॥
শুন গুনবান হনুমান বায়ুশুত।
মম প্রীয় প্রিয়া সে জে জানকি প্রস্তুত॥
আমিহিন ১ হয়া দিনা সে নবিনা শতি।
মধুরভাশিনি শুমধুর কি ভারতি॥
মম প্রতি সে জুবতি অতি দুঃখমনে।
বলিয়াছে তব কাছে সজলনয়নে॥
সে সকল বল মহাবল বিবরিয়া।
কিঞ্চিত লভিব শুস্ত সে কথা শুনিয়া॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকরচন।
রামপরিবেদন সর্গেগর সমাপন॥
সহত্তরি ২ সর্গগ পদ হৈল বিরাম।
তেজ মন আন কাম জপ রাম নাম॥
শ্রীহরেন্দ্র ভুপে কয় রাম দয়াময়।
রক্ষা কর এবার দুর্ব্বার জমভয়॥

———

[দ্বিসপ্ততি সর্গ]

সিতার বেৃত্তান্তগন জথোচিত নিবেদন
করি হরি পবননন্দন।
আর বার বলিবার লাগিল বেৃত্তান্ত তার
গুনাধার কপিন্দ্র তখন॥
পূর্ব্বের বেৃত্তান্তগন শ্রবনে ক[illegible] মন
চন্দ্রানন রাজিবলোচন।
তব সহ শঃনত সে বিজন গহনত
সে কালত জেন বিবরন॥
তাহা শুন গুনধাম রাজিবলোচন রাম
তব বামপার্শে শে শুন্দরি।
তব প্রীয় প্রীয়শিনি রাজশুতা সৌভগীনি
শুলচনী সর্জ্জার উপরী॥
সে সময় দুরাশয় এক কাক শুদুর্যয়
শুনির্ভয় নিকটে আশীয়া।

১ আমাহায়া ২ একসপ্তর লেখা উচিত ছিল

নিকির স্তনান্তরে অতি প্রখর নখরে
ক্রোধান্তরে বিদার করিয়া ॥
ন রাম কৃপাময় তুমি ছিলা নিদ্রাময়
অতিশয় অলশের বশে।
তাসঙ্গে কুশাশনে সয়নত দুইজনে
সে কাননে হে মহাপুরুশে ॥
নিকির স্তনান্তরে অতি প্রখরনখরে
ক্রোধভরে বিদারি বায়শ।
া কা সন্ধ ঘোরতর করি কাক শুচুশ্‌কর
স্থানান্তর হইল দুর্য্যশ ॥
দ জে চার্ব্বঙ্গির অঙ্গে চঞ্চুঘাত ১ করি রঙ্গে
সিতা অঙ্গে বেদনা জন্মায়া।
পুন পুন দুরাচার বিদারয় বারম্বার
দেহে তার কাগ ২ পাপকায়া ॥
রাগ রাগ করি অতি বিদারয় প্রতি প্রতি
রঘুপতি তুমি সে সময়।
গাগিয়া নিদ্রাত হনে তেজিয়া শয়ন আশনে
ত্রস্তমনে কোপে অতিশয় ॥
উঠিলা সর্জ্জাক ছাড়ি তুমি প্রভু ধর্ম্মধারি
শুবিচারি সিতাস্তনান্তরে।
দেখিলা অখিলপতি বিদার হইছে অতি
তব সতি হৃদয় নখরে ॥
দেখি দুখি হয়া অতি তুমি প্রভু রঘুপতি
কোপমতি হয়া অতিশয়।
সর্প্পসম দর্প্প করি কুপি তুমি গুনধারি
ক্রোধ করি বলিলা দুর্য্যয় ॥
সিতাক সম্বোধি বানি বলিলাহা মহামানি
কহ বানি জানি বিবরন।
প্রখর নখর দিয়া কে বিদারিল হিয়া
কহ প্রীয়া স্বরূপ বচন ॥

কোনজন শুদুর্য্যন কৃড়া ৩ করে প্রানধন
বিদারন করি তব হিয়া। * * *
এহি বলি গুনধাম রাজিবলোচন রাম
তনুশ্যাম ইতস্তত বন।
নিরক্ষন কর পরে অতিশয় কোপান্তরে
গুনধরে করিয়া তর্জ্জন ॥
সে সময় সদাশয় নিরখিতে বনচয়
শুদুর্য্যয় এক কাগবর।
চঞ্চুয়ে রুধির তার সে বায়শ দুরাচার
নাহি আর প্রানি জে অপর ॥
তাক করি বিলকন হৈলা অতি রুষ্টমন
সে তখন তব অভিমুখে।
জলে বশী সে অজশী আছে কাক আমরশি
তুণ্ড ঘশি পরম কৌতুকে ॥
দেখিলা অখিলনাথ তুমি তারে সে বেলাত
অকস্মাত্‌ পাদপ-উপরে।
সে জে কাগরূপধর ইন্দ্রশুত মায়াকর
মহাডরে গেল বনান্তরে ॥
সমিরন সম গতি তুমি করি রঘুপতি
কোপে অতি তবে শে শময়।
কোপ দৃষ্টী অতিশয় তারে কৈল সেসময়
দিয়া ভয় জত প্রানিচয় ॥
তাহার বধের হেতু সে কালত গুনশেতু
নিশ্চয় করিলা নিজমনে।
ইশিকার সরাশন পরে করি করাশন
নিজজন করি শরগুনে ॥
ক্ষেপিলা ইশিকা শর অতিশয় তেজধর
জমঘর তাহাক প্রেশীতে।
দিপ্ত কালানলবত্ত মন্ত্রপুত মহোদ্দত
সেকালত চলিল তরিতে ॥

---

১ আঘাত ২ কাক ৩ ক্রীড়া

সে বায়শ বরাবর চলিল সে ঘোর শর
ভয়ঙ্কর ক্ষয়ঙ্কর তার।
দর্পশর গর্ভহর বায়শ-অন্তককর
বহ্নিধর অগ্রভাগ জার॥
হেন দেখি পায়া ভয় সে জে কাক দুরাশয়
সেসময় কৈল পলায়ন।
পলায়নপরায়ন শে বায়শ দুর্য্যন
প্রানধন রক্ষণ কারন॥
মন্ত্রপুত সে জে বান তাহার পাছে প্রয়ান
বিদ্যমান করিল তোমার।
ইন্দ্রের লোকক প্রতি সে কাগ করিল গতি
দ্রুতে অতি সে জে দুরাচার॥
সক্র দেখি বক্র শর অতিশয় পায়া ডর
রক্ষাকর ১ না হৈল তার।
পরে কাক দুরাশয় অতিশয় প্রানভয়
সে সময় চলিল আবার॥
সোম জম বশ্বানর জক্ষেশ্বর পাশধর
বিদ্যাধর মহর্শির স্থানে।
গেল কাগ সে সময় অতিশয় প্রানভয়
রক্ষা হয় প্রান জেবস্থানে॥
জথা জথা কাক জায় তার পাছে শর ধায়
কেহ তায় না পারে বাধিতে।
মহাভয় দেবচয় দুরে সে কাকে ত্যাগয়
রামভয় হৃদয় কম্পিতে॥
তিনলোক পর্জ্জোটন করে সে কাক দুর্য্যন
প্রানধন রক্ষনকারন।
তথাচ তাহার পাছে আইশে শর কাছে কাছে
নাহি বাচে আমার জিবন॥
এমত জানিয়া মনে গতি করে প্রানপনে
সর হনে নাহিক নিস্তার।
সক্তিহিন হৈল অতি মন্দ অতি হৈল গতি
ভয়মতি অস্থির অপার॥
ত্রানকর্ত্তা কোনজনে না হইল ত্রিভুবনে
প্রানধনে হইল নিরাশ।
পরে মনে করে কাক ভজি গিয়া আমি তাক
দেবে জাক বলে পিতবাশ॥

অরনাগধ্যত তুমি সরন্যদায়ক।
রঘুকুলতিমিরারি অযোধ্যানায়ক॥
তব শ্রীচরনে লয়া স্বরন তখন।
সে জে কাক আপনাক রক্ষাক কারন॥
অবনিত অবনত হয়া সে কালত।
ভক্তিভাবে তব পায়ে করি দণ্ডবত॥
কাকুতি উকুতি করে ধরিয়া চরন।
জিবন আশায় করে বারন মরন॥
দয়াময় তুমি তায় দয়ায় তখন।
বধ্যক অবধ্য ২ দিলা রাজিবলোচন॥
স্নেহে সন্ত দয়াবন্ত সন্তসীরমনী।
কাকেরে বলিল অতি শুমধুর বানি॥
হে হে কাক আপনাক রক্ষাক উপায়।
আমার স্বরন লৈল কাক পাপকায়॥
অমোঘ এ মহাঅস্ত্র জানিবা দুর্ম্মতি।
অন্যথা করিতে কার আছয় সকতি॥
শুরাশুর দানব মানব জক্ষ নাগ।
না পারে হইতে তারা এ অস্ত্রের আগ॥
অতঃপর হে খেচর করহ শ্রবন।
বের্থ ৩ না হইবে মহা অস্ত্র কদাচন॥
এক অঙ্গ হবে ভঙ্গ অবশ্য তোমার।
অস্ত্র হেতু এক অঙ্গ কর পরিহার॥

১ আশ্রয়দাতা ২ অভয় ৩ ব্যর্থ

তব বানি শুনি কাক হয়া দুষ্খমন।
অস্ত্রহেতু দিল কাক দক্ষিননয়ন॥
তবে তুমি অমিততেজশ জশময়।
কাকের দক্ষিন নেত্র বিনাশী নিশ্চয়॥
সে যে কাক তোমাক তোমার পিতাপদে।
প্রনমিল দুস্সিল তেজিয়া মানমদে॥
পরে কৃপান্তরে কাকবরে সে সময়।
বিদায় করিলা দিলা জিবনে অভয়॥
কাকে তবে শুগৌরবে তোমার চরনে।
অনুজ্ঞা লইয়া গেল আপন ভবনে॥
হেন তুমি অমিতবিক্রমি মহাবল।
তোমার অশাধ্য কিবা নর আখণ্ডল॥
হে হে রাম গুনধাম রাজিবলোচন।
অস্ত্রজ্ঞ জনার মধ্যে তুমি শ্রেষ্টজন॥
কি কারন সিতার তারন কারনত।
সমরত হত না করিছ রক্ষ জত॥
সিতার শ্রবন কর কাকুতি উকুতি।
তব পদে নিবেদিছে জে শব ভারথি॥
বধি রক্ষচয় লঙ্কালয় বিদ্ধংশিয়া।
রঘুপতি আমাক লউক নেস্তারিয়া॥
জার সনে ঘোর রনে বেগ সহিবার।
না পারয় নাগ জক্ষ গন্ধর্ব্বাদি আর॥
শুরাশুর মরুদ্গন আর বিদ্যাধর।
আর আর আছে জত অমর নিকর॥
না ধরয় সক্তি জার সহ জুঝিবার।
অপার মহিমা জার ত্রিলোক বিস্তার॥
কি কারন হেন জন তিখ্ন শরাঘাতে।
বিপুল রক্ষের কুল না মথে নিলাতে॥
তাহা জদি নয় ধর্ম্মময় মহাশয়।
প্রেশুক লঙ্কাক শ্রীলক্ষনে এশময়॥
শুবিপুল রক্ষকুল নির্মুল করিয়া।
বিচক্ষন সে লক্ষন লৌক উদ্ধারিয়া॥
আর বলিয়াছে সিতা জনকনন্দিনি।
শ্রবনত মন কর রাম রঘুমনি॥
মহাজিতশ্রমি পরাক্রমি বির্জ্জবান।
শ্রীরাম লক্ষন দুইয়ো প্রবির প্রধান॥
নরব্যাঘ্র বাহুসালি অমিততেজশ্বী।
অনিল অনল সমরে দুই জশশ্বী॥
শুরাশুরে জারে নারে করিতে ধর্শনা।
কি কারন অপেক্ষা করয়ে সে দুজনা॥
আর বলিয়াছে সিতা জনকনন্দিনি।
তাহা শুন গুনধাম রাম রঘুমনি॥
দহি মর্ম্ম নিজকর্ম্ম নিন্দিয়া শুন্দরি।
তব প্রতি কাকুতি করিছে শুমাধুরি॥
বুঝিলাম আমি কপি আপন অন্তরে।
কি জানি দুশ্কর্ম্ম মম আছয়ে সত্তরে॥
এহি হেতু ধর্ম্মসেতু রাম দয়াময়।
বারেক দুঃখিনি জনে মনে না করয়॥
জাত ক্ষাত ধরাত সামর্থবন্ত অতি।
রঘুকুলকলাকর রাম মম পতি॥
পদসেবকিনি অভাগিনি দুঃখিনিরে।
করুনাকটাক্ষে না হেরে রঘুবিরে॥
এহি বলি সোকাকুলি ললিত শুবেশী।
ক্রন্দন করিল বহু সিতা দির্ঘকেশী॥
অনিন্দিতা শুখচিতা ১ সিতা মহাশতি।
তার এপ্রকার আমি শুনিয়া ভারতি॥
পুনর্ব্বার আমি তাক বলিলো বচন।
শুন রাজকন্যা ধন্যা তেজ দুঃখগন॥
গুনধাম প্রভু রাম তব শোকে অতি।
ব্যাকুলে হৈয়াছে অতি সন্তাপিত মতি॥

১ সুখোচিতা

এহি সত্য বানি রামরানি হে জানিবা।
আমার এ কথা শার অরশ্য মানিবা ॥
দুঃখে অভিভুত গুনজুত রাজশুত।
তার দুখ্ খে অতি দুখ্ খি লক্ষন প্রস্তুত ॥
কল্যানি শ্রীরামরানি মম বানি শুন।
নিবেদনে অবধান কর শতি পুন ॥
অচিরে দুঃখের অস্ত হবে তব শতি।
লঙ্কাসঙ্গে মহামার হবে লঙ্কাপতি ॥
সে জে দুই নরব্যাঘ্র বিক্রমি বিপুল।
সমুলে রাক্ষশকুলে করিবে নির্ম্মুল ॥
তব সন্দর্শন অভিলাশী দুইয়োজনে।
লঙ্কালয় ভস্মময় করি একক্ষনে ॥
সবান্ধবে রাবনের করি মহামার।
অবশ্য করিবে রাম উদ্ধারি তোমার ॥
প্রভু রাম নিজধাম লইবে তোমারে।
অতি সিঘ্রে অনায়াসে বধি দুরাচারে ॥
আরবার আমি তার কমল চরনে।
নিবেদন করিলাম কাকুতি বচনে ॥
শুন সিতা অনিন্দিতা দুহিতা রাজার।
তোমার প্রত্যয় হেতু রাম গুনাধার ॥
জদি গুননিধি চাহে চির্হ্নিত ১ তোমার।
তবে কি বলিব আমি অগ্রত তাহার ॥
এ কারন শ্রীরামের বিশ্বাস জন্মিতে।
কোন প্রীতিকর বস্ত দিবে মোরে শিতে ॥
তব রানি মম বানি শুনিয়া এমত।
ইতস্তত নিরেক্ষন করি সে কালত ॥
চিকুরে গ্রন্থিত বেনি সাপিনি আকার।
বিমুক্ত করিয়া সিতা অগ্রত আমার ॥
তাত হনে দুঃখমনে এহি মনিরত্ন।
মোর করে দিল পরে করি অতি জত্ন ॥
সে মনি গ্রহন করি আমি সে সময়।
সিতাপদে প্রনামিয়া সানন্দ হৃদয় ॥
সিঘ্র করি তব স্থান প্রস্থান কারন।
করিলাম আমি জদি উত্রাবল মন ॥
তবে অতি গুনবতি সতি শিরোমনি।
গমনে উদ্দত মম দেখি মনোস্বিনী ॥
গদগদ বাকে সস্ত বলিল আমাক।
হে হে মহাকপী শুপ্রতাপী শুন বাক ॥
ধন্য ধন্য * * তুমি পবননন্দন।
ভাগ্যবন্ত সন্তমতি অতি শুভাজন ॥
জাত তুমি সাক্ষাত শ্রীকমললোচন।
নেত্র ভরি দরশন কর অনুক্ষন ॥
আর গুনাধার শুদ্ধচার জে লক্ষন।
জাত সর্ব্বক্ষন দেখ ভরি দুনয়ন ॥
তব রানি বানি শুনি আমি সেসময়।
দাহ হৈল দেহ মোর দুঃখবহ্নিময় ॥
বলিলাম দুঃখে অতি শুন শতি সিতা।
মোর পৃষ্টে আরোহন কর অনিন্দিতা ॥
এহিক্ষনে গগনগমনে গতি করি।
কিশ্ কিন্দাক প্রতি লব রামের শুন্দরি।
জথা উগ্রতেজা কপিরাজা মহাশয়।
আর গুনধাম রাম সদা দয়াময় ॥
বিচক্ষন লক্ষনে লক্ষিত শ্রীলক্ষন।
নিমিশমাত্রেতে তথা করিব গমন ॥
শুন মাতা লয়া তথা শ্রীরাম সহিতে।
সন্দর্শন করাইব তোমাক তরিতে ॥
আমি জদি এমত করিলো নিবেদন।
মম বানি শুনি সিতা বলিল বচন ॥
হে হে মহাকপি শুপ্রতাপি গুনালয়।
হেনমত ধর্ম্ম সাস্ত্র সকল বাধয় ॥

১ চিহ্ন

আমি স্বইচ্ছায় পরপুরুশ সবার।
অঙ্গস্পর্শ নাহি করি বয়শে আমার॥
পরপুরুশের অঙ্গ স্পর্শন করিলে।
সতির সতিত্ত ধর্ম্মে বেভিচার মিলে॥
কপিরাজ এ অকাজ জানিবা শুমতি।
এ প্রকার অকর্ত্তব্য আমার সংপ্রতি॥
দুরাচার রাবনের অঙ্গ আরোহন।
স্ব-ইচ্ছায় নাহি করি পবমনন্দন॥
পরবশে এ অকাজ অশাধ্য কারন।
সর্ব্ব ধর্ম্মবের্ত্তা তুমি জান নিতিগন॥
হে হে কপিসার্দ্দুল অতুল পরাক্রমি।
জথা গুনধাম রাম তথা জাও তুমি॥
শুন কথা গীয়া তথা শুগ্রিব-অগ্রত।
গুনধাম রাম আর বির লক্ষনত॥
আশ্বাশ করিয়া অতি বিশ্বাশ জন্মায়া।
আদ্যপান্ত ব্রেত্তান্ত কহিবা পুন্নকায়া॥
জে প্রকারে গুনাধারে আমারে উদ্ধারে।
এহি ভাব আমার কহিবা গুনাধারে॥
জে প্রকার আমার অপার দুখগন।
রামসন্নিধানে সব করাবা জ্ঞাপন॥
সোকরূপ তরঙ্গ তরঙ্গিনি শ্রোতস্বতি।
প্রভাব করয় মম জেমত সংপ্রতি॥
চল চল মহাবল এসকল কথা।
বলিবা রামের অগ্রে বিবরি সর্ব্বথা॥
রাক্ষশী সবার আর অপার তর্জ্জন।
রাবনের জেবক্কান তর্জ্জন বচন॥
এ সকল মহাবল বলিবা রামেরে।
বারম্বার এপ্রকার বলিছে আমারে॥
হে হে রাম গুনধাম শ্যাম কলেবর।
আমাক বলিল সিতা এমত বিস্তর॥
ইহা জানি মহামানি গ্লানি হানি হেতু।
সিতার উদ্ধার সিঘ্রে কর ধর্ম্মসেতু॥

ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিক রচন।
গুনবান হনুমান পুনরাগমন॥
শুন রাম গুনধাম অনুপামতেজা।
ইক্ষাকুকুলের চন্দ্র রাজেশ্বর রাজা॥
গমনত মোর [মন] করি বিলোকন।
তোমার স্নেহেত সিতা বলিল বচন॥
শুন ধির বির স্থিরমতি হে মারুতি।
দুঃখিনির বাক্য কিছু শুন শুদ্ধমতি॥
জদি মান গুনবান মহাজ্ঞানময়।
তবে আজি তিষ্ঠ শীঘ্র আমার আলয়॥
বিশম বাশরে রক্ষঘরে সোকান্তরে।
আমার নিবাশ বাপ মহাকর্ম্মঘোরে॥
শ্রমদুর কর শুর আজি এস্থানত।
কালি গমনের মনে করিও উদ্দত॥
মন্দাভাগ্যা দুঃখজোগ্যা সোকভুগ্যা আমি।
বায়ুশুত গুনজুত রামদুত তুমি॥
তোমার দর্শনে মনে হৈতেছে আমার।
অপার আমার সোকসিন্দুপারাবার॥
মুহুর্ত্তেকো তরঙ্গবিহিন হইল মোর।
কোন বা কর্ম্মের ফলে দেখা পায়া তোর॥
হে হে হরিসার্দ্দুল অতুলপরাক্রমি।
তোমার গমন হৈলে জানিবাহা আমি॥
প্রানধন কদাচন নারিব রাখিতে।
নিস্বংশয় মহাশয় জানিবাহা চিতে॥
তব অদর্শন দুঃখগন অনুক্ষন।
বারম্বার সন্তপ্ত করিবে মোর মন॥
হে হে ধির বির এক সন্দেহ আমার।
বলি তাহা বিবরিয়া শুন গুনাধার॥
বিপুল কপির কুল সঙ্কুল হইয়া।
গুনধাম প্রভু রাম সানন্দ লভিয়া॥
এ দুষ্পার পারাবার পার হইবার।
উপায় তাহা কি বলনা শুনাধার॥

কি উপায় পার তায় হবে হায় তারা।
ভাবিয়া উপায় আমি হইয়াছি হারা।।
বানরবাহিনি আর শ্রীরাম লক্ষন।
রামপ্রীয় সখা আর শুগ্রিব রাজন।।
কি প্রকারে এ অপারে পার হইবেক।
এহি চিন্তাজ্বরে দেহ পিড়ে অতিরেক।।
পারাবার পার হইবার জোগ্যধর।
তিনজন বিনে আমি না দেখি অপর।।
তুমি আর তোমার শে পিতা সমিরন।
অপর খেচর আর বিনতানন্দন।।
ইহা বিনে অন্যজনে না দেখি নয়নে।
এ জে শুদুস্পার পারাবার শুলঙ্ঘনে।।
এ অপার শুদুস্পার পারাবার পারে।
অতিশয় সংশয় আমার গুনাধারে।।
হনু সমাধান * * * বলহ ইহার।
তুমি বা কি মত চিত্তে কর আপনার।।
এ কার্য্য শুধার্য্য হেতু তুমি একজন।
তুমি বিনে অন্য জনে না দেখি অখন।।
অতঃপর কপিবর করহ শ্রবন।
তোমাক অধিক কি করাব বিজ্ঞাপন।।
বানরবাহিনি সঙ্গে রঙ্গে রঘুবির।
শুদুর্ব্বার মহামার করি দুর্ম্মতির।।
সপুত্র আমাত্য জ্ঞাতি বন্ধু জন শনে।
মথি জদি গুননিধি দুষ্ট দশাননে।।
আমাক উদ্ধার করি নিজপুরি লয়।
তবে সে রামের জশরাশী প্রকাশয়।।
জিবিত থাকিতে প্রানে রাম মহাশয়।
ছলে বলে আমাক হরিল শে দুর্ন্নয় ১।।

সে প্রকারে গুনাধারে আমারে উদ্ধারে।
অশকতবত ২ দেখি কেন বা তাহারে।।
জদি রাম গুনধাম অখন আমারে।
মহাবল কপিদল করি সমভ্যারে ৩।।
সঙ্কুল বাহিনি সঙ্গে রঙ্গে রঘুরায়।
উগ্রতেজা শুগ্রিব রাজার শুসহায়।।
লঙ্কালয় ভস্মময় করি কোপানলে।
জদি মোরে উদ্ধারয় রাম মহাবলে।।
তবে ভবে হবে জশরাশী শ্রীরামেরে।
অন্যথায় অজশ জানিবা রাঘবেরে।।
জোদ্ধা শুর ধনুদ্ধর রাজিবলোচন।
তার মত হে মহত দুর্য্যনদলন।।
বিক্রমে আক্রমি জদি মথি লঙ্কালয়।
তবে সে রামের অনুরূপ কার্য্য হয়।।
গুনাধার তার অনুষ্ঠান কর তুমি।
তব স্থানে বিবরিয়া কহিলাম আমি।।
জানকির শুরুচির শুধির বচন।
শুনি প্রত্যুত্তর আমি দিলাম তখন।।
শুন দেবি নিবেদনে কর অবধান।
কপিবর শুগ্রিব রাজন বলবান।।
তব হেতু ধর্ম্মসেতু করিছে নিশ্চয়।
লঙ্কাপতি সঙ্গে বিদ্ধংশীবে লঙ্কালয়।
জার দেশবাশী রাশি রাশী কপিচয়।
সে সকল প্রজা রাজা শুগ্রিব দুর্য্যয়।।
সবে অতি মহামতি প্রবির প্রধান।
মহা পরাক্রম জিতশ্রম জ্ঞানবান।।
সবে সত্যবন্ত শান্ত দুরন্ত দলন।
সবে জশী আমরশী ৪ অরাতিমর্দ্দন।।

---

১ দুর্নীতিপরায়ণ ২ অসমর্থের মত ৩ সজ্জে ৪ ক্রুদ্ধ

সমান সঙ্কল্প সবে করিছে শুস্থির।
একত্র হইছে তত্র জতেক প্রবির॥
সেসকল মহাবল অটল সমরে।
কার্য্য সিদ্ধিবন্ত সবে না ডরে আমারে॥
তারা শব মহোৎভব লাঘব ক্রমত।
প্রিথিবিক প্রদক্ষিন করিছে পুর্ব্বত॥
মনোরথে বায়ুপথে সামর্থে আপন।
সশাগরা প্রিথিবি করিছে পর্জ্জটন॥
আমা হনে বিশিষ্ট কতেক কপিবর।
কত কপি প্রতাপি আমার সমশর॥
উগ্রতেজা মহারাজা সে জে শুগ্রিবের।
বলিলাম কথা তার মন্ত্রিপ্রবরের॥
মাতা শুন মোত নুন ১ নাহি একজন।
শুগ্রিব রাজার সন্নিধানে একজন॥
ইহা জানি রামরানি মম বানি মানি।
পরিতাপ ত্যাগ কর অখন কল্যানি॥
শ্রেষ্টজন কদাচন অজুগ্যজনারে।
না প্রেসয় দুত করি কার্য্য অনুশারে॥
হৃষ্টে মম পৃষ্টে অতি অকষ্টে ২ কল্যানি।
আশীবে সে নরব্যাঘ্র হয়া ধনুপানি॥
তব সন্নিধানে সে জে শ্রীরামলক্ষণ।
আশীবে তরিতে শীতে করহ শ্রবন॥
কমলা-ভারথি-জিতা শিতা শুন বানি।
শুগ্রিব সহায় সে জে দুইয়ো মহামানি॥
শুদুর্ব্বার লঙ্কাদ্বার পশী জশী তবে।
তব সহ সন্দর্শন করিবে উচ্ছবে॥
নখ দন্ত পর্ব্বত পাদপ অস্ত্রধারি।
আশীবে লঙ্কাক নিশাচরক্ষয়ঙ্কারি॥
তাহাও দেখিবে শিগ্রে রামের ললনা।
কিছুকাল ধর্জ্জ ধর না হবা বিমনা॥

এপ্রকার শুবিস্তার সিতার অগ্রত।
বলিলাম প্রভু রাম আমি সেকালত॥
পরে নিজ অন্তরে করিয়া আলচন।
রাবনের বন ভগ্নে করিলাম মন॥
চিত্তে চিন্তা করিলাম আমি সে সময়।
এ কার্য্য দ্বারায় কোপ হবে দুরাশয়॥
তবে হবে তার সহ মম সন্দর্শন।
এহি চিন্তা করি স্থির করিল তথন॥

করিলাম মন আমি জে তথন
বিনাশীব বন রাবনকৃত।
নন্দন সমান রাবন উদ্যান
রক্ষ বিদ্যমান করিলাম হত॥
বন বিভঞ্জন সংবাদ শ্রবন
করি দশানন কুপিল অতি॥
রক্ষেন্দ্র তথন হয়া কোপমন
কৈল আদেশন জুদ্ধক প্রতি।
কিঙ্করনিকর বহু নিশাচর
করিতে সমর আমার শনে।
আশিল তথন রোশে রক্ষগণ
হইল নিধন আমার রনে॥
মহামার তার হেন সমাচার
রাবন দুর্ব্বার শুনি তথন।
প্রহস্তনন্দন পরম দুর্য্যন
নিশাদ ভিশন প্রেশে রাবন॥
সে জে দুরাচার সমরে দুর্ব্বার
করি চমৎকার সংগ্রাম অতি।
মম প্রহারত হইয়া নিহত
জমকবলত করিল গতি॥

১ আমা অপেক্ষা কম ২ অক্লেশে

তাহার মরন শুনি দশানন
হয়া কোপমন ক্রুদ্ধ কারন।
পঞ্চ শেনাপতি প্রেশিল দুর্ম্মতি
বলবান অতি মহাভিশন॥
তামার সবার করি মহামার
প্রহারি দুর্ব্বার পরিঘ দণ্ডে।
তাহার মরন করিয়া শ্রবন
রাজা দশানন অতি দুন্দণ্ডে॥
প্রেশিল সমরে রাক্ষশনিকরে
মম বধতরে দশবদন।
তার মন্ত্রিশুত বিক্রমি অদ্ভুত
নানা অস্ত্র জত মহাভিশন॥
গজ রথ হয় বহু শেনাচয়
সমরে অভয় দুর্য্যয় অতি।
করিয়া বিগ্রহ পরিবার সহ
প্রেশিলো দুরহ জমবশতি॥
আমি সে সময় মারি রক্ষচয়
অভয় হৃদয় রহিলো তথা।
রক্ষের নিহত শুনি সেকালত
অত্যন্ত ক্রোধিত কুবেরভ্রাতা॥
আপন নন্দন সমরে দুর্য্যন
সাক্ষাত সমন অক্ষয় নামে।
হয়া কোপমন তাহাক তখন
রাজা দশানন প্রেশে সংগ্রামে॥
করি ঘোর রন তাহাক তখন
সমনসদন প্রেশিলামামি।
এমত প্রকার শুনি সমাচার
কুপিয়া অপার রক্ষের স্বামি॥
অতি শ্রেষ্ট শুত সর্ব্বগুনজুত
বিক্রমি অদ্ভুত ইন্দ্রজিতেরে।
হয়া কোপমন কৈল আদেশন
রাজা দশানন ক্রোধঅন্তরে॥
সে জে পরাক্রমি অতিজিতশ্রমি
বিক্রমে আক্রমি আমাক সে জে।
ব্রহ্মপাশে শস্ত তবে সে দুরন্ত
মোরে বান্দিলন্ত [1] মহাস্ত্রতেজে॥
রাবন দর্শন কারন তখন
করে মোর মন উচ্ছাহ অতি।
ব্রহ্মাস্ত্র ভিশন আমি উল্লঙ্ঘন
না কৈলাম তখন কারন চিন্তি॥
তখন কায়ায় মিথ্যায় মায়ায়
হয়া শবপ্রায় রহিলা জবে।
তবে সেসময় দুষ্ট রক্ষচয়
আনি রর্জ্জুচয় বান্ধি তাণ্ডবে॥
রাবন ভবন আমাক তখন
নিল রক্ষগন আনন্দমনে।
অতি চারু স্থানে সভাসন্নিধানে
রাজাবিদ্যমানে রাখি জতনে॥
রাবননন্দন হয়া হৃষ্টমন
কৈল নিবেদন ব্রেত্তান্তগন।
করাইল জ্ঞাপন রাজাত তখন
হয়া হৃষ্টমন সে জে দুর্য্যন॥
মোরে দরশন করি দশানন
জিজ্ঞাশে তখন ক্রোধঅন্তরে।
তুমি কার চর কহ হে বানর
কেন এ নগর আশীছ ওরে॥
আমিও তখন হয়া কোপমন
সদর্প্পে বচন দিয়া তখন।
সর্ব্ব বিবরন করাইলো জ্ঞাপন
রাজিবলোচন করহ মন॥

[1] বাঁধিল

আমার দর্শনে কঠোর বচনে
অতিরুষ্টমনে সে জে দুর্য্যন।
আজ্ঞা শে শময় কৈল দুরাশয়
পরম নির্দ্দয় বধকারন॥
মোর বধকাজে সে জে রক্ষরাজে
অত্যন্ত অব্যাজে আজ্ঞা করিল।
শুনিয়া এমত তবে সেকালত
মহাভাগবত সাধু শুশিল॥
আমাক মারন করিল বারন
সেহি শুভাজন সর্ব্বজন অতি।
তবে দশানন হয়্যা কোপমন
কৈল আদেশন রাক্ষশী প্রতি॥
আমার লাঙ্গুলে দহিতে আনলে
সে জে মহাবলে বলে তখন।
তবে রক্ষ জত আমার পুশ্চত ১
দিল সেকালত ঘোর দহন॥
আমি হৃষ্টমনে সেহি হুতাশনে
সে লঙ্কাভবনে কৈলো দাহন।
জত লঙ্কালয় তবে শে শময়
হৈল ভস্মময় পুর তখন॥
বাল্মিকিপ্রনিত অতি রশান্বিত
ধর্ম্মগুসঙ্গিত শুরশায়ন।
মারুতিবচন পদ বিচক্ষন
হৈল সমাপন শুন সর্জ্জন॥
দ্বিতীয় সপ্তুতি সর্গ্গ সাঙ্গমীতি ২
হইল সংপ্রতি হে বুধগন।
বল মুখে রাম পুর্ণ হবে কাম
পাবা দিব্যধাম হৈলে মরন॥
শ্রীহরেন্দ্রে কয় মন দুরাশয়
হইয়াছ অভয় কিবা সাহশে।
তেজ অহঙ্কার রাম কর শার
তবে কি ভয়ার ৩ সমন পাশে॥

(ত্রিসপ্তুতি সর্গ)

মারুতির শুরুচির বচন শ্রবনে।
অতি তুষ্ট লভিল শ্রীরাম নিজমনে॥
শুমতি মারুতি পানে নয়ানে চাহিয়া।
বলিল বচন অতি হর্শে পুলকিয়া॥
ভুবনে দুল্লভ কর্ম্ম সাধিল মারুতি।
সাধু সাধু সাধু তুমি অতি মহামতি॥
অন্যজনগন মন দ্বারায় দুশ্কর।
সে কার্য্য করিলা তুমি ধন্য কপিবর॥
শুদুস্পার পারাবার পার হইবার।
না দেখি এমন শক্তিধর জন আর॥
বিনতানন্দন সে জে গরুড় সর্য্যন।
আর তব পিতা সে যে দেব সমিরন॥
আর তুমি অমিততেজশ জশবান।
এহি তিন জন বিনে নাহি দেখি আন॥
জে পুরে অশুরে সুরে জক্ষ বিদ্যাধরে।
ধর্শীত থাকুক পশীবাক সে না পারে॥
পন্নগ উরগ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
পশিতে না পারে ভয়ঙ্কর শে নগর॥
রাবনপালিত সিতা অমিত দুশ্কর।
হেন লঙ্কালয় শুদুর্য্যয় ভয়ঙ্কর॥
একেশ্বরে কপিবরে তারে বিদ্ধংশীলা।
বহুতর নিশাচর সমরে বধিলা॥
একায় তথায় সমুদায় বিদ্ধংশন।
করিলা অনিলশুত ধন্য শুভাজন॥

১ পুচ্ছেতে ২ সাঙ্গ ইতি ৩ ভয় আর

সৌৰ্জ্জে বীৰ্জ্জে ধৈৰ্জ্জে মারুতির শমশর।
অন্যজন কদাচন না দেখি অপর॥
শুগ্রিবেরো মহৎ কৰ্ম্ম করিল মারুতি।
ধন্য অগ্রগন্য মন্য হব মহামতি॥
জে শুজন ভৃত্যগন দুশ্কর বিশয়।
প্রচুর অৰ্থক সিদ্ধে কাৰ্য্যক সাধয়॥
সেহিজন শুভাজন ভৃত্যের মধ্যত।
উত্তম পুরূশ তাক বলে বুধত॥
সে দুৰ্য্যন ভৃত্যগন কোনবা বিশয়।
সাধিবার সক্তি ধরি তাক না সাধয়॥
সেহিজন অভাজন পুরূশ অধম।
কোবিদ সাধুয়ে১ তাক না বলে উত্তম॥
অতঃপর সাধুতর কপিবর ইনি।
শুগ্রিব অনুজ্ঞা শিরে ধরি মহামানি॥
সিদ্ধার্থ হইয়া সাধি মুল প্রয়োজন।
অশীল২ শুশীল ধির বির বিচক্ষন॥
প্রভুর প্রচুর অর্থো সাধনে সজ্জন।
শুগ্রীবক সন্তোশীল পবননন্দন॥
আমি রঘুবংশধর অপর লক্ষন।
দুহাক দুস্পার দুখ্খে করিলা রক্ষন॥
বৈদেহির দরশনে সন্ত শুদ্ধমতি।
আমাক রাখিল সিষ্টশীল এ মারুতি॥
ধৰ্ম্মত এমত জানিবাহা সৰ্ব্বজন।
মিথ্যা নয় সুনিশ্চয় আমার বচন॥
কিন্তু এক দুঃখে মম মন দগধয়।
এ জে প্রিয়বাদি অপ্রমাদি মহাশয়॥
ইহার এখন প্রিয় আমি কি করিব।
বারম্বার ইহার কি হেতুক সাধিব॥
এহিমত সে কালত চিন্তি অন্তরত।
রঘুকুলমনি অতি প্রীতে সেকালত॥

হনুমান পানে চায়া কমললোচন।
বলিল বচন করি সজল নয়ন॥
শুন সাধুমতি হে মারুতি সদাশয়।
তোমাক কি ধন বাপ দিব এসময়॥
রাজ্জনাশ বনে বাশ ভ্রষ্টশ্রীয়া আমি।
কি ধন প্রদানে বাপ তুষ্ট হবা তুমি॥
আইশ বাপ তোরে করি প্রেম আলিঙ্গন।
এ সময় এহি ধন করহ গ্রহন॥
সৰ্ব্বশ্যা৩ বিহিন আমি দিন এসময়।
অবস্তার কালজুগ্য৪ এহি সদাশয়॥
এজে মম ধন কর গ্রহন মারুতি।
এহি বলি সীগ্রে উঠি রাম রঘুপতি॥
নেত্রনিরধারা সারা বহে দুনয়ানে।
আইশ আইশ বলি ডাকি বির হনুমানে।
দুই কর প্রশারিয়া রাজিবলোচন।
কান্দিয়া কান্দিয়া করিলেন আলিঙ্গন॥
মারুতির দুনয়ানে বহে নিরধারা।
পুলকে পুরিল মন প্রেমবশে ভারা॥
পরবিরপ্রাণহর রাজিবলোচন।
মারুতিক প্রেম করি প্রেম আলিঙ্গন॥
বশিল তখন সেহি পাশানতলত।
রামের চরিত্র চিত্র দেখিয়া এমত॥
সুগ্রিব রাজন আর লক্ষন তখন।
লোচনে সলিলধারা করিল মোচন॥
কপিচয় সে সময় বিস্ময় অন্তরে।
রামের চরিত্রে তেজিলেন নেত্রনিরে॥
গুনাধার আরবার অপার চিন্তায়।
চিন্তিয়া ক্ষেনক পরে রাম রঘুরায়॥
মারুতিক সম্বোধিয়া বলে আরবার।
শুন শুন বায়ুসুত অতিগুনাধার॥

---

১ অভিজ্ঞ সজ্জনে ২ অশেষ ৩ সৰ্ব্বস্ব ৪ বৰ্ত্তমান অবস্থার উপযোগী

সিতা অন্যাশন১ বাপু হৈল তোমা হনে।
অখন কি হবে তবে পবননন্দনে॥
কিন্তু সে দুস্পার পারাবার পার হেতু।
সাগর পাইলে কি করিবো গুনশেতু॥
জলধি অবধি করি দক্ষিনকুলত।
কি প্রকারে জাইবেক কপিশনা জত॥
আমার চেষ্টার ফল জনকদুহিতা।
কিপ্রকারে দেখিবেক সতি সুচরিতা॥
পারাবার পার হইবার কি উপায়।
কহ সিগ্র করি হরিবির ধর্ম্মকায়॥
এহি বলি মারুতিক রাজিবলোচন।
ধ্যানপর আরবার হইল তখন॥
ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিক রচন।
হনুমন্ত প্রশংশন সর্গ সমাপন॥
ত্রিসপ্ততি শর্গ পদ হইল বিরাম।
তেজ মন আন কাম জপ রাম নাম॥

[চতুঃসপ্ততি সর্গ]

গুনাধার আরবার চিন্তায় তখন।
সোকাকুল গুবিপুল রাজিবলোচন॥
সোকবিনাশন হেতু তবে সে সময়।
চারুগ্রিব সে গুগ্রিব সদা সদাশয়॥
বলিল বচন হৃষ্টমন হয়া অতি।
মম বানি শুন মানি রাম রঘুপতি॥
হে হে ধির বির শিরমনি মহামানি।
কি কারনে সোকে হও সন্তপ্ত আপনি॥
জেমন সামান্যজনগন শোকে অতি।
সন্তপ্ত হইয়া হয় ব্যাকুলিত মতি॥
সেহিপ্রায় পুরুকায় এ শোক তোমার।
সোক পরিহর গুনাকর পুন্যাধার॥
অতুলবিক্রমি শুন পুরুশসার্দ্দুল।
উঠ উঠো তেজ সোক বিক্রমি বিপুল॥
না করিবা সোক লোকপতি সিতাপতি।
শুন গুনবন্ত সন্ত মতিমান অতি॥
হে রাঘব তব কোন সোকের কারন।
অখন না দেখি আমি রাজীবলোচন॥
তুমি শুউত্তম মহাপুরুশ প্রধান।
প্রবির্ত্তি নিবিত্ত২ পথ জান জ্ঞানবান॥
ধ্রিতিমান সিতিমান জোদ্ধা বোদ্ধা অতি।
সাস্ত্রজ্ঞ শুপ্রাজ্ঞ মহাশক্ত মহামতি॥
সর্ব্ব অর্থ বিনাশিনি বুদ্ধি তেজ রাম।
মম বানি শুন মানি সর্ব্বগুনধাম॥
ইহলোকে ধর্জ্জগুন শুন জত জত।
সোকে এসকল করে বিনাশ সতত॥
অতঃপর তববিধ শুর সর্জ্জনের।
হানি বা লাভ বা করি জত বিশয়ের॥
অনুশোচ অনুচিত এমত জনার।
তুমি প্রানি মধ্যে শ্রেষ্ট সদ্গুন অপার॥
তুমিত তেজশ জশবান পরাক্রমি।
বলসালি রনস্বামি মহাজিতশ্রমি॥
তুমি স্বামি আমি ভৃত্য ওহে দয়াময়।
মম সঙ্গে রঙ্গে কর সত্রুক বিজয়॥
সত্রুক জয় ইচ্ছা কর এসময়।
অনুচিত সোক তব রাম গুনালয়॥
হে হে রঘুকুলচন্দ্র রাজিবলোচন।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এ চরাচরগন॥
জানি সন্তে ইহা মধ্যে আছে জতজন।
শুরাশুর গন্ধর্ব্ব চারন জক্ষগন॥

১ অন্বেষণ ২ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি

এসকল মহাবল মধ্যে একজন ।
তব সহ বিগ্রহত জয় হবে রন ॥
তব কোপ হৈলে লোপ হবে আয়ু তার ।
থাকুক সংগ্রামে অগ্রে তিষ্ঠা ১ তার ভার ॥
সরাশন করাশন ২ করি তুমি রাম ।
জদি তিষ্ট ৩ অভিষ্ট ৪ করিয়া সুসংগ্রাম ॥
তবে তব অগ্রে তিষ্টিবার শক্তি কার ।
বজ্রধারি পুরন্দরে দেব পরিবার ॥
সুদুর্য্যয় কপিচয় তোমার কার্জ্জত ।
প্রতিবন্ধ না করিবে কোন সময়ত ॥
সুবিপুল কপিকুল সহায় তোমার ।
সিঘ্রতর কর রাম দর্শন সিতার ॥
পারাবার হয়া পার লঙ্কাদ্বার জায়া ।
মথিব লঙ্কাক সকা তেজ ধর্ম্মকায়া ॥
হে হে রাম গুনধাম রাজিবলোচন ।
সোক পরিহর ধির বির বিচক্ষন ॥
ভজ ক্রোধ মহাজোধ সুবোধ অধন ।
মহা ক্ষেত্র ধর্ম্ম তব কর আচরন ॥
দুদ্দণ্ড প্রচণ্ড কর প্রতাপ অধন ।
সর্ব্ব প্রানির • • কর কর আচরন ॥
গুন গুননিধে সর্ব্ববিধে তব মনে ।
চিন্তা কর নিরান্তর সাগরলঙ্ঘনে ॥
এহি হেতু নিরুচ্ছাহ অপার তোমার ।
এহি হেতু পুষ্পশেতু এ শোক অপার ॥
তাহার বিধান কর শ্রবন অধন ।
এ জে মম পরিবার বানর ভিশন ॥
সকল সামর্থবন্ত সুর সুদুর্য্যয় ।
সবে কপি কামরূপি মহা তেজময় ॥
তব প্রিয়সাধনে সকলে বলবান ।
করিছে উচ্ছাহ সবে দিতে নিজপ্রান ॥

তব হেতু পুষ্পশেতু এ জে কপিচয় ।
জলন্ত অগ্নির মধ্যে পশীতে পারয় ॥
এ সবার অপার হর্শত সন্ত আমি ।
জানিয়াছি চিত্ত সবাকার রঘুস্বামি ॥
হে হে রাম গুনধাম রাজিবলোচন ।
এ সবার পরাক্রমে জানিবা কারন ॥
দুষ্পার সাগর পার হয়া অবশ্যক ।
দেখিব সকলে সে জে লঙ্কানগরক ॥
দেখিব সে রাকাচন্দ্রমুখি জানকিরে ।
জানিবা মানিবা শার রাম রঘুবিরে ॥
এসকল গুনবান প্রধান বানর ।
সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদ মহাগুনধর ॥
পারাবার পার হেতু সেতু সুবিপুল ।
বান্ধিবে সাগর সুদুর্য্যয় কপিকুল ॥
সিন্দুজলে কুতুহলে সিলাতলে সন্ত ।
পার হেতু বান্ধি সেতু অতুল অত্যন্ত ॥
জথা শে সুরারি দুরাচারি পাপকারি ।
সে দুর্য্যন দশানন তব নারিহারি ॥
গুন সুর সে জে ক্রুড় পুর বিদ্ধংশিব ।
লোকপতি সোক অতি তব নিবারিব ॥
গুনধার সিন্ধুপার হবার মানশে ।
চিন্ত অন্তরত মহারথ মহাজশে ॥
হে মহত অবিরত সামান্যের মতং ।
কেন কর শোক লোকনাথ মহারথ ॥
গুনধাম রাম অনুপাম লঙ্কাধাম ।
নিরেক্ষন করিল সিঘ্রে দুর্ব্বাদলশ্যাম ॥
সক্র হত সমরত কর ধনুদ্ধর ।
হে হে রাম গুনধাম শ্যাম কলেবর ॥
জানিবা মানিবা মনে রাজিবলোচন ।
পারাবারে হৈল জান সেতুর বন্ধন ॥

---

১ থাকা ২ কর্ষণ ৩ থাক ৪ ইচ্ছানুরূপং সাধারণ লোকের মত

আমার দুর্ব্বার আর বানরবাহিনি।
শুবিপুল রিক্ষ১কুল অপর শেনানি॥
জাত্রা করি সিন্ধু তরি ২ দক্ষিণ শে তীরে।
পাইল হেন জ্ঞান কর রাম রঘুবিরে॥
রক্ষময় লঙ্কালয় প্রলয় প্রস্তুত।
হৈল হেন জ্ঞান কর ওহে রাজশুত॥
এ সকল মহাবল মানিবা অন্তরে।
মিথ্যা নয় বাক্যচয় আমার সত্তরে॥
দুরাচার রাবনক করিলাম জয়।
ইহাও মানিবা মনে রাম দয়াময়॥
এ জে মম জয়সম পরাক্রমবান।
বিপুল কপির কুল সমরে শুজান॥
মহামহিধর গুরুতর মহিরুহে।
জোধি সবে শুতাণ্ডবে প্রবিরসমূহে॥
পরমপ্রতাপি কামরূপি কপিগন।
দশাননগর করিবে বিদ্ধংশন॥
গুননিধি জলনিধি অবধি করি শুখে।
জদি পশিলাম লঙ্কাধাম শুকৌতুকে॥
তবে শুন গুনধাম রাম শামতনু।
আমি আর আমার বাহিনি এ জে পুনু॥
এসবার জয়সম পরাক্রমচয়।
দেখিবা তখন জুদ্ধ হবে জে সময়॥
বাহুল্য কথন কোন প্রয়োজন আর।
সর্ব্বথা লভিবা জয় তুমি গুনাধার॥
অরাতি সৈন্যক মথি তুমি রঘুপতি।
লভিবা বিজয় মহাশয় সন্তমতি॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকি রচন।
শুগ্রিববচন নাম সর্গ্গ সমাপন॥
চতুর্থ সপ্ততি সর্গ্গ পদের বিরাম।
তেজ মন আন কাম জপ রাম নাম॥

শ্রীহরেন্দ্র ভুপে ডাকে রাম কৃপাময়।
রাখ এবার • • অপার জমভয়॥

[পঞ্চ-সপ্ততি সর্গ]

শুগ্রিববচন শুনি সান্তি লভি রঘুমনি
ধন্যা বানি বলিয়া রাজাক।
সন্তমতি অতিশয় সদাশয় ধর্ম্মময়
সে সময় সৈল বলিবাক॥
শুন গুণশিল সন্ত মতিমান হনুমন্ত
বুদ্ধিবন্ত অগ্রগন্য ধির।
পারাবার পারে আর সেতু বর্দ্ধ করিবার
লঙ্ঘিবার জলধির নির॥
সোশন অপর তার সক্তি মম করিবার
গুনাধার মানিবা অন্তরে।
তথাপি প্রতাপী শুন তোরে জিজ্ঞাশিছি পুন
সকরুন কহ কপিবরে॥
কি প্রকার লঙ্কাদ্বার কিমত বা পথ তার
দুর্গ্গ তার কি প্রকার তথা।
রনদক্ষ রক্ষচয় তার বল শুদুর্জ্জয়
কি করে সে পুরেত সর্ব্বথা॥
রামের এমত বানি মারুতি শুমতি মানি
শুনি বানি বলে সে কালত।
শুন প্রভু গুনধাম রাজিবলোচন রাম
তনুশ্যাম বিবরন জত॥
রাবনের সে লঙ্কার দুর্গ্গ কর্ম্ম জে প্রকার
বলি তার সমাচার রাম।

---

১ ঋক্ষ ২ পার হইয়া

দেখিলাম লঙ্কাধাম অনুপাম প্রভু রাম
গুনধাম মন অভিরাম ।।
মত্ত বহু করিকুল সে লঙ্কায় শুসঙ্কুল
শুবিপুল সোভন সে পুরি ।
তুরঙ্গম অশ্বজাত নানাদেশী নানা জাত
সে লঙ্কাত প্রভু ধনুধারি ॥
শুদৃঢ় কপাটচয় স্থানে স্থানে বিরাজয়
লোহময় বহল শুন্দর ।
শুগম্ভির নিরময় বিশাল পরিখাচয়
বিরাজয় অতি মনোহর ।।
চারিখান পুরদ্বার লোহময় শুদুর্দ্ধার
সক্তি কার তাক বিদ্ধংশনে ।
সিলাময় স্তম্ভচয় তার অগ্রে বিরাজয়
দেখি ভয় হয় বড় মনে ।।
সিলাময় স্তম্ভচয় প্রতিদ্বারে বিরাজয়
অতিশয় সে তেজে ভয়ঙ্কর ।
কঠিন সে দুর্গ্গ পথ জানিবা হে মহারথ
স্বরূপত বলি গুনাকর ।।
লোহময় শুদুর্য্যয় সিলা ধৌত বিরাজয়
লঙ্কালয় সত ধারগন ।
সতঘ্নি তোমর পাশ পট্টিশ পরিঘ প্রাশ
দেখি ত্রাশযুক্ত হয় মন ।।
খেটক মুশল অশী কত রক্ষ মহাজশী
বাদ্ধি হর্শি সমরতাণ্ডবে ।
করে করি ধরি অস্ত্র পরিধানে দিব্যবস্ত্র
লয়া সস্ত্র মদান্ধ উৎসবে ।।
খড়্গক ত্রিশুল আর মুদ্গর শুদুর্দ্ধার
করে কার মহাভয়ঙ্কর ।
হেনমত লঙ্কালয় সঙ্কুল রাক্ষশময়
দেখি ভয় কম্পয় অন্তর ।।

রক্ষবির পরিবার কেবা সিমা দিবে তার
শুদুর্দ্ধার অমরে না ডরে ।
মহাবল পরাক্রমি ভিমকায়া জিতশ্রমি
শুস্তগামি বিশম সমরে ।।
মহারথ অতিরথ সিমা তার দিব কত
সতে সত মহোদ্দত রনে ।
তারা সব অগ্রগন্য আশিলে সক্রর সৈন্য
দেয় দন্ড মথি প্রানধনে ।।
সক্রসৈন্যক্ষয়ঙ্কর সে সকল ভয়ঙ্কর
নিশাচর অমরমর্দ্দন ।
অস্ত্রে সস্ত্রে সাবধানে আছে তারা স্থানে স্থানে
মদে মানে পরম দুর্য্যন ।।
প্রাতদ্বার লোহময় রুচির প্রাচিরচয়
শুঅক্ষয় সুন্দর গঠনে ।
মনিবিদ্রুম শোভিত মনময় বিরাজিত
বিরচিত বৈদুর্জ্য কাঞ্চনে ।।
মুক্তাদাম দিয়া কাম করিয়াছে অভিরাম
অনুপাম ধাম সুশোভন ।
দ্বারের সন্নিধ স্থানে১ লঙ্কালয় নানাখানে
সন্নিধানে সে পরিখাগণ ।।
সুসিতল তার জল গন্ধবাত ২ নিশ্চল
সুতরল অগাদ ৩ বিস্তর ।
গ্রাহগন আছে তাত জলজন্তু অশস্থাত
মিনজাত নিবাশে অপার ।।
নানামনিরত্নময় সুবিদ্রুম বিরাজয়
মনোময় মানিক্যমণ্ডিত ।
মরকত পত্রচয় মনিমুক্তা ফলময়
বিরাজয় কিবা মনস্থিত ।।
তথা বিশ্রামের ধাম দরশনে অভিরাম
অনুপাম কাঞ্চন শুস্তত ।

১ নিকটে ২ বায়ু ৩ অগাধ

শুনিয় বেদিচয় তার মধ্যে বিরাজয়
অতিশয় শোভা নানামত ॥
রদ্বার হেনমত বিবরিয়া কব কত
তবাগ্রত রাম গুনধাম।
মরনগর প্রায় সে জে পুর সমুদায়
পশি তায় পুর্ন্ন হয় কাম ॥
়তি দ্বারে দ্বারে তার শুপরিখা শুদুর্ব্বার
দুর্গ্‌গ তার উপর দুর্ব্বার।
র্শনে শুন্দর অতি মনিশ্যেরসাধ্যগতি ১
ভিশনতি গটন ২ শিলার ॥
এক এক দ্বারাগ্রত চারি চারি মহোদ্দত
সক্রম পরম ভয়ঙ্কর।
হুতর জন্ত্রচয় তার মধ্যে বিরাজয়
কলময় পরম দুস্তর ॥
অজ্ঞাত জন জে জন তাত হৈলে নিবেশন
প্রানধন না বাচে তাহার।
বিহিন হয়া উপায় তার মিলে মহাদায়
প্রান যায় অন্তক দুয়ার ॥
নিশাচর অশঙ্খাত প্রহরি থাকয় তাত
দৃড় ধন্নি মহাভয়ঙ্কর।
তার মধ্যে তিন তিন সিলা জন্ত্র প্রবিন
একেক জন্ত্রত শুদুস্তর ॥
পরসৈন্য আগমনে সেহি সিলাজন্ত্রস্থানে
প্রানধনে হলে হয় হানি।
তাত হৈলে প্রবেশন না জানি সন্তেদগন
হেন সে জে জন্ত্র মহামানি ॥
পরিখা অগাদ অতি পড়ে তাত সে সংপ্রতি
কৈলে গতি সে জন্ত্রমধ্যাত।
হেন সে জে দুর্গ্‌গচয় দরশনে ভয় হয়
প্রভু নিবেদিছি চরনত ॥

হেনমত কল সকলত।
পরিখা উপরে দ্বার অগ্রত ॥
আমি সে সকল বল ক্রমত।
ছন্ন ভগ্ন কর‍্যাছি সমস্ত ॥
সিলাময় জন্ত্রকল সকলে।
ভাঙ্গিয়াছি আমি ভুজের বলে ॥
দুস্পার দুর্ব্বার পরিখাগন।
পাশানে গঠিত তির শোভন ॥
চরনপ্রহারে আমি তাহারে।
পুরিয়াছে ভগ্ন করিয়া তারে ॥
রূচির প্রাচির আয়শময়।
পাতন কর‍্যাছি আমি নিশ্চয় ॥
রাবনভবন শোভন অতি।
তারে দহিআছি হে রঘুপতি ॥
তব পদবলে হে প্রভু রাম।
উচ্ছন্ন করিছি সে লঙ্কাধাম ॥
এখন লঙ্ঘন হয়া সাগর।
আনন্দে পশীয়া লঙ্কানগর ॥
জেহি সেহি পথে উৎসব করি।
পশি লঙ্কালয় রাবনপুরি ॥
সমরে অটল বানরি বল।
রনদক্ষ আর রিক্ষ সকল ॥
দিয়া ঢক্কা লঙ্কা মথুক এবে।
হে রাঘব তব প্রীতে উৎসবে ॥
এ সকল সঙ্গে রঙ্গেতে অতি।
চল লঙ্কালয় হে রঘুপতি।
গুনধাম রাম কর শ্রবণ।
আমার জেমত লৈতেছে মন ॥
বলসালি বালিতনয় বলি।
পরম অরাতিকুল নির্দ্দলি ॥

---

১ মানুষের গমন অসাধ্য ২ অতি ভীষণ গঠন

মহাজশ বির পনশ আর।
বিরসাজে সাজ মহা দুর্ব্বার ॥
আহবে আনন্দ মৈন্দ নামত।
মহাবাহুসালি বলি মহত ॥
দিবিদ বিবিধ বিগ্রহ সাস্ত্রে।
জাক না ভেদয় দেবের অস্ত্রে ॥
নদমান জাম্ববান অপর।
আর মহাবল নল বানর ॥
এ সব দুর্ব্বার প্রবির শার।
শ্রবন করহে হে গুনাধার ॥
এহি বিরগন সঙ্গতি করি।
অনায়াশে নাশ লঙ্কানগরি ॥
অন্য সন্যে আর কি প্রয়োজন।
শ্রবন করহে বিধুবয়ন ॥
এ সব সামর্থ লঙ্কা মথিতে।
সপ্রাকার দ্রুত পুরি সহিতে ॥
প্লবন করিয়া জলধি নির।
পশীয়া লঙ্কাত এ সব বির ॥
প্রাকার তোড়ন প্রাশাদগন।
কুতুহলে বলে করি মর্দ্দন ॥
তাণ্ডবে আহবে লাঘবে অতি।
সরাবন আর ভবন মথি ॥
সাধিবে বিজয় অজয় বির।
না করিবা চিন্তা হে বির ধির ॥
এ সকল বলসালি বিপুল।
সমুলে মথিবে রাক্ষশকুল ॥
হে হে গুনধাম রাম কৃপাল।
সিঘ্র তব আজ্ঞা কর সকাল ॥
সাজুক বাহিনি বাজুক দামা।
করুক সকল বাহিনি সিমা ॥
হে হে বিচক্ষন এহি ক্ষনত।
শুন্দর সময় শুমুহুর্ত্ত ॥

লঙ্কাধাম করো গমন রাম।
মম মত যেহি হে গুনধাম ॥
কর্কশ রাক্ষশ বিনাশ হেতু।
কর সিঘ্রে জাত্রা হে গুনশেতু ॥
রাজিবলোচন সিতাদর্শনে।
উচ্ছাহ করহ গমন মনে ॥
পবননন্দনবচন শুনি।
আনন্দ অপার রাঘবমনি ॥
রিপুর বপুর বিনাশ হেতু।
সাগর তরনে বন্ধনে সেতু ॥
রঘুপতি মতি করি তখন।
লঙ্কার গমনে করিল মন ॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে রচন।
দুর্গ্গ নিবেদন সর্গ্গ শোভন ॥
পঞ্চম সপ্ততি সর্গ্গ বিরাম।
রশনা রটনা শ্রীরাম নাম ॥
শুন শুন মন নিবেদি তোরে।
তুমি কি ডুবাও এবার মোরে ॥
তোমার অধিন আমি সতত।
জেমত লওয়ো লই তেমত ॥
শ্রীহরেন্দ্র ভুপে কহিছে মন।
এহি বারে বার জানি কারন
লও সুখে মুখে শ্রীরাম নাম।
অন্তিমে পাইবে পরম ধাম ॥

[ষট্ সপ্ততি সর্গ।]

এমত তখন হনুর বচন
রাজিবলোচন শুনি।
অতি হৃষ্টমনে বলিল তখনে
মধুর বচনে বাণী ॥

বলে আরবার রাম গুনাধার
শুনহ আমার বানি।
করি জিজ্ঞাশন পবননন্দন
বল বিবরন মানি ॥
সে ঘোর লঙ্কার কহ সমাচার
তুমি আরবার বির।
দুর্গগ বাকি মত লঙ্কানগরত
অদুর্গগ কিমত ধির ॥
আদ্যপান্ত তার কহ গুনাধার
করিয়া বিস্তার এবে।
এহি বলি রাম দুর্ব্বাদলশ্যাম
হইল বিরাম তবে ॥
শ্রীরামবচন করিয়া শ্রবন
পবননন্দন বির।
কহিতে লাগিল তবে সিষ্টশীল
ব্রেত্তান্ত অখিল ধির ॥
শুধর্ম্মাসমাজে জেন দেবরাজে
পরামর্শ কাজে জেন।
বৃহস্পতি স্থানে পরম সম্মানে
বিবরন জিজ্ঞাশেন ॥
বৃহস্পতি জেন তারে বলিছেন
সক্রে শুনিছেন তবে।
শুমতি মারুতি বলিল তেমতি
শুনে রঘুপতি বিরে ॥
শুন প্রভু রাম স্বর্ন লঙ্কাধাম
অতি অনুপাম সে জে।
সমুদ্রমধ্যত শৈলের শৃঙ্গত
বিকাশে মহত তেজে ॥
অগম্য বিশম অতি মনোরম
সক্রপুরোপম ধাম।
মত্ত হরিচয় মদান্ধ দুর্ধর্ষ
বহু তাত হয় রাম ॥

দেবের দুর্দ্ধর্ষ রক্ষ বিরাজয়
দেখি ভয় হয় মনে।
বলদর্প্পি অতি পরম দুর্ম্মতি
সবে অতিরথি রনে ॥
পরিখা ভিশন তথা শুশোভন
রাজিবলোচন শুন।
লোহার প্রাকার বহল বিস্তার
কতেক সিলার পুন ॥
তার স্থানে স্থানে অতি সাবধানে
এক এক খানে তথা।
সতঘ্নি ভিশন মহা অস্ত্রগন
শুন বিবরন কথা ॥
বিবিধ প্রকার অস্ত্র জে অপার
সে লঙ্কামাঝার শদা।
নানামত কত সোভা সেস্থানত
দেখিলাম জত তদা ॥

এহিমত লঙ্কালয় দুর্দ্ধর্ষ দেবের।
সোভা করে নিরন্তরে সে জে রাবনের ॥
লঙ্কার পশ্চিম দ্বারে থাকে রক্ষা করি।
অজুত রাক্ষশ অস্ত্রসস্ত্রচয় ধরি ॥
চিত্রকর্ম্ম খড়্গচর্ম্মধর ভয়ঙ্কর।
সবে মহাজুধি মহাক্রোধি নিশাচর ॥
সর্ব্বাস্ত্রজোধনো সবে আহবে শুজান।
অনুপম জমসম পরাক্রমবান ॥
লঙ্কার উত্তর দ্বার থাকে রক্ষা করি।
অর্ব্বুদ রাক্ষশ রনকর্কশ কেশরি ॥
দক্ষিণ লঙ্কার দ্বার আবরি থাকয়।
নিজুত রাক্ষশ ভয়ঙ্কর শুদুর্দ্ধর্ষয় ॥
সবে অতিরথি দৃড়মুষ্টী শুদুর্দ্ধর্ষয়।
সমরে অমরে নহে ডরে তারাচয় ॥

সে সকল মহাবল অটল সমরে।
জুদ্ধে অগ্রগামি জিতশ্রমি ধনুদ্ধরে ॥
সে লঙ্কার পূর্ব্বদ্বার রক্ষন করয়।
নিজুতের দ্বিগুন রাক্ষশ দুরাশয় ॥
সবে মহাজুধি মহাক্রোধি বুদ্ধিবান।
মায়াবি আহবে চণ্ড দুর্দ্দণ্ড প্রধান ॥
সতের সহস্র সত রাক্ষশ দুর্ব্বার।
মধ্য গুল্ম রক্ষা করে রাক্ষশ রাজার ।।
রাপনাবরন করি...এহিক্ষণ।
উপাশয় রাবন রাজাক সর্ব্বক্ষন ॥
শুমতি সে মারুতির ভারথি শ্রবনে।
বলিল বচন বির রাজিবলোচনে ॥
হে হে হনুমান জ্ঞানবান বির্য্যবান।
সত্য বলি মহাবলি তব বিদ্যমান ॥
আমি একেশ্বরে নিশাচরে নির্দ্দলিব।
বিপুল বিশাদকুল নির্ম্মুল করিব ॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকি বচন।
সমাপ্ত হইল সর্গ্গ দুর্গ্গ নিবেদন ॥
সপ্তম সপ্ততি সর্গ্গ হইল বিরাম।
তেজ মন আন কাম জপ রাম নাম ॥
ধন্য ধন্য বিহারনগরি পুণ্যধাম।
জাত বাণ বানেশ্বর ১ হর অবিশ্রাম ॥
তার দেশবাসি শ্রীহরেন্দ্রনারায়ন।
রচিল প্রবন্ধ ছন্দ এ জে রামায়ন ॥
বল মন অনুক্ষন শিবরাম নাম।
নামবলে কুতুহলে পাবা দিব্যধাম ॥

[সপ্তসপ্ততি সর্গ]

উত্তর ফল্গুনি নামা নৈক্ষত্রে [illegible]।
হস্তা নাম নক্ষত্র হইবে [illegible] ॥
মধ্যাহ্ন অতিতে হবে [illegible] জে সময়।
সে কালত হইবে মুহুর্ত্ত শুভময় ॥
জয় নাম মুহুর্ত্ত শুন্দর শুভক্ষন।
সেহু মুহুর্ত্তত জাত্রা করিব রাজন ॥
লঙ্কাস্থান প্রস্থান করিব সে কালত।
ওহে শুচি এহি রুচি করহ মনত ॥
শুন চারুগ্রিব হে শুগ্রিব মহাশয়।
বানরবাহিনি আর সেনাপতিচয় ॥
এ সকল মহাবল কপিদল সঙ্গে।
লঙ্কা প্রতি গমনের মন কর রঙ্গে ॥
শুন সখা মহাতেজা রাজা মহাশয়।
অথন সরিরে মম শুভচিহ্নময় ॥
দিল দেখা শুন সখা সাখামৃগপতি।
নিমিত্ত সকল শুভশুচক সংপ্রতি ॥
রাবননিধন আর উদ্ধার সিতার।
এমত নিমিত্তেক হে জানিবা আমার ॥
দক্ষিন নয়ন করে স্পন্দন আমার।
শুদ্ধভাগ এজে শুদক্ষিন ভুজ আর ॥
এসব শুচকে কহে বিজয় আমার।
দেও ডঙ্কা চল লঙ্কা সঙ্কা কিবা আর ॥
বানরবাহিনি আগে লাগে প্রেশিবার।
পথ নিরেক্ষন হেতু ওহে গুনাধার ॥
অনিল সমান বলবান নিলবীর।
বাহিনি অগ্রত সিগ্রে চলুক শুধির ॥

১ কোচবিহার রাজ্যের মধ্যে বাণেশ্বর নামক শিব এখনও বর্ত্তমান। বাণেশ্বর নামক রেলওয়ে ষ্টেশনের নিব এই শিবের মন্দির। শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে প্রতিবৎসর মেলা হইয়া থাকে।

বেগসালি বির্জ্জসিল বাছি কপিগন।
সত সহস্রত হয়া আবৃত অখন ॥
চলুক সে নিল ধির বির এহিক্ষন।
ফল মুল আয়োজন করন কারন ॥
পথশ্রমে শ্রান্ত ভ্রান্ত মতি হৈলে কেহ।
খুধায় তৃষ্ণায় জার পিড়িবেক দেহ ॥
সে সকলে ফলে মুলে জলে সন্তশিয়া।
চলিব লঙ্কাক প্রতি সঙ্গতি করিয়া ॥
বিক্রম উদ্যোগ ইহা অবশ্য করন।
সিঘ্রে দেশ মহাজশ নিলে এহিক্ষন ॥
অগ্রগনা সন্য দন্য দলি মহাজশি।
হে হে নিল সিষ্টশিল চল কুতুহলি ॥
ঘোরতর ভয়ঙ্কর রাবন অনিক।
হর্শ জন্মায়া চল কি কব অধিক ॥
মহাশয় গয় শুদুর্ব্বয় ভয়ঙ্কর।
অপর দুর্দ্ধর এজে গবয় বানর ॥
দেবেরো অশঙ্ক রনদক্ষ এ গবাক্ষ।
সেনার অগ্রত সিগ্রে চলুক সাপক্ষ ॥
বহুতর ভয়ঙ্কর বানর সঙ্গতি।
চলুক অগ্রত এ সকল মহামতি ॥
এক কুটী মহাবল বানর সঙ্গত।
বিশম বানর প্রতি মহামহোদ্দত ॥
সন্যের দক্ষিনপার্শ করিয়া রক্ষন।
চলুক এ মহাবল অচল মর্দ্দন ॥
মত্ত মাতঙ্গের প্রায় মহাকায় এজে।
দুর্দ্ধর্শ আমর্শ জুক্ত বিক্রমের তেজে ॥
সিঘ্রগামী অমিততেজশ জশময়।
এজে গন্ধমাদন সর্জ্জন মহাশয় ॥
বানরীয় বাহিনি রাম পার্শ রাখি।
চলুক শুশিঘ্র হে শুগ্রিব প্রানসখী ॥

এ জে হনুমন্ত সন্তমতি শুভাজন।
ইহার স্কন্দত আমি করি আরহন ॥
মহাবল কপিদল করিয়া পালন।
সন্যের মধ্যত আমি করিব গমন ॥
আমার পশ্চাত সিঘ্রে করুক গমন।
লক্ষিবান শুদ্ধজ্ঞান অনুজ লক্ষন ॥
জুবরাজ অঙ্গদের স্কন্দ আরোহনে।
আশুক লক্ষন বিচক্ষন রঙ্গমনে ॥
বলবান জাম্বুবান শুশেন অপর।
মহাহর্শি বেগদর্শি অপর বানর ॥
সন্য পৃষ্টভাগ রক্ষা করি তিনজন।
লঙ্কার গমনে মন করুক অখন ॥
রাঘবের বক্ত্র বিনির্গত কথা শুনি।
চাম্রগ্রিব শুগ্রিব রাজন মহামানি ॥
বানর বলক আজ্ঞা কৈল সেসময়।
আশুক সাজুক সিঘ্রে জত কপিচয় ॥
শুগ্রিব আদেশ পায়া অশেশ বানর।
জুদ্ধের ইচ্ছায় সবে আনন্দ অন্তর ॥
হুলস্থুল কপিকুল হৈল সে সময়।
পরস্পরে হর্শান্তরে অভ্ভান ১ করয় ॥
সিখরনিকর তেজি কতেক বানর।
অবনিত অবস্থিত হৈল সিঘ্রতর ॥
কত কপি প্রতাপি তেজিয়া শুহাগন।
গমনের মনে হৈল চঞ্চল তখন ॥
শুন্দর কন্দর কত বানর তেজিয়া।
নিকলিল সে সময় হর্শক লভিয়া ॥
কপি সব মহোৎসববন্ত সে সময়।
জে ছিল জথাত তেজি শে শব আলয় ॥
একত্র হইল তত্র জত কপিগন।
সাগরসমান সেনা পরম ভিশন ॥

---

১ আহ্বান

সে সময় সদাশয় সুগ্রিব রাজন।
রাজিবলোচন সঙ্গে হয়া তুষ্টমন॥
শুভ সময়ত জাত্রা করি শুমঙ্গলে।
জয় সব্দ সিংহনাদ করি কুতুহলে॥
পরে কপিবরে হর্শান্তরে সে কালত।
লক্ষন সহিতে পুজি রাম চরনত॥
পুজিত হুহাত হয়া রাজিবলোচন।
মারুতিক স্কন্দে বির কৈল আরোহন॥
সরাশন করাশন করিল লাঘবে।
অক্ষয় তুনির পৃষ্ঠে বান্ধিল রাঘবে॥
মহাজশি দিব্য অশি বান্ধিল তখন।
দক্ষিনমুখেতে শুখে করিল গমন॥
জুবরাজ অঙ্গদের স্কন্দ আরোহনে।
চলিল অনিলবেগে লক্ষন তখনে॥
মহাবল কপিদল সকল সহিতে।
শুগ্রিব সহিতে অতিশয় হর্শচিতে॥
গুনধাম রাম জাত্রা করিলেন রঙ্গে।
অগন্য বানরি শন্যগন করি শঙ্গে॥
বৈরিবার বারন দারুন পঞ্চানন।
জিতশ্রমি পরাক্রমি মহা কপিগন॥
ধরাধর শমশর কপিবর কত।
মাতঙ্গ সমান অঙ্গধর কত শত॥
চলিল অনিলবেগে বিজ্জশিলগন।
সত সহস্রেক কুটী সত শুভিশন॥
শ্রীরাম লক্ষন আর শুগ্রিব রাজনে।
আবরন করি চলিলেন কপিগনে॥
শুগ্রিবপালিত সে জে বানরবাহিনি।
রাম অগ্র পশ্চাত চলিল মহামানি॥
আনন্দে মগন মন বানর সকল।
মহা উভেরন করে কত মহাবল॥
তর্জ্জন বচনে কত গর্জ্জন করয়।
খেলা করে হর্শান্তরে কত কপিচয়॥
করি শাদ নিনাদ করয় ঘোরতর।
কত কপি সিংহনাদ করে ভয়ঙ্কর॥
কত কপি প্রতাপি সকল সে সময়।
শুগন্ধি শুগন্ধি আনি ফলমুলচয়॥
অনুক্রমে পথশ্রমে করয় ভক্ষন।
কত কপি বৃক্ষগন করে বিদ্ধংশন॥
কত কপি সিখরিশিখর আরোহিয়া।
নানা ফলমুলগন আনে আহরিয়া॥
কত কপি প্রতাপী সকল শেশময়।
মহামহিরুহ বলে সত্ত্ব উৎপাটয়॥
উৎপাটন করি করে ধরি হরিগণ।
মহা কোপমনে করে বিপুল তর্জ্জন॥
কত মহাবল সিলাতল তলে করি।
মার রাক্ষশক বলি গর্জ্জে ঘোর হরি॥
কত মহদন্ত লয়া পর্ব্বত করত।
বিরদর্প করে পরস্পরে সেকালত॥
কপিগন কতজন হৃষ্টমন হয়া।
বচন বোলয় মহাশিলা করে লয়া॥
আমি রক্ষস্বামির করিব মহামার।
কেহ বোলে আমি তারে লবো জমদ্বার॥
কেহ বলে কোথা সে জে পামর দশানন
সবান্ধবে আমি তারে করিব কদন॥
কেহ বলে এহি চণ্ড সিলাখণ্ড দিয়া।
দশ মুণ্ড খণ্ডন করিব প্রহারিয়া॥
কেহ বোলে বলে আমি তলের প্রহারে।
খণ্ডিব রাবনশির কে রাখিতে পারে॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি হরিগন তবে।
লঙ্কা অভিমুখে শুখে চলিল কৌতুকে॥
সকল সঙ্গের অগ্রে করিছে গমন।
অনিলবিক্রমি নিল কুমুদ সর্জ্জন॥
পথগন নিশোধন করি সেনা শঙ্গে।
চলিছে সে বলি দুইয়ো শুবিপুল রঙ্গে॥

রঘুপতি মধ্যে গতি করিছে তখন।
বিপুল কপির কুল করি আবরন ॥
শুগ্রিব লক্ষন সঙ্গে রঙ্গে রঘুবির।
করিছে গমন সত্রুদমন শুধির ॥
দশকুটী বানরে হইয়া আবরন।
সত বলি মহাবলি কপি শুভিশন ॥
সন্যের দক্ষিনপার্শ্ব করিয়া রক্ষন।
আনন্দে মগম মন করিল গমন ॥
এক কুটী সত সেনা সঙ্গতি করিয়া।
কেশরি কেশরি পরাক্রমি শুহর্শিয়া ॥
সব্য পার্শে রক্ষা করি গবাক্ষ সহিতে।
চলিল তখন অতিশয় হরশীতে ॥
শুগ্রিব রাজাক অগ্র করি সে সময়।
জ্ঞানবান জাম্বুবান সমরে দুর্জয় ॥
শ্বেনগামি শ্বেনতেজা শুশেন বানর।
আর শুদুর্দ্ধার বেগদর্শি কপিবর ॥
অন্ত্য পৃষ্টে অতি হৃষ্টে করিল গমন।
রক্ষন করিয়া সেনাগনক তখন ॥
সেনাপতি পতি সে জে নল মহাবলি।
সন্যমধ্যে গমন করিছে কুতুহলি ॥
বলের নিঞম ন্যায় করি হরিবর।
গমন করিছে শুখে আনন্দ অন্তর ॥
সর্ব্ব সন্য প্রদক্ষিন করি সেসময়।
মণ্ডল আকার করি ভ্রমন করয় ॥
সন্যগন শুরক্ষন করম কারন।
দধিমুখ প্রজজ্ঘ বানর শুভিশন ॥
সরভ সহিত এহি তিন মহাবল।
রাজার আজ্ঞায় রক্ষা করি কপিদল ॥
চলিল অনিলসম গতি করি অতি।
সন্যপদভরে কম্পমান বশুমতি ॥
এহিমত সেকালত কপির গমন।
বলদর্পে দর্প্পিত বিক্রমি জনে জন ॥

অধরা হইল ধরা পদভরা পায়।
চলিল বানরি সেনা একাকার হয়া ॥
অতুলা বিপুলা ধুলা উঠিল তখন।
অন্ধকারে আবরিল সহস্রকিরন ॥
মহাধরাধর দুরে দেখিল তখন।
বানরবাহিনি আর রাজিবলোচন ॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকির গান।
বানর অনিক লঙ্কানগর প্রয়ান ॥
সপ্তমসপ্তত্তি সর্গ্গ হইল বিরাম।
তেজ মন আন কাম জপ রামনাম ॥
অশার সংশার পারাবার শুবিস্তার।
কিরূপে হইবা পার মন দুরাচার ॥
শ্রীহরেন্দ্র ভুপে কয় বলি তার হেতু।
পার হও রামনাম তাত বান্ধি সেতু ॥

[অষ্টসপ্তত্তি সর্গ]

সাগর সমানে সেনা বানরবাহিনি।
জাহার নায়ক দাশরথি রঘুমনি ॥
রাম হেতু উদ্দম করিছে জনে জন।
দিতে সমরত আপনার প্রানধন ॥
অতি ভিম বিক্রম পরম জিতশ্রম।
সিগ্রগামি অমিততেজশ জমশম ॥
জে প্রকার অম্ববার অতি গতি করে।
সেহি প্রায় সমুদায় চলে নিরন্তরে ॥
সন্যদন্যন্ত্রুরকর ধনুদ্ধর শার।
সে বাহিনি মধ্যে সোভা করে চমৎকার ॥
কপিস্কন্দে আরোহন শ্রীরাম লক্ষন।
চন্দ্র শুর্য্য প্রায় সোভা করে দুইজন ॥

অঙ্গদের স্কন্দে সে লক্ষন বিচক্ষণ।
মারুতির স্কন্দে বির রাজিবলোচন॥
তাক সম্বোধন করি লক্ষন তখন।
সুমৃদু মধুর ভাসে বলিল বচন॥
হে হে রাম গুনধাম অনুপাম তেজা।
শ্রবন করহ রাজ্যেশ্বর মহারাজা॥
লোকের অশিব দশগ্রিব ঘোর রনে।
তোমাক পাইয়া হারাইবে প্রানধনে॥
তার হেতু অনিন্দিতা সিতা সৌভাগিনি।
লভিয়া বিজয় তাক লভিবা আপনি॥
অর্থ সিদ্ধে গুননিধে সমিদ্ধি হইবা।
সমিদ্ধি লইয়া তুমি অজুধ্যা জাইবা॥
হে হে রাম গুনধাম দুর্ব্বাদলশ্যাম।
সুসিদ্ধি হইবে তব পুন্ন হবে কাম॥
পুনাসেতু সে জে হেতু সিদ্ধের লক্ষন।
প্রিথিবি আকাশে আমি শুভচিন্নগন॥
দেখি আমি ও হে স্বামি অমিতবিক্রমি।
নিবেদিছি একে একে শুন প্রভু তুমি॥
সন্য মধ্যে মৃদু শুভ বহে সমিরন।
শুস্বরে স্তব করে মৃগ পক্ষিগন॥
দিশগন সুপ্রশন্ন কর নিরক্ষন।
সহস্রকিরন দেখ প্রশন্ন অথন॥
দেখ দেখ শুক্রগ্রহ রাজিবলোচন।
অনুপ্রায় তনু তায় করিছে শোভন॥
ব্রহ্মর্শী মহর্শিগন বিশুদ্ধিভাবেতে।
অতি তেজোময় প্রকাশয় আকাশেতে॥
আকাশে প্রকাশে দেখ ত্রিশঙ্কু রাজন।
পুরহিত সন্নিহিত বিমল শোভন॥
বিসাখা নক্ষত্র এজে জানিবা শুন্দর।
বিকাশে আকাশে দেখ রাম গুনাকর॥
দেখ ধূমকেতু এ জে মুলা নৈরিক্ষত্রক।
ধর্শনা করিছে শুধে অজোধ্যানায়ক॥

এ সকলে শুচকে জানিবা দয়াময়।
সকল প্রকারে রক্ষকুলের প্রলয়॥
উপস্থিত হৈল রক্ষকুলের বিনাশ।
না করিবা চিন্তা রাম জগতনিবাশ॥
সলিল সকল দেখ নির্ম্মল সুন্দর।
বনগন বিলক্ষন সবে ফলধর॥
ঋতু অনুশারে শুপুষ্পিত বৃক্ষচয়।
পুষ্পগন বহুগন্ধধর মনোময়॥
কপিবাহিনির ব্যূহ প্রশন্ন সুন্দর।
প্রকাশ করয় শোভা অতুল সত্তর॥
হিনদন্য জেন সন্য দেবতা সবার।
তারকা জুদ্ধের কালে ওহে গুনাধার॥
সেহি প্রায় সমুদায় বাহিনি আমার।
প্রশন্নমানশ সবে সোভে চমৎকার॥
মহাবল এ সকল মঙ্গল দর্শনে।
হর্শ লভ মহোৎসব তুমি নিজ মনে॥
এহিমত কথোপকথন গন করি।
চলি জায় বলি দুই পুরুশকেশরি॥
এহিমত সে কালত ভ্রাতাক আশ্বাশি।
হৃষ্টমন বিচক্ষন লক্ষন শুজশী॥
আরবার গুনাধার রামে সম্বোধিয়া।
বলিল বচন মনে হর্শক লভিয়া॥
বানরবাহিনি পুরী ধরনীমণ্ডল।
চলিছে চপল কপি সকল সবল॥
রনদক্ষ রিক্ষগন সাদ্দূলবিক্রম।
নখ দন্তায়ুধা সবে মহাজিতশ্রম॥
এসবার কর পদে প্রিথিবিপিড়নে।
অতুল বিপুল ধুলা উড়িছে গগনে॥
শুর্য্যেশ্বর কিরন গন গগনমণ্ডল।
ধুলায় আচ্ছন্ন হইল দিশাদি সকল॥
তমরাশী আশী গ্রাশীলেক দিশপাশ।
অন্তধ্যান হইল দিশ বিদিশ আকাশ॥

লোকগন নিরক্ষন না হয় তখন।
পায়া পদভরা ধরা কাপে ঘনঘন॥
কপির গর্জ্জন আর মহাসিংহনাদ।
মহাকোলাহলে জেন জলদসংবাদ॥
শুগ্রিবপালিত সে জে বানরবাহিনি।
এহি রূপে চলে আবরিয়া রঘুমনি॥
সতে সতে সহশ্রে সহস্রে কুটী কপি।
পরম প্রতাপী সবে মহা কামরূপী॥
ঘোরতর ভয়ঙ্কর সমর আমর্শী।
দিবা বিভাবরি চলে শবে মহাজশী॥
অতি হৃষ্টমন সর্ব্বজন কপিগন।
সিঘ্রে বেগে চলে কুতুহলে তুষ্টমন॥
কোনরূপে রক্ষ ভুপে করি নিরক্ষন।
কতক্ষনে তার সনে হবে সন্দর্শন॥
সিঘ্রে জানকিরে উদ্ধারন প্রয়োজন।
এহি চিন্তান্বিত সেকালত কপিগন॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকিরচন।
কপিসন্তপ্রয়ান প্রস্তাব শুশোভন॥
অষ্টমসপ্ততি সর্গ্গ হৈল বিরাম।
তেজ মন আন কাম জপ রাম নাম॥
শিব রাম নাম মন রট রশনায়।
কেন মন অকারন ব্রেথা দিন জায়॥
শ্রীহরেন্দ্র ভুপে বলে রাম গুনধাম।
অন্তে জেন শুখে সুখে আইশে তব নাম॥

[একোনশীতি সর্গ]

পরে সে বানর দল মহাবল শবে।
বিন্ধনাম ধরাধর পাইল উৎসবে॥
বিচিত্র কাননগন শুশোভন অতি।
নদিগন বিচক্ষন তথা বিরাজতি॥
মনোহর নিঝর শুন্দর চারূতর।
নিরমল জল তাত রহে নিরন্তর॥
সে সকল শুচপল কপিদল তবে।
বনগন নিরক্ষণ করয় উৎসবে॥
গুনধাম রাম আর শ্রীল শ্রীলক্ষণ।
সেহি বিন্ধ ধরাধর পাইল তখন॥
দেখিল শুসিল সে অখিলপতি রাম।
মলয় পর্ব্বত অনুপাম চিত্রধাম॥
চন্দন কাননগন শুশোভন অতি।
নিরক্ষন তখন করয় রঘুপতি॥
সোকহর অশোক কিংশোক পারিজাত।
জবা কবরির শুরূচির অশস্থাত॥
কপিগন চন্দনকানন প্রবেশীয়া।
ভঞ্জন তখন করে বলে উৎপাটিয়া॥
কর্ন্নিকার অপার পাদপ মনোময়।
বক আর চম্পক মাধবিলতাচয়॥
আম্ব নিম্ব জম্বু আর কদম্ব কেশর।
সাল তাল তমাল হেমতাল মনোহর॥
খর্জ্জুর বদরি বেল পনশ কশাল।
নারিকেল অশ্বথ আমলখি পানিয়াল॥
তাত অশস্থাত নানাজাত পক্ষিগন।
গাছে গাছে আছে নাচে হয়া রঙ্গমন॥
অমৃত সমান কত ফলগন তার।
ভুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে তথা করিয়া বিহার॥
কপিগন হেন বন করি নিরেক্ষন।
আনন্দে মগন মন হৈল জনে জন॥
তথা চারূশতাবন ফলগন আর।
ছন্ন ভগ্ন আরম্ভিল কপিগন তার॥
বলোৎকটা মহাভটা বানর সকল।
কবল করয় ফল সরির সরল॥

চাঙ্গ তরু মনহর ফলমুলগন।
দেখে ডাকে ভুঞ্জে তাক আনন্দে তখন॥
ফল মুল পুঞ্জে পুঞ্জে ভুঞ্জে নিলা করি।
রামের পশ্চাত গতি করে তরাতরি॥
স্বাদু মধুগন পান করি কপিচয়।
রাম জথা চলে তথা আনন্দহৃদয়॥
কপিগন কত জন হৃষ্টমন হয়া।
বৃক্ষগন আরোহন করে তথা রয়া॥
কতজন নর্দ্দন করয় ভয়ঙ্কর।
প্রলম্ব হইয়া দোলে কতেক বানর॥
কত কপি প্রতাপী ঝাপিয়া শুনিলায়।
এক বৃক্ষ হনে অন্য বৃক্ষপর জায়॥
এহিমত সেকালত কত কপিগন।
ঢাকিছে ধরনি দিশ অতি শুভিশন॥
পরে কত দুরে রাম রাজিবলোচন।
পাইল মহেন্দ্র নাম নগ শুশোভন॥
শুন্দর কন্দর মনোহর শোভাকর।
তাহাব সিখর আরোহিল রঘুবর॥
সিখরিসিখর আরহিয়া রঘুবির।
দেখিল তখন সিন্দু নির শুগম্ভির॥
গাম্ভির নিরত কত কুম্ভির মকর।
নক্র তিমিঙ্গিল প্রস্ত গ্রাহ ভয়ঙ্কর॥
নানাজাতি মৎস্ব বহু কৎস্বব ১ দুর্ব্বায়।
সম্পুর্ন হইছে সে জলধি শোভাময়॥
হেন মত লবনজলধি মিরক্ষন।
করয় তখন রাম অপর লক্ষন॥
বানর সকল মহাবল শুচপল।
মলয়া পর্ব্বত আর সে বিন্ধ অচল॥
অতিক্রম করি হরিগন তরাতরি।
কেহ আগে কেহ পাছে দ্রুতগতি করি॥

জথা রাম গুনধাম সিন্দুর ২ তিরত।
সেহি স্থানে প্রাপ্তবান হৈল সে কালত॥
পরে দৃষ্টী করে পরস্পরে সে সময়।
জলধির নির শুগম্ভির বিরাজয়॥
সিন্দুর ঢেউত ধৌত মল সিলাগন।
সিত পিত লুহিত পটল শুঅঞ্জন॥
বিপুল আন্দোল করে সলিল সমুহে।
শুস্থির সকল নির শ্রোত নাহি বহে॥
হেনমত দুষ্পার সে পারাবার পাড়ে।
কপিশনে চিন্তামনে রাম গুনাধারে॥
উপায় অপায় রঘুরায় সে সময়।
বানরবাহিনি আর শেনাপতিচয়॥
রাজিবলোচন করি নিশ্বাশ মোচন।
সোচন করিয়া বলে শুগ্রিবে বচন॥
শুন সখা সাখামৃগপতি মহামতি।
জলধির তির বির পাইলাম সংপ্রতি॥
শুন প্রানসখি লখি সাগর বিপুল।
ব্যাকুল হইলো আমি অখন অতুল॥
এ দুষ্পার পারাবার সন্তার কারন।
চিন্ত হৃদিময় সদাশয় হে রাজন॥
পূর্ব্বে জে প্রকার আমি তোমার স[illegible]।
পরামর্শ স্থির করিয়াছি গুনান্বিত॥
সে উপায় কপিরায় কর এসময়।
চিন্তিয়া অন্তরে স্থির কর গুনালয়॥
অতঃপর কপিশ্বর করহ শ্রবন।
প্রমাদজনক এ জে অগাদ ভিশন॥
এ দুষ্পার পারাবার পার হইবার।
অল্প উপায়ত সিদ্ধি ভাব গুনাধার॥
সেনাগন নিবেশন করহ রাজন।
পরে পরামর্শ চিন্তা করিব অখন॥

১ কচ্ছপ ২ সিন্ধুর

সিন্দু সন্তরন হেতু মন্ত্রনা করিব।
সেনা নিবেশীয়া আইশ হে শখি শুগ্রিব॥
জে প্রকারে এ অপারে পার হয়া শুখে।
মহাবল কপিদল পরম কৌতুকে॥
পারাবার হয়া তার লঙ্কাদ্বার প্রীতি।
করি গতি জে প্রকারে রাজা কপিপতি॥
সে উপায় পুন্যকায় কর সিঘ্রতর।
অধিক কি কব তব সমস্ত গোচর॥
সিতার হরণ শোকে কৃশতনু রাম।
মৃদুভাশে শুগ্রিবক বলি গুনধাম॥
হেনমত সে কালত বলিয়া বচন।
অগোনে রহিল মৌনে রাজিবলোচন॥
পারাবার তির রঘুবির পায়া তবে।
রহিল তখন দুঃখমন নিরুৎস্বরে॥
ক্ষেনেক চিন্তিয়া চিত্তে কমল নয়ন।
শুগ্রিবক সম্বোধিয়া বলিল বচন॥
হে হে কপিবর প্লবঙ্গের অধিকারি। ॥
মহাবল কপিদল সকল অখন।
স্থান নিবেশীয়া সখি কর নিবেদন॥
এ জে পারাবার পার শুবিস্তার অতি।
কি করিব সংপ্রতি মহামতি কপিপতি॥
ইহার লঙ্ঘন কাল আমার শবার।
আশী উপস্থিত হৈল সখি গুনাধার॥
আপন আপন শেনা তেজি কোন বিরে।
কুত্রাপি গমন জেন না করে সত্তরে॥

রামের বচনে শস্তু সে শুগ্রিব মতিমস্ত
বুদ্ধিবন্ত তবে সে সময়।
লবনজলধিতিরে সে জে স্থান শুরুচিরে
কপিবিরে আনন্দহৃদয়॥
বহুবিক্ষময় স্থলে নিবেশায়া কপিবলে
কুতুহলে শুগ্রিব রাজন।
মহেন্দ্র সে মহিধর তথা সোভে মনোহর
ধরাধর পরম শোভন॥
তার সন্নিধানে অতি বাহিনি করিয়া স্থিতি
কপিপতি তবে সে সময়।
দেখে কপিবলগনে সে সময় হৃষ্ট মনে
রাম শনে আনন্দহৃদয়॥
দিতিয় সাগর প্রায় সে জে সেনা দেখা যায়
মহাকায় বানরপটল।
শুগ্রিবপালিত বল ভয়ঙ্কর শুচপল
কপিদল সমরে অটল॥
পায়া জলধির তির জত জত কপিবির
সিন্ধুনির তরন বাঞ্ছায়।
আকিঞ্চা করিয়া তবে তথাত রহিল শবে
কি হইবে বলে সমুদায়॥
চপল কপির দল দেখে সে সাগর জল
শুচঞ্চল প্রচণ্ড প্রবলে।
তরঙ্গ বিপুল তার পবনে করে দুর্ব্বার
সব্দ তার ভিশন শ্রবনে॥
দেখি হেন কপিগন পরম আনন্দ মন
জনে জনে তখন সত্তরে।
দুষ্পার শে পারাবার শোভা তার চমৎকার
সদা জার তরঙ্গ দুর্ঘোর॥
জাদোগনে নিশেবিত অতি উগ্র নক্রন্বিত
জাতস্থিত গ্রাহ অশঙ্খাত।
চণ্ডবেগ অতিশয় বিপুল আবর্ত্তময়
দেখি ভয় হয় মনে জাত॥
দিপ্তবন্ত অতিশয় বিশধর ফনিচয়
নিবাশয় জাত অশঙ্খাত।
দুর্গম বিশম অতি সদাকাল বিরাজতি
করে গতি মকর জাহাত॥
আর কোন কোন স্থলে পবনালোড়িত জলে
নানাস্থলে মহা উর্ম্মিচয়।

কোনস্থানে সমিরনে উদ্ধ করে নিরগনে
দরশনে মহাশোভাময় ॥
কোনস্থলে উচ্চ জলে করে চণ্ড বায়ু বলে
কুতুহলে করে নিপাতন।
এ প্রকার সে সময় দেখে প্লবঙ্গচয়
হৃষ্টময় সবাকার মন ॥
আকাশে সাগরে স্বার নাহি ভেদ কিছু তার
এপ্রকার দেখে কপিগনে।
আকাশ তুল্য শাগর সাগর শে পটান্তর
সমশর দেখে হৃষ্ট মনে ॥
মনে হেন জ্ঞান হয় জেন সিন্দু নিরচয়
হৈছে লয় আকাশ সহিতে।
আকাশ আশীয়া জেন সিন্দুজলে মিশিছেন
দেখে হেন কপি সকলেতে ॥
নিরেখি সিন্দু এমত সেকালত কপিজত
আনন্দত তবে পরস্পর।
সিংহনাদ ঘোর স্বন করিলেন কপিগন
জেন ঘন স্বন ভয়ঙ্কর ॥
কপিসব্দে সে সময় সাগরের সব্দচয়
লুপ্তময় হইল তখন।
মহাভেরি সব্দ প্রায় সেজে সব্দ সমুদায়
লুপ্ত হ্যায় সে সব্দে ভিশন ॥
সেসময় কপিগন উর্ম্মি দেখে শুভিশন
সে জেমন গগন লঙ্ঘিছে।
সে আস্ফাল হেনমত নিরেখিয়া কপি জত
অন্তরত বিস্ময় লভিছে ॥
তার সে দুস্পার পার হইবার চিন্তা শার
করি হরিগন সে সময়।
আকিঞ্চা করিয়া তবে তথাত রহিল শবে
নিরুচ্ছবে চিন্তিত অন্তরে ॥
শ্রীশুন্দরাকাণ্ড নাম অনুপাম পুন্যধাম
জাত রাম কথা রশায়ন।
উদ্যোগ বল নিবেশ পুন্যাক্কান হবে শেষ
শুবিশেশ মুনির বচন ॥
সর্গ.গ নবম সপ্ততি সমাপ্ত হইলমিতি
কর মতি রঘুপতি পদে।
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয় তবে নাহি জমভয়
মিথ্যাময় কেন ডুব মদে ॥

[অশীতি সর্গ]

বির্জ্জশিল অনিলবিক্রমি নিল বির।
অতি মতিমান সেনাপতি বাহিনির ॥
সাগর উত্তর তিরে নগেন্দ্র নিকটে।
শুনির্ম্মল স্থল সে জে জলধির তটে ॥
বানরবাহিনি করি তথা নিবেশন।
সোভা কৈল শৈলপ্রায় শে নিল সর্জ্জন ॥
নিরন্তরে সোভা করে বানরবাহিনি।
দ্বিতিয় সাগর হেন মনে অনুমানি।
আবরি দক্ষিন তার অদিন মানসে।
রক্ষা কৈল মৈন্দ সে দ্বিবিদ মহাজশে ॥
শুবিস্তার অতি নদনদিপতিতিরে।
নিবেশ শেনার পার্শে রাম রঘুবিরে ॥
রহিয়া তখন বিধুবদন রাঘব।
শোকে দুখে ব্যাকুলিত হয়া মহোৎভব ॥
বিচক্ষন সে শুভলক্ষন লক্ষনক।
সম্বোধন করি বলে অযোধ্যানায়ক ॥
শুন গুনশীল বির্জ্জশীল হে লক্ষন।
দুরহ বিরহ শোক জাজ্জল্য জ্বলন ॥
গুনান্বিত শুনিশ্চিত সে কালক্রমত।
উপাশম হয় গুনালস ক্রমশত ॥

কিন্তু পুন আমাত সে হৈল বিপরিত।
আশ্চর্য্য কি কব অশম্ভব গুনান্বিত ॥
মম প্রীয় প্রীয়া তপস্বীনি তেজস্বিনি।
শুচাঙ্গমধ্যমা বামা জনকনন্দিনি ॥
সিতার বিজোগরূপ শুখান ইন্ধন।
মম অদর্শন হুতাশন শুভিশন ॥
অতুল বিপুল সিখা সে হুতাশনের।
দিবা বিভাবরি মম সরির মনের ॥
দাহ করে নিরন্তরে যেমন দহন।
হায় বিধাতায় কি বলিব হে লক্ষন ॥
মমধিনা সে নবিনা বিলায়ে সাগরে।
স্নান করি মনে ধরি সিতলতা তার ॥*

[একাশীতি সর্গ]

শুন মর্ম্ম সে জে কর্ম্ম অধর্ম্ম দুর্ব্বার।
কার প্রীয়কর নহে সে কর্ম্ম তাহার ॥
রোগাতুরে জেন করে অপথ্য ভোজন।
সেহ প্রায় সমুদায় তার কর্ম্মগন ॥
সে জে রাম গুনধাম মহাবিরবর।
জানিছে হারিছে সিতা রাবন পামর ॥
সর্ব্বসাস্ত্রবেত্তা সে জে রাম রঘুবির।
ধর্ম্মাত্মা কৃতাত্মা মহাশুর মহাধির ॥
সে জে রাম গুনধাম আপন সদৃশ।
প্রহার করিবে অস্ত্র অমিততেজশ ॥
সে জে সত্যব্রত শত মহত সর্জ্জন।
দিব্যাস্ত্রকুশল বলসালি শুভিশন ॥
সক্রতাপকর চাপ প্রতাপবর্দ্ধন।
কর পর করে জদি রাজিবলোচন ॥
তবে পারে গুনাধারে সাগরে শুশিতে।
কোন তুশ্চ তার আগে রক্ষ বিনাশীতে ॥
সেহি গুনধাম রাম পুর্ব্ব সময়ত।
বধিছে বিপুল রক্ষকুল সমরত ॥
জনস্থানে রামবানে রক্ষ প্রানে নাশে।
তার অবশেশ শেনা শে রামের ত্রাশে ॥
তেজি বাশে মুক্তকেশে ছন্নবেশে যতি।
দ্রুত অতি করি গতি সে লঙ্কার বশতি ॥
আশীছিল দুস্‌সিল গন মনত্রাশে।
সমস্ত বিপুল ত্রস্ত তেজে থরত্রাশে ॥
রামবির্জ্জে শৌর্জ্জ তার হৈছে বির্জ্জহিন।
হইছে মলিন মুখ অতিশয় দিন ॥
জে রামের বলবির্জ্জ শৌর্য্য জে প্রকার।
রাঘবের হস্তলাঘবের সমাচার ॥
পরস্পরে রামডরে করে সম্ভাশন।
সে সময় শুনিয়াছি এ-সব বচন ॥
গুনাকর অপর শ্রবনে কর মন।
আনি অনুমানে মনে করি আলোচন ॥
মহাশুর অতিক্রুড় কর্ম্মা ভিমরূপি।
চতুর্দ্দশ হাজার রাক্ষশ শুপ্রতাপী ॥
রামশনে বনে রনে হারাইল জিবন।
মনিশ্যে করিতে পারে এমত কথন ॥
এক নরে নিশাচরে করে মহামার।
কোনস্থানে কানে শুনিয়াছি এ প্রকার ॥
অতঃপর গুনাকর নিশ্চয় জানিবা।
রাক্ষশের কালরূপি তাহাক মানিবা ॥
অতুলবিক্রমি তার তুল্য কোনজন।
দেবাশুর তার সম নহে কদাচন ॥

---

* এইখানে মূল পুঁথিতে দুই পৃষ্ঠা নাই। নিকষা বিভীষণকে বাক্য বলিতেছে এই অংশ এখানে ছিল। সেই বাক্য পরে চলিতেছে।

শুরাশুরে কার সক্তি খরের নিধনে।
হেন বিৰ্জ্জ কার মারিচক মারে রনে ॥
এহি হেতু.পুন্যসেতু জানিয়াছি মনে।
সে রামের তুল্য নাহি এ তিন ভুবনে ॥
কৰ্ক শ রাক্ষশ এ জে অযশ অধম।
কি প্রকারে হইবে সে রামচন্দ্র শম ॥
হে হে বাপু পুন্যবপু রিপুদ্ধংশকারি।
তুমি গুনসম্পন্ন উত্তম ধর্ম্মধারি ॥
দশরথাত্মজ অজরাজপৌত্র হনে।
মহাভয়াতুর আমি বাপ বিভিশনে ॥
বেধিত হইছে মোর ইন্দ্রিয় সকল।
কোনরূপে সান্তিক না লভি মহাবল ॥
স্মরিতে রামের নাম ভয় উপজয়।
সে সময় দেখি দশোদিশ তমময় ॥
হে হে ধির বির স্থিরবুদ্ধি গুনালয়।
বলি হিত সমোচিত বাপ এ সময় ॥
অতঃপর এহি কর গুনধর তুমি।
অতিবত্তি জেরূপে না হয় রক্ষস্বামি ॥
শুক্ষ বুঁদ্ধি দ্বারা বাপ কর বিবেচনা।
তার মত আচরন কর শুদ্ধমনা ॥
হে হে বাপ বাক্যজ্ঞ শুপ্রাজ্ঞ গুনাধার।
জদি পার শুদ্ধাচার সাধো আপনার ॥
তবে শুমধুর অতি মাধুরি বচনে।
হিতবানি মহামানি নিবেদ রাবনে ॥
বাপ শুন আমি পুন এ পাপ আত্মাক।
সাশিতে না পারি কিছু এমত জনাক ॥
ধর্ম্মত চলিত মতি হৈছে দুরাত্মার।
সতত নিরত অধর্ম্মত দুরাচার ॥
সত্ কথক শুমতি শুচরিত্র তোমার।
অতি.মতিমান তুমি শ্রেষ্ট শুদ্ধাচার ॥
আনন্দিতা গুনজিতা সে সিতা সতিরে।
প্রদান করহ ভুপ রাম রঘুবিরে ॥
হিত জানি মহামানি এহি বানি খানি।
রাবনক গ্রহন করাও শুদ্ধ জানি ॥
তবে হবে হিত এহি নিশ্চিত জানিবা।
আমার এ শার কথা সর্ব্বথা মানিবা ॥
অকরুন দারুন কুকর্ম্মি দুরাচার।
ভ্রান্তমতি নিতান্ত রাবন কুলাঙ্গার ॥
তুমি তাক ধর্ম্মবাক দিয়া গুনালয়।
বাক্যরূপ স্নিগ্ধ সমিরন হিমময় ॥
তাক দিয়া নিবারিয়া রাবন অন্তরে।
রক্ষা কর রক্ষকুল ধার্ম্মিক সত্তরে ॥
তমময় দুরাশয় রাক্ষশকুলত।
কিৰ্ত্তিবন্ত সন্তমতি তুমি শুমহত ॥
সোভাকর নিরন্তর তুমি গুনাধার।
মহাঘন হনে মুক্ত চন্দ্র জে প্রকার ॥
সদ্গুনি সদ্গুন তব বাপ একেস্বরে।
বিপুল রক্ষের কুল রাখ গুনধরে ॥
কিৰ্ত্তিকর গুনাকর তুমি গুনালয়।
জে প্রকারে অশীষ্ট গরিষ্ট দুরাশয় ॥
সমনভবন প্রতি গমন না করে।
বুঝি মৰ্ম্ম সেহি কৰ্ম্ম কর গুণধরে ॥
এ জে ভাব তোমার জানিবা ধর্ম্মময়
নিবারন কর সে রাবন গুনালয় ॥
মদমত্ত মাতঙ্গ সমান দশানন।
হিতবাক্য অঙ্কুশে তারে কর নিবারন ॥
এহিমত সে কালত জননির বানি।
শুনি মনে গুনি বিভিশন মহামানি ॥
অবনিত অবনত হয়া সে কালত।
তেজি মদে মাতা-পদে করি দণ্ডবত ॥
পর উপকারি ধর্ম্মধারি শুদ্ধাচার।
পরহিংসাবিমুখ সর্ব্বগুন গুনাধার ॥
অভিশন বিভিশন সর্ব্বগুন অতি।
জননির আজ্ঞা শীরে ধরি শিঘ্রে অতি ॥

পুটপানি হয়া মানি বলে বানি পরে।
জে আজ্ঞা করিলা মাতা পালিব সত্তরে ॥
এহি বলি মহাবলি চলিল তখন।
রাবনের পদ দরশনে করি মন ॥
ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে বাল্মীকি রচন।
সমাপ্ত হইল সর্গ্গ নিকশা বচন ॥
এক জে অশিতি সর্গ্গ হইল বিরাম।
তেজ মন আন কাম জপ রাম নাম ॥
শ্রীহরেন্দ্র ভুপে ডাকে রাম কৃপাধাম।
অন্তিমে বদনে জেন আইশে তব নাম ॥

(দ্বিশীতি সর্গ)

গুনতন্ত্রি মন্ত্রি পরিবারে আবরিত।
সে দুর্য্যন দশানন চিত চমকিত ॥
সভা করি শুর-অরি ধরি চিন্তা মনে।
মারুতির বিক্রম চিন্তিয়া অনুক্ষনে ॥
অধমুখে মনদুঃখে অশুখে তখন।
মন্ত্রিগনে চিন্তামনে বলে দশানন ॥
শুন গুনবান হে প্রধান মন্ত্রিচয়।
আর শুন ভ্রাতা বিভিশন গুনালয় ॥
হনুমান বলবান সব বিদ্যমানে।
ছন্নভগ্ন কৈল লঙ্কালয় স্থানে স্থানে ॥
তার শুদুর্ব্বার চমৎকার কর্ম্মগন।
দেখিলা সকলে কপি করিলা জেমন ॥
শুরাশুরে নারে জারে করিতে ধর্শনা।
হেন লঙ্কাধাম অনুপাম শুশোভনা ॥
তাক বিদ্ধংশীল দুষ্টশীল শে বানর।
আমার পালিত লঙ্কালয় ভয়ঙ্কর ॥
হেন শঙ্কা তেজি লঙ্কা মথিল রাঘবে।
কাল বিবর্দ্ধয় দেখি চিন্তিয়া অন্তরে ॥
মম অন্তপ্পুর শুর পশি অনায়াশে।
সিতাসন্দর্শন করি অত্যন্ত উল্লাশে ॥
সাদকর মনোহর প্রশাদ সকল।
বিদ্ধংশীল অনিলনন্দন মহাবল ॥
রাক্ষশ প্রবধে করে সমরে নিহত।
একেশ্বরে সে বানরে হয়া রনরত ॥
তবে শবে বল গুনতন্ত্রি মন্ত্রিগন।
মোর আগে মহাভাগে করি আলোচন ॥
জে কর্ম্ম করিলে মিলে কুশল আমার।
তার মত একালত কহ হেতু শার ॥
তাহা বল মহাবল সকল অথন। .
কিকরিতে হয় এ সময় আচরন ॥
মন্ত্রনায় মুল হয় বিশেষ কর্ম্মত।
বিষয় মন্ত্রনাধিন লিখয় শাস্ত্রত ॥
রাজা অভিলাষী মহাজশী জে রাজন।
সে জন মন্ত্রনা দ্বারা সাধে প্রয়োজন ॥
সেকারন মন্ত্রিগন করহ শ্রবন।
মন্ত্রনা উত্তম মম রুচিকর মন ॥
লোকত ত্রিবিধ লোক আছয় নিয়ম।
উত্তম মধ্যম আর পরম অধম ॥
বিভেদ বিশেশ এহি তিনবিধ জন।
তার গুন দোশ বলি করহ শ্রবণ ॥
মহামন্ত্রনায় জুক্ত হবেক নৃপতি।
মিত্রগন সঙ্গে রঙ্গে হয়া একমতি ॥
সমানার্থদর্শি আর পরম বান্ধব।
হিতে রত অনব্রত হয় জেহি সব ॥
এমত মহত মন্ত্রি অনুগত হয়া।
মন্ত্রনা করিবে রাজা নির্জ্জনত রয়া ॥
দৈবশান প্রধান মানিয়া সর্ব্বোপরে।
এহিরূপে জে ভুপে আরম্ভি কর্ম্ম করে ॥

সাধনা করয় জে বিশয় প্রয়োজন।
উত্তম পুরুশ তাক বলে বুধগন॥
এক অর্থ নিশ্চয় করিয়া জে রাজন।
চিন্তা না করিয়া কিছু গুনদোশগন॥
কার্জ্য প্রয়োজন করে জে জন এমত।
মধ্যম পুরুশ তাক বলে বুধ জত॥
দৈবক প্রধান জ্ঞান করি জে রাজন।
মন্ত্রনা করয় জেহি ধর্ম্মে রাখি মন॥
প্রয়োজনসাধন ইৎস্বায় জে রাজন।
কার্য্য করে নিরন্তরে অভাজনগন॥
সেহি জন অভাজন অধম পামর।
সাস্ত্রে হেন কহেন শুন মন্ত্রিবর॥
ত্রিবিধ প্রকার জেন পুরুশ লক্ষন।
এহিমত ত্রিবিধ প্রকার মন্ত্রিগন॥
সাস্ত্র দৃষ্টে বিধির বোধিত জে মন্ত্রনা।
শভাকার একমত এক আলোচনা॥
ইহাকে উত্তম সর্ব্ব বলি সাস্ত্রে কয়।
জানিবা মানিবা সার হে হে মন্ত্রিচয়॥
অর্থের নিশ্চয় প্রথমত ভিন্ন মত।
পুনর্ব্বার সবাকার একমতে রত॥
মধ্যম মন্ত্রনা এহি সাস্ত্রে হেন কয়।
মন্ত্রিগন কর মন মিথ্যা এ জে নয়॥
পরস্পর মত নিন্দা করে পরস্পর।
নৃপে জিজ্ঞাশীলে মন্ত্রিগন নিরন্তর॥
আপন আপন মত বলে সর্ব্বজন।
সভাকার একমত না হয় কখন॥
নাহিক সম্মতি সবাকার একমত।
অধম মন্ত্রনা এহি বলে বুঁধ জত॥
হে হে মন্ত্রিগন মন কর নিজজন।
মম কার্য্য ধার্জ্জহেতু তোমরা অখন॥
পরামর্শ কর হর্শ লভিয়া অন্তরে।
মম হিত হেতু এশমন্ত্রত মন্ত্রিবরে॥

জে প্রকারে মম কার্য্য শ্রেষ্ঠরূপ হয়।
সেহি মত একান্তত চিন্ত মন্ত্রিচয়॥
শুবিপুল কপিকুল সংকুলে সংপ্রতি।
শুখে সিন্দু তরিবে নিশ্চয় রঘুপতি॥
সাপষ্ট বিধান জ্ঞান হয় এবন্ধান।
মিথ্যা নয় নিস্বংশয় জান বিদ্যমান॥
পারাবার শুবিস্তার হয়্যা পার শুখে।
লঙ্কাধাম সে জে রাম আশীবে কৌতুকে॥
বিপুল কপির কুল সঙ্কুল হইয়া।
লঙ্কাক আকুল করিবেক জুদ্ধ দিয়া॥
সাপষ্ট বিধান জ্ঞান করি এবন্ধান।
ইহার বিধান চিন্তা করহ সন্ধান॥
হে হে রনদক্ষ রক্ষ সাপক্ষ আম[illegible]।
এবম্বিধ কার্জ্জ উপস্থিত শুদু[illegible]
পুরদ্বার অন্য আর এসবার [illegible]।
জে প্রকারে হিত হয় আ[illegible]হ বির॥
এসকল মহাবল সকল বি[illegible]চি।
করহ মন্ত্রনা বুঁঝি মম অভিরুচি॥
এহিমত সেকালত রাজ আদেশন।
আর তার অভিপ্রা[illegible] বুঁঝিয়া তখন॥
পরস্পরে সবে নিজ অন্তরে চিন্তিয়া।
সে দুর্য্যন রক্ষগন সন্তুষ্ট লভিয়া॥
প্রত্যুত্তর দিতে চিতে হরশীতে তবে।
আরম্ভিল কহিবার সবে শুউৎস্ববে॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকি রচন।
রাবন বচন নাম সর্গ্গ সমাপন॥
দ্বিতিয় অশিতি সর্গ হইল বিরাম।
তেজ মন আন কাম জপ রাম নাম॥
জয়তি বিহারপতি সতিপতি হর।
বানেশ্বর জটাধর কমতা-ইশ্বর॥
তার দাশ মতি মন্দ শ্রীহরেন্দ্র নাম।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মুক্ষ জুক্ত নাম রাম॥

রচিল প্রবন্ধ ভাশাবন্ধ পদচয়।
সমনত হনে মনে পায়া অতি ভয় ॥
সমনদমনকর এ জে রাম নাম।
অবশ্য নামের বলে পাব দিব্য ধাম॥

[ত্র্যশীতি সর্গ]

রাবনবচন শুনিয়া তখন
তবে রক্ষগন শবে।
হয়া পুটপানি সবে বলে বানি
শুন মহামানি তবে ॥
হে মহারাজন প্রভু দশানন
করি নিবেদন পদে।
আপদ চিন্তাক কেন চিন্ত তাক
তব ভয় কাক মদে ॥
ভাবনা অকাজ তব মহারাজ
এ জে বড় লাজ তব।
প্রভু তব শনে শুদুর্ঘোর রনে
নারে দেবগন শব ॥
এ জে রামচন্দ্র মতি অতি মন্দ
তব সঙ্গে দন্দ করি।
হারাবে জিবন সে রাম লক্ষন
চলিবে সমনপুরি ॥
তোমার কি কাজ আমি মহারাজ
জুদ্ধে হয়া সাজ একে।
মারিব রামক আর লক্ষনক
জত বানরক শুখে ॥
প্রভু দশানন হে মহারাজন
তব অস্ত্রগন এ জে।
পরিঘ তোমার গদা মুদ্গর
প্রাশ ভয়ঙ্কর শে জে ॥
পরিঘার প্রাশ মহা নাগপাশ
কালের সঙ্কাশ বক্র।
খেটক শতঘ্ন ভিন্দিপালগন
অতি শুভিশন চক্র ॥
সব সরাশন খড়্গ চর্ম্মগন
শুল শুভিশনতেজা।
এসব অস্ত্রত সমস্ত পার্গ্গত
তব অনুগত প্রজা ॥
এ জে রক্ষদল সবে মহাবল
সমরে অটল সবে।
কি হেতু তোমার বিশাদ অপার
কহ গুনাধার তবে ॥

পূর্ব্বে তুমি অমিততেজশ মহাজশ।
কৈলাশসিখরপর জক্ষ কৈলা বশ ॥
করি তার সহ শুবিগ্রহ অতিসয়।
কুবেরে করিলা বশ হে জশনিলয় ॥
জক্ষেশ্বর হর সখা সে জে কুবেরক।
ধরিলা তাহাকে বলে হে রক্ষনায়ক ॥
বিদ্যমান এহি জে বিমান তার জান।
হরিয়া লইলা তুমি সবা বিদ্যমান ॥
দানবেন্দ্র ময় মহাশয় শুদুর্ধর্ষয়।
তব ভার্য্যা হেতু গুনশেতু শে শময় ॥
আপনার কন্যা শুলাবান্যা ধন্যা শতি।
মন্দদরি নামা গুনধামা রূপবতি ॥
তোমাক প্রদান করিলেন সইৎস্বায়।
হেন তুমি অমিততেজশ রক্ষরায় ॥
মধু নাম দানবক রার্জ্যে অভিশেক।
কা য়াছ স্বামি তুমি কির্ত্তি অতিরেক ॥

মহাবল রশাতল করিয়া গমন।
বিক্রমে শাধিলা জয় তুমি দশানন ॥
বাশুকি তক্ষক সঙ্খ পদ্ম কর্ক্কটক।
ধনঞ্জয় আদি করি সকল নাগক ॥
সবশ করিলা দিলা শবে পরাভব।
কত কব জত তব কর্ম্ম অশম্ভব ॥
অক্ষয় দুর্য্যয় তব শব শেনাগন।
বলবন্ত দুরন্ত দুর্য্যয় জনে জন ॥
বরলঙ্কে সমরে দুর্য্যয় শুদুর্ব্বার।
অবিরত অনুগত এ সব তোমার ॥
পুর্ব্বে তুমি অমিততেজশ জশবন্ত।
জুদ্ধ করিছিলা এক বৎসর পর্জ্যন্ত ॥
নিবাতকবচ সঙ্গে রঙ্গে দশানন।
বিক্রম করিয়া বশ করিলা তখন ॥
চতুরঙ্গ দল সঙ্গে রঙ্গে রক্ষেশ্বর।
বরুনক জয় কৈলা করিয়া সমর ॥
জমের বিপুল সেনা অতুল বিক্রম।
সাগরসমান সে ভিশন পরাক্রম ॥
জুদ্ধরূপ সন্তারে তাহার পার পায়া।
জশরাশি তব প্রকাশীল ভিমকায়া ॥
মৃত্যুক জুদ্ধত তুমি তুশীলা রাজন।
লোকপাল তব জুদ্ধে হইছে তোশন ॥
পুর্ব্বসময়ত জত ক্ষেত্রিয় দুর্ব্বার।
বির্জ্জ শৌর্জ্জ শুশম্পন্ন মহাবলিয়ার ॥
বহুতর নৃপবর ছিল প্রিথিবিত।
সে সব সমান বির্জ্জবান বলান্নিত ॥
নহে এ জে রামচন্দ্র জানিবা নিশ্চয়।
অল্পবলি বির্জ্জহিন ক্ষেত্রিয়তনয় ॥
সে সকল মহাবল অটল সমরে।
সমরত নিহত করিলা তাক সবে ॥
রাঘব সে সব অগ্রে কোন তুচ্ছ হয়।
নিশ্চিন্তে থাকহ তুমি অভয়হৃদয় ॥

ওহে মহাভুজ শুনিরূজ কলেবর।
থাক তুমি নিশ্চিন্তে সে রামে কিবা ডর ॥
মহাবাহু আমরা সকল বলসালী।
এ জে ইন্দ্রজিত তব শুত হেমমালী ॥
শুনাকরে একেস্বরে মথিবে রামক।
জজ্ঞ দ্বারা জাঞ্জ তুশিয়াছে সঙ্করক ॥
হর বর দুর্লভ দিয়াছে ইন্দ্রজিতে।
ইষ্টবর লভিয়াছে অভিষ্ট পুরিতে ॥
ইনি পুর্ব্বসময়ত রনরত হয়া।
মহা অস্ত্র শস্ত্র কত সত সঙ্গে লয়া ॥
সমরত অমরশেনাক করি জয়।
বিক্রমে আক্রমি রঙ্গে দেব হরি হয় ॥
বলে কুতুহলে ছলে ধরিয়া তাহাক।
বশ করি দিল অরি রাজন তোমাক ॥
সমরপণ্ডিত সেহি ইন্দ্রজিত বিরে।
আজ্ঞা কর রক্ষেশ্বর বিশম সমরে ॥
সেহি এহিক্ষেনে রনে শনে রাঘবের।
কদন করিবে সে জে বানরবলের ॥
কদন করিয়া কপিগনে একক্ষেনে।
পেশুক সমনপুরে সে রাম লক্ষনে ॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকি রচ..।
রাবন স্থাপন নাম সর্গ্গ সমাপন ॥
ত্রিতিয় অশিতি সর্গ্গ হইল বিরাম।
তেজ মন আন কাম জপ রামনাম ॥

(চতুরশীতি সর্গ)

নিল নবঘন বর্ন্ন রাক্যশ শেনানি।
লঘু হস্তে সে প্রহস্ত মহামানি ॥
পুটপানি হয়া বানি বলিল তখন।
হে রাজন দশানন করহ শ্রবন ॥

শুরাশুর পিশাচ গন্ধর্ব্ব নাগগনে।
একলে সকলের মথ তুমি রনে॥
হেন তব অশম্ভব মহা পরাক্রম।
সমর সময় সম নহে ইন্দ্র জম॥
কি তুচ্ছ বানর বল সকল মথনে।
তব আগে মহাভাগে প্রভু দশাননে॥
জে সময় দুরাশয় পবননন্দনে।
বিভশ্চ করিল আশী বঞ্চি সর্ব্বজনে॥
সে কালত মত্ত সবে আছিলাম পানে।
এমতে বিমত এত প্রভু দশাননে॥
অন্তথায় মহাদায় মিলিতো তাহার।
ফিরিয়া জাইতো কি বাচিয়া আরবার॥
আমাক সবাক আজ্ঞা কর লঙ্কেশ্বর।
সশাগরা বশুন্ধরা করি নির্ব্বানর॥
একক্ষেনে কপিকুল নির্ম্মুল করিয়া।
তোমার চরনে নাথ নিবেদি আশীয়া॥
ওহে লঙ্কেশ্বর দশানন রক্ষপতি।
তোমার কি ভয় কি কারন চিন্তামতি॥
তোমার রক্ষার ভার আমার সবার।
শুখে রাজ্য কর তুমি লঙ্কার মাঝার॥
সিতার হরন কি তার ভাবনা।
না করিবা দুশ্ক কিছু না হবা বিমনা॥
এহি বলি মহাবলি রহিল তখন।
শুনি হরশিত সে দুর্শীল দশানন॥

বজ্রদংষ্ট্র নামধর মন্দমতি নিশাচর
তাতপর বলিল বচন।
পরিঘ লইয়া করে অতিশয় কোপান্তরে
নৃপবরে করহ শ্রবন॥
কৃপন মারুতি হনে য়্যামার কি প্রয়োজনে
সলক্ষনে থাকিতে রাঘব।
অপর বানরপতি শে শুগ্রিব শুদুর্ম্মতি
দুষ্ট অতি শে বানর শব॥
এসব থাকিতে আর কিবা প্রীয়োজন তার
পাপাচার মারুতি দুর্ম্মতি।
আজি আমি ভুজবলে রামসহ কপিদলে
অবিকলে ক্ষোব করি অতি॥
পরিবার সনে তার রনে করি মহামার
জমদ্বার করিলে প্রেশন।
শুগ্রিব লক্ষনো সঙ্গে রামে মথি রনরঙ্গে
অবিলম্বে আশীবে সদন॥
আমর্শে পুরিত অতি এহি বলি সে দুর্ম্মতি
মৌনভাবে রহিল তখন।
ত্রিশীরা নামেতে রক্ষ শুদুর্য্যয় রনদক্ষ
দেবের অশক্ষ শুদুর্য্যন॥
নিরদনিনাদে শম্ভ বলিলেন সে দুরন্ত
মানবন্ত দুরন্ত রাবনে।
করি প্রভু নিবেদন শ্রবনে করহ মন
দশানন আমার বচনে॥
হনুমান মন্দজ্ঞান প্রবেশীয়া লঙ্কাস্থান
বিদ্যমান করিল জেমত।
রাক্ষশ শবার য়ার করিলেন মহামার
দুরাচার একে সমরত॥
ক্ষেমিবার জুগ্য নয় অপরাধি অতিশয়
সে দুর্ম্মধ মহাভয় দিছে।
লঙ্কালয় পুরদ্বার রজে অন্তপ্পুর য়ার
দুরাচার দহনে দহিছে॥
নৃপতি সহিতে দুষ্ট পরাভবে দিছে কষ্ট
সে জে নষ্ট অনিষ্টদায়ক।
একারন করি রন আজি আমি এহিক্ষন
কপিগন রাম লক্ষনক॥
নিহত করিয়া রনে শুগ্রিব রাজনশনে
তুষ্টমনে আমি আরবার।

সিগ্র করি অতিশয় নিবর্ত্তিয়া লঙ্কালয়
নিজালয় জাব আপনার ॥
বানরের এপ্রকার উপালম্ব বারম্বার
মনে আর না শহে আমার।
এহি বলি দুরাশয় মৌনে রৈল সে সময়
শুদূর্য্যন ভিশন দুর্ব্বার ॥
মহামহিধর প্রায় অতুল বিপুল্ল কায়
জজ্ঞহনো নামে শে দুর্ম্মতি।
ক্রোধে অতি দুরাচার জিভ্যা দারা আপনার
ওষ্টপুট চাটীয়া সংপ্রতি ॥
বলিল বচন দুষ্ট অতিশয় হয়া রুষ্ট
শুন শুন জত রক্ষগন।
প্রিয়াসঙ্গে প্রীয়ভাবে আনন্দ করহ শবে
মধুপানে হয়া মগ্নমন ॥
সসহায় সে রামক নিব জমসদনক
একেস্বরে আমি সমরত।
ভক্ষন করিব শবে উদর পুরিয়া তবে
নিশ্চিন্তে থাকহ তোরা জত ॥
এহি বলি সে দুর্জ্জয় মৌনে রহিল সে সময়
তাত পরে নিরদগর্জ্জনে।
কুম্ভকর্ন্নের নন্দন কুম্ভ নাম শুদূর্য্যন
বল্লিল বচন রুষ্টমনে ॥
শুন প্রভু দশানন পদে করি নিবেদন
এ জে তব সব মন্ত্রিগনে।
থাকুক নিশ্চিন্তে অতি তুমি ওহে রক্ষপতি
শুস্ত হয়া থাক রঙ্গমনে ॥
বারুনি করিয়া পান পশি কুশুম উদ্যান
ক্রিড়া কর রমনিমণ্ডলে।
সিতার হরনে দুখ না করিবা দশমুখ
আমি রামে নির্দ্দলিব বলে ॥
আমি জায়া একেস্বরে সগুগ্রিব রঘুবরে
কপিশেনা অপর লক্ষনে।
অঙ্গদ সহিতে আর সবাকার মহামার
করিব সে হনুমান শনে ॥
ইতি শুন্দরাকাণ্ডত মন্ত্রির বচন জত
রামায়ন অতি পুণ্যাক্ষান।
সর্গ্গ চতুর্থ অশিতি সমাপ্ত হইলমিতি
রাম বল হবে ভবত্রান ॥

[পঞ্চাশীতি সর্গ]

নিকুম্ভ রভশ শুজ্জ সক্র নিশাচর।
দুর্ম্মতি শুপুঘ্ন নামে রক্ষ ভয়ঙ্কর ॥
জজ্ঞ কোপ মহাসাপ আর মহোদর।
অগ্নিকেতু রস্মিকেতু ঘোর নিশাচর ॥
ইন্দ্রজিত প্রঘোশ দুর্ম্মতি দুরাশয়।
বিরূপাক্ষ বজ্রদংষ্ট্র ধুম্রাক্ষ দুর্য্যয় ॥
প্রহস্ত দুর্ম্মুখ আদি করি রক্ষগন।
করিয়া ভৈরব রব গর্জ্জিয়া তখন ॥
কেহ প্রাশ পট্টিশ পরিঘ মুদ্গর।
অশি গদা শুল শেল শতঘ্ন তোমর ॥
খড়্গ চর্ম্ম খেটক খট্টাঙ্গ সতধার।
জষ্টীক ত্রিশুল আর পরশু কুঠার ॥
কতজন শরাশন করাশন করি।
গর্জ্জিতে লাগিল জত রাক্ষশকেশরি ॥
মহাক্রুদ্ধ জুদ্ধ আবেশে তখন।
সন্নদ্ধ হইল সবে সমর কারন ॥
বোলে আজি রামসঙ্গে শুগ্রিব লক্ষনে।
বধিব সমরে নিন্দা করি কপিগনে ॥
এহি বলি মহাবলি সকলে তখন।
আশন তেজিয়া উঠিলেন জনে জন ॥

তর্জ্জন বচনে ঘোর গর্জ্জন করিল।
মহাসিংহনাদে মহিমণ্ডল কম্পিল॥
জুদ্ধত উদ্ধত জত হৈল নিশাচর।
এমত দেখিয়া বিভিশন তাতপর॥
সে সবাক বারন কারন ত্রস্তমনে।
উঠিল শুশিল নিজ আশনত হনে॥
অভিশন বিভিশন সর্জ্জন তখন।
পুটপানি হয়া মানি বলিল বচন॥
শুন মহারাজা মহাতেজা রক্ষেশ্বর।
নিবেদনে অবধান করহ সত্তর॥
প্রথমত নৃপ জত বিবিধ উপায়।
চিন্তা করি আচরিবে কার্জ্জ জত বায়॥
তাত জদিশ্যাত অর্থ সিদ্ধি নাহি হয়।
তবে সে বিক্রমে জুক্ত পণ্ডিতে কহয়॥
রক্ষেশ্বর অপর শ্রবনে কর মন।
সাস্ত্র উক্ত জুক্ত বলি এ জে নিতিগন॥
সত্রুচয় সে সময় প্রমত্ত হবয়।
কুরগ্রহজুক্ত জদি দুদ্দশা মিলয়॥
সেহি সময়ত সত্রু সবাক নৃপতি।
বিক্রম করিবে এহি সাস্ত্রের জুগতি॥
বিক্রমে তখন সিদ্ধি হয়েন নিশ্চয়।
সাস্ত্রচয় এহি কয় এ জে মিথ্যা নয়॥
রাম অপ্রমত্ত মহাসত্ত তত্তজ্ঞানি।
তোমাক সবাক জয়হেতু মহামানি॥
জুদ্ধত উদ্ধত হইয়াছে রঘুবির।
দুর্দ্দর্শ আমর্শজুক্ত গম্ভির শুধির॥
কিপ্রকারে তোরা তবে বিজয় ইচ্ছায়।
জুদ্ধত উদ্ধত হইয়াছে সমুদায়॥
জে সময় পারাবার পার হয়া শুখে।
এহে হনুমান বলবান শুকৌতুকে॥
সঙ্কা ছাড়ি লঙ্কাপুরি পশী মহাজশী।
একেশ্বরে সে বানরে হয়া আমরশী॥

দহনে দাহন করিলেন লঙ্কালয়।
কোনজনে তারে কি করিলা সে শময়॥
অতঃপর কর শবে শ্রবন অখন।
হটাত পরাক এ জে অবজ্ঞা করন॥
জুক্ত নয় রক্ষচয় করহ শ্রবন।
দেশকাল বুঝি কার্য্য কর আচরন॥
জনস্থানে মহারনে শুন্য নিকেতনে।
জার ভার্জ্জা হরিয়াছে রাবন রাজনে॥
ওহে রক্ষগন কথা করহ শ্রবন।
সকল উপায় সত্ত জত প্রানিগন॥
আপন জিবনধন রক্ষন করিবে।
সাস্ত্রে এহি কয় নিশ্চয় জানিবে॥
বলি শার আমার সবার শুনিশ্চয়।
এহি সিতা হেতু উপস্থিত মহাভয়॥
অতঃপর রক্ষেশ্বর করহ শ্রবন।
কুল রক্ষা কর তেজ সিতাক রাজন॥
ইহাত সংশয় না করিবা মহারাজ।
সিতার হরনে হৈছে অত্যন্ত অকাজ॥
এ জে তব কুল অতি অতুল শুন্দর।
আর জত রাক্ষশ আছয় লঙ্কেশ্বর॥
আশ্চর্জ্জ অশৈর্জ্জ এজে দুর্ল্লভ তোমার।
ইহা জানি মহামানি মনে আপনার॥
রাখ মান সিতা দান কর রক্ষেশ্বর।
হিত হেতু শুনসেতু বলিলো সত্তর॥
হে রাজন দশানন করহ শ্রবন।
ধর্ম্মত নিরত সদা রাজিবলোচন॥
বির্জ্জবন্ত শৈর্য্যবন্ত সত্ত মতিমান।
হেন রাম সহ তার বৈরতা প্রধান॥
নিরর্থক বৈরভাব তোমার রাজন।
এ জে মন্দ তার সহ দন্দ দশানন॥
তার সিতা গুনজিতা করহ প্রদান।
রক্ষা কর রক্ষেশ্বর নিজ কুলমান॥

জাবত এ বহু রত্নময় লঙ্কালয়।
বানরবাহিনি হনে অর্দ্দিত না হয়॥
তাবত সিতাক দান কর সে রামেরে।
করজোড়ে বলি মহারাজা হিততরে॥
লক্ষনের ঘোরতর খরতর শরে।
লঙ্কালয় ভস্মময় জাবত না করে॥
তাবত সিতাক দান কর রঘুবরে।
হিতবানি মহামানি মানহ সত্তরে॥
জাবত দুর্দ্দির্শ কপিবাহিনি সমরে।
লঙ্কাধাম বির্দ্ধংসিয়া শোশন না করে॥
তাবত সিতারে দেহি শে দাশরথিরে।
তব হিতহেতু বলিতেছি রক্ষবিরে॥
গুনধাম রামবামনয়না সতিরে।
জন্তপি না দেহ ভুপ রাম রঘুবিরে॥
তবে লঙ্কালয় জত জত বিরচয়।
সবে রামশরে হবে নিশ্চয় প্রলয়॥
হে রাজন দশানন তুমি এ সময়।
আমাক সবাক কর প্রেশাদ সদয়॥
বন্ধুগনে প্রেশাদ করহ দশানন।
আমার বচন প্রভু করহ পালন॥
আমার সবার পথ্য সত্য এবচন।
হিতবানি মহামানি করহ পালন॥
বলিতেছি হিত সমোচিত মহারাজ।
সিতারে রামেরে দেহি এহি মহাকাজ॥
এ জে মহাজশ রাম শহ রক্ষেশ্বর।
ব্রেথা তব বৈরভাব জানিবা সত্তর॥
জদি সিতা গুনজিতা না দেও রামেরে।
তবে গজবাজিপুর্ন শোভিত নগরে॥
শুপ্রচুর রত্নে পরিপুর পুরি তব।
কুবেরবিভব জিনি তোমার বিভব॥
হেন লঙ্কাধাম অনুপাম শুশোভন।
বানরে অর্দ্দিত হয়া হবে বিনাশন॥

অতঃপর রক্ষেশ্বর করি নিবেদন।
সিতাদান করি মান রাখ দশানন॥
প্রথমত রনরত হয়া রঘুপতি।
অস্ত্রবলে রাক্ষশচমুর শুদুর্গগতি॥
করিবে নিলায় পুন্যকায় রঘুরায়।
মজিবে রাক্ষশ রামসাগরে হেলায়॥
অতঃপর রক্ষেশ্বর কর সিতাদান।
তুমি মহামানি রাখ আপনার মান॥
প্রথমত রনরথ হয়া রঘুমনি।
তব বধহেতু গুনসেতু মহামানি॥
বিগ্রহ আগ্রহ করি দুরহ সায়কে।
মথিবে তোমাক সে জে রামচন্দ্র একে॥

সহস্রকিরন সম মহাতেজা অনুপম
অমোঘাস্ত্র নরেন্দ্রনন্দন।
জাবত নহে প্রহারে ঘোরতর একাকারে
আহরিতে তব প্রানধন॥
তাবত সে রঘুবিরে দেহি ভুপ জানকিরে
রক্ষা কর এজে রক্ষকুল।
নৈলে প্রভু কুলক্ষয় হইবেক সুনিশ্চয়
সে জে রাম বিক্রমি অতুল॥
প্রথমত নিশাচরে মর্দ্দিবে জত বানরে
পরে রামশরে ভেদ হয়া।
কেহ জাবে জমালয় কেহ পায়া ঘোর ভয়
পলাবেক প্রানধন লয়া॥
না হইতে এ প্রকার ভার্জ্জা দান কর তার
মহামানি জানি য়েহি হিত।
রাঘববাহুপালিত কপিকুল মদান্বিত
এ পুরিক ধর্শিবে নিশ্চিত॥
প্রথমে ধর্শিবে পুরি শুন প্রভু দশগিরি
মহামার হবে রাক্ষশের।

অতঃপর রক্ষেশ্বর আমার বচন ধর
সিতা দেহ সে জে রাঘবের ॥
শুন শুন অনুপাম তবে এ জে লঙ্কাধাম
না হবে বিনাশ রক্ষশনে।
শুন প্রভু দশানন শুদুল্ভ প্রানধন
রক্ষা হবে রামবান হনে ॥
কর রক্ষা সত্যধর্ম্ম আচরহ এহি কর্ম্ম
বুঝি মর্ম্ম শুহৃদ সবার।
সকলের হিতবানি জ্ঞানি নিজ মনে মানি
প্রদান করহ সে সিতার ॥
আমি তব প্রিয়কর আমার বচন ধর
সিতা দেহি রাম রঘুবিরে।
তবে তুমি লঙ্কেশ্বর ত্রিভুবন ভোগ কর
কি করিতে পারে পুরন্দরে ॥
হে রাজা দশানন এ জে পুরি শুশোভন
শুশমৃর্দ্ধবতি অতিশয়।
তোমার য়ন্ত্রেক শবে আমাক সবাক তবে
রক্ষা কর প্রভু এ সময় ॥
এ জে তব ভৃত্যগন তবাশ্রিত সর্ব্বজন
তোমার বিপদ উপস্থিত।
জদি হয় দশানন তবে জান সর্ব্বজন
বিপদত গ্রস্ত শুনিশ্চিত ॥
ইহা জানি মহামানি সিতা পরম কল্যানি
দেহি ভূপ রাম রঘুবিরে।
রক্ষা কর রক্ষবংশ না করিয়ো কুলদ্ধংশ
তুমি জ্ঞানি পরম শুধিরে ॥

ত্যাগ কর কোপ কুলকির্ত্তিবিনাশন।
ভজ ধর্ম্ম কুলকির্ত্তিপ্রদা বিবদ্ধন ॥
প্রশিদ শুবিদ প্রতি কুবিদ আপনি।
জিয়া থাকি সবান্ধবে ওহে কুলমনি ॥

প্রদান করহ দাশরথিরে মৈথিলি।
হিত মানি মহামানি তব অগ্রে বলি ॥
দশরথতনুজ অনুজ শে লক্ষন।
সঙ্গে করি জাবত শে রাজিবলোচন ॥
বর্ষাকালে সশ্যশালি ধরনি তদ্দত।
কাঞ্চনলাঞ্চনো শবে না করে জাবত ॥
তাবত প্রদান সিতা কর রঘুবিরে।
রক্ষা কর রক্ষেশ্বর নিজ নগরিরে ॥
লক্ষনের ধনুর্মুক্ত খরতর শরে।
লঙ্কালয় ভস্মময় জাবত না করে ॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ চতুরঙ্গ শেনাগন।
রথরথি পদাতিপটল শুভিশন ॥
প্রবির সবার আর বক্ষ লক্ষ করি।
ঘোরতর শরবৃষ্টী পুরুশকেশরী ॥
করিবে সহশ্রে অতি অজশ্রে নিশ্চয়।
মম মনে লয় এহি হবে নিশ্বংশয় ॥
প্রথমত কপি জত লঙ্কানগরত।
সিখরিসিখর শুনিবার কত সত ॥
প্রহারিয়া রক্ষকুল নির্ম্মুল করিবে।
মনে অনুমানি এহি অবশ্য হইবে ॥

বিভিশন বানি শুনি মহামানি
রাবন শোকরাবন।
মন্ত্রি পুরস্বরে শুন্দিগ্ধ অন্তরে
মন্ত্রনার আলোচন ॥
করয় তখন রাজা দশানন
সন্দর্প বিজ্ঞানবান।
বাক্যজ্ঞ শুন্দর সে জে রক্ষেশ্বর
মন্ত্রজ্ঞ মধ্যে প্রধান ॥
মন্ত্রি সম্বোধন করি দশানন
বলিল বচন পরে।

শুন মন্ত্রিগন আমার বচন
একেমনে নিরন্তরে ॥
জুক্তার্থ বচন শুন মন্ত্রিগন
জে জন বিজ্ঞ প্রধান।
আপন পরার সক্তি শুবিচার
করিবেক এহি জ্ঞান ॥
জথার্থক জানি জে বা মহামানি
কর্ম্ম শুভারম্ভ করে।
বিজ্ঞ সেহিজন কহে বুঁধগন
স্মৃতি এহি নিরন্তরে ॥
কার্য্য আরম্ভত জেবা প্রথমত
অনর্থ করয় জ্ঞান।
চিন্তিয়া অন্তরে অর্থগন পরে
বিবেচে শুক্ষ্ম প্রধান ॥
পণ্ডিত সে জন কহে সাস্ত্রগন
জানিবা হে মন্ত্রিচয়।
পরমর্ম্মঘাতি চিন্তাক নৃপতি
চিন্তিবেক শুনিশ্চয় ॥
তবে আচরন করি প্রয়োজন
সাধিবেক কর্ম্মচয়।
কামবশবর্ত্তি না হবে নৃপতি
এহি সাস্ত্রচয় কয় ॥
অতি অভিমানি জে রাজা অজ্ঞানি
মত্ত অশ্বর্য্য মদত।
হেন নৃপতির মন্ত্রনা অস্থির
না আইশে কোন কার্য্যত ॥
জাত মন্ত্রগন দৈব অনুক্ষন
তর্কনার অগোচর।
চিন্তাবহির্ভূত জানিবা প্রস্তুত
শুন শুন মন্ত্রিবর ॥
এহি জে লোকত প্রানি সকলত
দৈবাধিন ফলচয়।
কাল বক্রমত হয় উপগত
জান এহি নিশ্বংশয় ॥
লোকের অশাধ্য দুর্জ্জয় অবাধ্য
অদৃষ্ট জান সবার।
দৈব তাক কয় শুন মন্ত্রিচয়
জানিবাহা এহি শার ॥

বুঁদ্ধিবন্ত সন্ত জন সকলে।
চিন্তিয়া অন্তরে শুবুঁদ্ধিবলে ॥
জে অর্থক স্থির করে অন্তরে।
তাহাই জতেষ্ট আচরে নরে ॥
কেবল দুর্ব্বল বানরগন।
কিরূপে করিবে লঙ্কাধর্শন ॥
বিনে দৈব হনে না হৈল হেন।
কেবল বানরে কি করিবেন ॥
অতঃপর কর সবে শ্রবন।
দৈবে শে প্রধান হে মন্ত্রিগন ॥
কার্জ্জের উদ্যোগ কাল প্রবেশে।
নিতিবান জন দৈবের বশে ॥
বিপাকে মজয় মন্ত্রনা বিনে।
জানিবা মানিবা হে মন্ত্রিগনে ॥
অতঃপর কর শ্রবন শবে।
মন্ত্রনা প্রধান মানিবা তবে ॥
মন্ত্রনায় মুল রাজার নিতি।
এহি নিশ্চয় শাস্ত্র উকুতি ॥
শুব্রাহ্মণি সকলের জেমন।
বেদবিহিত নিতি প্রধান ॥
চারিয়ো বেদের শুঅধ্যায়নে।
বেদপথগন পায় দর্শনে ॥
সেহি প্রায় কর্ম্ম পরিগ্রহত।
মন্ত্রনায় মুল হে মন্ত্রি জত ॥

অতঃপর নয় জুক্ত রাজন।
আবরি সতত শুমন্ত্রিগন॥
করিবে মন্ত্রনা কার্জ্জসাধনে।
জানিবা মানিবা হে মন্ত্রিগনে॥
অষ্টাঙ্গ বুদ্ধিত জুক্ত সর্জ্জন জে জন।
অপর সৌহার্দ্দগুন সদ্‌গুন ভুশন॥
ধনজনসম্পন্ন শুমন্ত্রি জে বা জন।
হেন মন্ত্রি ইচ্ছা করে সকল রাজন॥
এ সকল গুনবহির্ভুতে বিপরিত।
দুরেতে ত্যাগিবে তাক রাজা গুনান্বিত॥
এহি স্মৃতি এহি নিতি শুন মন্ত্রিগন।
শ্রবনর মন কর মন্ত্রি সর্ব্বজন॥
এ সকল গুনজুক্ত তোরা সর্ব্বজন।
মম সঙ্গে কর তবে মন্ত্রনা অখন॥
অবিশয় সঙ্কেপে বলিছি মন্ত্রিগন।
আমার নিশ্চয় জেহি করহ শ্রবন॥
এবিশয় তোরা সবে ভজি একমত।
একমতি হয়া সবে প্রবেশ কার্জ্জত॥
মন্ত্রনাত জদিশ্চাত আত্মা বা পরার।
হিত বা অহিত হৌক করিয়া বিচার॥
তার মত একালত কর আচরন।
মন্ত্রিগন শ্রবন রমনে কর মন॥
কর্ত্তব্য অখন এহি বিচার নিশ্চয়।
মন্ত্রনা করি জদি আমি এ সময়॥
বলি সমুচিত বিপরিত দেখি তব।
জানিবা মানিবা এহি শার মন্ত্রিশব॥
না বিচারি কার্জ্জ জে বা করে আচরন।
তাত হয় বিপরিত শুন মন্ত্রিগন॥
তবে সে রাজার সে জে বিশয়র ভোগ।
অবশ্য জানিবা হয় অচিরে বিজোগ॥
প্রকারে কার্জ্জের করিবেক শুনিশ্চয়।
[illegible]

জে প্রকারে নরেশ্বরে করে আচরন।
সেহিমত আচরন করে সর্ব্ব জন॥
জে প্রকার আকাশত চন্দ্রমা তপন।
গতি অনুশারে তার জত গ্রহগন॥
নৈক্ষেত্র সকল আর গ্রহ জত জত।
প্রবত্তয় সকলে তখন সেহিমত॥
সেহিমত ভুতলত রাজা অভিমত।
আচরয় প্রানিচয় সর্ব্ব সময়ত॥
জে পথ আশ্রয়ে রাজাগন গতি করে।
সেহি ইশ্বরের কৃত পথ জে সত্তর॥
মহাজনগন গতি করে সেহি পথে।
রাজমত প্রজা জত আচরে এমতে॥
অপর শ্রবনে মন কর মন্ত্রিগন।
চতুরঙ্গ বলের নায়ক জে বা জন॥
তার মত সে না জত করয় পালন।
তার বহির্ভুত কি করয় আচরন॥
সেহিমত লোক জত রাজ অভিমতে।
আচরিবে অনুক্ষন জান স্বরূপতে॥
বিদ্যমান জানকির হরনত হনে।
আমাক একর্ম্মে নিন্দিবেক কোন জনে॥
দোশস্পর্শ ইহাত কি হইবে আমার।
এ কোন অকার্জ্জ মম করহ বিচার॥
কিন্তু এহি কর্ম্মে কোন মহন্ত সকলে।
তপশ্বীক ধর্শনত নিন্দা হেন বলে॥
তপশ্বীর ধর্শনায় নিন্দা শুনিশ্চয়।
মম মত এহি মত শুন মন্ত্রিচয়॥
অতঃপর মন্ত্রিবর করহ শ্রবন।
রামতো তপস্বি নয় জানিবা কারন॥
বনবাশি জে তপস্বি তেজস্বি হবয়।
সে জনার কি কারন অলঙ্কারচয়॥
তাপশ না হয় রাম অজশ নিশ্চয়॥
তপস্বি কি কুশুম চন্দনে বিভুশয়॥

সরাশন করাশন বান্ধে দিব্য অশী।
কিমতে এমত জান হয়ন তপশি ॥
তপস্বি সবার শুন জেমত লক্ষন।
সান্ত আত্মা হবে অতি শুতাপশ জন ॥
সর্ব্বভুতে দয়াপর অশুইয়া-বিহিন।
ফলাহার জলাহার করে শে প্রবিন ॥
আশ্রমত সতত নিবাশ সে জনার।
ইহাক তাপশ বলি তপস্বি আচার ॥
জনকনন্দিনি কি প্রকারে তপস্বিনি।
শুক্ষ্ম রক্তবশনধারিনি শে রমনি ॥
তপত কাঞ্চনে অতি বিচিত্র কুণ্ডল।
গণ্ড মণ্ডলত শোভা করে শুনির্ম্মল ॥
দিব্যগন্ধ চন্দনে লেপিত অঙ্গ তার।
বেনিবন্ধকেশী গলে মুকুতা তাহার ॥
আশ্রমবাশিনি তপস্বিনি জে সকল।
তারাক এমত কেশ বেশ শুনির্ম্মল ॥
পদ্মিনি চঞ্চলাপাঙ্গি তনু শুমধ্যমা।
আশ্রমত থাকে কোথা হেনমত বামা ॥
বনবাশি সবার আহার ব্যেবহার।
জথার্থ রূপেতে জত সমাচার তার ॥
বনবাশি জনগন বদনত হনে।
পুর্ব্বে করিয়াছি আমি শ্রবন শ্রবনে ॥
তাপশির এরূপ তাপশী হেনমত।
নাহি দেখি নাহি শুনি আমি স্বরূপত ॥
জাত রঘুনাথ বনে রনে একেশ্বরে।
মথিল অতুল রক্ষকুল ঘোর শরে ॥
বলি মর্ম্ম এজে কর্ম্ম আচরি রাঘবে।
সর্জ্জন সভয় অতি হয়াছে লাঘবে ॥
ধর্ম্ম আচরনে রাম বিশিষ্টরূপেতে।
নিবর্ত্ত হয়াছে রাম জানিবা নিশ্চিতে ॥
রাক্ষশের বধে শক্ত সে জে রাঘবের।
সাধু শবে নিন্দা করে তার শে কর্ম্মের ॥

(ষড়শীতি সর্গ)

রাবন বচন শুনি তবে শে শময়।
জুদ্ধত উদ্ধত হয়া তবে দুরাশয় ॥
প্রথমত রাবনত করিতে গোচর।
প্রহস্ত হইল আগ দুষ্ট নিশাচর ॥
পুটপানি হয়া বানী বলিল তখন।
শুন মহারাজা মহাতেজা দশানন ॥
মহাত্ম, শুবুদ্ধি আর কৃতাত্মা শবার।
সদ্‌গুনসম্পন্ন চেষ্টা জত জত তার ॥
সে সবা তোমাত আছে তুমি শুমহত।
স্বরূপ বলিছি ভুপ তোমার অগ্রত ॥
তোমাত অধিক কেবা আছয় শংশারে।
সত্য বানি মহামানি বলিছি তোমারে ॥
জে রাজা মন্ত্রনামুল কর্ম্ম না ভাবয়।
উন্মত্ত চরিত্র হেন লোকে তারে কয় ॥
মদমত্ত গজ জেন বিজন গহনে।
সে ভুপাল সেহিপ্রায় প্রভু দশাননে ॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান নাহি শে রাজার।
কির্ত্তি বা অকির্ত্তি কিছু বিচার আ[illegible] ॥
নাহি তার জান শার অজ্ঞানি শে জন।
বিবেচনাহিন সে জে বর্ব্বর দুর্জ্জন ॥
নয় অনুগত জত নৃপতি প্রধান।
ধর্ম্মে বিচলিত না হয় শে জ্ঞানবান ॥
হে রাজন দশানন করহ শ্রবন।
প্রিথিবিত আছে জত জত কর্ম্মগন ॥
চারি মত উপায়ত কার্জ্জের শাধন।
সেহি চারি উপায় সাধিবে কর্ম্মগন ॥
তাহা জদি শ্রবনে বাশনা কর ভুপ।
তবে বলি মহাবলি শুন তত্ত্বরূপ ॥
সাম দাম ভেদ দণ্ড এহি চারি মত।
উপায় এ চারিবিধ কর কর্ম্মগত ॥

এহি সব উপায়ত নরেন্দ্র সকলে।
প্রবির্ত্তি হইবে কার্য্য শুন মহাবলে॥
গুরুজন গুনবন্ত জন সকলক।
সাম উপায়ত সে সাধিবে শে কার্জ্জক॥
লোভাতুর জনে দানে কার্জ্জ সাধিবেন।
সঙ্কেত স্থানেতে ভেদ উপায় কহেন॥
হিন আর দুরাত্মাক দণ্ড নিপাতন।
সাস্ত্রে বিনিশ্চয় এহি কয় দশানন॥
রক্ষেশ্বর অপর শ্রবনে কর মন।
নির্গুনের ধাম রাম সহায় লক্ষন॥
পরাক্রম আপনার দর্শায়া দুর্ম্মতি।
আমাক সবাক জুদ্ধ দিতে দাশরথি॥
প্রথমত রনরত হৈছে দুরাশয়।
ইহাত পরম জুদ্ধত উচিত নিশ্চয়॥
অথন আপন বির্জ্জ দর্শান উচিত॥
তুমি বির্জ্জ শৌর্জ্জমান মহাবলান্বিত॥
দুর্ব্বল আশ্রয় দুরাশয় শে রাঘব।
বলি সমুচিত হিত উপদেশ তব॥
তোমাক সহিবে কি প্রকারে শে দুর্ব্বল।
অতঃপর শ্রবন করহ মহাবল॥
তিন উপায়ক ত্যাগ কর রক্ষেশ্বর।
চতুর্থ উপায় দণ্ড কর স্থিরতর॥
রাঘবের বধ এহি অনুরূপ দণ্ড।
বধে তার কর শার প্রতাপী প্রচণ্ড॥
জদিশ্যাত শক্র তব হৈছে গুনবান।
তবে তাক সাম আদি উপায় প্রধান॥
তাক দিয়া সান্ত তাক করিতাম তবে।
তবে জুক্ত ছিল এহিমত শে রাঘবে॥
গুনবান নহে রাম ক্ষেত্রিয়নন্দন।
কপোট তাপশ সে জে অজশ দুর্জ্জন॥
জদি শে জে রামচন্দ্র হৈতো সাস্ত্রজ্ঞানি।
হৈতো ধির শুস্থির গম্ভির মহামানি॥

মহত কুলত জন্ম বটে শে রামের।
কিন্তু সে দুর্বুদ্ধি স্থির নাহিক কার্জ্জের॥
হটাত অশত মত করি আচরন।
কি কারন বিগ্রহ আগ্রহি সে দুর্জ্জন॥
তব সঙ্গ বৈরিভাব করি দুষ্টাশয়।
তোমার সহিতে জুদ্ধ করিছে নিশ্চয়॥
অতঃপর রক্ষেশ্বর করহ শ্রবন।
বিপরিত মতি সে জে রাম অনুক্ষন॥
বিপরিত গুনগন তার সরিরত।
জাত আত্মঘাতি কার্জ্জ করি অমহত॥
আপন বির্ঘাত হেতু অনাভি দর্শায়া।
প্রেশিলেক চর সে বানর পাপকায়া॥
এ প্রকার কর্ম্ম তার করা অনুচিত।
তোমাক সাশনা তার অতি বিপরিত॥
এ প্রকার দুরাচার আচরি প্রথমে।
আপনে আশীল জুদ্ধহেতু মতিভ্রমে॥
মোহবুঁদ্ধি সস্তো শে দুরন্ত পাপাশয়।
আশিছে উদ্ধত হয়া জুদ্ধত নিশ্চয়॥
অতঃপর রক্ষেশ্বর কর কর্নগত।
আমার জুদ্ধের কাল হৈল উপগত॥
আমার জুঝার বলিয়ার বিরগন।
চিরদিনাবধি নাহি পায় ঘোর রন॥
জুদ্ধ অভিলাশী লঙ্কাবাশী রাশী রক্ষ।
সবে শুর ক্রুড়কর্ম্মা দেবের অশক্ষ॥
আনন্দিত চিত আমি দেখি জনে জনে।
জুদ্ধত উদ্ধত শবে আছে হৃষ্টমনে॥
মহাজুধি মহাক্রুধি শুবুঁদ্ধি সকলে।
আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ ভুজবলে॥
গদা মুদ্গর প্রাশ শর শরাসন।
খড়্গ চর্ম্ম শুল শেল সক্তি সুভিশন॥
মহাবল রক্ষদল সকল অথন।
ধরিতে বাশনা করে এ জে অস্ত্রগন॥

রন বশুন্ধরা হয়া তৃশাতুরা অতি।
শুনিতের পানে বাঞ্চা করে বশুমতি ॥
বানর সবার ধারা শারা রক্তধারা।
পান বাঞ্চা করে নিরন্তরে বশুন্ধরা ॥
আর এক অতিরেক আশ্চর্জ্জ সপন।
শ্রবনে করহ মন প্রভু দশানন ॥
সলক্ষন লক্ষন সে রামচন্দ্র আর।
সয়ন করিছে রনধরনিমাঝার ॥
ধরনিমণ্ডল হৈছে শুনিতে কর্দ্দম।
কবন্ধ জুপ্ত তাত ভিশন পরম ॥
তাত অশঙ্খাত রক্ষ রনদক্ষ শবে।
ধরি তদা ঘোর গদা পরম লাঘবে ॥
সমরে বানরে করে মহা মহামার।
এমত সপন দেখিয়াছি শুদুর্ব্বার ॥
জুদ্ধহেতু গুনশেতু আজ্ঞাকর তবে।
বিপুল কপির কুল নিমথি লাঘবে ॥
হে রাজন দশানন রাক্ষশবাহিনি।
জুদ্ধত উদ্ধত হৌক হয়া অস্ত্রপানি ॥
অস্ত্রজুক্ত বাহু শাল তাল বনাকার।
হউক শুসিদ্রে প্রভু আজ্ঞায় তোমার ॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে প্রহস্ত বচন।
সষ্ঠ অশিতি সর্গ্গ হৈল সমাপন ॥
শ্রীহরেন্দ্র ভুপে ডাকে রাম গুনধাম।
অন্তিমে বদনে জেন আইশে তব নাম ॥

(সপ্তাশীতি সর্গ)

জ্ঞানবান ধিমান প্রধান নিশাচর।
মহোদর প্রত্যুত্তর বলে তাতপর ॥
মহারাজা মহাতেজা এজে রক্ষপতি।
সন্দিগ্ধ অন্তরে জে বলিলা শুজুগতি ॥
তার প্রত্যুত্তর কর শ্রবন অখন।
সেনাপতি প্রহস্তে জে বলিল বচন ॥
সে সকল কথা হেতু সম্পন্ন সতত।
তার মত জেমত আমার এহিমত ॥
প্রহস্ত সমস্ত বলিয়াছে জুক্ত কথা।
জানিবা মানিবা মমো সহজে অক্ষতা ॥
আমি পূর্ব্বে বুঁদ্ধিবলে নানামত কত।
চিন্তিয়া অন্তরে স্থির করিছি মনত ॥
সকল মন্ত্রির না হইবে একমত।
নিজ মতের আগ্রে বলেন মন্ত্রি জত ॥
জেবা জার মন্ত্রিপরিবার অনুক্ষন।
পরষ্পরে সদা চরে ভিন্ন মতগন ॥
প্রতিজোগে অক্ষতা হইয়া তাতপর।
শুহৃদ করিয়া জ্ঞান রাজাক সত্তর ॥
পরষ্পর মত চিন্তা করিয়া অন্তরে।
পরষ্পরে ভিন্ন অর্থ ভাবিয়া তৎপর ॥
জদি এক অর্থক লভেন সে সময়।
তখন কল্যানপ্রদা শে মন্ত্রনা হয় ॥
অতঃপর রক্ষেশ্বর করহ শ্রবন।
পরষ্পরে ভিন্নমত অতি অশোভন ॥
নানা হেতু বিশেশজ্ঞ পুরুশ প্রবর।
পরিক্ষিত মন্ত্র অতি গোপন শুন্দর।
অন্যের অজ্ঞাত আর জে মন্ত্রনা হয়।
এহিমত মন্ত্রনা উত্তম অতিশয় ॥
হে রাজন আমরা সকল এ সময়।
জুদ্ধকাল বিবেচনা করন নিশ্চয় ॥
অতঃপর জুদ্ধাবধি বলাবলচয়।
অন্বেশন কারন উচিত এ সময় ॥
আমার মধ্যত জোদ্ধাগনের বিচার।
কোন কোন আয়ুধ সকল আছে আর।
আর কোশাগার মধ্যে নানা রত্ন ধন।
বিচার উচিত এ সময় দশানন ॥

হে রাজন দশানন করহ শ্রবন।
জুদ্ধকাল ভাল আমি করি নিবেদন॥
রজনিচরের রজনিত ঘোর রন।
সাস্ত্রের নির্ন্নয় এহি রাজা দশানন।
অতঃপর রক্ষেশ্বর নিশা সময়ত।
আমার বিজয় নিস্সংশয় মহারথ॥
অতয়ব অস্ত্রপ্রাজ্ঞ জত নিশাচর।
জামিনিমধ্যত ঘোর করুক সমর॥
এহি দেশ এহি কাল শুন রক্ষেশ্বর।
বিজয় নিশ্চয় তবে তব নিরন্তর॥
সক্তি বল আমার অপার রক্ষপতি।
জুদ্ধহেতু গুনশেতু কর অনুমতি॥
আমরা সকল মহাবল রক্ষ জত।
তনুত্রান ধনুর্ব্বান অস্ত্র নানামত॥
করি সঙ্গে রনরঙ্গে আমরা সকল।
জুদ্ধত উদ্ধত সিঘ্রে হব মহাবল॥
সন্যের সন্নদ্ধ করি জুদ্ধের কারন।
আমরা সকল অগ্রে করিব গমন॥
অতিরথ মহারথ রক্ষ জত জত।
জুদ্ধত উদ্ধত হয়া হব রনরত॥
রাক্ষশমথিত কপিসেনা ছিন্নশির।
আর বক্ষে ছিন্নকৃত রাম রঘুবির॥
এ সবার শুনিতে:তিমিত রক্ষমুখ।
সিঘ্রে নিরেখিয়া ভূপ লভিবা কৌতুক॥
রূধিরে দিগিধ তনু ধরনীসয়নে।
অবিলম্বে দেখ সে জে শ্রীরাম লক্ষনে॥
কর্ক্কশ রাক্ষশ মহাজশগন তবে।
ব্যূহ রচি জুদ্ধ আরম্ভক শুলাঘবে॥
জেমত তেমত রূপে জুঝক রাক্ষশে।
কপিচয় পরাজয় লভিবে অবশ্য॥
কোনরূপে আমার সবার হবে জয়।
পরাভব সে রাঘব লভিবে নিশ্চয়॥

ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিক রচন।
রাবণ অগ্রত মহোদরের বচন॥
সপ্তম অশিতি সর্গ্গ হইল বিরাম।
তেজ মন আন কাম জপ রাম নাম।

(অষ্টাশীতি সর্গ)

বৃহস্পতি সম নিরোপম বুঁদ্ধিমান।
মহামদ দুরাশদ সমরে শুজান॥
বিরূপাক্ষ রক্ষ রনদক্ষ ভয়ঙ্কর।
বিরেচক রনশ্লাঘি ঘোর নিশাচর॥
বলিল বচন তুষ্টমন হয়া পরে।
হে রাজন দশানন করি শুগোচরে॥
মহারথি অশ্ববার পদাতি পটল।
গজস্কন্দগামি জত জোদ্ধা মহাবল॥
এহি চতুরঙ্গ বল ব্যূহ বিরচিয়া।
জদি তিষ্টে জুদ্ধাভিষ্টে আমর্শে পুরিয়া॥
তবে সবে বানর পামর শুদুর্ব্বল।
কি করিতে পারে রাক্ষশক শুচপল॥
চপল মানশ সদা অজশ বানর।
স্থির হয়া থাকিতে না পারে নিরন্তর॥
অত্যন্ত তরল শুচপল কপিগন।
সঘন করয় অতিশয় শুগর্জ্জন॥
খেলা করে নিরন্তরে অস্থির সতত।
ঝাপ লাপ আস্ফোট করয় অনব্রত॥
তলে তলে বলে কুতুহলে সব্দ করে।
সতত চপলচিত্ত বানর পামরে॥
অতঃপর রক্ষেশ্বর করহ শ্রবন।
এহি রিত বানরের প্রভু দশানন॥

বাঁনিরবাহিনি পলায়নপরায়ন।
হবেক নিশ্চয় ত্যাগ করি ঘোর রন ॥
রাক্ষশে নিহত কত সত কপিগন।
নিরক্ষন কর শুখে প্রভু দশানন ॥
ভগ্নকক্ষ ভগ্নবক্ষ সব বানরের।
দেখিবা উচ্ছবে হত ক্লত রাক্ষশের ॥
জদি হয় রক্ষদলে প্রবেশ বানর।
তবে জে হইবে বলি শুন রক্ষেশ্বর ॥
সমর চতুরে রনধরনিমণ্ডলে।
হবে অতি কৌতুক জানিবা মহাবলে ॥
ঘনত আবৃত জেন সহশ্রকিরন।
হিনতেজ হয়া অতি দৃষ্ট অশোভন ॥
সেহিপ্রায় কপিকায় রক্ষে আবরিবে।
রক্ষমধ্যগত কপি শোভা না পাইবে ॥
রাক্ষশমথিত কপিকুল অশঙ্খাত।
বিসিন্ন হইয়া হৈল মহিত নিপাত ॥
সে সময় কপিচয় মহাভয় শস্ত।
বিকাশ করিবে নির্ম্মল জত দন্ত ॥
সে সময় কপিচয় দন্ত প্রকাশিবে।
তুশারসঙ্কাশ শুনির্ম্মল বিরাজিবে ॥
হে রাজন অদ্য সে জে সমর চতুরে।
একে কাল ভুঞ্জিবেক সকল বানরে ॥
রাক্ষশে মথিত কপিকুল অশঙ্খাত।
তার সরিরের শুনিতের হয়া পাত ॥
সমর ধরনি হবে গৌরিক বরন।
কৌতুকে দর্শন করো প্রভু দশানন ॥
আমার সবার সরিরত রক্ষেশ্বর।
সস্ত্র রূপ অঙ্কুশে জতেক নিশাচর ॥
সত্রুর জিবন রূপ শুকুসুমগন।
নিলায় নিশাদে সাদে করিবে চয়ন ॥
সত্রুর শুনিতে উদ্ধগামি রজচয়।
উপসম হবে ঘোর সমর সময় ॥
সমরত হত সত সত সত্রু সবে।
অধরা হইয়া ধরা ভরাতুরা হবে ॥
ছিন্ন সির বাহু উরু হেন কপি শবে।
সমরধরনি একাকারে আচ্ছাদিবে ॥
প্রভঞ্জন জেন বন বিভঞ্জন করে।
সেহি প্রায় কপিকায় মথিব সমরে ॥
সেহি বনমধ্যে জেন মহা বৃক্ষচয়।
পবন মথনে সস্ত মহিক মণ্ডয় ॥
সেহিমত সমরত হত কপি শবে।
মহিমণ্ডলক খণ্ড সবে আবরিবে ॥
ওহে মহাবির্জ্জ মহাশৌর্জ্জ জশবান।
আজ্ঞা কর সমরকারন মহাজ্ঞান ॥
কিন্তু সত্রু মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে রাম লক্ষন।
আমি তব প্রানধন করিব হনন ॥
জুদ্ধ করি তব অরি প্রান হরি শুখে।
তার সহকারি মারি আমি শুকৌতুকে ॥
নিশ্চয় লভিবা জয় প্রভু দশানন।
এ জে হেতু শুনশেতু না হবা বিমন ॥
শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বিরূপাক্ষের বচন।
অষ্টম অশিতি সর্গ হৈল সমাপন ॥
শ্রীহরেন্দ্র ভুপে ডাকে গুনধাম রাম।
অন্তিমে বদনে জেন আইশে তব নাম ॥

—=—

(একোনবতি সর্গ)

সে সময় সদাশয় ধর্ম্মার্থকুশল।
অভিশন শুভিশন সাধু মহাবল ॥
গুনাধার আরবার বলিল বচন।
সে সময় রাবনক করি সম্বোধন ॥
শুন মহাতেজা মহারাজা রক্ষেশ্বর।
বিস্তর বলিল তব মন্ত্রির প্রবর ॥

বিস্তর প্রকারে প্রিয় বাক্য নানামত।
বলিতেছে মহাবলি তোমার অগ্রত॥
জেরূপ এসব বাক্য শেরূপ প্রকার।
না বলেন কোন জন অগ্রত তোমার॥
জাত গুরূতর কার্জ্জ হৈছে উপস্থিত।
একারন দশানন বলি তব হিত॥
প্রিয় দূরে তেজ ভজ সাধুর মতক।
ডাকি আন শুহৃদ জে মন্ত্রি সকলক॥
সমুচিত তার হিত করে তারা শবে।
তব হিতহেতু গুনসেতু হবে তবে॥
শুবুদ্ধিত পরিক্ষিত এহি অর্থ শার।
গুনধার আমি বলি অগ্রত তোমার॥
শুন গুনধাম তাহা করি নিবেদন।
ইহলোকে ধর্ম্ম অর্থ আদি কামগন॥
ফলপ্রাপ্তে ইচ্ছা করে সকল জনেতে।
ফলপ্রাপ্তি হৈলে পরে শুধর্ম্ম চক্ষুতে॥
সর্ব্ব প্রানি সম প্রতি দৃষ্টী শে করয়।
এহিমত সাধুমত শুন গুনালয়॥
ধর্ম্ম তেজি অর্থ হেতু অর্থক চিন্তয়।
অপর কামের লাভে কামনা করয়॥
ধিমান পরম মানবন্ত সেহিজন।
হে রাজন দশানন করহ শ্রবন॥
অতঃপর রক্ষেশ্বর বলি হিতবানি।
সারদর্শী এ সকল মন্ত্রিত শুজ্ঞানি॥
অশার মন্ত্রনা করে অধর্ম্ম প্রধান।
তাক নিন্দা করি আমি তব বিদ্যমান॥
এ জে কোন ধর্ম্ম পরদারাভিমর্শন।
মন্ত্রনা উত্তম কিবা এ কর্ম্ম কারন॥
শুন ভূপ জেরূপ বলিল এসময়।
সে জে রাম গুনধাম তপস্বি না হয়॥
অনিন্দিতা সিতা সতি নহে তপস্বিনি।
এমত বলিছ আর তুমি নৃপমনি॥
তাহার ধর্ষনে কিবা আদেশে মন্ত্রিগন।
নাহি শে রামের কিছু তপস্বিলক্ষন॥
সে জে রাম ধর্ম্মরূপ লক্ষনে বিহিন।
অসহায় বনবাশী অতিশয় দিন॥
এমত বলিছ তুমি প্রভু দশানন।
তথাচ নিবেদি পদে করহ শ্রবন॥
পিতাপনপাশে বনবাশে এ জে রাম।
গহনগমনে জবে তেজিয়াছে ধাম॥
সে কালত সরাশন করাশন করি।
খেত্রধর্ম্ম অনুশারি পুরূশকেশরি॥
নিকলিছে গ্রিহ তেজি ভজি ধর্ম্মপথ।
সে ক্রিমতে ধর্ম্মত চলিত মহারথ॥
জদি রাম গুনধাম বনে নিবাশিছে।
কাননবাশী শবার ধর্ম্মক তেজিছে॥
তথাচ কদাচ নাহি দোশলেশ তার।
অপবিত্র বস্তু দহে দাহে জে প্রকার॥
বহ্নিত কি দোশ তাত কর বিবেচনা।
মম মত কর্ন্নগত কর শুদ্ধমনা॥
সদ্গুনসম্পন্ন রাম অনুপামতেজা।
তাক প্রাপ্ত তোমার হইলে মহারাজা॥
তার প্রিয়কর বস্তু লভিবে নিশ্চয়।
এ কথা সর্ব্বথা শার জান নিস্বংশয়॥
হে রাজন দশানন তোমাক পাইয়া।
গুনহিন জন মহা অৈসজ্জ লভিয়া॥
প্রিয়কর বস্তু প্রাপ্ত হয়ন শে জন।
রামের কি কথা তথা প্রভু দশানন॥
অতঃপর রক্ষেশ্বর করি নিবেদন।
রামপ্রীয়করি শে শুন্দরি শিতাধন॥
লভিবে নিশ্চয় রাম অনুপামতেজা।
আমার বচন শার জান মহারাজা॥
শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বিভিশনের বচন।
নবম অশিতি শর্গগ হৈল সমাপন॥

রাম জন্ত্র রাম তন্ত্র রাম মন্ত্র শার।
রাম বিনে ত্রিভুবনে গতি নাহি আর॥
ইহা জানি প্রানি মানি আপন কল্যান।
ভজ রাম মুক্তিধাম করুনানিধান॥
শ্রীহরেন্দ্র ভুপে ডাক রাম কৃপাময়।
অন্তরে জানিও রাম অন্তিমে হৃদয়॥

(নবতি সর্গ)

বিভিশনবানি শুনি সে রাবন মহামানি
হটাত কুপিল অতিশয়।
ক্রোধে রক্তনেত্র করি গর্জ্জিলেন শুর-অরি
জেন ঘন গর্জ্জন করয়॥
সন্ধ্যা তপন জেন সে নেত্র হৈল হেন
স্বভাবত আতাম্র নয়ন।
তাম্রবর্ন্ন আরবার সে আখি হইল তার
অতিশয় হইল ভিশন॥
জেন বুধ শনিশ্চর সে নেত্র রক্ত পটান্তর
সভাশদ সকলে দেখিল।
স্বভাবজ্ঞ মন্ত্রি জত তার সব শেকান্‌ত
অতিশয় ভয়ক লভিল॥
সে রাবন দুরাচার ক্রোধ করি শুদুর্ব্বার
করে কর করিল মর্দ্দন।
মহা ক্রোধে মুরুচিয়া বিভিশনে সম্বোধিয়া
বলিলেন তর্জ্জন বচন॥
সত্রুর সমুহ গুন বলিতেছ শুদারুন
মোরে মুর্খবুদ্ধি জ্ঞান করি।
সতত এমত বানি বলিতেছ রে অজ্ঞানি
কিঞ্চিতক অন্তরে না ডরি॥
জে সকল বল তুমি অপ্রমান মানি আমি
শ্রেথা যাম রাড়াও আপন।
অপ্রলাপ কি কারন করিতেছ অভাজন
থাকি মৌনে রাখ *॥
শুসম্পন্ন হেতু মত এজে মম মন্ত্রি জত
বলিল জে শব মন্ত্রচয়।
সর্ব্বকার্য্য হেতু জানি এসকল মহামানি
বিবেচক শুহৃদ শুনয়॥
বলাবল বিবেচিয়া তার নাম নিরেখিয়া
বলিল আমার হিতচয়।
তাক নিন্দা কি কারন করিতেছ অনুক্ষন
পৌরশ দেখায়া অতিশয়॥
সমুচিত বলি আমি শ্রবন করহ তুমি
বলাধিক তোমার মন্ত্রনা।
ইহা জানি অনুক্ষণ তব মত আচরন
করি আমি জান বিবেচনা॥

[একনবতি সর্গ]

বহুজন কামে আর অর্থলুভি হয়।
অতঃপর রক্ষেশ্বর কর কর্ন্নময়॥
লুভি সকলের মন্ত্রনায় কিবা ফল।
বিফল হয়ন তাত মন্ত্রনা সকল॥
জথা ভর্ত্তা গুনবান হয় অতিশয়।
সহায় সকল তথা গুনান্বিত হয়॥
সেহি স্থানে ধর্ম্ম অর্থ কামাদি সবার।
সম্যকপ্রকারে রক্ষা অপর বিচার॥
এ স্থানত একান্‌ত দেখি বিপর্জ্জয়।
ভর্ত্তা হইল বিপরিত বুদ্ধিময়॥
সহায় সকল হইল সেহি পটান্তর।
ইথে কি মন্ত্রনা আর প্রভু রক্ষেশ্বর॥
জে স্থানত লাভালাভ গমনাগমনে।
জয় পরাজয় বা এ সব কর্ম্মগনে॥

প্রথমত সংশয় করিয়া তাতপরে।
চিন্তি চিত্তে স্থিরতর করিয়া অন্তরে॥
শুবুঁদ্ধি মন্ত্রির সঙ্গে মন্ত্রনা করয়।
পণ্ডিত তাহারে বলি সাস্ত্রে হেন কয়॥
ইহার অন্তথা হৈলে হয় বিপরিত।
তব আগে মহাভাগে বলি সমোচিত॥
শুরাশুরবিজয়ি সে রাম শুনধাম।
আশ্রয়িজনাক ত্যাগ না করে শে রাম॥
সক্ররো শরণ্য সে জে রাম দয়াময়।
এমত শুন্যাছি আমি মহাজনে কয়॥
অতঃপর রক্ষেশ্বর করহ শ্রবন।
আমি ত্যাগ করি কামপর মন্ত্রগন॥
আত্মাধর্ম্মপরায়ন হয়া এসময়।
জথা রাম শুনধাম কৃপাল সদয়॥
ধর্ম্ম হেতু এজে পুর ত্যাগ করি শুখে।
স্বজনগনক ত্যাগ করিয়া কৌতুকে॥
মানুর্শ শে রামপদ করিব আশ্রয়।
জাই আমি বিদায় হইলো এ সময়॥
জাব তথা আমি স্বামি করি নিবেদন।
নিত্য ধর্ম্ম পরশে জে রাজিবলোচন॥
আমি গেলে পরে শুনদর্শি মন্ত্রি শঙ্গে।
মন্ত্রনা নিশ্চয় কর রক্ষেশ্বর রঙ্গে॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকিরচন।
বিভিশনবাক্য নাম স্বর্গ্গ সমাপন॥
এক জে নবতি সর্গ্গ হইল বিরাম।
মন দুরাচার রামনাম কর গান॥

—– – —–

[দ্বিনবতি সর্গ]

বিভিশনবচন শুনিয়া দশানন।
ক্রোধে জলিলেন জেন জজ্ঞের জলন॥
মহাঘন স্বন করি শুর-অরি পরে।
ক্রোধে অশী মহাজশী ধরিয়া শত্তরে॥
উঠিল কুটীলভাবে তেজি সিংহাশন।
বিকটরূপেতে চাপি নিকট তথন॥
পদে সত্ত বিভিশনে করিল তাড়ন।
বলি মন্দ দশস্কন্দ আমর্শে তথন॥
পায়া পদাঘাত পাক হৈল শেশময়।
তেজিয়া আশন বিভিশন শদাশয়॥
ধরণিত নিপতিত হৈল বিভিশন।
ছন্নবেশ মুক্তকেশ খশীল বসন॥
বজ্রে শত্ত জেন অস্ত হয় বৃক্ষচয়।
সেহিমত সেকালত সে জে শদাশয়॥
অতিশয় অশম্ভব দেখিয়া তথন।
বিশাদ লভিল সে দুর্শিল মন্ত্রিগন॥
ইকি ইকি বলি শবে আশ্চর্জ্জ মানিয়া।
উঠিল কুটীলগন আশন তেজিয়া॥
জেন চন্দ্রে রাহুগ্রস্তে জত প্রজাগন।
কি হৈল কি হৈল হেন বলে সর্ব্বজন॥
সেহি প্রায় সমুদায় মন্ত্রির পটল।
পরস্পরে মহাডরে হইল বিকল॥
করপর অশী মহাজশী শে রাবন।
কোপে কম্পমান জেন জজ্ঞের জলন॥
সেনানী প্রহস্ত মানি পুটপানি হয়া।
বিদুরে সঙ্কোচভাবে সেবেলাত রয়া॥
বারম্বার চাটুপটু অকটুবচনে।
নিবারন তথন করিল দশাননে॥
মহাজশী রাবনের অশিক তথন।
কোশে নিবেশাইল সে প্রহস্ত দুর্যমন॥
ক্রোধ তেজি স্বভাবক ভজি দশানন।
সে সময় শোভা তার হইল তথন॥
জেন মহাউর্ম্মি সাগরত সময়ত।
নিবির্ত্তি হইল হেন সোভা শে কালত॥

দশানন নিজাশন আরোহন করি।
ডাড়াইল শুদ্রস্সিল রাক্ষশকেশরী ॥
রাবনক আসনস্থ প্রহস্ত দেখিয়া।
আর আর মন্ত্রিপরিবারে আবরিয়া॥
মণ্ডল আকারে রক্ষরাজারে আবরি।
হৈল স্থির জত বির রাক্ষশকেশরি ॥
জেন শুমেরুর মহাশৃঙ্গক আবরি।
ইতর নিকর শৃঙ্গ আছে নিলা করি ॥
মন্ত্রির মণ্ডল হৈল নিঃশব্দ তখন।
চন্দ্রের মণ্ডল প্রায় হয় দরশন ॥
সে সময় ভুমিগত সাধু বিভিশন।
ক্রোধে শন্ত হৈছে জেন জজ্ঞের জ্বলন ॥
দিপ্তবন্ত অত্যান্ত সে ধর্ম্মাত্মা তখন।
আপনার হিতহেতু চিন্তিয়া সর্জ্জন ॥
চিন্তিয়া অন্তরে তাত পরে শে শময়।
কৈল স্থির ধির বির আপন হৃদয় ॥
অবশ্য শ্রীরামপদ করিব আশ্রয়।
দৈবে বিড়ম্বিল রক্ষকুলের প্রলয় ॥
সে সময় সদাসয় সাধুগনে শন্ত।
অপর আপন তেজে রঞ্জিত অত্যান্ত ॥
অভিশন বিভিশন নিতিজ্ঞ পরম।
রাবনের মর্জ্জাদা না হৈল অতিক্রম ॥
জেন শুঘোটকগন গতিয়ে দুরহ।
অকষ্মাত হয় পাত অম্বার সহ ॥
তথাচ কদাচ অম্ববার নিজ তার।
অতিক্রম না করয় শুনে আপনার ॥
সেহি প্রায় পুষ্ঠকায় সাধু বিভিশন।
রাবনের মর্জ্জদা না করি লঙ্ঘন ॥
নিশ্বাস তেজিয়া অতি মজিয়া দুখখত।
উঠিল শুশিল ধরা তেজি সেকালত ॥
গুনধাম রামপদ করিব আশ্রয়।
অন্তরে চিন্তিয়া হেন করিল নিশ্চয় ॥

উঠিয়া তখন বিভিশন সদাশয়।
ধর্ম্মজুক্ত বচন বলিল সে সময় ॥
হে রাজন দশানন করহ শ্রবন।
ক্রুরমতি অতি তব হয়া বিজ্ঞাপন ॥
সর্ব্বথা উচিত মম তব পরিত্যাগ।
জেন জনে ত্যাগ করে পঙ্কমগ্ন নাগ ॥
দোশরূপ পঙ্কে মগ্ন তুমি এশময়।
অজশে আপন্ন তুমি হৈলা নিস্বংশয় ॥
দমুজদলন নাম মমুজসরিরি।
অন্তগত তোমাক করিবে শুর-অরি ॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকিরচন।
বিভিশনবাক্য নাম সর্গ্গ সমাপন ॥
দ্বিতিয়নবতি সর্গ্গ হইল বিরাম।
তেজ মন আন কাম জপ রামনাম ॥
দিন গতপ্রায় মন করি নিবেদন।
কেশে ধরিআছে দুষ্ট দারুন সমন ॥
কি জানি কখন বা তেজয় প্রানধন।
বারেক না কর চিন্তা এজে মুড় মন ॥
ইহা জানিবে অজ্ঞানি মন দুরাশয়।
তেজি মদ রামপদ ভজ এসময় ॥
শ্রীহরেন্দ্র ভুপে ভাশে কৃপাধাম রাম।
নাম গানে তেজি প্রানে এহি মনব্কা... ॥

[ত্রিনবতি সর্গ]

বিভিশনবচন শুনিয়া দশানন।
পৌরুশ বচন বলে ভ্রাতাক তখন ॥
সপত্ন অরাতি অতিক্রোধি নিরন্তর।
মহাবিশধর যানধর সমশর ॥
তার সহবাশে সর্ব্বনাশে শুনিশ্চয়।
তার সহ বাশ না করিবে সাস্ত্রে কয় ॥

মিথ্যা উপচারির মিথ্যা প্রতিজ্ঞাকারির।
আর শক্রসেবাকারী জে জন অধীর॥
তার সহ বাশ না করিবে কদাচন।
জেজন শুজন জ্ঞানবান শুভাজন॥
আমি সর্ব্বকার্জ্জে এহি জ্ঞাতি জে সবার।
স্বভাব জান্যাছি বুদ্ধিবলে আপনার॥
জ্ঞাতিগন অনুক্ষন এহি চিন্তা করে।
বিপদ হউক জ্ঞাতিসবার সত্তরে॥
ধর্ম্মের মর্জ্জনে জ্ঞাতি প্রধান সাধনা।
স্বর হৈলে জ্ঞাতি অতি হয় হৃষ্টমনা॥
পরাভবরূপ ভয় দর্শায় সতত।
জ্ঞাতির এমত মত কর কর্ন্নগত॥
একের বিপদ জদি হয় উপস্থিত।
আরজন তাত অতি হয় হরশিত॥
কমলকাননে জেন মদান্ধ বারন।
পাশহস্ত নরে জদি করে দরশন॥
বাক্যরূপ গিত তার করিলে শ্রবন।
কর্ন্নগতে তার মত করে আচরন॥
শুন তাহা বলি মন্দমতি বিভিশন।
আমাক সবাক ভয়দাতা কোন জন॥
অনিল অনল জদি পাশপানি হয়।
তথাচ তাহাত মম নাহি কোন ভয়॥
কিন্তু জ্ঞাতি হনে ভয় আমার নিশ্চয়।
তুমি হেন জ্ঞাতি জার শুন দুরাশয়॥
তার নিদর্শন কর শ্রবন অথন।
স্থান বিশেশতে হয় সম্ভার জেমন॥
গাভি সকলক দুগ্ধ সম্ভব নিশ্চয়।
ব্রাহ্মন সকলে তপ নিশ্চয় থাকয়॥
সরলতা বলি তাক চপলতা রয়।
সেহি প্রায় জ্ঞাতি হনে ভয় সম্ভরয়॥
এহি বলি মহাবলি রাজা দশানন।
বিভিশন বদন করিল বিলকন॥

রাবনের বক্তুবিনির্গত শে বচন।
মন্ত্রিমধ্যে স্থিত শে শুশিল বিভিশন॥
কোপে কম্পমান তনু মহাধনুদ্ধরে।
রাবনে সম্বোধি বানী বলিল তৎপরে॥
হে রাক্ষশ কর্কশ অজশ শুদুর্ম্ময়।
শুহৃদের উক্ত বাক্য মহাহিতময়॥
কালগ্রস্ত হৈলে মুড়ে না করে গ্রহন।
বিধি বিড়ম্বিল এজে দৈবের অঘটন॥
অন্যজন জদি হেন বলিলেন হয়।
তবে তার প্রতিকার করিতাম নিশ্চয়॥
পৌরশ বচন হেন বলি বিভিশন।
ন্যায়বাদি অপ্রমাদি সে জে শুভাজন॥
চারিজন মন্ত্রি শঙ্গে রঙ্গে বিভিশন।
আশন তেজিয়া শিঘ্রে উঠিল তখন॥
আকাশপথেতে গতি করি শে শময়।
সে জে শিষ্ট ক্রোধাবিষ্ট হয়া অতিশয়॥
গুনাধার আরবার বলিল বচন।
রক্ষপতি কর মোর ভারতি শ্রবন॥
প্রিয়বাদি জন অতি শুলভ রাজন।
দুল্লভ অপ্রিয়বাদি হে দশবদন॥
জে জন শুজন ধর্ম্ম আশৃত সতত।
আপনার ভর্ত্তার প্রীয় বা অপ্রিয়ত॥
হিতে রত অনব্রত সতত সে হবে।
অপ্রিয় হইলেও হিতহেতু আচরিবে॥
রাজার সহায় হয় হেন মন্ত্রিজন।
জানিবা মানিবা এহি সাস্ত্রের লিখন॥
জেষ্ঠ ভ্রাতা আমার তুমি হে দশানন।
জেহি তব ইচ্ছা সেহি করহ ভর্চ্ছন॥
তব শব পৌরশ বচন দশানন।
অবশ্য করিব ক্ষেমা আমি হে রাজন॥
জাত তুমি মিত্যুকল্প অল্প আয়ুবান।
একারনে ক্ষেমা করিলাম হেন জান॥

মহাশুর বলশালি অস্ত্রবের্ত্তা আর।
কালগ্রস্ত হৈলে অন্ত হয়ন তাহার ॥
জেন বালুকার শেতু নাশে অনায়াশে।
তব রিত মদান্নিত দেখি শে শঙ্কাশে ॥
পরিনাম হিতের শুচক হিতবাণী।
কালগ্রস্ত হৈলে মহাত্মন মহামাণী ॥
কালবশে আত্মানাশে না করে গ্রহন।
কি পুন ইহাত আর তববিধ জন ॥
তুমি সর্ব্বভুতে ভয়দাতা সর্ব্বক্ষন।
কালপাশে বদ্ধ তুমি হৈলা একারন ॥
মৃত্যুকল্পে অল্পজিবি তুমি দশানন।
তোমাক করিয়া ত্যাগ আমি এহিক্ষন ॥
গুনধাম রামপদে লইতে স্বরন।
রক্ষস্বামি দেখ আমি করিছি গমন ॥
চারি জন গুনভক্তি মন্ত্রিসমন্নিত।
করিলাম প্রস্তান রামস্থান হরশীত ॥
হে রাজন দশানন করহ শ্রবন।
দিপ্তবন্ত অগ্নি আর সহশ্রকিরন ॥
হেন উগ্রতেজা অস্ত্র কাঞ্চনলাঞ্চন।
জাবত না হরে তব এ জে প্রানধন ॥
রামবানে রক্ষপ্রানে না হরে জাবত।
আপন রক্ষার হেতু চিন্তিব তাবত ॥
গুনধাম রামপদে লইব স্বরন।
বিদায় হইলাম এহি হে দশবদন ॥
কর্ক্কশ রাক্ষশ আর তোমার নগরি।
খর মারিচের মৃত্যুপথ অনুশরি ॥
সমনদমন গতি না করে জাবত।
সরন লইব রামচরনে তাবত ॥
হে রাজন হৌক তব কল্যান অখন।
আমি বিনে শুখি হও রাজা দশানন ॥
অতঃপর রক্ষেশ্বর করহ শ্রবন।
লঙ্কাত নিবাশী বাশী জত বন্ধুগন ॥
নাহি হেন শুহৃদ অপর জন আর।
হিত উপদেশ করে অগ্রত তোমার ॥
এমত মহত মহাপাপত হইতে।
জে জন বারন করিবেক নানামতে ॥
তাহার বচন রুচি না হৈল তোমার।
গতায়ুশ জনগন জেমন প্রকার ॥
শুহৃদ সবার আত্মাহিন শুবচন।
না করে শ্রবন আর না করে গ্রহন ॥
সেহিপ্রায় রক্ষরায় অখন তোমার।
হিতবানি মহামানি না লৈলা আমার ॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকিরচন।
বিভিশনবচন সর্গে্গর শমাপন ॥
ত্রিতিয় নবতি সর্গ্গ হৈল সমাধান।
মন দুরাচার কর রামনাম গান ॥

[চতুর্ণবতি সর্গ]

পৌরশ বচনগন বলি বিভিশন।
কোপে কম্পমান তনু অরুন নয়ন ॥
ভ্রূকুটী কুটীল অতি আমর্শে পুরিছে।
কপোলফলকে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিছে ॥
মনোরম্য হর্ম্ম্য শভা প্রভাবতি অতি।
রত্নসিংহাশনে বিরাজতি রক্ষপতি ॥
হেন দশাননে বিভিশনে রুষ্টমনে।
ভর্চ্চনা করিয়া অতি শুনিতি বচনে ॥
পুটপানি হয়া বানি প্রনামি রাবনে।
কোপেত আকুল লক্ষন অরুন নয়নে ॥
চারিজন মন্ত্রি শঙ্গে রঙ্গেতে তখন।
তথা হনে বিভিশন হয়া নিষ্ক্রমন ॥
মাতা জথা গেল তথা ব্যেথাজুত মনে।
দর্শন করিল মাতৃচরন নয়নে ॥

আস্থপান্ত সকল বৃত্তান্ত নিবেদিয়া।
সাধুর মধুর গুনে নিশ্বাস তেজিয়া॥
গগনগমনে গতি করিল তখন।
গুহ্যকে আবৃত জথা রাজা বৈশ্রবন॥
নগত্তম মনরম সে জে কৈলাশত।
পশিল গুশিল শিগ্রগতি সে কালত॥
কুবেরের শভা মনোলোভা প্রভাবতি।
গৌরি শঙ্গে রঙ্গে তথা আইল পশুপতি॥
গনচয় মহা ভয়ঙ্কর গুহূর্ব্বার।
গৌরি সঙ্গে হর মধ্যে শোভা করে তার॥
সভাত প্রবেশ ব্যোমকেশ শে শময়।
বৃশ হনে অবতরি তবে কৃপালয়॥
প্রভাবান সভাস্থান পশি জটাধর।
ধনেশ্বর শঙ্গে রঙ্গে তবে তাত পর॥
প্রেম আলিঙ্গন করি সানন্দিত মনে।
হর বৈশ্রবন বৈশিলেন একাশনে॥
মহাজশ ত্রিদশ সকল সে সময়।
সভাত বশিল প্রভা করি অতিশয়॥
গন জক্ষ গুহ্যক সকল শে শময়।
জথাজুক্ত স্থানে বশিলেন তারাচয়॥
ত্রিলোচন বৈশ্রবন দুহে তুষ্টমনে।
দ্যুত আরম্ভিল সে কালত দুইয়ো জনে॥
আরম্ভিল খেলা ভোলানাথ ধনেশ্বর।
চাহিয়া রহিছে জক্ষ বিবুধ নিকর॥

তবে সেহি সময়ত গতি করি গগনত
রাক্ষশেন্দ্র সাধু বিভিশন।
আইশে শিগ্রগতি অতি দেখি হেন পশুপতি
জক্ষেশ্বর বলিল বচন॥
দেখা শখা বৈশ্রবন এহি আইল বিভিশন
ইচ্ছা করি তোমাত স্মরন।
রাক্ষশেন্দ্র দশানন দুষ্টমতি অভাজন
অপমান করিছে দুর্জ্জন॥
সিংহাশন অভিলাশী বিভিশন মহাজশী
তব স্থানে নিবাশ কারন।
করি মতি অতিশয় আইল এজে ধর্ম্মময়
ভ্রাতা তব পরম সর্জ্জন॥
জে রাজন বৈশ্রবন এজে সাধু বিভিশন
তব সাশনাত শুদ্ধাশয়।
গুনধাম রামস্থান সিগ্রে করিবে পয়ান
আজ্ঞা কর সদয়হৃদয়॥
সে জে রাজন গুনসিন্ধু বিভিশন হেন বন্ধু
পাইলে অতি আনন্দ অন্তরে।
লঙ্কারার্জ্জে অভিশেক অবশ্য শে করিবেক
তবে মহামঙ্গল শন্তরে॥
শ্রীরাম শুগ্রিব সঙ্গে সখিত্ব হইবে রঙ্গে
তবে মহা মঙ্গল উদয়।
খণ্ডিবে ভূমির ভার এহি রাম অবতার
তিনজনে হইলে প্রলয়॥
লোকের হিতের হেতু হবে তিন পুন্যশেতু
শিগ্রে হৌক তিনের সঙ্গত।
দেবের তৃপ্তির তরে মহাজাগ বিপ্রবরে
করিবেক নিঃশঙ্কমনত॥
শুগ্রিব বানরপতি স্বভাবে প্রতাপি অতি
বিভিশন হৈলে অনুগত।
লোকে এ জে মহাকপি অভ্যুদয় শুপ্রতাপি
হইবেক জান স্বরূপত॥
জেমন জজ্ঞশময় অনলের অভ্যুদয়
সেহি প্রায় ইহার মিলনে।
এহিমত শে শময় কহিতে বচনচয়
গঙ্গাধর রাজা বৈশ্রবনে॥
সেহি সময়ত হৈল উপগত
মহামানি বিভিশন।

দেখি ভগবন্তে জাহ্নু শীর সন্তে
বন্দয় হরচরন ॥
হয়া অবনত হরচরনন্ত
অবনি পরশী শিরে।
করয় প্রনাম সে জে গুনধাম
পুলকিত নেত্রনিরে ॥
হর বৈশ্রবন হয়া তুষ্টমন
বলিলেন ধির বিরে।
উঠ বিভিশন তুমি গুনর্জ্জন
সাগরসম গম্ভিরে ॥
চিন্তা না করিবা শ্রেয়ক লভিবা
কল্যান হৌক তোমার।
না করিবা চিন্তা তোমার নিয়ন্তা
হবে রাম গুনাধার ॥
উর্দ্ধর্শ দুর্জ্জশ রাবন রাক্ষশ
ইহার পরে আপনি।
হবা লঙ্কেশ্বর তুমি ধর্ম্মধর
না হবা বিমন মানি ॥
মহাবাহু ধির গম্ভির প্রবির
শুনহ আমার বানি।
জথা গুনধাম শ্রীলক্ষন রাম
তথা চল মহামানি ॥
শুগ্রিব লক্ষন সঙ্গে বিভিশন
কর সথা সম্মিলন।
চল সিঘ্র করি রাক্ষশকেশরি
গৌনে কোন প্রয়োজন ॥
তব গতিমাত্র সে জে মহাপাত্র
রাম প্রিয়দরশন।
তব অভিশেক সিঘ্রে করিবেক
লঙ্কার মহারাজন ॥
প্রবির দুশ্‌কর রাম ধনুদ্ধর
পুরন্দরপরাক্রমি।
স্বগনে রাবনে ঘোরতর রনে
মথিবেক জিতশ্রমি ॥
মথি দশানন রাজিবলোচন
সজিব অগুর হয়া।
জানকি লক্ষন সঙ্গেতে তখন
কাল শেনাগন লয়া ॥
অজুদ্ধাক প্রতি জাবে রঘুপতি
আনন্দ লভিয়া অতি।
তোমাক লঙ্কাত করি লঙ্কানাথ
স্থাপিবে রক্ষের পতি ॥
মৌন এহি বলি হইল ত্রিশুলি
সশিমৌলি ত্রিলোচন।
তাত অনন্তর দেব ধনেশ্বর
বলিল তুষ্টে তখন ॥
শুন শুসর্জ্জন ভ্রাতা বিভিশন
তুমি সাধু মহাজন।
তুমি লঙ্কেশ্বর হবা বিরবর
জহি পাপ দশানন ॥
মহাপুরাতন হইবা রাজন
ধার্ম্মিক সাধুর মিত্র।
অতি প্রতিষ্ঠীত চিরকে[illegible]ত
বিশিষ্ট তব চরিত্র ॥
শুন বাপু তুমি বলিতেছি আমি
জুগে জুগে মহামতি।
প্রক্কাত শংশারে হবা বারে বারে
তুমি মতিমান অতি ॥
তুমি শুউৎকৃষ্ট ধর্ম্মজ্ঞের শ্রেষ্ট
আজি তুমি শিঘ্রতর।
দুশ্‌খের মোচনে রাজিবলোচনে
সরন পশ সত্তর ॥
অতুল বিপুল এজে রক্ষকুল
ইহার নির্ম্মুল হেতু।

রামত সরন পশ বিভিশন
তুমি মহাধর্ম্মশেতু ॥
সকল প্রাণির হিতে ধির বির
আপন কল্যানহেতু।
বাপ শুন কথা তুমি গিয়া তথা
রাজিবলোচনশনে।
বিশাদেবতার ধর্ম্মাত্মা শবার
কল্যান জে কর্ম্ম হনে ॥
তাক আচরন কর বিভিশন
তুমি মহাধর্ম্মধারি।
খণ্ড ভুমিভার স্বহায় তাহার
তুমি দেবহিতকারি ॥
মত্তগজপ্রায় নিরাঙ্কুশ তায়
অধর্ম্মশিল দুর্য্যন।
তপশ্বি সবার রিপু দুরাচার
রাবনে কর নিধন ॥
মহাজজ্ঞে জেবন্ধান সোমলতাগন পান
না করে জে জজ্ঞের শমাজে।
তাক জেন নষ্ট করে বজ্র ধরি বজ্রধরে
দেবতার মহাহিতকাজে ॥
সেহিপ্রায় পাপকায় পাপবত রক্ষরায়
বধ মদমানি শুদুর্জ্জনে।
রাম সহ সখা করি নষ্ট কর শুর-অরি
জগতের হিতের কারনে ॥
বিমান আরোহিজন ধ্রুবতারা অনুক্ষন
জেমত অশত পথ দিয়া।
না করে গতি কথন সে সকল মহাজন
আপনার ধর্ম্মক রাখিয়া ॥
সেহি প্রায় দশাননে তেজ বাপ শুভাজনে
তবে প্রকাশিবে জশরাশি।
নিত্তে মহামহোদয় বাড়িবেক শুখচয়
নিশ্চয় জানিবা মহাজশী ॥

শুনিয়া এমত বানি ধিমান শে মহামানি
জেষ্টের বদন সেকালত।
অধোমুখে ধ্যানপর হৈল অতি স্থিরতর
বিভিশন সর্জ্জন মহত ॥
ধ্যানপর বিভিশন দেখি প্রভু ত্রিলোচন
বলিল বচন তুষ্টমনে।
উঠ উঠ হে রাজেন্দ্র রাক্ষশকুলের চন্দ্র
উঠ ধর্ম্মধারি ভুমি হনে ॥
তব শুকির্ত্তির ফল ভুঞ্জ পুঞ্জ মহাফল
ওহে ধির বির বিভিশন।
উৎকটত পুন্যকর্ম্মত এ জে ফল প্রত্যক্ষত
দেখ সিদ্ধ তোমার অখন ॥
অতঃপর রক্ষেশ্বর মোহ তেজ গুনাকর
চল মহাবল রামস্থান।
সর্ব্বাধার শু-অব্যয় কর বাপু কর্ম্মময়
ধর্ম্মাধর্ম্মকারন প্রধান ॥
মুল সর্ব্বজগতের সরন শে রাঘবের
লও তুমি অমিতবিক্রম।
দনুজ দলন হেতু মনুজ শে কৃপাশেতু
আত্মারূপ ইশ্বর পরম ॥
নিলকণ্ঠ ভগবান বলিলেন এবন্ধান
শুনি বিভিশন জ্ঞানবান।
সেহি চারি মন্ত্রি শঙ্গে গমনের হেতু রঙ্গে
উঠি শিঘ্রবেগে জ্ঞানবান ॥
ত্রিলোচন বৈশ্রবনে প্রনামিয়া ভক্তিমনে
সিঘ্রে কৈল গমনে গমন।
চলিল অনিলবেগে সেহি চারি মন্ত্রিনগে
চিত্তে চিন্তি রাজিবলোচন ॥
জথা শে রাম লক্ষন বানরবাহিনিগন
মুহুর্ত মাত্রে পাইল জায়া।
তবে শে রাক্ষশেশ্বর জেন মেরুগিরিবর
জলন্তজ্বলনকান্তি কায়া ॥

তনুত্রান ধনুর্ব্বান কিরিটী বিরাজমান
খড়্গা চর্ম্ম গদাধর বির।
গগনগমনে শক্ত আইশে চলি তেজবন্ত
দৃষ্টী হৈল বানরপতির॥
নগ ঘন সমশর শুপুরুশ বিরবর
আইশে চলি শত্রু অভিমুখে।
নবিননিরদশ্যাম রূপে মন অভিরাম
শুনির্ভয় আইশে চলি সুখে॥

[পঞ্চনবতি সর্গ]

গগন গমনে আনন্দমনে।
অনুরূপ চারিজনের শনে॥
ভিমপরাক্রমি শে চারিজন।
ধারন করিছে আয়ুধগন॥
আইশে চলি বলি সকল রঙ্গে।
বিবিধ আয়ুধ করিছে সংঙ্গ॥
মহাবলশালী সে পঞ্চজন।
জাজ্বল্য জ্বলন কিম্বা সমন॥
মহিতলে থাকি কপি-ইশ্বরে।
দেখি হেন সচকিত অন্তরে॥
শুগ্রিব রাজন বানরগন।
চিন্তায় চিন্তিত হৈল তখন॥
ক্ষেনেক চিন্তিয়া তবে তৎপরে।
হনুমান আদি বানরবরে॥
বলিল বচন ভানুতনুজ।
শুন কপিগন হে মহাভুজ॥
তনুত্রান ধনুর্ব্বান ধরিয়া।
চারিজন রক্ষ শঙ্গে করিয়া॥
কর্ক'শ রাক্ষশ অজশ অতি।
দেখ গগনত করিয়া গতি॥
আমার সবার বধকারন।
আইশে চলি বলি এ পঞ্চজন॥
নিস্বংশয় এহি জানিবা শবে।
সাজ হও সবে আহবে তবে॥
এমত বচন শুনি রাজার।
হরিপরিবার ঘোর দুর্ব্বার॥
সাল তাল সিলা শৈলশিখর।
উৎপাটন করি হরিনিকর॥
পরস্পরে করে করি তখন।
করিল ভৈরব রব ভিশন॥
শুগ্রিবক সম্বোধন করিয়া।
বলিল বচন হর্শ লভিয়া॥
হনুমান যুবরাজাদি শবে।
ইচ্ছা করি মনে ঘোর আহবে॥
হে রাজন শাখামৃগের পতি।
বিদ্যমান দেখ ঘোর অরাতি।
দুরাত্মা সবার বধ কারন।
অনুজ্ঞা অখন কর রাজন॥
এমত তখন বানরগন।
পরস্পরে করিতে সম্ভাশন॥
বির জলধীর নির তরিয়া।
সিন্দুর উত্তর তির পাইয়া॥
শুন্তে থাকি গগনত তখন।
রহিয়া তথাত শে বিভিশন॥
মহাশুর বানরেত আবৃত।
শুগ্রিব কপিশ হয়াছে স্থিত॥
তাক সম্বোধন করি তখন।
বলিল বচন সে বিভিশন॥
শুনহে বানরপ্রবির শবে।
দর্শন ইচ্ছায় রাম রাঘবে॥

আমার গমন এ স্থান প্রতি ।
জানিবা মানিবা হে মহামতি ॥
রাবনো নামেত্ত রাক্ষশেশ্বর ।
জটায়ুর শঙ্গে করি সমর ॥
পাপাচারি মারি জটায়ু বিরে ।
জনস্থানে হরে মা জানকিরে ॥
অনুজ ভাই জে আমি তাহার ।
বিভিশন নাম জান আমার ॥
এমত বা করিয়াছ শ্রবণ ।
কার প্রমুখাত হে কপিগন ॥
সে জে রক্ষেশ্বর দশবদনে ।
বিবিধ প্রকরে মহাজতনে ॥
হেতুমত বাক্যে আমি তাহারে ।
প্রবোধ করিলাম বারে বারে ॥
রামবামলোচনাক রাম রঘুবিরে ।
প্রদান করিয়া মান রাখ দশগিরে ॥
কালগ্রস্ত তার অন্তকাল উপস্থিত ।
এহেতু শে পাপসেঃ না শুনি উচিত ॥
আত্মা-আয়ুলোপে মহাকোপে অচেতন ।
আমার বদনে শুনি এমত বচন ॥
ক্রোধিল বিপুল কুল নির্ম্মুল কারন ।
তর্জ্জন বচনে কৈল আমাক ভর্চ্চন ॥
মির্ত্তুকামি জন জেন ঔশোদ না খায় ।
সেহি প্রায় পাপকাম সে জে রক্ষরায় ॥
দশকন্দ মন্দ দন্দ করি মোর শনে ।
উদ্দত হইয়া মম বধের কারনে ॥
রক্ষরায় দাশপ্রায় আমাক তখন ।
অপমান কৈল ব্রেথা অগ্রজ রাবন ॥
জিয়া থাকি প্রান রাখি এজে কলেবরে ।
মোর মন অখন এ বাশনা না করে ॥
অর্থের বাশনা না করয় মোর মন ।
ধিক ধিক আমার জিবন কপিগন ॥

অর্থাধিন শুখ হনে আমার অখন ।
নাহি কিছু প্রয়োজন শুন কপিগন ॥
কিন্তু আমি শব ত্যাগ করিয়া অখন ।
শ্রীরাম হইতে শুখ বাঞ্ছা করে মন ॥
এহি ইচ্ছা করি রামচরনে শরন ।
লইলাম আমি শুন সাধু কপিগন ॥
আমি স্বামিহিতঃহেতু বিবিধ প্রকারে ।
হেতুমত কথা জত নিবেদিলো তারে ॥
কদাচন দশানন বচন আমার ।
না করিল গ্রহন শে মদে আপনার ॥
আমিয়ো জানি শে বরলব্ধে দশানন ।
বির্জ্জে শৌর্জ্জে পৌরশে শিক্রমে সুশম্পন ॥
দুস্তর তাহার বির্জ্জ পরাক্রমগন ।
সমস্ত বিদিত আমি হইয়া অখন ॥
কেবল ধর্ম্মক শার করি নিজমনে ।
আশ্রয় লৈলাম আমি শ্রীরামচরনে ॥
জ্ঞাতিবধ আকিঙ্খায় না লই শরন ।
বিস্তর কথনে আর কোন প্রয়োজন ॥
রামসম্মিলন সন্দর্শন আকিঙ্খায় ।
আশিয়াছি আমি জান কপি সমুদায় ॥
শুস্বভাব আমাক সতত কপিগন ।
অজুক তোমার মোত আশঙ্কাকরন ॥
অতঃপর কপিবর করহ শ্রবন ।
মম হেতু রামস্থানে কর নিবেদন ॥
সে জে রাম গুনধাম সকল প্রানির ।
অনন্যসরন দাতা মহাধির বির ॥
আমাক সরন্য হৌক সেহি দয়াময় ।
এহি শার আমার বাশনা কপিচয় ॥
হেন শুনি মনে গুনি শুগ্রিব রাজন ।
চলিল তখন জথা শুগ্রিব রাজন ॥
ভগবান সন্নিধান জায়া কপিশ্বর ।
বলিল বচন শুমধুর মৃদুত্তর ॥

শুন গুনধাম রাম প্রীয়দরশন।
রাবন-অনুজ মহাভুজ শুভাজন॥
বিভিশন নামে খ্যাত শুন্যাছি পূর্ব্বত।
সেহি আশীয়াছে তব কাছে ভগবত॥
চারিজন শচিব সঙ্গতি শেহি জন।
আশিয়াছে তব পদে লইব শরন॥
সে বিশয় দয়াময় আমি নিজ মনে।
মানি এজে বিভিশন আগমন হনে॥
চর করি শুর-অরি রাজা দশানন।
বিভিশনে তব স্থানে করিছে প্রেরন॥
নিগ্রহ উচিত তাক মম এহি মত।
অন্যথায় নররায় মন্দ বা পাছত॥
বিশ্বাস জন্মায়া দুষ্টবুদ্ধি নিশাচর।
ছিদ্র পায়া তোমাক বা আমাক তৎপর॥
প্রহার করিবে দুষ্ট কাল অনুশরি।
অতঃপর মম মত শুন মন করি॥
রাবনের ভ্রাতা এ জে দুষ্ট বিভিশন।
আশিয়াছে ঘাতুকরূপেতে শুদুর্জ্জন॥
মারি পাপকারিক বিলম্বে কিবা ফল।
এহি বলি বাক্যত কুশল মহাবল॥
অগৌনে রহিল মৌনে বানর-ইশ্বর।
দেখি হেন গুনধাম রাম তাতপর॥
ধর্ম্মজ্ঞমধ্যত শ্রেষ্ঠ রাজিবলোচন।
ধর্ম্মক অগ্রত করি বিমর্শি তথন॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকিরচন।
বিভিশন-আগমন সর্গ্গ সমাপন॥
পঞ্চমনবতি শর্গ্গ হৈল সমাধান।
মন দুরাচার রামনাম কর গান॥
শ্রীহরেন্দ্র ভুপে ডাকে রাম দয়াময়।
অন্তিমে উদয় নাথ হইয়ো হৃদয়॥

[ষড়্নবতি সর্গ]

বিভিশন আগমন শুনিয়া তখন।
রাজিবলোচন রাম প্রিয়দরশন॥
শুগ্রিবক সম্বোধিয়া বলিল তখন।
শুন শখা সাখামৃগপতি হে বচন॥
নরেন্দ্র সবার বহুতর সত্রু হয়।
সাস্ত্রে হেন কহে শুন সখা সদাশয়॥
রাবন-অনুজ মহাভূজ বিভিশন।
আমাক বিশ্বাশ জন্মাইয়া শে অখন॥
কাল অনুশারে তিনি মোরে বা তোমারে।
ছিদ্র অনুশার করি অন্তক প্রহারে॥
এমত বলিলা সখা তুমি জে অখন।
সত্য এজে পথ্য মম কথা এ রাজন॥
তথাচ অখন তুমি শখি কপিশ্বর।
হনুমান আদি করি জত মন্ত্রিবর॥
বানর জুথপগনে আন ডাক দিয়া।
তার সহ মন্ত্রনা করিব বিচারিয়া॥
বিভিশনে পরিক্ষা লাগয় করিবার।
কিমত বা রিত তার কিবা ব্যবহার॥
এমত শ্রীরাম বানি শুনি কপিবর।
শুগ্রিব ডাকিল জত মন্ত্রির প্রবর॥
রাজ-আদেশনে তুষ্টমনে কপিগন।
বিভিশন কারন করিয়া বিজ্ঞাপন॥
রামসন্নিধানে আশী জশী কপিগন।
রামহিতে রত জত বলিল বচন॥
শুন দুর্ব্বাদলশ্যাম রাম দয়াময়।
তিন লোক চরাচর স্থাবর আদি চয়॥
তোমার অজ্ঞাত কিবা আছে দয়াময়।
তুমি বিষ্ণু জিষ্ণু শুর্জ্জ শোম হরি হয়॥
শুবিদরূপেত তুমি আমাক শবার।
প্রতিপাল কর হে কৃপাল গুনাধার॥

তুমি সত্যব্রত শুর ধার্ম্মিক মহত।
শুদৃড়বিক্রমি মতিমান মহাশক্ত॥
এ জে তব মন্ত্রিগন এক এক করি।
বলুক মন্ত্রনাগন পুরুশকেশরি॥
এহি বলিলেন জদি মন্ত্রিপরিবার।
তবে শে বাক্যজ্ঞ বিজ্ঞ মহাগুনাধার॥
মতিমান নিতিমান ধৃতিমান অতি।
অঙ্গদ সঙ্গত বাক্য বলিল সংপ্রতি॥
বিভিশন পরিক্ষার্থে অঙ্গদ তখন।
রাঘবক বলিলেন হিত শুবচন॥
হে বিধুবয়ন রাম কমলনয়ন।
সক্রস্থান হনে বিভিশন আগমন॥
সর্ব্বথা ত্যাগের জুগ্য এমত জনারে।
সহশা বিশ্বাস প্রভু অনুচিত তারে॥
আপন ভাবক সঠবুদ্ধি জনগন।
অম্বরন করি রাখে করিয়া গোপন॥
ছিদ্র অন্যোশন করি করয় প্রহার।
সঠের এমত রিত জান গুনাধার॥
প্রথমত তার জত ব্যবশায়গন।
বিশয় সকল আর তার প্রয়োজন॥
পরিক্ষা করিয়া আগে করন নিশ্চয়।
মম মত এহিমত শুন গুনালয়॥
গুনবান হয় জদি শে জে বিভিশন।
তবে তাক অবশ্যক করন গ্রহন॥
দোশবান হয় জদি শে জে বিভিশন।
তবে তারে গুনাধারে করহ বর্জ্জন॥
জদি তার আছে আর মহাদোশচয়।
অল্পমান গুন মাত্র তাহাত আছয়॥
তবু শে ত্যাগের জুগ্য রাম দয়াময়।
চন্দ্রানন মোর মন এমতক হয়॥
জদি গুনসম্পন্ন শে রক্ষ বিভিশন।
অল্পমান দোশ তার হে বিধুবদন॥
তবে তারে গুনাধারে করহ গ্রহন।
অঙ্গদে সঙ্গত বাক্য বলিল এমন॥
অঙ্গদের বানি শুনি সরভ তখন।
রাম আগে মহাভাগে বলিল বচন॥
নরবাঘ্র শুন গুনধাম দয়াময়।
এ বিশয় শিগ্র চর প্রেশ শদাশয়॥
প্রেশি চার ভাব তার পরিক্ষা করিয়া।
পরিক্ষা দ্বারায় জথা ন্যায় বিবেচিয়া॥
পরিগ্রহ তাহার উচিত এ শময়।
আত্মভাব গোপন করয় সঠচয়॥
গোপন করিয়া ভাব চরে নিরন্তরে।
ছিদ্র পাইলে প্রহার করে শে শুপাত্রে॥
পরে জেন কোনরূপে অনর্থ না হয়।
সেহিমত অখন আচর দয়াময়॥
সে সময় দোশবিবর্জ্জিত বাক্যে শক্ত।
বলিল বচন শুভাজন জাম্বুবন্ত॥
ওহে রাম গুনধাম করহ শ্রবন।
বর্দ্ধবৈর সংপ্রতি শে রাজা দশানন॥
অদেশকালত বিভিশন আগমন।
তর্ক না করন ভালরূপে তার মন॥
এহি বলি মৌন হৈল জাম্বুবান জবে।
সম্যক শুনিতিবের্ত্তা মন্দ বলে তবে॥
তোরা শবে বারম্বার শে জে বিভিশনে।
জিজ্ঞাসা করহ তাক মধুর বচনে॥
তার ভাব স্বভাব হইয়া বিজ্ঞাপন।
শ্রীরামচরণে আশী কর বিজ্ঞাপন॥
বিবেচিয়া রাম গুনধাম নিজ মনে।
কর্ত্তব্য জেমত তাহা করিবে আপনে॥
দুষ্ট হৈলে তার মত করিবে তখন।
শিষ্ট হৈলে তেমতি করিবে আচরন॥

———

[সপ্তনবতি সর্গ]

বক্তামধ্যে শুপ্রধান সে জে অতি মতিমান
বৃহস্পতি শমান হে জার।
অগ্রগন্য শুকথনে সমোচিত হিতগনে
আরম্ভিল কথা কহিবার ॥
ধৃতিমান নিতিবান বায়ুশুত হনুমান
মৃদু শুমধুর স্বভাবত।
শুমৃদুবচনে শন্ত বলিল শে গুনবন্ত
প্রভু রাম কর কর্ন্নগত ॥
অপর মন্ত্রিপ্রবর কথা কর্ন্নগত কর
তোরা শবে এ জে নিমিত্তত।
বক্তামধ্যে শুপ্রধান তোরা শবে মতিমান
রঘুনাথে বলিল জেমত ॥
তাক অতিক্রম করি রাম পুরুশকেশরি
অন্যথা বলিতে না পারয়।
মন্ত্রির মন্ত্রনাধিন নৃপগন শুপ্রবিন
প্রীয়োজনগন আলোচয় ॥
শুন শুগ্রিব রাজন আমি করি নিবেদন
মদহর্শে কিম্বা কামাধিনে।
না বলিব আমি বানি শুন মহামানি জ্ঞানি
মাত্রহিত সমুচিত বিনে ॥
এজে কার্জ্জ গুরুতর উপস্থিত কপিশ্বর
হেন আমি দেখিয়া অগ্রত।
জথার্থ বলিছি আমি শুন তাহা কপিশ্বামি
মন্ত্রিগন বলিল জেমত ॥
তাহার নিগ্রহ হনে নহে দেখি দেশগনে
কিন্তু এক করি নিবেদন।
সহশা নিগ্রহ তার দোশ জ্ঞান হয়্যামার
হঠ কার্জ্জ না করি কখন ॥
আর তার ভাবজ্ঞানে চরচয় তার স্থানে
প্রেশিয়া জানিতে ভেদগন।
ইহাত আমার মতি না লয় উত্তম অতি
চরে কি বুঝিবে তার মন ॥
সহশা এ চরগন তার প্রয়োজন মন
ভালরূপে জানিবে কিমতে।
সক্তি কি চরের এত বুঁঝে বিভিশন মত
একক্ষন থাকি সন্নিহিতে ॥
বহুতর দিনচয় জন্তবি নিবাশ হয়
একস্থানে অভেদভাবেতে।
তবে দোশ গুনচয় অবশ্য বিজ্ঞাত হয়
সদা শহবাশের গুনেতে ॥
অতঃপর কপিশ্বর তথাত প্রেশিলে চর
নাহি ফল্ল বিফল কেবল।
ইথে মম অভিমত না হয়ন স্বরূপত
শ্রবন করহ মহাবল ॥
জাম্বুবান জ্ঞানবান বলিলেন জেবন্ধান
অদেশ অকালে বিভিশন।
আশি হৈছে উপস্থিত এহি হেতু জথোচিত
বিবেচন অবশ্য করন ॥
ইথে জেন মম মত তাহা কর কর্ন্নগত
জেবন্ধান জনের আশ্রয়।
**শুন দোশ প্রবর্ত্তয় ॥
অতঃপর কপিশ্বর নিবেদি শ্রবন কর
তোমা আশ্রয় নিমিত্তত।
কি জানি শে বিভিশন তেজি নিজ বন্ধুগন
আশী জশী হৈল উপগত ॥
অপর শ্রবন কর মহারাজা কপিশ্বর
গুনধাম রাম দয়াময়।
জুর্দ্ধের উদ্যোগ তার শুনি শে রাক্ষশ শার
আশিয়াছে করিতে আশ্রয় ॥

বাহুসালী বালী বিরে করিয়া নিহত।
তোমাক করিলে রাজা তার রাজত্বত ॥

অভিশেক তোমাক করিল রঘুবির।
বিভিশন এমন শুনিয়া শুকতির ॥
রাজ্জের প্রার্থনা হেতু পার্থিব অনুজ।
আশিয়াছে রাম কাছে সে জে মহাভুজ ॥
তোমাত আশ্রয় হেতু সে জে বিভিশন।
আশিয়াছে রাম কাছে লয় মোর মন ॥
এহি জথাসক্তি আমি করি নিবেদন।
চিন্তহ আপন চিত্তে অখন রাজন ॥
প্রমানে প্রমান করি করহ নিশ্চয়।
প্রমানের প্রমান তুমি হে শুনালয় ॥
বুঁদ্ধিবন্ত মধ্যে শ্রেষ্ট তুমি দয়াময়।
চিন্তি চিত্তে স্থির কর জে কর্ত্তব্য হয় ॥
হনুমান বানি শুনি রাঘব তখন।
বলিল বচন দাশরথি শুভাজন ॥
আমিয়ো অখন বিভিশনবিশয়ত।
কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি একান্তত ॥
আমার কল্যানকারি তোমরা অখন।
মম হিতহেতু চিন্তা কর সর্ব্বজন ॥
জদি কার সহ আশী মিত্রতা মিলয়।
তাক ত্যাগ কদাচ না করে বুধচয় ॥
জদ্যপি তাহার মিত্রতায় দোশ হয়।
তথাপি সন্তের ত্যাগে অহিত নিশ্চয় ॥
এমত আমার মত করি বিজ্ঞাপন।
মহাত্মা শবার শ্রেষ্টপথেত্ত অখন ॥
হয়া অবস্থিত বিভিশনক পাইয়া।
তোরা শবে ভালরূপে বিচার করিয়া ॥
কর্ত্তব্য জেমত তাহা কর এসময়।
শুগ্রিব সহিতে আলোচিয়া মন্ত্রিচয় ॥
রামবানি শুনি মানি রাজা কপিশ্বর।
হনুমান বাক্যচয় পরম শুন্দর ॥
উভয় সম্বন্ধে প্রীতিমান কপিশ্বর।
শুগ্রিব শে কালজুক্ত বলিল তৎপর ॥

শুন শুনধাম রাম বলিলা জেমত।
সে সকল মহাবল সত্য স্বরূপত ॥
আমার অন্তর আত্মা বিভিশন প্রীতি।
শুদ্ধ হেন হয় জ্ঞান শুন রঘুপতি ॥
তাহার ভাবজ্ঞ বিভিশন জে প্রকার।
অন্য জন এমন না হয় জান শার ॥
মারুতির পরিক্ষিত সে জে বিভিশন।
পূর্ব্ব হনে জানে জত বিবরনগন ॥
অতঃপর হে রাঘব করহ শ্রবন।
মহাপ্রাজ্ঞ শস্তমতি অতি বিভিশন ॥
সিত্রে সাধু আমার সবার সমশর।
হোক আশী বিপুলাশী হয়া গুনাকর ॥
তোমার আমার সঙ্গে সখিত্ত হউক।
তিন লোকে তব জশরাশী প্রকাশুক ॥
এহিমত রাজমত কর্ন্নগত করি।
নরপতি মহামতি রাঘবকেশরি ॥
বিভিশন সঙ্গে সিত্রে সঙ্গত কারন।
রুচি করিলেন রাম রাজিবলোচন ॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্মীকরচন।
বিভিশনপরিক্ষা সর্গ্গের সমাপন ॥
সড় জে নবতি শর্গগ হইল সমাধান।
মন দুরাচার রামনাম কর গান ॥

[সপ্তনবতি সর্গ]

শুগ্রিবে এমত জদি বলিল বচন।
তবে ধর্ম্মজুক্ত উক্ত বচন শোভন ॥
রাজিবলোচন বলিলেন সে সময়।
শুন সাখামৃগপতি সখা মহাশয় ॥
দুষ্ট কিম্বা শিষ্ট হোক এ জে বিভিশন।
কদাচ অল্পমান অপকারগন ॥

না পারে করিতে মম সক্তি কি তাহার।
বলি আমি কপিস্বামি বল আপনার ॥
পিশাচ উরগ জক্ষ দনুজ সকল।
ভুমণ্ডলে আছে জত রক্ষ মহাবল ॥
সরাশন করাশন করি আমি শুখে।
অঙ্গুলি অগ্রের দ্বারা নিলায় কৌতুকে ॥
একেশ্বরে সমরে করিতে মহামার।
পারি আমি কপিস্বামি জানিবাহা শার ॥
নিজ ভুজবল আর মহাস্ত্রের বলে।
ক্ষেনেক নাশিতে পারি নিশাদমণ্ডলে ॥
পুর্ব্বের বৃত্তান্ত শুন সখি কপিশ্বর।
কপত পাইয়া শ্বেন হনে মহা ডর ॥
সক্র নাম নৃপতিত লইল স্বরন।
সে সক্র নৃপতি করি কপোতে রক্ষন ॥
নিজ মাংশ শ্বেনে দিল করিতে আহার।
তুশিল সে শ্বেন সেহি মাংশ হনে তার ॥
কপতরক্ষনে জদি এমত জতন।
ইহার কি কথা ইনি সাধু বিভিশন ॥
এ জে শে রাবন ভ্রাতা দুখ খহিয়া অতি।
আশীয়াছে মোর কাছে রাক্ষশ্য সঙ্গতি ॥
অপর শ্রবনে মন কর কপিস্বর।
কন্টশুত কণ্ডুনাম মহামুনিবর ॥
বলিছে জেমত তাহা কর কর্ন্নগত।
পুরাতন কথা এজে পরম মহত ॥
সক্র জন জদি পুটপানী হয়া ভয়।
অপরাধ করি আশি স্বরন মাগয় ॥
দেখি হেন তুশিবেন সজ্জন সতত।
আপনার প্রান দিয়া তাহার কার্জ্জত ॥
সর্ব্বথা তাহাক রক্ষা করিবে নিশ্চয়।
ভয় বা ক্রোধে বা জদি রক্ষা না করয় ॥
তবে শে জে পরমনিন্দিত অভাজন।
জানিবা মানিবা এহি সাস্ত্রের লিখন ॥

সরনাগতক রক্ষা না করে জে জন।
ধর্ম্মে তার কর্ম্মগন করে আকর্শন ॥
এ জে মহাদোশ পিতা করহ শ্রবন।
পিতারে বলিছে হেন মুনির নন্দন ॥
ভয়াপন্ন প্রপন্নজনাক অরক্ষনে।
সর্ব্বধর্ম্মদ্ধংশ তার জানিবা রাজনে ॥
অতঃপর কপিশ্বর করহ শ্রবন।
সর্ব্বথা পালিব আমি কণ্ডুর বচন ॥
ভয়াপন্ন প্রপন্ন হইয়া সক্রজন।
আমি জে তোমার হেন বলিলে বচন
রক্ষা হেতু প্রানধন করিলে জাচন।
অভয় তাহাক দিবে জে জন সর্জ্জন ॥
সংগ্রাম সময় এ যে আমার অখন।
প্রপন্ন হইয়া করি জিবন জাচন ॥
আমি জে তোমার বলিয়াছে বিভিশন
অবশ্য ইহাক রক্ষা করিব রাজন ॥
আন সিঘ্রে বিভিশনে সখা গুনালয়
অবশ্য তাহারে দান করিব অভয় ॥
কি কথা শে বিভিশনে সখি কপি
স্বরন মাগয় জদি রাবন পামর ॥
তথাপি পাপিক আমি দিব শুঅভয়।
আমার প্রতিজ্ঞা এহি শখি শুনালয় ॥
গুনধাম রাম জদি দিলেন অভয়।
তবে চাত্রুগ্রিব শে শুগ্রিব গুনালয় ॥
ডাকিল তখন আইশ আইশ বিভিশন।
অনুগত সঙ্গে শুনি এমত বচন ॥
অভিশন বিভিশন সর্জ্জন শুশিল।
আকাশ তেজিয়া প্রীথিবিত উত্তরিল ॥
তবে কপি শবে অতি উৎসবে তখন।
বিভিশন শুগ্রিবক কৈল আদেশন ॥
সে সময় সদাশিব শুগ্রিব রাজন।
বিভিশনে তুষ্টমনে আশ্বশি তখন ॥

দুর হনে সে কালত শুগ্রিব রাজন।
রাম শঙ্গে রঙ্গে করাইল সন্দর্শন ॥
তবে অভিশন বিভিশন মহাশয়।
অনুচর নিশাচর সঙ্গে সে সময় ॥
বিবিধ আয়ুধগন বিদুরে তেজিয়া।
পাদপে পরম জত্নে অস্ত্রক রাখিয়া ॥
কতো অস্ত্রগন নানাস্থানত রাখিয়া।
সান্তরূপ নিজরূপ তখন ধরিয়া ॥
গুনধাম রামপদপঙ্কজে তখন।
পড়িল শুসিল সন্তমতি বিভিশন ॥
মহাগুনতন্ত্রি চারি মন্ত্রি জে তাহার।
রামপদে প্রনাম করিল বারম্বার ॥
পুটপানি হয়া বানি বোলে বানি পরে।
সরনার্থি আমি রাখ রাম গুনাকরে ॥
বিভিশন শুভাজন বলিলে এমন।
সে সময় দিনবন্ধু রাজিবলোচন ॥
দুই কর প্রশারিয়া ধরিয়া তখন।
দয়াময় দিল প্রেমে প্রেম আলিঙ্গন ॥
আইশ আইশ সাধু শুধার্ম্মিক বিভিশন।
বারম্বার কৃপাধার বলিল এমন ॥
পরে তার করে ধরি রাম দয়াময়।
তখনে আনন্দমনে রাম সদাশয় ॥
বশাইল তখন বিভিশন কুশাসনে।
মাধুরি মধুরভাবে বলিল বচনে ॥
আজি হনে সখা মোর হৈলা বিভিশন।
পরম বান্ধব প্রাপ্ত আমিও অখন ॥
সজিব বচন শুনি রাজিবনেত্রের।
ধর্ম্মজুক্ত বাক্য বলে ভাবজ্ঞ মনের ॥
শুন গুনসিন্ধু দিনবন্ধু দয়াময়।
রাবন-অনুজ আমি জান কৃপালয় ॥
দাশপ্রায় আমাক করিল অপমান।
না করি বিচার কিছু রাবন অজ্ঞান ॥

তুমি সর্ব্বপ্রাণির সরন্ন দয়াময়।
সরনার্থি আমি রাখ কৃপার আলয় ॥
আমি লঙ্কাপুরি ত্যাগ করি হে রাঘব।
ত্যাগ করি নিজ বন্ধু ধন জন শব ॥
তব শ্রীচরনে প্রভু স্বরন লৈলাম।
তোমার অধিন রাজ্য প্রান করিলাম ॥
শুখদুঃখ তবাধিন মোর আজি হনে।
জা কর করুনাসিন্দু জিবনে মরনে ॥
বিপুল রক্ষের কুল নির্ম্মূলকারন।
সখা তেজি লঙ্কাধাম করিতে ধর্শন ॥
প্রজত্ন করিব আমি স্বামি তব হেতু।
বানরবাহিনি এ জে তব গুনশেতু ॥
লঙ্কালয় শুনিশ্চয় জাইব লইয়া।
প্রতি করিলাম রাম তোমার লাগিয়া ॥
নরদেবপুত্র রাম রাজিবলোচনে।
এমত বলিয়া বিভিশন শুভাজনে ॥
হর্শক শীভিয়া হিয়া প্রশন্নে তখন।
ঋশিকুলে জন্ম ধর্ম্মবন্ত বিভিশন ॥
আগৌনে রহিল মৌনে তবে সদাশয়।
মহাত্মা রামের মুখ হেরি সদাশয় ॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে আক্কান উত্তম।
রাম সহ সাধু বিভিশন সমাগম ॥
সপ্তমনবতি সর্গ্গ হৈল সমাপন।
জপ সদা রাম নাম ওরে মুড়মন ॥
শ্রীহরেন্দ্র ভুপে ডাকে রাম কৃপাসিন্ধু।
বিকট সঙ্কটে ত্রান কর দিনবন্ধু ॥

———

[অষ্টনবতি সর্গ]

তবে বিভিশনে আলিঙ্গিয়া রঘুমণি।
বিচক্ষন লক্ষনক বলিলেন বানি।

ওহে ধির বির স্থিরবুদ্ধি গুণালয়।
জলধির নির বির আন এশময় ॥
কপিরাজা মহাতেজা সবার মধ্যত।
বিভিশনে স্থাপিব লঙ্কার রাজত্বত ॥
বিভিশনে অভিশেক কর শিঘ্রতর।
শুন গুনাকর চল জথা শে শাগর ॥
কৃপাধাম রাম জদি বলিল এমত।
অমিত্রমর্দ্দন শে শৌমিত্র শেকালত ॥
আনি জল মহাবল তবে শে শময়।
লঙ্কারাজ্জে অভিশেক তখন করয় ॥
বিভিশন প্রতি রাম অতি শুপ্রশন।
সে কালত এমত দেখিয়া কপিগন ॥
জয়সব্দ সিংহনাদ করিল তখন।
হৃষ্টমনে কতজন করিল গর্জ্জন ॥
তলসব্দ বাহুসব্দ আশফোট ভিশন।
করিল তখন হৃষ্টমন কপিগন ॥
সাধু সাধু রাম ধ্বনি হইল তখন।
জয় সব্দ আকাশে করিল দেবগণ ॥
সে সময় মহাশয় পবননন্দন।
আর মহাতেজা রাজা শুগ্রিব তখন ॥
বিভিশনে সম্বোধিয়া বলিল তখন।
শুন গুনবন্ত শন্ত শাধু বিভিশন ॥
কিরূপে সাগর পার হবে কপিবল।
কি উপায় তাক কহ লঙ্কা আখণ্ডল ॥
বিভিশন বচন বলিল সে সময়।
শুন কপিরাজা মহাতেজা মহাশয় ॥
গুনধাম রাম কাম পূরিতে কারন।
এ জে ঘোর সাগরত লউক সরন ॥
এহি সমুদ্রক পূর্ব্বপূরুশ রামের।
খনন করিছে জত শুত সগরের ॥
জ্ঞাতির সাহাজ্য কার্জ্জ করিবে শাগর।
মম মত এহিমত শুন কপিশ্বর ॥

শুনিয়াছি আমি মহাজনের বদনে।
এহি জে রামের পূর্ব্ব পুরুশত হনে ॥
সাগর উৎপত্তি হইয়াছে কপিশ্বর।
সগর রাজার কৃত এ জে রত্নাকর ॥
সেহি শৌহার্দ্দিত একালত এ শাগরে।
রামের সাহাজ্য করিবেক নিরন্তরে ॥
উচিত সিন্ধুর রাম সাহর্জ্জ করন।
একারন এপ্রকার করি নিবেদন ॥
এমত বলিল জদি সাধু বিভিশন।
শুনিয়া শুগ্রিব আর পবননন্দন ॥
গুনধাম রাম হেন করিয়া শ্রবন।
রুচি করিলেন বিভিশনের বচন ॥
ইশদ হশন করি দশন বিকাশী।
শুগ্রিবক লক্ষণক বলে হাশী হাশী ॥
বিভিশন মন্ত্রগণ রুচি হয় মম।
শুনহে লক্ষণ ভ্রাতা পুরুশউত্তম ॥
কপি সকলক বল এহি জে মন্ত্রনা।
শুনিয়া সকল জন হৌক তুষ্টমনা ॥
বানর রাজার আর তোমার কি মত।
কহ দেখি সখি হে লক্ষন একালত ॥
এমত বচন শুনি শ্রীরামবদনে।
শুগ্রিব রাজন আর লক্ষণ তখনে ॥
আনন্দ লভিয়া সেকালত দুইয়ো জন।
রামক সম্বোধি পরে বলিল বচন ॥
এজে ঘোরতর মহা মকর-আলয়।
সেতুবন্ধ না করিয়া রাম দয়াময় ॥
সক্র সহ শুরাশুর না পারে লঙ্ঘিতে।
বিনা শেতু এ দুস্তর তরিব কিমতে ॥
ভাল বলিয়াছে সে জে রাজা বিভিশন।
সেহি মত অ'চরন করহ অখন ॥
বিভিশন বাক্যগন সম্য প্রকারে।
এসময় পালন উচিত গুনাধারে ॥

এমত তাহার মত কর্ম্মগত করি।
চলিল সিন্ধুর তির পুরুশকেশরি ॥
জলধীর তির রঘুবির শোকাগত।
কুশাসন বিরচিয়া সানন্দ মনত ॥
উপবেশ ঋশিকেশ করিল তখন।
বেদিকামধ্যত জেন জাজ্বল্য জলন ॥
সাগরদর্শনে মতি করি রঘুপতি।
মৌনভাবাশ্রয় করি রহিল সংপ্রতি ॥
ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে বাল্মিকিবচন।
সমুদ্রপ্রবেশ শর্গ্গ হৈল সমাপন ॥
অষ্টম নবতি শর্গ্গ হৈল সমাধান।
মন দুরাচার রামনাম কর গান ॥
শ্রীহরেন্দ্র কহে রাম করুনানিদান।
বিশম বিপাকে রামনাম কর গান ॥

[নবনবতি সর্গ]

সিন্ধুজলে ধরাতলে কুশের আশনে।
তিন নিশাগত শে স্থানত ধ্যানমনে ॥
তথাপী প্রতাপি সিন্ধু আপন মদত।
না দিল দর্শন আশি শ্রীরাম অগ্রত ॥
জথাবিধি সিন্ধুক পূজিল রঘুনাথ।
তথাচ সাগর জদি না দিল সাক্ষাত ॥
তবে গুনধাম রাম ক্রোধ করি অতি।
আতাম্র নয়ান কোপে শস্ত মহামতি ॥
দম্ভজদলন দেখি অনুজের পানে।
কোপে শস্ত বলিলেন অরুন নয়ানে ॥
দেখ দেখ অনার্জ্জ এ সাগর দুর্ম্মতি।
আমার বিবিধ পূজা লঙ্ঘিয়া সংপ্রতি ॥
অবহেলা করি রত্নাকর গুদুর্জ্জন।
আপনে আশীয়া দুষ্ট না দিল দর্শন ॥
নির্গুন জনার অগ্রে বিগ্র গুনচয়।
প্রিয়বাদি আদি জত জত গুনাছয় ॥
অশার কেবল মান নাহিক তাহার।
অতঃপর বলি হে লক্ষন গুনাধার ॥
আপন প্রশংশাকারি ক্রুরমতি অতি।
মিথ্যাবাদি প্রমাদি দুর্জ্জন দুষ্টমতি ॥
এ সবাক চণ্ড দণ্ড করিবে নিশ্চয়।
সামে শস্ত তাত হনে কির্ত্তি না লভয় ॥
সাম দ্বারা জশ প্রাপ্ত না হয় কখনে।
সাম দ্বারা জয় না লভয় ঘোর রনে ॥
ক্ষেমাযুক্ত দেখি মোরে বরুন-আলয়।
অশামর্থ জ্ঞান করি অবজ্ঞা করয় ॥
হে অনুজ মহাভুজ করহ শ্রবন।
এমত জনাক ক্ষেমাধীক হে লক্ষন ॥
আন মম ধনুত্তম অতি শিঘ্রতর।
আন আশীবিশোপম খরতর শর ॥
অগ্নে সগ্নে এ জে মহা অক্ষোপ শাগরে।
ক্ষোপ জন্মাইব আমি খরতর শরে ॥
হে লক্ষন বিচক্ষন করহ শ্রবণ।
অমর্জ্জদা সাগরক করিব অখন ॥
দেখ আজি মোর ঘোর বানের দ্বারায়।
ছিন্ন ভিন্ন করিব মকর সমুদায় ॥
নিরুদ্ধ করিয়া ক্রুদ্ধে মকর-আলয়।
প্রতাপে তাপিত সিন্দু করিব নিশ্চয় ॥
মহা মহা নাগ আর মহাসর্প্পগন।
ছিন্ন ভিন্ন শির গাত্র দেখ হে লক্ষন ॥
আজি আমি কোপানলে সাগর শুশিব।
বরুন-আলয় আজি প্রলয় করিব ॥
এহি বলি মহাবলি সহশা তখন।
ক্রোধমনে সরাশন করি করাশন ॥
দিব্য অস্ত্রে করে করি ধরিয়া তখন।
ক্রোধে অতি দাশরথি বিশালনয়ন ॥

জুগান্ত কালের জেন জাজ্বল্য জলন।
মহাচাপ প্রতাপবর্দ্ধন শুভিশন॥
নিজোগ করিয়া শর ঘোর শরাশনে।
ধরাধর সঙ্গে ধরা কম্পায়া চরনে॥
শুভিখ্‌ন সায়ক সে জে অযোধ্যানায়ক।
মোচন করিল লক্ষ করি সাগরক॥
সক্র হয়া বক্র জেন বজ্রক প্রহারে।
সেহি প্রায় পূন্যকায় রাম কৃপাধারে॥
অশনিসমান সে জে বান ঘোরতর।
দিনকর প্রায় কিম্বা বহ্নি শমশর॥
পশিল সাগরজলে বলে আপনার।
সে বেলা সিন্দুর শুদুর্গ্‌গতি পারাবার॥
সে সময় অতিশয় বেগ সাগরের।
উর্ম্মিগন উঠে তুল্য বিন্দু পর্ব্বতের॥
সতে সতে সহস্রে সহস্রে উর্ম্মিচয়।
উঠিল কুটীলভাবে তবে সে সময়॥
তাত অশঙ্খ্যাত গ্রাহ মকর সকল।
শুভিশন স্বন করে ডরে শুবিকল॥
তবে শে শময় অশম্ভব অতিশয়।
দিপ্তমান নয়ান শুমহানাগচয়॥
পাতালনিবাশী রাশি রাশি পিড়া পায়া।
ভয়ে শবে সমুদ্রে সরন লৈল জায়া॥
পাতাল সাগর রাশি রাশি প্রানিগনে।
আশ্বাশ করিয়া সিন্দু আকুলিত মনে॥
শুবিশম পরাক্রম দেখি রাঘবের।
মহৎ কর্ম্ম উপস্থিত বধ রাবনের॥
চিন্তিয়া এমত চিত্তে সাগর তখন।
দেহধর সে সাগর হয়া তুষ্টমন॥
সরিতের পতি লোকপতিক তখন।
নিজরূপে দিল দেখা শুচারুদর্শন॥
ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে শরদাহ নাম।
নবতি নবম সর্গ্‌গ হৈল বিরাম॥

শ্রীহরেন্দ্র ভুপে ডাকে রাম তুমি বিনে।
কে করে নিস্তার দুখ্‌খে এ জে দিনহিনে॥

[শততম সর্গ]

স্নিগ্ধ বৈদুর্জ্জের কান্তিধর কলেবর।
জাম্বুনদময় হেমে ভুশন শুন্দর॥
রক্ত শুকুশুমমালা গলাত দোলয়।
রক্তাম্বরধর চারুতর বিরাজয়॥
অমল কমল দল বিশাল লোচন।
হেন রুপধর সে সাগর শুশোভন॥
শুপ্রশন্ন বদন মদন সমোশর।
তরুন বয়শ জশবন্ত সে সাগর॥
দিপ্তবন্ত অত্যন্ত বদন শুভিশন।
হেমনত কত সত মহানাগগন॥
সঙ্গে করি নদনদিপতি অতি দ্রুত।
আর নিজ মন্ত্রিগন সঙ্গেত প্রস্তুত॥
রামসন্নিধানে কৈল প্রয়ান তখন।
রামের সন্মুখে শুখে দিল দরশন॥
পুটপানি হয়া মানি বোলে বানি পরে।
প্রথমত রামাগ্রত তবে সে সাগরে॥
শুন দুর্ব্বাদলশ্যাম কমলনয়ন।
শুন গুনসিন্ধু ইন্দু জিনি শুবয়ান॥
গগন পবন জল ধরাতল আর।
তেজ সঙ্গে এহি পঞ্চ রাম গুনাধার॥
স্বভাবত জাবত কালত গুনালয়।
তিষ্টীয়া আছয় রাম সকল সময়॥
সেহি প্রায় পুন্যকায় স্বভাব আমার।
সতত অগাধ আমি রাম গুনাধার॥
অব্যয় অক্ষয় আমি জানিবা রাঘব।
বিকারে আমার দোশ হয়ন সম্ভব॥

এহি বলিলাম আমি রাম স্বরূপত।
যার জানি মহামানি কর কর্ম্মগত ॥
তব পুর্ব্বপুরুশ সে নরেন্দ্র সগর।
রাখিছে সাগর নাম মম নৃপবর ॥
সেহি নামে খ্যাত মম সাগর বলিয়া।
বলিলাম রাম তব অগ্রে বিবরিয়া ॥
তব হেতু গুনশেতু আমি এ সময়।
স্তম্ভন করিব আপনার জলচয় ॥
দিব শিব পথে দশরথের নন্দন।
তব হেতু জলে সেতু হইবে বন্ধন ॥
আনন্দে সে পথে তব বানরবাহিনি।
গমন করিবে শুখে রাম রঘুমনী ॥
ওহে রাম গুনধাম করহ শ্রবন।
সমুদ্রমধ্যত এজে সেতুর বন্ধন ॥
মম জলমধ্যে স্থল অতি অশম্ভব।
লোকেএ আশ্চর্জ্জ কির্ত্তি হইবেক তব ॥
অতঃপর গুনাকর করহ শ্রবন।
তব নিগ্রহত জদি আমি এহিক্ষন ॥
ভয়সম্ভ পথ জদি দেই এশময়।
তবে বলি সবে বল করিয়া আশ্রয় ॥
চণ্ড দণ্ড করি মোরে বলবন্তগন।
অগাদ মর্জ্জদা মম করি উল্লঙ্ঘন ॥
পথ করি লবে মহোৎসবে মোত হনে।
এহিরূপে জত ভুপে হে বিধুবয়নে ॥
লোকে হৃষ্টোমান এ জে অদ্ভুত নিশ্চয়।
সমুদ্রে দিলেন পথ রামচন্দ্র ভয় ॥
আমি এ জে অগাদত্ব-স্বভাবি সতত।
এ গুন তেজিতে আমি নারি স্বরূপত ॥
তুমিয়ো অমিততেজা রাজার নন্দন।
অগাধ মর্জ্জদা মম না কর লঙ্ঘন ॥
অতঃপর রঘুবর করহ শ্রবন।
কাম-অনুবর্ত্তি কির্ত্তিনাশী জত জন ॥

কদাচন হেন জনসকলক আমি।
নারি দিতে পথ কদাচন রঘুস্বামি ॥
এবে জদি গুননিধি আমি তব ভয়।
মোহমতি হয়া অতি ব্যাকুল হৃদয় ॥
নারি দিতে পথ দশরথনৃপাত্মজ।
আমার একথা শার লক্ষন অগ্রজ ॥
দেহি পথ দশরথ রাজার নন্দন।
তবে হবে অকির্ত্তি আমার রাজন ॥
মহাসত্ত হুইয়ো তত্ব করিয়া রক্ষন।
হৃষ্টমনে সাধ আপনার প্রয়োজন ॥
ওহে রাম গুনধাম করহ শ্রবন।
তোমার অপার সিন্দুতরন কারন ॥
মানুশী উপায় বলি তব হিতহেতু।
জে উপায় শুখে পার হবে গুনশেতু ॥
সে উপায় রঘুরায় আমাক তরিবা।
মম মত একালত অবশ্য লইবা ॥
এজে নল নাম গুনধাম হরিবর।
বিশ্বকর্ম্মশুত গুনজুত গুনাকর ॥
পিতৃদত্ত বরে সত্ত মহা তেজবান।
তব হিতরত অনুব্রত এ শুজান ॥
বানরের রূপধারি দেববির্জ্জে জাত।
নরশ্রেষ্ঠ বলিলাম তোমার সাক্ষাত ॥
ইহাক নিজুক্ত কর সেতুর কার্জ্জত।
করুক আরম্ভ সেও বানর সঙ্গত ॥
মহাবল কপিদল সকল সহিতে।
পারহেতু মহাশেতু গটুক তরিতে ॥
সিল্পকারি মহাহরি সেতুত জোজয়।
জোগায় আনীয়া সিলা বৃক্ষ কপিচয় ॥
মহাবল নল করতল অগ্রে করি।
বোলে সিন্ত্রে সিন্ত্রে শীলা আন জত হরি ॥
বলবন্ত সত্ত হনুমন্ত সে সময়।
জে জে সিলা করি নিলা তখন আনয় ॥

তাক নিলা করি ধরি নল মহাবল।
বাম করে করি ধরে সে মহা অচল॥
লয়া সিলা করি নিলা নল সে সময়।
সেতুর উপরে তার নিজোগ করয়॥
দেখি হেন কুপিলেন পবননন্দন।
আপনাক ধিক্কার করিয়া মনে মনে॥
হিমাচল প্রতি অতি গতি করি ক্রুদ্ধে।
চলিল অনিল বেগে সমিরনপথে॥
আনিতে অশঙ্খ সিলা নিলা করি হরি।
হৃষ্টমনে গগনগমনে গতি করি॥
রামপদদ্বন্দ মনে করিয়া ধারন।
বেগে চলে কুতুহলে পবননন্দন॥
সমিরনপথে সমিরনবেগে সন্ত।
ক্ষেনেক পাইল হিমালয় হনুমন্ত॥
নগ জথা গিয়া তথা পবননন্দন।
শ্রম দুর করি তথা হয়া শুদ্ধমন॥
কুটী সহস্রেক সঙ্খ্যা পাদাচলচয়।
দেখি শুখি হয়া বির পবনতনয়॥
বলবান অভিমানবিনাশকারন।
ইচ্ছা করিলেন মনে চিন্তিয়া তখন॥
ঘোরতর ভয়ঙ্কর বেগে সন্ত হরি।
কুটী এক পর্ব্বতক উৎপাটন করি॥
চিন্তিত হইল চিত্তে পবননন্দন।
হায় হায় কি উপায় করিব অখন॥
সাহাবিক লঘু দেহে আমি এ সময়।
কিরূপে বহিব মহামহিধরচয়॥
না করিবা হেন কাজ লাজ হবে জাত।
উপায় বহিব আমি নগ অশঙ্খাত॥
গগনগমনে গতি করি অতিশয়।
লয়া চলি এহি সে অচল রুচি হয়॥
এহি মত সে কালত চিন্তিয়া অন্তরে।
বাড়াইতে লাগিল নিজ তনু হনু বিরে॥

সে সময় সদাশয় পবননন্দন।
অতুল বিপুল কায়া করিল বর্দ্ধন॥
সে অশোক ধ্রুবলোক লঙ্ঘিল মস্তকে।
চুড়ামনি হৈল তার সেহি ধ্রুবলোকে॥
অতি শ্বেত দ্যুতিমান সশাঙ্কমণ্ডল।
মারুতিললাটদেশে শুভিল নির্ম্মল॥
রশ্মিধর দিবাকর শুবে সে সময়।
হারমধ্যদেশে জেন রত্ন বিরাজয়॥
মহানদি পতিতপাবনি মন্দাকিনি।
নাভিমুলে শুভিলেন শুরতরঙ্গিনি॥
তাল তরু তুল্য তার হৈলো লোমাবলি।
সাল সব শোভে সব করের অঙ্গুলি॥
জে সকল জে অচল আছয় জে স্থলত।
পাদাগ্রসমান সৈল হৈল সে কালত॥
হেন রূপধর ভয়ঙ্কর অতিশয়।
হয়া মায়াকায়াধারি পবনতনয়॥
করে দশাঙ্গুলে কুতুহলে সেকালত।
সৈল বাচি বাচি শৈল অতি শুমহত॥
কপিবিরে শিরে সৈল শৈল একশত।
প্রধান প্রধান বাচি বাচি সে কালত॥
লোমাগ্রত সে কালত অশঙ্খ পর্ব্বত।
বন্ধন করিয়া কপি নৈল সে কালত॥
হৃষ্টমতি হয়া অতি মারুতি শুমতি।
রামকার্জ্জ হেতু উগ্রাবল হয়া অতি॥
গগনগমনে হৃষ্টমনে তথা হনে।
চলিল অনিলবেগে পবননন্দনে॥
সেতুস্থান সন্নিধান হয়া সে সময়।
পবনতনয় সদাশয় গুনালয়॥
হেনমত সেকালত জত কপিগন।
সিন্ধুকুলে থাকি সবে কৈল নিরক্ষন॥
দেখয় আইসয় গতি করি অতিশয়।
আইসয় বিস্ময়রূপধারি শুদুর্জ্জয়॥

নিশ্চয় করিতে কেহ না পারে তখন।
সবে বোলে দেখ দেখ এবা কোনজন ॥
দেখি হেন ক্ষোভিলেন সাখামৃগ সবে।
পরস্পরে চিন্তা করে নানামত তবে ॥
সবে বলে সকলে দেখ কে গতি করে।
কেহ বলে নিশাচরে প্রেশিয়াছে চরে ॥
কেহ বলে বিশ্বম্ভর শৈল শুদূর্জ্জয়।
সইচ্ছায় কোথায় বা গমন করয় ॥
কপি জত এহিমত তর্ক্কনা করয়।
কপি জত নানামত চিন্তে সেসময় ॥
এহি মত কপি জত কত বিবেচিয়া।
করিল শুস্থির সবেঁ চিত্তত চিন্তিয়া ॥
এ জে জন অন্যজন নহে কদাচন।
শুনিশ্চয় হবে বির পবননন্দন ॥

সেকালত কপি জত চিন্তিলেন হেনমত
বেস্ত ঘুচি শুস্থ হৈল শবে।
সে সময় হনুমন্ত অতিশয় রোশে শস্ত
বারম্বার পরম তাণ্ডবে ॥
মহাবল নল বিরে ক্রোধে আবাহন করে
উশ্চস্বরে তবে সে কালত।
শুনরে অজ্ঞান নল আছে তোর কত বল
সিগ্রে আসি হওরে অগ্রত ॥
ত্রিভুবনে শুবিক্ষাত অঞ্জনার গর্ভে জাত
বায়ুবির্জ্জে জনম আমার।
শুনরে অজ্ঞান মুড় আজি দর্প্প করো চুর
আমি হনুমান বির শার ॥
অখনী তোমার গর্ব্ব অবস্তে করিব খর্ব্ব
শুন নল অজ্ঞান পামর।
প্রশারিয়া বাম কর বহুতর ধরাধর
লও দেখি পামর বানর ॥

হেনমত সে কালত করি করি করযুত
অলৌকিক কণ্ঠার বচন।
অপ্রমান দেহধর অতিশয় ভয়ঙ্কর
হেন রূপ করি বিলোকন ॥
আর তার বারম্বার তর্জ্জন বাক্য অপার
শুনি অতিশয় ভয়বন্ত।
চিন্তে নল নিজমনে এজে পবননন্দনে
আজি প্রান করিবেক অন্ত ॥
আর এজে শৈলগন কি জানি বা নিক্ষেপন
করে মোরে পবননন্দন।
নাহি অপরাধ মোর অনাহুত কপি ঘোর
করে মোরে বিপুল তর্জ্জন ॥
চিন্তি হেন সে সময় অতিশয় পায়া ভয়
মহাবল নল সেকালত।
রামচরনে স্বরন লইল তবে তখন
রহিলেন রামের অগ্রত ॥
কাকুতি উকুতি করি বলিতে লাগিল হরি
শুন রাম রাজিবলোচন।
রক্ষা কর রঘুপতি আমি ভয়াতুর অতি
এ সঙ্কটে কর বিমোচন ॥
ত্রাহি রাম কৃপাসিন্ধু দিনহিনজনবন্ধু
সরন্য তুমি শে শভাকার।
মারুতিত হনে অতি ভয় নিমজিল মতি
রক্ষা কর রাঘব এবার ॥
তুমি বিনে অন্ত জন কেবা করিবে রক্ষন
তুমি রক্ষাকারি ত্রিভুবন।
তুমি অগতির গতি মোরে রাখ রঘুপতি
বধে প্রান পবননন্দন ॥
ত্রিলোকে অভয়দাতা তুমি বিধাতার ধাতা
তুমি সর্ব্বাতি সর্ব্বেশ্বর।
শুন রাম দয়াময় মোরে বিতর অভয়
মহা ডরে কম্পে কলেবর ॥

আর করি নিবেদন প্রভু করহ শ্রবন
আমি আত্মা বল দরশায়া।
নাহি করি এ জে কর্ম্ম বলি প্রভু শার মর্ম্ম
অবধান কর ধর্ম্মকায়া॥
শুন রাম কৃপান্বিত সিল্পির এহি সে রিত
স্বভাবত এহি মত হয়।
নিবেদন করি স্বামি বার্চ্যল্য ভাবেত য়ামি
বামকরে শিলা বৃক্ষচয়॥
নাহিক করি ধারন বলিলাম জে কারন
সিল্পের এহি শে রিত হয়।
ইহা জানি কৃপালয় রক্ষা কর এ জে ভয়
নিবারহ পবনতনয়॥
জাতক্রোধে বায়ুশুত পরাক্রমে অদ্ভুত
জমশম পরাক্রমবান।
তব পদ হৃদে ধরি মোরে তুচ্ছ জ্ঞান করি
দেখ রাম বধে মোর প্রান॥

ওহে রাম গুনধাম করই শরন।
পবননন্দনকরে কর নিবারন॥
নির্ব্বিঘ্নে হউক সেতু পারহেতু রাম।
দিনবন্ধু তরি সিন্ধু পূর্ন্ন কর কাম॥
হেনমত সেকালত কর্ন্নগত করি।
দশন প্রকাশী হাশী রাঘব শ্রীহরি॥
নাহি ভয় ওহে নল মহাবল তব।
আশ্বাশে বিশ্বাস কর ওহে মহত্‌ভব॥
পারহেতু সেতুর বন্দনে কর মন।
কি করিতে পারে তোরে পবননন্দন॥
এহি বলী মহাবলী রাম দয়াময়।
সৈলধারী সে জে বীর পবনতনয়॥
ইচ্ছা করি চিত্তে নিবারিতে তাক তবে।
রাজিবলোচন বলে বচন উৎসবে॥

দশন বিকাশী হাশী হাশী মহামানি।
ইচ্ছা কৈল মারুতির করি দর্পহানী॥
চিন্তামনী এহি চিত্তে চিন্তিয়া তখন।
কপিদেহ হনে নিজ সক্তি নারায়ন॥
আহরন তখন করিল রঘুনাথ।
সক্তিহিন হয়া দিল কপি শেবেলাত॥
আপনার দেহভার আর শে সময়।
বহিতে অশক্ত ভক্ত পবনতনয়॥
সে সময় সদাশয় পবননন্দন।
মস্তকে আনিছে জত জত নগগন॥
দুইকরে ধরাধরে আনিয়াছে জত।
লোমে বান্ধি শৈল আনিয়াছে কত সত॥
চরনে ধারন করি আনিয়াছে জত।
সে সকল অচল তাহার সেকালত॥
একে কালে সকলে বিকলে মারুতির।
পতন হইয়া শোভা কৈল প্রিথিবির॥
আপনেও আকাশত হনে সেকালত।
অবশ হইয়া পড়িলেন ভুতলত॥
গগনে তেজিয়া হয়া পতন তখন।
অবশের বশ হৈল পবননন্দন॥
বিকল হইয়া বলসালী বায়ুশুত।
অচেতনে ভুমে পড়িয়া নীল অদ্ভুত॥
চিন্তিত হইল চিত্তে পবনকুমার।
বলে ইকি ইকি দশা হইল আমার॥
আমার এ শপ্ন বুঝি মনে অনুমানী।
কিবা চিত্তভ্রম হয়া হৈলাম অজ্ঞানী॥
কিবা ভুত পরেশীল সরির আমার।
কিবা কোন দেবে মায়া করিল দুর্ব্বার॥
নর কি বানর আমি না পারি বুঝিতে।
কিবা আমি হনুমান সমিরনশুতে॥
হনুমান জ্ঞানবান অনুমান করে।
অপরাধী কিবা আমি রাম ধনুদ্ধরে॥

রামপদাম্বুজে কিবা হয়া ভক্তিহানি।
এ দশা হইয়া মোর হৈল ঘোর গ্লানী॥
এহিমত সেকালত মনত চিন্তিয়া।
মোহমতি হয়া অতি রহিল স্তম্ভিয়া॥
হেন দেখি হয়া দুখি তবে সেসময়।
বলসালি বালি-অনুজ মহাশয়॥
বিস্ময়হৃদয় অতিশয় হয়া পরে।
চিন্তিতে লাগিল রাজা আপন অন্তরে॥
পাত হৈল শৈল জত ভুমে কি কারন।
কি হেতু এমন দশা পবননন্দন॥
চিন্তা করি চিত্তে এহিমত সে কালত।
সাখামৃগপতি মহামতি সুমহত॥
বলিল অনিলসুতে তপননন্দন।
শুন গুনশিল শস্ত পবননন্দন॥
অমিতবিক্রমি তুমি সাগর লঙ্ঘিলা।
রাবননন্দন অক্ষকুমার বধিলা॥
কপিবরে একেশ্বরে সে লঙ্কানগরে।
দহনে দহিলা পরাক্রমে একেশ্বরে॥
আজি কেন হে দত বিমত তোমার।
দেখিতেছি আমি বায়ুসুত গুনাধার॥
সেতুর বন্ধনকালে বিমত এমত।
হৈল কি কারন মহামানি হে মহত॥
উদাশীন অতি দিনহিন দুঃখমনা।
হতপ্রভা নষ্টশোভা কি কর শোচনা॥
জেমন সামান্য জনগন সর্ব্বক্ষন।
সেমত তোমার মত দেখি কি কারন॥
মহাভাগ কর ত্যাগ এমত মতক।
বলি সমুচিত হিত শুন শে বাক্যক॥
গুনধাম রাম সঙ্গে রঙ্গে হে মারুতি।
অভিরাম লঙ্কাধাম শিঘ্রে করি গতি॥
কর্ক্কশ রাক্ষশ জত অজশ পামরে।
কর হত সমরত হে কপিপ্রবরে॥
গুনজিতা সতি সিতা করহ উদ্ধার।
জশরাশী প্রকাশীত কর আপনার॥

[অসম্পূর্ণ।]